ফাযায়েলে সিরিজ-১

ফাযায়েলে কোরআন

فَضَائِلِ الْقُرْآنِ

মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী

ফাযায়েলে কোরআন

মূল

মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী
প্রফেসর
কিং ফয়সাল ইউনিভার্সিটি, সৌদি আরব

ভাষান্তর

আবদুল্লাহিল হাদী মু. ইউসুফ

quraneralo.com

Peace Publication
পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা।

www.Quraneralo.com

ফাযায়েলে কোরআন

মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী

প্রকাশক

পিস পাবলিকেশন

বাংলাদেশ সংস্করণ : ২০১৫

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

☎ ০২-৯৫৭১০৯২, ০১৭১৫-৭৬৮২০৯,০১৯১১-০০৫৭৯৫

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি : ২০১৫ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ : পিস হ্যাভেন

বর্ণবিন্যাস ও অলংকরণে : মোঃ জহিরুল ইসলাম

ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com

peacerafiq56@yahoo.com

peacerafiq@gmail.com

মূল্য : ২৫০.০০ টাকা।

www.Quraneralo.com

অনুবাদকের আরয

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি মানুষের হিদায়াতের জন্য তাঁর সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি মহাগ্রন্থ আল কোরআন অবতীর্ণ করেছেন, আর অসংখ্য দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি যিনি তাঁর নবুয়তী যিন্দেগীব্যাপী এই কোরআনের স্পষ্ট ব্যাখ্যা করে গেছেন।

মহাগ্রন্থ আল কোরআনের মধ্যে রয়েছে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় সকল বিষয়ের উপযুক্ত দিকনির্দেশনা। তাই তো মানব ইতিহাসের যে সময়টাকে ঐতিহাসিকগণ জাহিলিয়্যাত বা অন্ধকার যুগ বলে আখ্যায়িত করেছিল ঐ যুগের মানুষগুলো এই কোরআনের পরশ পেয়ে মানবতার মুক্তির দূতের ভাষায় সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য হলো এই যে, এ কোরআন আজ আমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আমরা তা থেকে উপযুক্তভাবে উপকৃত হতে পারছিনা, হয়তো এর পেছনে মূল কোনো কারণ থেকে থাকলে তা হবে এই যে, কোরআনকে যথাযথভাবে না বুঝা এবং উপযুক্তভাবে নিজেদের আমলে না নেয়া।

উর্দূভাষী সুলেখক ইকবাল কীলানী সাহেব তার “ফাযায়েলে কোরআন” নামক গ্রন্থে মানবজীবনের জন্য কোরআনের কল্যাণময় দিকসমূহ তুলে ধরেছেন, যা পাঠ করে একজন মুসলমানের জন্য কোরআনের আলোক জীবন গঠন করার ক্ষেত্রে খুবই সহযোগী হবে ইনশাআল্লাহ্।

এই গ্রন্থটি অনুবাদের দায়িত্ব আমি গোনাহগারের ওপর অর্পিত হলে, আমার কাঁচা হাত হওয়া সত্ত্বেও আমি তা অনুবাদে আগ্রহী

www.Quraneralo.com

হই এই আশায় যে, এ গ্রন্থ পাঠে বাংলাভাষী মানুষ তাদের ইহকাল এবং পরকালের সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে, আর এই উসীলায় মহান আল্লাহ্ এ গোনাহগারের প্রতি করুণা প্রদর্শন করে তাকে ক্ষমা করবেন।

পরিশেষে সুহৃদয় পাঠকবর্গের প্রতি এ আবেদন থাকল যে, এ গ্রন্থ পাঠান্তে কোনো ভুল-ভ্রান্তি তাদের দৃষ্টিগোচর হলে আর তারা তা আমাকে অবগত করালে আমি পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ্।

ফকীর ইলা আফবী রাব্বিহি
আবদুল্লাহিল হাদী মু. ইউসুফ

রিয়াদ, সৌদি আরব।

www.Quraneralo.com

আল কুরআনের ১১৪টি সূরা ও নামের অর্থসমূহ

	সূরার নাম	অর্থ
১.	আল ফাতিহা	সূচনা
২.	আল বাকারা	বকনা-বাছুর
৩.	আলে ইমরান	ইমরানের পরিবার
৪.	আন নিসা	নারী
৫.	আল মায়িদাহ	খাদ্য পরিবেশিত টেবিল
৬.	আল আনআম	গৃহপালিত পশু
৭.	আল আরাফ	উঁচু স্থানসমূহ
৮.	আল আনফাল	যুদ্ধলব্ধ সম্পদ
৯.	আত তাওবাহ্	অনুশোচনা
১০.	ইউনুস	নবী ইউনুস
১১.	হুদ	নবী হুদ
১২.	ইউসুফ	নবী ইউসুফ
১৩.	আর রা'দ	বজ্রপাত
১৪.	ইব্রাহীম	নবী ইব্রাহিম
১৫.	আল হিজর	পাথুরে পাহাড়
১৬.	আন নাহল	মৌমাছি
১৭.	বনী-ইসরাঈল	ইহুদি জাতি
১৮.	আল কাহফ	গুহা
১৯.	মারইয়াম	ঈসা নবীর মা
২০.	ত্বোয়া-হা	ত্বোয়া-হা
২১.	আল আম্বিয়া	নবীগণ
২২.	আল হাজ	হজ
২৩.	আল মু'মিনূন	মুমিনগণ
২৪.	আন নূর	আলো
২৫.	আল ফুরকান	সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী
২৬.	আশ শুআরা	কবিগণ
২৭.	আন নামল	পিপীলিকা
২৮.	আল কাসাস	কাহিনী
২৯.	আল আনকাবূত	মাকড়শা
৩০.	আর রুম	রোমান জাতি
৩১.	লোকমান	একজন জ্ঞানী ব্যক্তি
৩২.	আস সাজদাহ্	সাজদা
৩৩.	আল আহযাব	জোট
৩৪.	সাবা	রানী সাবা/শেবা
৩৫.	ফাতির	আদি স্রষ্টা
৩৬.	ইয়াসীন	ইয়াসীন
৩৭.	আস ছাফ্‌ফাত	সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো
৩৮.	ছোয়াদ	আরবি বর্ণ
৩৯.	আয্-যুমার	দলবদ্ধ জনতা
৪০.	আল মু'মিন	বিশ্বাসী
৪১.	হা-মীম আস সাজদাহ্	সুস্পষ্ট বিবরণ
৪২.	আশ্-শূরা	পরামর্শ
৪৩.	আয্-যুখরুফ	সোনাদানা
৪৪.	আদ-দোখান	ধোঁয়া
৪৫.	আল জাসিয়াহ	নতজানু
৪৬.	আল আহ্‌ক্বাফ	বালুর পাহাড়
৪৭.	মুহাম্মদ	নবী মুহাম্মদ
৪৮.	আল ফাত্‌হ	বিজয়, মক্কা বিজয়
৪৯.	আল হুজুরাত	বাসগৃহসমূহ
৫০.	ক্বাফ	ক্বাফ
৫১.	আয-যারিয়াত	নিক্ষেপকারী বাতাস
৫২.	আত্ব তূর	পাহাড়
৫৩.	আন-নাজম	তারা
৫৪.	আল ক্বমার	চন্দ্র
৫৫.	আর রহমান	পরম করুণাময়
৫৬.	আল ওয়াক্বিয়াহ্	নিশ্চিত ঘটনা
৫৭.	আল হাদীদ	লোহা
৫৮.	আল মুজাদালাহ্	অনুযোগকারিণী

Content

সূরার নাম	অর্থ
৫৯. আল হাশর	সমাবেশ
৬০. আল মুম্‌তাহিনাহ্	নারী যাকে পরীক্ষা করা হবে
৬১. আস সাফ	সারিবদ্ধ সৈন্যদল
৬২. আল জুমুআহ	সম্মেলন/শুক্রবার
৬৩. আল মুনাফিকূন	কপট বিশ্বাসীগণ
৬৪. আত তাগাবুন	মোহ অপসারণ
৬৫. আত ত্বালাক	তালাক (বিচ্ছিন্ন করা)
৬৬. আত তাহরীম	নিষিদ্ধকরণ
৬৭. আল মুলক	সার্বভৌম কতৃত্ব
৬৮. আল ক্বলম	কলম
৬৯. আল হাক্কাহ	নিশ্চিত সত্য
৭০. আল মাআরিজ	উন্নয়নের সোপান
৭১. নূহ	নবী নূহ
৭২. আল জিন	জিন সম্প্রদায়
৭৩. আল মুযযাম্মিল	বস্ত্রাচ্ছাদনকারী
৭৪. আল মুদ্দাস্‌সির	পোশাক পরিহিত
৭৫. আল ক্বিয়ামাহ্	পুনরুত্থান
৭৬. আদ দাহর	মানুষ
৭৭. আল মুরসালাত	প্রেরিত পুরুষগণ
৭৮. আন্ নাবা	মহাসংবাদ
৭৯. আন নাযিয়াত	প্রচেষ্টাকারী
৮০. আবাসা	তিনি ভ্রূকুটি করলেন
৮১. আত তাক্‌ভীর	অন্ধকারাচ্ছন্ন
৮২. আল ইন্‌ফিতার	বিদীর্ণ করা
৮৩. আত মুত্বাফফিফীন	প্রতারণা করা
৮৪. আল ইন্‌শিক্বাক	খণ্ড-বিখণ্ডকরণ
৮৫. আল বুরূজ	নক্ষত্রপুঞ্জ
৮৬. আত তারিক্ব	রাতের আগন্তুক
৮৭. আল আ'লা	সর্বোন্নত

সূরার নাম	অর্থ
৮৮. আল গাশিয়াহ্	বিহ্বলকর ঘটনা
৮৯. আল ফাজর	ভোরবেলা
৯০. আল বালাদ	নগর
৯১. আশ শামস	সূর্য
৯২. আল লাইল	রাত্রি
৯৩. আদ দুহা	পূর্বাহ্নের সূর্যকিরণ
৯৪. আল ইনশিরাহ	বক্ষ প্রশস্তকরণ
৯৫. আত ত্বীন	ডুমুর
৯৬. আল আলাক	রক্তপিণ্ড
৯৭. আল ক্বাদর	মহিমান্বিত
৯৮. আল বাইয়্যিনাহ	সুস্পষ্ট প্রমাণ
৯৯. আল যিলযাল	ভূমিকম্প
১০০. আল আদিয়াত	অভিযানকারী
১০১. আল ক্বারিয়াহ	মহাসঙ্কট
১০২. আত তাকাসুর	প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা
১০৩. আল আছর	সময়
১০৪. আল হুমাযাহ	পরনিন্দাকারী
১০৫. আল ফীল	হাতি
১০৬. কুরাইশ	কুরাইশ গোত্র
১০৭. আল মাউন	সাহায্য-সহায়তা
১০৮. আল কাওসার	প্রাচুর্য
১০৯. আল কাফিরুন	অবিশ্বাসী গোষ্ঠী
১১০. আন নাসর	স্বর্গীয় সাহায্য
১১১. আল লাহাব	জ্বলন্ত অঙ্গার
১১২. আল ইখলাস	একত্ব
১১৩. আল ফালাক	নিশিভোর
১১৪. আল-নাস	মানবজাতি

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
মাসআলা-১ :	পাঠ করা	১৩৬
মাসআলা-২ :	কোরআন মাজীদের আটটি নাম নিম্নরূপ	১৩৭
মাসআলা-৩ :	কোরআন মাজীদের সতেরটি গুণবাচক নাম নিম্নরূপ	১৩৮
মাসআলা-৪ :	যদি কোরআন মাজীদকে পাহাড়ের মত বিশাল সৃষ্টির উপর অবতীর্ণ করা হত তাহলে তা ভয়ে টুকরা টুকরা হয়ে যেত	১৪১
মাসআলা-৫ :	কোরআনের আয়াত শুনে কিছু কিছু কল্যাণকামী অমুসলিমদের চোখও অশ্রুসজল হয়ে যায়	১৪১
মাসআলা-৬ :	কোরআনের আয়াত শুনে ঈমানদারদের অন্তর কেঁপে উঠে	১৪১
মাসআলা-৭ :	কোরআন মাজীদ মনোযোগসহ তেলাওয়াত করলে শরীরের পশম দাঁড়িয়ে যায়	১৪২
মাসআলা-৮ :	কোরআন মাজীদ বুঝে তেলাওয়াত করলে অন্তর নরম হয়	১৪২
মাসআলা-৯ :	কোরআনের আয়াত শ্রবণে ঈমানদারদের ঈমান বৃদ্ধি পায়	১৪২
মাসআলা-১০ :	জ্ঞানীগণ কোরআন তেলাওয়াত শুনে সিজদায় পড়ে যায়	১৪২
মাসআলা-১১ :	কোরআন মাজীদ তাঁর শ্রবণকারীদের মাঝে বিনয় বৃদ্ধি করে	১৪২
মাসআলা-১২ :	কোরআন মাজীদের কিছু কিছু সূরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে	১৪৩
মাসআলা-১৩ :	সূরা নজম তেলাওয়াত করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেজদা করলেন তখন মুসলিমদের সাথে উপস্থিত অমুসলিমরাও নিজেদের অজান্তেই সিজদা করল	১৪৩

www.Quraneralo.com

Content

বিষয়		পৃষ্ঠা
মাসআলা-১৪ :	কোরাইশ নেতা ওতবা বিন রাবিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাথে মত বিনিময় করার জন্য আসল, কিন্তু সূরা ফুসসিলাতের তেলাওয়াত শুনে সে এত প্রতিক্রিয়াশীল হল যে, কোনো কিছু বলা এবং শুনা ব্যতীতই সে চলে গেল এবং কোরাইশ সরদারগণকে বলল : আল্লাহর কসম! কোরআন কোনো কবির কবিতাও নয় এবং না কোনো জ্যোতিবিদ্যা..	১৪৪
মাসআলা-১৫ :	কোরআন মাজীদের মিষ্টতা এবং সৌন্দর্য................	১৪৮
মাসআলা-১৬ :	আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করলে মক্কার মোশরেকদের স্ত্রী এবং বাচ্চারা তা শ্রবণ করার জন্য ভিড় করত................	১৪৮
মাসআলা-১৭ :	কোরআন মাজীদ অবতীর্ণের রাত (লাইলাতুল কদরের) ইবাদতের সওয়াব হাজার মাস (৮৩ বছরের) ইবাদতের সওয়াবের চেয়ে অধিক..............	১৫২
মাসআলা-১৮ :	কোরআন মাজীদের নিজে শিক্ষা, অপরকে শিখানো, তা প্রচার করা, তদানুযায়ী আমল করা বড় যুদ্ধ..	১৫২
মাসআলা-১৯ :	আল্লাহ্ তাআলার দেয়া সমস্ত নেয়ামতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় নেয়ামত কোরআন মাজীদ.................	১৫২
মাসআলা-২০ :	কোরআন মাজীদের আয়াত এবং শব্দের মধ্যে কোন পরিবর্তন করা কিয়ামত পর্যন্ত সম্ভব হবে না.......	১৫৩
মাসআলা-২১ :	কোরআন মাজীদে বর্ণিত আকীদা (বিশ্বাস) ঘটনাবলী এবং তার সত্যতাকে কেউ কেয়ামত পর্যন্ত ভুল বলে প্রমাণিত করতে পারবে না...............	১৫৩
মাসআলা-২২ :	কোরআন মাজীদের শিক্ষার বিস্তারকে পৃথিবীর কোন শক্তি প্রতিরোধ করতে পারবে না..................	১৫৩
মাসআলা-২৩ :	কোরআন মাজীদের সাবয়ে তেওয়াল সূরাসমূহ তাওরাতের সমান..	১৫৩
মাসআলা-২৪ :	কোরআন মাজীদের শত আয়াত বিশিষ্ট সূরাসমূহ যাবূরের সমান..	১৫৩

www.Quraneralo.com

Content

বিষয়		পৃষ্ঠা
মাসআলা-২৫ :	কোরআন মাজীদের সূরা ফাতেহা ইঞ্জিলের সমান........	১৫৩
মাসআলা-২৬ :	কোরআন মাজীদের মোফাস্‌সাল সূরাসমূহ আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর স্বীয় দয়া এবং অনুগ্রহে রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-কে দিয়েছেন	১৫৪
মাসআলা-২৭ :	কিয়ামতের দিন কোরআন মাজীদ কোরআনের ধারক ও বাহকদেরকে ক্ষমা করার জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে..	১৫৫
মাসআলা-২৮ :	কিয়ামতের দিন কোরআন মাজীদ আল্লাহর নিকট ঝগড়া করবে এবং তাঁর অনুসারীদের জান্নাতে নিয়ে যাবে..	১৫৫
মাসআলা-২৯ :	কিয়ামতের দিন কোরআন মাজীদ ঐ সকল লোকদের ব্যাপারে সাক্ষী দিবে যারা কোরআন অনুযায়ী আমল করে	১৫৫
মাসআলা-৩০ :	কোরআন মাজীদের জ্ঞান সমস্ত জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু.......	১৫৬
মাসআলা-৩১ :	কোরআন মাজীদ মুশরিকদের জন্যও রহমত এবং মাগফেরাতের পয়গাম বহন করে.........................	১৫৬
মাসআলা-৩২ :	কোরআন মাজীদের অনুসরণকারী সর্বদা সঠিক পথে থাকবে..	১৫৭
মাসআলা-৩৩ :	কোরআন মাজীদ অনুযায়ী আমলকারীরা পৃথিবীতে বিজয়ী এবং সম্মানের সাথে থাকবে........................	১৫৮
মাসআলা-৩৪ :	কোরআন মাজীদ অনুযায়ী আমলকারীরা কখনো পথ ভ্রষ্ট হবে না..	১৫৮
মাসআলা-৩৫ :	কোরআন মাজীদ স্থায়ী মো'জেজা.........................	১৫৮
মাসআলা-৩৬ :	কোরআন মাজীদ তেলাওয়াতকারী আল্লাহর সাথে এমন ব্যবসা করে যার মাধ্যমে সে নিম্নোক্ত পাঁচটি কল্যাণ লাভ করে..	১৫৯
মাসআলা-৩৭ :	কোরআন মাজীদ তেলাওয়াতের মাধ্যমে অন্তরে শান্তি হাসিল হয়..	১৫৯
মাসআলা-৩৮ :	কোরআন তেলাওয়াত অন্তরের আনন্দ এবং চোখের জ্যোতি, দুঃখ, বেদনা, চিন্তা এমনকি রোগ এবং পেরেশানী দূর করে................................	১৬০

www.Quraneralo.com

Content

বিষয়		পৃষ্ঠা
মাসআলা-৩৯ :	কোরআন মাজীদ তেলাওয়াতকারী একটি অক্ষরের বিনিময়ে দশটি করে সওয়াব পাবে	১৬১
মাসআলা-৪০ :	কোরআন মাজীদ তেলাওয়াতকারী এবং সে অনুযায়ী আমলকারী সর্বোত্তম মুমিন	১৬২
মাসআলা-৪১ :	কোরআন মাজীদ অনুযায়ী আমলকারী মুমেন ঈর্ষাযোগ্য	১৬২
মাসআলা-৪২ :	অধিক পরিমাণে কোরআন তেলাওয়াতকারীর প্রতি ঈর্ষাকারী মুমিন ঈর্ষাযোগ্য	১৬৩
মাসআলা-৪৩ :	কোরআন তেলাওয়াতকারীর প্রতি হিংসা করাও সওয়াব পাওয়ার যোগ্য	১৬৩
মাসআলা-৪৪ :	ভালভাবে কোরআন তেলাওয়াতকারী কিয়ামতের দিন সম্মানিত ফেরেশ্তাগণের সাথে থাকবে	১৬৩
মাসআলা-৪৫ :	আটকিয়ে কোরআন তেলাওয়াতকারী দ্বিগুণ সওয়াব পাবে	১৬৪
মাসআলা-৪৬ :	কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর উত্তরাধিকারী যা তিনি মুসলিমদের জন্য রেখে গেছেন	১৬৪
মাসআলা-৪৭ :	কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত কারীদেরকে পৃথিবীতে আল্লাহ্ নিম্নোক্ত চারটি: নেয়ামত দ্বারা সম্মানিত করবেন	১৬৫
মাসআলা-৪৮ :	কোরআন তেলাওয়াতকারী ব্যক্তির জন্য তা আকাশে শান্তি এবং পৃথিবীতে ভালভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকার কারণ	১৬৬
মাসআলা-৪৯ :	কোরআন মাজীদের তেলাওয়াত আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সাথে ভালবাসার সৃষ্টি করে	১৬৭
মাসআলা-৫০ :	কোরআন মাজীদের একটি আয়াতের তেলাওয়াত পৃথিবী বড় বড় নেয়ামতসমূহ থেকে মূল্যবান	১৬৭
মাসআলা-৫১ :	তাহাজ্জুদের নামাযে কোরআন মাজীদের দশটি আয়াত তেলাওয়াত করার সওয়াব পৃথিবী এবং পৃথিবী যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম	১৬৭

www.Quraneralo.com

Content

বিষয়		পৃষ্ঠা
মাসআলা-৫২ :	রাতে একশত আয়াত তেলাওয়াতকারী সম্পূর্ণ রাত জাগ্রত থেকে ইবাদত করার সমান সওয়াব পাবে	১৬৮
মাসআলা-৫৩ :	প্রতিদিন দশটি আয়াত তেলাওয়াতকারী আল্লাহর নিকট গাফেল বলে গণ্য হবে না	১৬৮
মাসআলা-৫৪ :	প্রতিদিন একশত আয়াত তেলাওয়াতকারী আল্লাহর আনুগত্যশীল বলে গণ্য হয়	১৬৮
মাসআলা-৫৫ :	প্রতিদিন একহাজার আয়াত তেলাওয়াতকারী আল্লাহর নিকট সওয়াবের ভাণ্ডার লাভকারী বলে চিহ্নিত হবে	১৬৯
মাসআলা-৫৬ :	কোরআন মাজীদের তেলাওয়াত এবং অনুধাবন কবরে মোনকার নাকিরের প্রশ্নের উত্তরে সফল হওয়ার কারণ	১৬৯
মাসআলা-৫৭ :	কোরআন মাজীদের তেলাওয়াত মৃত ব্যক্তিকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করে	১৭০
মাসআলা-৫৮ :	কোরআন মাজীদ বেশি বেশি তেলাওয়াতকারীকে জান্নাতের তাজ পরিধান করানো হবে	১৭০
মাসআলা-৫৯ :	কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করার পূর্বে আউজু বিল্লাহি মিনাশশাইত্বানির রাজিম তেলাওয়াত করা ওয়াজিব	১৭৩
মাসআলা-৬০ :	কোরআন মাজীদ ধীরস্থিরভাবে তেলাওয়াত করা উচিত	১৭৩
মাসআলা-৬১ :	কোরআন তেলাওয়াত করার সময় নয়নাশ্রু ঝরা মুস্তাহাব	১৭৩
মাসআলা-৬২ :	তেলাওয়াত করার সময় একই আয়াত বারবার দোহরানো বৈধ	১৭৩
মাসআলা-৬৩ :	কোরআন মাজীদ সুন্দর কণ্ঠে তেলাওয়াত করার চেষ্টা করা উচিত	১৭৪
মাসআলা-৬৪ :	যানবাহনে আরোহিত অবস্থায় কোরআন তেলাওয়াত করা বৈধ	১৭৪
মাসআলা-৬৫ :	অভিনয় ব্যতীত আল্লাহর দেয়া সুন্দর কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করা উচিত	১৭৪

www.Quraneralo.com

Content

বিষয়		পৃষ্ঠা
মাসআলা-৬৬ :	যে ব্যক্তি কোরআন তেলওয়াতের সময় সুস্পন্দন সৃষ্টি করতে পারে তার স্পন্দন সৃষ্টি করে তেলাওয়াত করা উচিত	১৭৪
মাসআলা-৬৭ :	আস্তে আস্তে বা বিনা আওয়াজে কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা উচ্চ কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করা থেকে উত্তম	১৭৫
মাসআলা-৬৮ :	মসজিদে বসে এমন আওয়াজে কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা উচিত যেন অন্যদের ইবাদতে বিঘ্নতা সৃষ্টি না হয়	১৭৫
মাসআলা-৬৯ :	কোরআন তেলাওয়াত করার সময় কোরআন তেলাওয়াতকারীর উপর আল্লাহ্ ভীতি এবং কোমলতা থাকা উচিত	১৭৫
মাসআলা-৭০ :	কোরআন তেলাওয়াত করার সময় ভীতিমূলক আয়াত তেলাওয়াত করতে গিয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা, রহমতের আয়াত তেলাওয়াত করার সময় আল্লাহর নিকট রহমত কামনা করা, তাসবীহর আয়াত তেলাওয়াত করার সময় আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা মুস্তাহাব	১৭৬
মাসআলা-৭১ :	তাশদীদ এবং মদ্দ বিশিষ্ট অক্ষর দীর্ঘ করে তেলাওয়াত করা উচিত	১৭৬
মাসআলা-৭২ :	কোরআন তেলাওয়াত করার সময় হাই উঠলে হাত দিয়ে মুখ বন্ধ করে হাই দেয়া উচিত, হাই শেষ হলে আবার তেলাওয়াত করতে শুরু করবে	১৭৭
মাসআলা-৭৩ :	কোরআন তেলাওয়াত করার সময় হাঁচি আসলে আলহামদুলিল্লাহ্ বলা বা হাঁচিদাতার উত্তরে ইয়ারহামুকুমূল্লাহ্ বলা, সালামের উত্তর দেয়া বৈধ	১৭৭
মাসআলা-৭৪ :	ভ্রমণ বা সফররত অবস্থায় কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা বৈধ...	১৭৮
মাসআলা-৭৫ :	কোরআন মাজীদ ততক্ষণ পর্যন্ত তেলাওয়াত করা উচিত যতক্ষণ তেলাওয়াত করার আগ্রহ থাকে...........	১৭৮

www.Quraneralo.com

বিষয়		পৃষ্ঠা
মাসআলা-৭৬ :	তিন দিনের কম সময়ে কোরআন মাজীদ খতম করা ঠিক নয়	১৭৯
মাসআলা-৭৭ :	চল্লিশ দিনে একবার কোরআন মাজীদ খতম করা মুস্তাহাব	১৭৯
মাসআলা-৭৮ :	পবিত্র অবস্থায় বিনা অজুতে কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা যাবে	১৭৯
মাসআলা-৭৯ :	মাসিকের সময় মহিলারা হাত মোজা পরিধান করে বা কাপড় দিয়ে কোরআন মাজীদ স্পর্শ করতে পারবে	১৮০
মাসআলা-৮০	গোসল ফরয হলে কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা বা করানো নিষেধ	১৮০
মাসআলা-৮১ :	কোরআন মাজীদ তেলাওয়াতের জন্য কোন নিষিদ্ধ সময় নেই	১৮০
মাসআলা-৮২ :	কোরআন মাজীদ গানের মত করে তেলাওয়াত করা নিষেধ। কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত সংক্রান্ত কিছু বিষয় যা সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নয়	১৮১
মাসআলা-৮৩ :	সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করে সেজদা করার ফযিলত	১৮২
মাসআলা-৮৪ :	কোরআন তেলাওয়াত করার সময় সিজদার আয়াত আসলে তখন তেলাওয়াতকারী এবং তেলাওয়াত শ্রবণকারীর জন্য সেজদা করা মুস্তাহাব	১৮২
মাসআলা ৮৫ :	সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করার সময় অজু থাকা উত্তম তবে জরুরী নয়	১৮৩
মাসআলা-৮৬ :	সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করে সেজদা করা ওয়াজিব নয়	১৮৩
মাসআলা-৮৭ :	যানবাহনে সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করার পর সেখানে সেজদা করা জায়েয	১৮৩
মাসআলা-৮৮ :	যানবাহনে আরোহণকারী স্বীয় হাতের উপরও সেজদা করতে পারবে	১৮৪
মাসআলা-৮৯ :	সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করে সেজদায় পঠনীয় সুন্নাতী দোয়া	১৮৪

www.Quraneralo.com

Content

বিষয়		পৃষ্ঠা
মাসআলা-৯০ :	সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করার পর আল্লাহু আকবার বলে সেজদা থেকে মাথা উঠানো সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নয়	১৮৪
মাসআলা-৯১ :	সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করার পর আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ বলে সালাম ফিরানোও সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নয়	১৮৪
মাসআলা-৯২ :	কোরআন মাজীদের জ্ঞান অর্জনকারী সমস্ত জ্ঞান অর্জনকারীর চেয়ে উত্তম	১৮৫
মাসআলা-৯৩ :	কোরআন মাজীদ শিক্ষার জন্য যে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হয় আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন	১৮৫
মাসআলা-৯৪ :	কোরআন মাজীদ শিক্ষাকারীকে আল্লাহ্ তাআলা নিম্নোক্ত চারটি নেয়ামাত দ্বারা পুরস্কৃত করেন	১৮৫
মাসআলা-৯৫ :	কোরআনের জ্ঞান অর্জনকারীদেরকে ফেরেশতারা ভালবাসে	১৮৬
মাসআলা-৯৬ :	জ্ঞান অর্জনের জন্য মসজিদ বা মাদ্‌রাসায় আগমনকারী একটি পূর্ণ হজ্জের সওয়াব পাবে	১৮৭
মাসআলা-৯৭ :	কোরআন মাজীদের দশটি আয়াত শিখা পৃথিবীর সমস্ত লাভজনক সম্পদের চেয়ে লাভজনক	১৮৭
মাসআলা-৯৮ :	কোরআন মাজীদের জ্ঞান অর্জনকারী সাধুবাদ পাওয়ার উপযুক্ত	১৮৭
মাসআলা-৯৯ :	রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোরআন মাজীদের জ্ঞান অর্জনের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন	১৮৮
মাসআলা-১০০ :	কোরআন মাজীদ শিক্ষা গ্রহণকারীদের কারণেই পৃথিবীতে কল্যাণ বিরাজ করছে	১৮৮
মাসআলা-১০১ :	কোরআন মজীদের জ্ঞান অর্জন করা অন্য সমস্ত ইবাদতের চেয়ে উত্তম	১৮৮
মাসআলা-১০২ :	কোরআন মজীদের জ্ঞান অম্বেষণকারীদের জন্য ফেরেশতারা তাদের পর বিছিয়ে দেয়	১৮৯
মাসআলা-১০৩ :	কোরআন মজীদের জ্ঞান অম্বেষণকারীদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে	১৮৯

www.Quraneralo.com

Content

বিষয় **পৃষ্ঠা**

মাসআলা-১০৪ : কোরআন মজীদ শিখার জন্য ঘর থেকে বের হওয়া ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারী ব্যক্তির সমমানের ১৮৯

মাসআলা-১০৫ : কোরআন মজীদের জ্ঞান অন্বেষণকারী আল্লাহর বিশেষ বান্দা হিসেবে গণ্য হবে..............................১৯০

মাসআলা-১০৬ : কোরআন মজীদের জ্ঞানঅন্বেষণকারী রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মিরাস (রেখে যাওয়া সম্পদ) থেকে তাঁর নিজের অংশ পায়..১৯০

মাসআলা-১০৭ : কোরআন মজীদের জ্ঞান শিক্ষাকারী পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান শিক্ষাকারীদের চেয়ে উত্তম এবং মর্যাদাবান.........১৯১

মাসআলা-১০৮ : কোরআনের জ্ঞান অর্জনকারীরা নবীগণের ওয়ারিস ১৯১

মাসআলা-১০৯ : কোরআন মজীদ শিক্ষাকারীদের আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত চারটি নিয়ামত দ্বারা সম্মানিত করেন ১৯২

মাসআলা-১১০ : কোরআন মজীদের জ্ঞান অন্বেষণকারীরা আল্লাহ বিশেষ বান্দা ১৯৩

মাসআলা-১১১ : কোরআন মজীদের জ্ঞান অর্জনকারীর মর্যাদা আল্লাহর পথে জিহাদকারীর সমান ১৯৩

মাসআলা-১১২ : কোরআন শিক্ষাদান কারীদের ওপর আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রহমত নাযিল করেন ১৯৩

মাসআলা-১১৩ : কোরআন শিক্ষাদানকারীদের জন্য ফেরেশতা, আকাশ ও যমিনের অন্যান্য সমস্ত সৃষ্টি এমনকি পিপিলিকা এবং মাছও দু'আ করে..........................১৯৪

মাসআলা-১১৪ : কোরআন মজীদের দু'টি আয়াত কাউকে শিখানো পৃথিবীর বড় বড় নিয়ামত থেকে অধিক মূল্যবান ১৯৪

মাসআলা-১১৫ : কোরআনের জ্ঞান শিক্ষাদানকারী শিক্ষকরা তাদের ছাত্রদের সৎ আমলেও ভাগ পান............................১৯৫

মাসআলা-১১৬ : কোরআন মজীদের জ্ঞান শিক্ষাদানকারীর সওয়াব ততদিন পর্যন্ত থাকবে যতদিন তার ছাত্ররা ঐ জ্ঞান বিস্তার করতে থাকবে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে থাকবে..১৯৬

www.Quraneralo.com

Content

বিষয়		পৃষ্ঠা
মাসআলা-১১৭ :	নিজের সন্তানদেরকে কোরআন মজীদ শিক্ষাদানকারী পিতামাতাকে কিয়ামতের দিন এমন মূল্যবান পোশাক পরিধান করানো হবে, যার মোকাবিলায় পৃথিবী এবং তার মাঝে বিদ্যমান সমস্ত সম্পদ তুচ্ছ মনে হবে	১৯৭
মাসআলা-১১৮ :	কোরআন মুখস্থ করার পর তা মুখস্থ রাখার জন্য চেষ্টা করা জরুরি	২০০
মাসআলা-১১৯ :	কোরআন মজীদ মুখস্থ রাখার জন্য বারবার কোরআন তিলাওয়াত করা উচিত	২০০
মাসআলা-১২০ :	যদি কেউ কোনো আয়াত ভুলে যায় তাহলে তার একথা বলা উচিৎ যে, আমাকে অমুক আয়াত ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে	২০১
মাসআলা-১২১ :	অলসতার কারণে কোরআন মজীদ মুখস্থ করে ভুলে যাওয়ার শাস্তি	২০১
মাসআলা-১২২ :	একাগ্রতা এবং চুপ থেকে কোরআন মজীদের তেলাওয়াত শ্রবণকারীর উপর আল্লাহ দয়া করেন	২০২
মাসআলা-১২৩ :	কোরআন মজীদের তেলাওয়াত শুনার জন্য আকাশ থেকে ফেরেশতারা অবতরণ করে	২০২
মাসআলা-১২৪ :	আল্লাহ তায়ালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি যেন উবাই বিন কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে কোরআন তেলাওয়াত করে শুনান, আর সে যেন তা শুনে	২০৩
মাসআলা-১২৫ :	অপরের কাছ থেকে কোরআন মজীদের তেলাওয়াত শুনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করতেন	২০৪
মাসআলা-১২৬ :	সাহাবাগণ একে অপরের সাথে সাক্ষাতের সময় ভালো কোরআন তেলাওয়াকারী সাহাবীগণের কাছ থেকে কোরআন তেলাওয়াত শুনতেন এবং তাদেরকে উৎসাহিত করতেন	২০৫
মাসআলা-১২৭ :	আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সালেম রাদিয়াল্লাহু আনহু সুন্দর কোরআন তেলাওয়াতের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললে তখন তারা উভয়ে দাঁড়িয়ে সালেম রাদিয়াল্লাহু আনহু এর তেলাওয়াত শুনলেন	২০৬

www.Quraneralo.com

Content

বিষয় পৃষ্ঠা

মাসআলা-১২৮ : একজন সাহাবীর তেলাওয়াত রাসূলুল্লাহ ﷺ মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন আর শুনতে শুনতে তিনি তাঁর ভুলে যাওয়া একটি আয়াত স্মরণ করতে পারলেন তখন তিনি তার জন্য দু'আ করলেন ২০৬
মাসআলা-১২৯ : নিজের সন্তানদেরকে কোরআন শিক্ষাদানকারী পিতা-মাতাকে কিয়ামতের দিন এমন মূল্যবান পোশাক পরিধান করানো হবে যার বিপরীতে দুনিয়া এবং তার মাঝে যা কিছু আছে তা তুচ্ছ বলে গণ্য হবে ২০৭
মাসআলা-১৩০ : কোরআন অধ্যায়নকারীকে জান্নাতে শান্তির তাজ এবং তার ডান হাতে বাদশাহী আর বাম হাতে চিরস্থায়ী জান্নাতে থাকার আদেশনামা দেয়া হবে ২০৭
মাসআলা-১৩১ : সূরা ফাতেহার ন্যায় ফযিলতপূর্ণ সূরা উম্মতে মোহাম্মদীর পূর্বে অন্য কোন উম্মতকে দেয়া হয় নাই...... ২১০
মাসআলা-১৩২ : সূরা ফাতেহার অপর নাম কোরআনু আযীম...............২১০
মাসআলা-১৩৩ : সূরা ফাতেহা সমগ্র কোরআন মজীদের সারমর্ম...........২১১
মাসআলা-১৩৪ : সূরা ফাতেহা তেলাওয়াত করে আল্লাহর নিকট যা কিছু চাওয়া হবে আল্লাহ তা দেন...........................২১১
মাসআলা-১৩৫ : সূরা ফাতেহা প্রত্যেক নামাযের প্রত্যেক রাকআতে তেলাওয়াত করতে হবে ২১১
মাসআলা-১৩৬ : শরীরের সমস্ত অসুস্থতার জন্য সূরা ফাতেহা পাঠ করে ঝাড়ফুঁক করলে ইনশা আল্লাহ আরোগ্য লাভ হবে ২১২
মাসআলা-১৩৭ : জাদু, জ্বিনের আছর, মৃগী রোগে সকাল-সন্ধ্যা তিন বার সূরা ফাতেহা তিলাওয়াত করে ঝাড়ফুঁক করা উপকারী ২১৩
মাসআলা-১৩৮ : সূরা ফাতেহা আল্লাহর নাযিলকৃত নূর ২১৪
মাসআলা-১৩৯ : যে ঘরে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করা হয় ঐ ঘরে শয়তান প্রবেশ করে না ২১৫
মাসআলা-১৪০ : সূরা বাকারা তেলাওয়াত করা এবং শ্রবণ করা জাদুর উত্তম চিকিৎসা ২১৫

www.Quraneralo.com

Content

বিষয়		পৃষ্ঠা
মাসআলা-১৪১ :	কোন জাদুকর সূরা বাকারার ওপর সফল হতে পারবে না	২১৫
মাসআলা-১৪২ :	সূরা বাকারা তেলাওয়াত করলে ঘরে কল্যাণ এবং বরকত থাকে	২১৫
মাসআলা-১৪৩ :	সূরা বাকারার তেলাওয়াত বাদ দিলে ঘর কল্যাণ এবং বরকত থেকে বঞ্চিত হয়	২১৫
মাসআলা-১৪৪ :	কিয়ামতের দিন সূরা বাকারা তার তেলাওয়াত কারীকে ক্ষমা করার জন্য আল্লাহর নিকট ঝগড়া করবে	২১৫
মাসআলা-১৪৫ :	সূরা বাকারা কোরআন মজীদের চূড়া	২১৬
মাসআলা-১৪৬ :	যে ঘরের মধ্যে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করা হয় শয়তান ঐ ঘর থেকে পালিয়ে যায়	২১৬
মাসআলা-১৪৭ :	কিয়ামতের দিন সূরা বাকারা এবং সূরা আলে ইমরান কোরআন মজীদের নেতৃত্ব দিবে এবং তার তেলাওয়াতকারীদেরকে ক্ষমা করার জন্য আল্লাহ তায়ালার সাথে ঝগড়া করবে	২১৭
মাসআলা-১৪৮ :	সূরা হুদ, ওয়াকেয়া, আল মোরসালাত, নাবা, তাকবীরে বর্ণনাকৃত ঘটনাবলি পরকালের চিন্তার খোরাক জোগায়	২১৭
মাসআলা-১৪৯ :	রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে শোয়ার আগে সূরা বনী ইসরাঈল এবং সূরা যুমার তেলাওয়াত করতেন	২১৮
মাসআলা-১৫০ :	সূরা কাহফের প্রথম ১০ আয়াত মুখস্থকারী ব্যক্তি দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে	২১৮
মাসআলা-১৫১ :	সূরা কাহফের শেষ দশ আয়াত তেলাওয়াতকারী দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকবে	২১৯
মাসআলা-১৫২ :	জুমার দিন সূরা কাহাফ তেলাওয়াতকারীর জন্য দুই জুমার মাঝে একটি আলো প্রজ্জলিত হয়	২১৯
মাসআলা-১৫৩ :	রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে শোয়ার আগে সূরা সাজদা তেলাওয়াত করতেন	২২০
মাসআলা-১৫৪ :	রাসূলুল্লাহ ﷺ শুক্রবারে ফজরের নামাজের প্রথম রাকআতে সূরা সাজদা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা দাহর তেলাওয়াত করতেন	২২০

www.Quraneralo.com

Content

বিষয় পৃষ্ঠা

মাসআলা-১৫৫ : রাতে শোয়ার আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা যুমার তেলাওয়াত করে শুতেন ২২১

মাসআলা-১৫৬ : সূরা আল ফাতহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম ২২১

মাসআলা-১৫৭ : সূরা ওয়াকিয়াতে বর্ণনাকৃত কিয়ামতের দিন ভয়াবহতাপূর্ণ ঘটনাবলি পরকালের চিন্তায় মগ্ন করে ২২২

মাসআলা-১৫৮ : রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার নামাযে সূরা জুমআ এবং সূরা মুনাফেকুন তেলাওয়াত করতেন ২২৩

মাসআলা-১৫৯ : রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার নামাযে সূরা জুমআ এবং সূরা মুনাফেকুন তেলাওয়াত করতেন ২২৩

মাসআলা-১৬০ : রাসূলুল্লাহ ﷺ শোয়ার আগে সূরা মূলক তেলাওয়াত করতেন ২২৪

মাসআলা-১৬১ : সূরা মূলক প্রতিদিন তেলাওয়াত করলে কবরের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে ২২৪

মাসআলা-১৬২ : সূরা মুলক কিয়ামতের দিন তার তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে ২২৪

মাসআলা-১৬৩ : সূরা মূলক তার তেলাওয়াতকারীর মাগফিরাতের জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট ঝগড়া করবে এবং তাকে জান্নাত দেয়া হবে ২২৫

মাসআলা-১৬৪ : সূরা মুলক নিজে তেলাওয়াত করা উচিত, এমনকি নিজের স্ত্রী-সন্তান এবং প্রতিবেশীদেরকেও তা শিখানো উচিত...২২৫

মাসআলা-১৬৫ : রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার দিন ফযরের নামাযে সূরা সাজদা এবং সূরা দাহর তেলাওয়াত করতেন.............২২৬

মাসআলা-১৬৬ : রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসাব্বিহাত তেলাওয়াত করতেন........২২৬

মাসআলা-১৬৭ : সূরা মুরসালাতে বর্ণিত ঘটনাবলি পরকালের চিন্তা জোগায়..২২৭

মাসআলা-১৬৮ : সূরা নাবার তেলাওয়াতের মাধ্যমে পরকালের কথা বেশি বেশি স্মরণ হবে ২২৭

www.Quraneralo.com

Content

বিষয়		পৃষ্ঠা
মাসআলা-১৬৯ :	সূরা তাকভীর তেলাওয়াতকারী খোলা চোখে কিয়ামতের দৃশ্যসমূহ দেখে	২২৮
মাসআলা-১৭০ :	কিয়ামতের দিন স্মরণ জাগ্রত করার জন্য সূরা ইনফিতার তেলাওয়াত করা উচিত	২২৮
মাসআলা-১৭১ :	পরকালের চিন্তা জাগ্রত করার জন্য সূরা ইনশিকাক তেলাওয়া করা উচিত	২২৯
মাসআলা-১৭২ :	রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই ঈদের নামায এবং জুমার নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা আলা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা গাসিয়া তেলাওয়াত করতেন	২২৯
মাসআলা-১৭৩ :	বিতির নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা আলা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা কাফেরুন আর তৃতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করা সুন্নাত	২৩০
মাসআলা-১৭৪ :	রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই ঈদের নামায এবং জুমার নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা গাশিয়া তেলাওয়াত করতেন	২৩০
মাসআলা-১৭৫ :	একবার সূরা কাফেরুন তেলাওয়াত করার ফযিলত হল কোরআনের এক চতুর্থাংশ তেলাওয়াত করার ন্যায়	২৩১
মাসআলা-১৭৬ :	সূরা কাফেরুন মুমেন ব্যক্তিকে শিরক থেকে মুক্ত করার সূরা	২৩১
মাসআলা-১৭৭ :	ফযরের দুই রাকআত সুন্নাত নামাযে সূরা ইখলাস এবং সূরা কাফেরুন তেলাওয়াত করা মোস্তাহাব	২৩২
মাসআলা-১৭৮ :	সূরা কাফেরুন এবং সূরা নাস ও ফালাক তেলাওয়াত করে ঝাড়ফুঁক করা বিষাক্ত প্রাণীর দংশনের উত্তম চিকিৎসা	২৩২
মাসআলা-১৭৯ :	কা'বা ঘরের ত্বাওয়াফের পর দু'রাকআত নামায আদায়ের সময় প্রথম রাকআতে সূরা কাফেরুন আর দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করা সুন্নাত	২৩৩

www.Quraneralo.com

Content

বিষয়		পৃষ্ঠা
মাসআলা-১৮০ :	তিন রাকআত বিতির নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা আ'লা দ্বিতীয় রাকআতে সূরা কাফেরুন তৃতীয় রাকআতে ইখলাস পাঠ করা সুন্নত	২৩৩
মাসআলা-১৮১ :	সূরা ইখলাস তেলাওয়াতকারীদের সাথে আল্লাহ তায়ালা মোহাব্বত রাখেন	২৩৩
মাসআলা-১৮২:	এক বার সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করার ফযিলত হল কোরআনের এক তৃতীয়াংশ তেলাওয়াত করার সমান	২৩৪
মাসআলা-১৮৩ :	রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিদিন রাতে শোয়ার পূর্বে সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করার জন্য উৎসাহিত করেছেন	২৩৪
মাসআলা-১৮৪ :	সূরা ইখলাসের সাথে অধিক মোহাব্বত এবং তা বেশি বেশি করে তেলাওয়াত করা জান্নাতে যাওয়ার কারণ	২৩৪
মাসআলা-১৮৫ :	দশবার সূরা ইখলাস তেলাওয়াতকারীর জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে	২৩৬
মাসআলা-১৮৬ :	শয়তানের কু প্রবঞ্চনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইখলাস পাঠ করে ডান দিকে তিনবার থুথু ফেলতে হবে	২৩৬
মাসআলা-১৮৭ :	বাইতুল্লাহ তাওয়াফের পর দুই রাকআত নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা কাফেরুন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পাঠ করা সুন্নাত	২৩৭
মাসআলা-১৮৮ :	তিন রাকআত বিতির নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা কাফেরুন, তৃতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পাঠ করা সুন্নাত	২৩৭
মাসআলা-১৮৯ :	ফজরের প্রথম রাকআতে কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, দ্বিতীয় রাকআতে কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরুন তেলাওয়াত করা সুন্নাত	২৩৮
মাসআলা-১৯০ :	সূরা ফালাক আল্লাহ অধিক পছন্দ	২৩৮
মাসআলা-১৯১ :	আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়ার জন্য সূরা নাস এবং ফালাকের চেয়ে উত্তম কোনো সূরা নেই	২৩৮

www.Quraneralo.com

Content

বিষয়		পৃষ্ঠা
মাসআলা-১৯২ :	সূরা নাস এবং ফালাক আসমানী মুসিবত যেমন তুফান, বন্যা দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি থেকেও হিফাযত করে	২৩৮
মাসআলা-১৯৩ :	রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমানোর আগে এবং ঘুম থেকে উঠার পর সূরা নাস এবং ফালাক তেলাওয়াত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন	২৩৯
মাসআলা-১৯৪:	রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক নামাযের পর সূরা নাস এবং ফালাক তেলাওয়াত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন	২৪০
মাসআলা-১৯৫ :	মানুষের বদ নযর, জ্বিন শয়তানের আছর, জাদু, কু প্রবঞ্চনা, হিংসা, শয়তানী খেয়াল ইত্যাদি থেকে রক্ষার ক্ষেত্রেও সূরা নাস এবং ফালাক থেকে ফলদায়ক কোন দু'আ নেই?	২৪০
মাসআলা-১৯৬ :	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর জাদু করা হলো তখন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তাঁকে সূরা নাস এবং সূরা ফালাক তেলাওয়াত করার পরামর্শ দিলেন, যা তেলাওয়াত করার পর তিনি যাদুর আছর থেকে পরিপূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে গেলেন	২৪১
মাসআলা-১৯৭ :	সূরা নাস এবং ফালাক জাদুর আছর থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম এবং সফল ব্যবস্থাপনা	২৪২
মাসআলা-১৯৮ :	মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় সূরা নাস এবং ফালাক তেলাওয়াত করে ফুঁক দিলে মৃত্যুযন্ত্রণা কম হবে ইনশা আল্লাহ	২৪৪
মাসআলা-১৯৯ :	সূরা নাস এবং ফালাক ফযিলত এবং সওয়াবের দিক থেকে নিজেই নিজের দৃষ্টান্ত	২৪৪
মাসআলা-২০০ :	তাওরাত, যবুর ইঞ্জিল, এমন কি কোরআনেও সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাসের মতো ফযিলত পূর্ণ কোনো সূরা নেই	২৪৫
মাসআলা-২০১ :	রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবা কেরামগণকে প্রতিদিন শোয়ার সময় সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস তেলাওয়াত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন	২৪৫

www.Quraneralo.com

বিষয় পৃষ্ঠা

মাসআলা-২০২ : সকাল সন্ধ্যা তিনবার সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস তেলাওয়াত করা সমস্ত অসুস্থতা, পেরেশানী এবং কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য যথেষ্ট ২৪৫

মাসআলা-২০৩ : রাতে শোয়ার সময় সূরা নাস, ফালাক এবং ইখলাস তেলাওয়াত করা এবং উভয় হাতের তালুতে ফুঁক দিয়ে তা সমস্ত শরীরে মোসা সুন্নাত........................২৪৭

মাসআলা-২০৪ : সর্বপ্রকার শয়তান চক্রান্ত এবং ফেতনা, ধোঁকা অন্যান্য মুসিবত ও ব্যথা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া জন্য সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস থেকে উত্তম কোনো কিছু নেই...................২৪৭

মাসআলা-২০৫ : যে খাবার বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া হয় তাতে বরকত হয়.. ২৪৮

মাসআলা-২০৬ : যে খাবার খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলা হয় না, ঐ খাবারে শয়তান অংশ নেয় এবং তার বরকত উঠিয়ে নেয়া হয় ২৪৯

মাসআলা-২০৭ : রাতে শোয়ার আগে দরজা বন্ধ করার আগে বিসমিল্লাহ পাঠ করলে শয়তান ঐ দরজা খুলতে পারে না..২৪৯

মাসআলা-২০৮ : যেখানে বিসমিল্লাহ পাঠ করা হয় শয়তান ওখানে হাত লাগাতে পারে না ২৪৯

মাসআলা-২০৯ : যে কাজ বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা হয় সে কাজ শয়তান এবং জ্বিনদের চক্রান্ত থেকে মুক্ত থাকে..........২৪৯

মাসআলা-২১০ : শোয়ার আগে ঘরের দরজা বন্ধ করার পূর্বে লাইট বন্ধ করার আগে এবং পাতিল ঢাকার আগে বিসমিল্লাহ বলা মোস্তাহাব ২৪৯

মাসআলা-২১১ : ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলে বের হলে সে সঠিক পথ প্রাপ্ত হয় ২৫০

মাসআলা-২১২ : ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলে বের হলে শয়তান দূরে সরে যায় এবং মানুষ তখন শয়তানের চক্রান্ত থেকে রক্ষা পায় ২৫০

www.Quraneralo.com

Content

বিষয়		পৃষ্ঠা
মাসআলা-২১৩ :	বিসমিল্লাহ বললেঃ জ্বিন শয়তান মানুষের লজ্জাস্থান দেখতে পাবে না	২৫১
মাসআলা-২১৪ :	বিসমিল্লাহ পাঠ করার কারণে মানুষ শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়	২৫১
মাসআলা-২১৫ :	স্ত্রী সহবাসের পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠকারী স্বামী-স্ত্রীর সন্তানদেরকে আল্লাহ শয়তানের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করেন..	২৫২
মাসআলা-২১৬ :	বিসমিল্লাহ বললে শয়তান লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হয়...	২৫২
মাসআলা-২১৭ :	হঠাৎ কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে বিসমিল্লাহ বললে আল্লাহ তখন আরাম দেন.................................	২৫৩
মাসআলা-২১৮ :	বিপদাপদ এবং দুশ্চিন্তার সময় ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন বললে আল্লাহ স্বীয় দয়া এবং অনুগ্রহ অবতীর্ণ করেন	২৫৪
মাসআলা-২১৯ :	وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ অর্থ : এবং তোমাদের উপাস্যই একমাত্র উপাস্য, তিনি ব্যতীত সত্য মহা করুণাময় দয়ালু কোনো মাবুদ নেই। এই আয়াত পাঠ করে যে দু'আ করা হবে তা কবুল করা হবে...	২৫৫
মাসআলা-২২০ :	সূরা বাকারার এই আয়াতের মাধ্যমে বেশি বেশি করে দু'আ করলে ইহকাল এবং পরকালে কল্যাণ লাভ হয়...	২৫৫
মাসআলা-২২১ :	আয়াতুল কুরসী কোরআন মাজীদের সমস্ত আয়াতের চেয়ে ফযিলত পূর্ণ	২৫৬
মাসআলা-২২২ :	শোয়ার আগে আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা নির্ধারণ করা হয় যে চুরি, ডাকাতি এবং অন্যান্য ক্ষতিকর দিক থেকে তাকে সংরক্ষণ করতে থাকে এমন কি শয়তানের খারাপ চক্রান্ত যেমনঃ কুপ্রবঞ্চনা, জাদু ভয় ইত্যাদি থেকেও সংরক্ষণ করে	২৫৭

www.Quraneralo.com

বিষয় পৃষ্ঠা

মাসআলা-২২৩ : আয়াতুল কুরসী শয়তানের নিকৃষ্ট ফেতনা থেকে রক্ষার মাধ্যম..........২৫৯

মাসআলা-২২৪ : প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর আয়াতুল কুরসি পাঠ করা জান্নাত লাভের কারণ..........২৬১

মাসআলা-২২৫ : রাতে শোয়ার সময় সূরা বাকারা সর্বশেষ দুটি আয়াত তেলাওয়াতকারী সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাবে..........২৬১

মাসআলা-২২৬ : সূরা বাকারা শেষ দুই আয়াত জাদুর আসরকে দূর করার ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকর..........২৬১

মাসআলা-২২৭ : যে ঘরে একাধারে তিনরাত সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত তেলাওয়াত করা হবে শয়তান ঐ ঘরের কাছেও আসতে পারবে না..........২৬২

মাসআলা-২২৮ : সূরা বাকারা শেষ দুই আয়াত পাঠ করে আল্লাহর নিকট যে প্রয়োজনের কথা পেশ করা হয় তা তিনি পূর্ণ করেন..........২৬২

মাসআলা-২২৯ : তাহাজ্জুদের জন্য উঠার পর ওযু করার পূর্বে সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করা মোস্তাহাব..........২৬৩

মাসআলা-২৩০ : লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনায যালেমীন বলে যে দু'আ করা হবে তা কবুল হবে..........২৬৪

মাসআলা-২৩১ : যদি শয়তান মনের মধ্যে কোন কুপ্রবঞ্চনা সৃষ্টি করে বা কোন ব্যক্তির উপর শয়তান জ্বিন আছর করে তাহলে সূরা হাদীদের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করা উচিত..........২৬৪

মাসআলা-২৩২ : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার ফযিলত..........২৬৫

মাসআলা-২৩৩ : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই স্বীকৃতি কিয়ামতের দিন সুপারিশ লাভের কারণ হবে..........২৬৫

মাসআলা-২৩৪ : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সর্বোত্তম যিকর..........২৬৬

মাসআলা-২৩৫ : একবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললে জান্নাতে একটি বৃক্ষ রোপণ করা হয়..........২৬৬

মাসআলা-২৩৬ : মৃত্যুর সময় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠকারী ব্যক্তি জান্নাতী হবে..........২৬৬

www.Quraneralo.com

বিষয়		পৃষ্ঠা
মাসআলা-২৩৭ :	একশত বার সুবহানাল্লাহ বললে এক হাজার নেকী হাসিল হবে এবং এক হাজার পাপ মোচন হবে	২৬৭
মাসআলা-২৩৮ :	সুবহানাল্লাহ পাঠের সামান্য একটি আমল অন্যদীর্ঘ আমলের সওয়াবের তুলনায় অনেক বেশি	২৬৭
মাসআলা-২৩৯ :	আলহামদুলিল্লাহ্‌র সাথে সুবহানাল্লাহ বলা আকাশ ও যমিনের মাঝের সবকিছুকে পরিপূর্ণ করে দেয়	২৬৮
মাসআলা-২৪০ :	একবার সুবহানাল্লাহ বললে জান্নাতে একটি বৃক্ষ রোপণ করা হয় এবং একবার আলহামদু লিল্লাহ বললে নেকী দিয়ে পাল্লা পরিপূর্ণ হয়ে যায়	২৬৯
মাসআলা-২৪১ :	সুবহানাল্লার সাথে আলহামদু লিল্লাহ বলা আকাশ ও যমিনের সমস্ত স্থান নেকী দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেয়	২৬৯
মাসআলা-২৪২ :	আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সর্বোত্তম কথা হল আলহামদু লিল্লাহ বলা	২৭০
মাসআলা-২৪৩ :	নাবালেগ সন্তানের মৃত্যুতে আলহামদু লিল্লাহ বললে : জান্নাতে একটি ঘর নির্মিত হয়	২৭০
মাসআলা-২৪৪ :	দু'আর শুরুতে যুল জালালি ওয়াল ইকরাম বলা দু'আ কবুলের কারণ	২৭১
মাসআলা-২৪৫ :	দুশ্চিন্তা এবং বিপদাপদের সময় এই দু'আ পাঠ করলে আল্লাহ তা দূর করেন	২৭১
মাসআলা-২৪৬ :	কোরআন মজীদ বেশি বেশি তেলাওয়াত করা এবং শ্রবণ করা মোনাফেকী, হিংসা, বিদ্বেষ লোভ, কৃপণতা, সন্দেহ, কুপ্রবঞ্চনা ইত্যাদি থেকে আরোগ্য	২৭২
মাসআলা-২৪৭ :	বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করা এবং শ্রবণ করা মনের দুশ্চিন্তা, খটকা, ভয়-ভীতি পেরেশানী ইত্যাদির আরোগ্য	২৭৩
মাসআলা-২৪৮ :	সূরা নাস এবং ফালাক পাঠ করে ঝাঁড়ফুক করলে জাদুর প্রভাব দূর হয়	২৭৩
মাসআলা-২৪৯ :	খারাপ স্বপ্নের প্রতিক্রিয়া থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয় প্রার্থনামুলক আয়াত পাঠ করা উচিত	২৭৫
মাসআলা-২৫০ :	মৃত্যু শয্যায় শায়িত থাকাকালে সূরা নাস এবং ফালাক পাঠ করে ঝাড়ফুঁক করলে রূহ কবজের কষ্ট কম হবে..	২৭৬

www.Quraneralo.com

বিষয় **পৃষ্ঠা**

মাসআলা-২৫১ : তাহাজ্জুদের নামাযে রাসূলুল্লাহ ﷺ কোরআন তেলাওয়াত করতেন তখন কান্নার কারণে তাঁর বুকের ভিতর থেকে চাক্কি ঘুরানোর আওয়াজের ন্যায় আওয়াজ আসত........২৭৬
মাসআলা-২৫২ : হিজরতের সময় সুরাকা বিন মালেক জুসুম যখন তাঁর পিছু পিছু আসছিল তখনো তিনি কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন........২৭৬
মাসআলা-২৫৩ : সফরের অবস্থায়ও রাসূলুল্লাহ ﷺ কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করতেন........২৭৭
মাসআলা-২৫৪ : রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি বছর রমযান মাসে জিবরীল আলাইহিস সালাম-কে কোরআন তেলাওয়াত করে শোনাতেন আর যে বছর তিনি ইন্তেকাল করেন ঐ বছর রমযানে দুইবার তিনি জিবরীল আলাইহিস সালাম-কে কোরআন তেলাওয়াত করে শুনিয়েছেন........২৭৮
মাসআলা-২৫৫ : তাহাজ্জুদের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা মায়েদার একটি আয়াত বারবার তেলাওয়াত করতেন........২৭৮
মাসআলা-২৫৬ : আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছ থেকে কোরআন শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চোখ অশ্রুসজল হলো........২৭৯
মাসআলা-২৫৭ : রাসূলুল্লাহ ﷺ সবচেয়ে সুন্দর কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করতেন........২৭৯
মাসআলা-২৫৮ : সাহাবা কেরামগণের সুমধুর কণ্ঠের তেলাওয়াত শুনে তিনি খুশি হতেন, আল্লাহর প্রশংসা করতেন এবং তাদেরকে উৎসাহিত করতেন........২৮০
মাসআলা-২৫৯ : কিয়ামতের আলোচনা সম্বলিত সূরাসমূহ রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বৃদ্ধ করে দিয়েছিল........২৮১
মাসআলা-২৬০ : তাহাজ্জুদ নামাযে রাসূলুল্লাহ ﷺ দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে কেরাত পাঠ করতেন এমনকি তাঁর পা ফুলে যেত........২৮১
মাসআলা-২৬১ : তাহাজ্জুদ নামাযের এক রাকাআতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা বাকারা, সূরা নিসা এবং সূরা আল ইমরান তেলাওয়াত করেছেন........২৮১

www.Quraneralo.com

Content

বিষয় **পৃষ্ঠা**

মাসআলা-২৬২ : তাহাজ্জুদ নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দীর্ঘায়িত কিরআত এবং সাহাবাগণের ক্লান্ত হয়ে যাওয়া ২৮২

মাসআলা-২৬৩ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসমান বিন আবুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু কে কম বয়স হওয়া সত্ত্বেও শুধু এই জন্যই তায়েফের গভর্নর করে ছিলেন যে, আগত দলের লোকদের মধ্যে তাঁরই সবচেয়ে বেশি কোরআন মজীদ মুখস্থ ছিল ২৮২

মাসআলা-২৬৪ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়েমেনের উভয় পার্শ্বের গভর্নর এমন ব্যক্তিবর্গকে করলেন যারা কোরআন মজীদ অধিক তেলাওয়াত করতে পারত ২৮৩

মাসআলা-২৬৫ : আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এত সুললিত কণ্ঠে কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করতেন যে মক্কার মুশরিকদের মহিলারা তার কণ্ঠে কোরআন শোনার জন্য ভিড় করে থাকত ২৮৪

মাসআলা-২৬৬ : কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করতে গিয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিজের অজান্তেই নয়ন যুগল অশ্রুসজল হয়ে যেত................................... ২৮৪

মাসআলা-২৬৭ : কোরআন তেলাওয়াতের সুযোগ লাভের জন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কাফিরদের দেয়া নিরাপত্তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন ২৮৪

মাসআলা-২৬৮ : ওসাইদ বিন হুযাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর সুললিত কণ্ঠের তেলাওয়াত শোনার জন্য ফেরেশতা আসমান থেকে পৃথিবীতে নেমে আসত................................. ২৮৮

মাসআলা-২৬৯ : আবু মূসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু সবসময়ই কিছু কিছু করে কোরআন তেলাওয়াত করতেন, আর মুয়ায রাযিয়াল্লাহু আনহু রাতের প্রথমাংশে শুয়ে পড়তেন আবার শেষ রাতে উঠে কোরআন তেলাওয়াত করতেন...................... ২৮৯

মাসআলা-২৭০ : আবু মূসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু সুমধুর কণ্ঠের তেলাওয়াত শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উৎসাহিত করলেন........... ২৯০

মাসআলা-২৭১ : ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মজলিশ শূরার সমস্ত সদস্যগণ কোরআন মজীদের আলেম ছিল ২৯০

www.Quraneralo.com

Content

বিষয় **পৃষ্ঠা**

মাসআলা-২৭২ : সাহাবাগণ একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ হলে তারা একজন অপর জনকে কোরআন শুনানোর জন্য আগ্রহ প্রকাশ করত ২৯১

মাসআলা-২৭৩ : সাহাবাগণের কোরআন তেলাওয়াত নিয়ে ব্যস্ততা ২৯১

মাসআলা-২৭৪ : আব্দুল্লাহ বিন কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর তেলাওয়াত শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উৎসাহিত করলেন ২৯২

মাসআলা-২৭৫ : সালেম রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর তেলাওয়াত শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রশংসা এবং গুণগান করলেন ২৯২

মাসআলা-২৭৬ : যুবক সাহাবাগণের মাঝে কোরআন তেলাওয়াত এবং তা মুখস্থ করার আগ্রহ..................................২৯৩

মাসআলা-২৭৭ : তায়েফের প্রতিনিধিদের মধ্যে যুবক সাহাবী ওসমান বিন আবুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু সূরা বাকারা সম্পূর্ণ মুখস্থ করেছিলেন, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে গভর্নর করলেন....................২৯৪

মাসআলা-২৭৮ : আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু জিবরীল আলাইহিস সালাম-এর মতো কোরআন তেলাওয়াত করতেন......................২৯৪

মাসআলা-২৭৯ : সূরা মুরসালাত অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ থেকে শুনে তা মুখস্থ করে নিয়েছিল..................২৯৪

মাসআলা-২৮০ : আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, সালেম, মোয়ায বিন জাবাল এবং উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের জীবনকে কোরআন শিখা এবং শিখানোর জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন........২৯৫

মাসআলা-২৮১ : ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আযাব সম্পর্কিত আয়াতের তেলাওয়াত...২৯৫

মাসআলা-২৮২ : সূরা মারইয়ামের একটি আয়াত স্মরণ হলে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা বে-হুশ হয়ে গেলেন ২৯৬

মাসআলা-২৮৩ : নারীদের কোরআন শ্রবণের আগ্রহ ২৯৬

মাসআলা-২৮৪ : উম্মু হিশাম রাদিয়াল্লাহু আনহু জুমার খুতবায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ থেকে সূরা কাফ শুনে শুনে মুখস্থ করে নিয়েছিল.........২৯৬

মাসআলা-২৮৫ : কোরআন মুখস্থ এবং তেলাওয়াত করার প্রতি নারীদের আগ্রহ ২৯৭

www.Quraneralo.com

Content

বিষয় | পৃষ্ঠা

মাসআলা-২৮৬ : উম্মু ওরাকা বিনতু নাওফাল কোরআন মজীদের হাফেয ছিল ২৯৭
মাসআলা-২৮৭ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কোরআন তেলাওয়াত এবং পরকালের চিন্তা ২৯৮
মাসআলা-২৮৮ : একজন মহিলা সাহাবীর ঈর্ষান্বি কোরআনের জ্ঞান ২৯৯
মাসআলা-২৮৯ : বাচ্চাদের মাঝে কোরআন মুখস্থ এবং তেলাওয়াতের আগ্রহ ৩০০
মাসআলা-২৯০ : ক্রীতদাসের মধ্যে কোরআন তেলাওয়াত এবং মুখস্থের আগ্রহ ৩০১
মাসআলা-২৯১ : যে ব্যক্তি গৌরব করার জন্য বা নিজেকে বড় বলে জাহির করার জন্য কোরআনের জ্ঞান অর্জন করল তার জন্য জাহান্নাম ৩০২
মাসআলা-২৯২ : কোরআন শিক্ষাকারী এবং ঐ অনুযায়ী আমল না কারীর ঠোঁট জাহান্নামে আগুনের কাঁচি দিয়ে কাঁটা হবে ৩০২
মাসআলা-২৯৩ : অপরকে কোরআন শিখানো এবং শিখার জন্য বলা আর নিজে কোরআন অনুযায়ী আমল না করার বেদনাদায়ক পরিণতি ৩০৩
মাসআলা-২৯৪ : পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে কোরআন তেলাওয়াত কারীদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ নিন্দা করেছেন ৩০৩
মাসআলা-২৯৫ : যে ব্যক্তি আমল না করে পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে কোরআনের জ্ঞান অর্জন করবে সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না ৩০৪
মাসআলা-২৯৬ : প্রশংসা কুড়ানোর উদ্দেশ্যে কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করা, শিক্ষা দেয়া, কোরআন অনুযায়ী আমল না কারীকে কিয়ামতের দিন উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে ৩০৪
মাসআলা-২৯৭ : মুনাফেকী নিয়ে কোরআন তেলাওয়াতকারী এবং সে অনুযায়ী আমল না কারী গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে ৩০৫
মাসআলা-২৯৮ : কোরআন মজীদের জ্ঞান অর্জন করার পর তা প্রত্যাখ্যান করা বা সে অনুযায়ী আমল না কারীর মাথা জাহান্নামে বার বার পাথর দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করা হবে ৩০৬

www.Quraneralo.com

বিষয়		পৃষ্ঠা
মাসআলা-২৯৯ :	কোরআন মজীদ সম্পর্কে এমন কোন কথা বলা যা ইসলামের বিপরীত তা ঐ ব্যক্তিকে জাহান্নামের হকদার বানিয়ে দেয়	৩০৭
মাসআলা-৩০০ :	কোরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা নিজের মনমত করা আল্লাহর গজবে নিপতিত করে	৩০৭
মাসআলা-৩০১ :	কোরআন মজীদের মূল ব্যাখ্যা পরিহার করে ভুল ব্যাখ্যা করা, সালফে সালেহীনদের তাফসীর থেকে সরে গিয়ে নতুন নতুন ভাব তৈরি করা পূর্ব এবং পরবর্তী থেকে বিচ্ছিন্ন করে আয়াতের অর্থ করা এবং নিজের মনমত আয়াতের ব্যাখ্যা করা কুফরী	৩০৭
মাসআলা-৩০২ :	কোরআন ও সুন্নাতের জ্ঞান ব্যতীত নিজের মনমত কোরআনের ব্যাখ্যাকারীর মুখে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পড়ানো হবে	৩০৮
মাসআলা-৩০৩ :	যে ব্যক্তি কোরআনের কোন একটি আয়াত, বিধান, নির্দেশ, বা ফায়সালাকে অপছন্দ করে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়	৩০৮
মাসআলা-৩০৪ :	অপছন্দ, সন্দেহ এবং সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কোরআন গবেষণা করা যালেমদের কুফরী এবং পথভ্রষ্ঠতাকে আরো বৃদ্ধি করে	৩০৯
মাসআলা-৩০৫ :	কোরআনের আয়াত নিয়ে বিদ্রূপ করার পরিণতি জাহান্নাম	৩০৯
মাসআলা-৩০৬ :	কোরআনের আয়াত নিয়ে বিদ্রূপকারীদেরকে কিয়ামতের দিন লাঞ্ছিত এবং পদদলিত করার জন্য কোন ভুলে যাওয়া বিষয়ের ন্যায় করে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হবে	৩০৯
মাসআলা-৩০৭ :	কোরআনের আয়াত নিয়ে বিদ্রূপকারীদেরকে কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনাময় শাস্তি দেয়া হবে	৩১০
মাসআলা-৩০৮ :	কোরআনের আয়াত নিয়ে বিদ্রূপকারীদের ইহকাল এবং পরকালের বেদনাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে	৩১০
মাসআলা-৩০৯ :	নবী ﷺ এ যুগে কোরআন মজীদের আয়াত নিয়ে ঠাট্টাকারী মোরতাদ ব্যক্তির দৃষ্টান্তমূলক পরিণতি	৩১১

www.Quraneralo.com

Content

বিষয়		পৃষ্ঠা
মাসআলা-৩১০ :	কোরআন মজীদের কোন আয়াত, কোন নির্দেশ বা কোন বিধানের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণের শাস্তি হলো জাহান্নাম	৩১২
মাসআলা-৩১১ :	কোরআন মজীদের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ কারীদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্টতায় নিক্ষেপ করবেন	৩১৩
মাসআলা-৩১২ :	কোরআন মজীদের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন ঈমান গ্রহণ করতে চাইবে কিন্তু তাদেরকে ঈমান গ্রহণের অনুমতি দেয়া হবে না	৩১৩
মাসআলা-৩১৩ :	কোরআন মজীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ব্যক্তি পৃথিবীতে কষ্টদায়ক জীবন যাপন করবে	৩১৪
মাসআলা-৩১৪ :	কোরআন মজীদ থেকে অন্যমনস্ক ব্যক্তির উপর পৃথিবীতে আল্লাহ এমন শয়তান চাপিয়ে দেবেন যে তাকে এই কামনায় ব্যস্ত রাখবে যে সে সঠিক পথে আছে	৩১৪
মাসআলা-৩১৫ :	কোরআন মজীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ব্যক্তি পৃথিবীতে লাঞ্ছিত এবং অবমানিত হবে	৩১৪
মাসআলা-৩১৬ :	কোরআন মজীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ব্যক্তিকে কবরে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে	৩১৫
মাসআলা-৩১৭ :	কোরআন মজীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ব্যক্তি স্বীয় কবর থেকে এমনভাবে উঠবে যে, তার চক্ষুদ্বয় ভয়ে অন্ধ হয়ে যাবে	৩১৬
মাসআলা-৩১৮ :	কোরআন মজীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া কিছু লোককে স্বীয় কবর থেকে অন্ধ অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে	৩১৬
মাসআলা-৩১৯ :	কোরআন মজীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ব্যক্তির বিরুদ্ধে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিযোগ পেশ করবেন	৩১৬
মাসআলা-৩২০ :	কিয়ামতের দিন কোরআন মজীদ নিজেও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে	৩১৭
মাসআলা-৩২১ :	কোরআন মজীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া লোকদের কোরআন মজীদ জাহান্নামে নিয়ে যাবে	৩১৭
বিবিধ :	দুর্বল এবং জাল হাদীসসমূহ	৩১৮

www.Quraneralo.com

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ

অতএব, তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

সকল প্রশংসা শুধু ঐ সত্তার জন্য যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, মালিক, রিযিকদাতা, যিনি ব্যতীত আর কোনো সত্য মা'বুদ নেই, যাঁর কোন শরিক নেই, যিনি চিরঞ্জীব ও সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণকারী, যিনি পরম করুণাময় এবং দয়ালু, যিনি দাতা এবং তাওবা কবুলকারী, যিনি পথ প্রদর্শক এবং হিদায়াত দাতা, যিনি তাঁর বান্দাদেরকে হিদায়েত দেয়ার জন্য কোরআন মাজীদ অবতীর্ণ করেছেন, তা লেখা ও তেলাওয়াত করা শিক্ষা দিয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত কোরআন মাজীদ সংরক্ষণের ওয়াদা করেছেন। হে আমাদের আল্লাহ্ তোমার জন্য অসংখ্য প্রশংসা যা পবিত্র ও বরকতময় যেমন আমাদের প্রতিপালক পছন্দ করে এবং সন্তুষ্ট হয়।

আর অসংখ্য দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্ ﷺ-এর ওপর যিনি রিসালাতের সঠিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন, অসংখ্য দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রতি যাঁর ওপর কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিল, অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক ঐ মহামানবের প্রতি যিনি সর্বপ্রথম কোরআন মুখস্থ করেছিলেন। অসংখ্য দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক ঐ বরকতময় যবানের প্রতি যা সর্বপ্রথম কোরআন মজীদ এই উম্মতকে শুনিয়েছেন এবং তেলাওয়াত শিক্ষা দিয়েছেন। ঐ কোরআন যা সরাসরি আলো এবং পথপ্রদর্শক, যা সরাসরি বরকতময় এবং যা সরাসরি সত্য।

হে বিশ্ববাসী শোন!

কোরআন মাজীদ অবতীর্ণকারী রাব্বুল আলামীন বলেছেন-

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ .

অর্থ : "যে ব্যক্তি আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না।" (সূরা ত্বা-হা : আয়াত-১২৩)

অতএব, হে বিশ্ববাসী!

যে ঈমান ও একীনের অন্বেষণকারী, হিদায়াত এবং রহমতের মুখাপেক্ষী, শান্তি এবং নিরাপত্তার অন্বেষণকারী, বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টে নিমজ্জিত,

Content

অসুস্থতা এবং পেরেশানীতে ভোগছে, ভয় এবং ক্ষুধায় দিশাহারা, শান্তি ও নিরাপত্তা বঞ্চিত, সুখ ও অন্নের খোঁজে এ দরজা থেকে ঐ দরজায় ঘুরপাক খাচ্ছে, লাঞ্ছনা আর বঞ্চনাকে নিজের ভাগ্যের নিরাময় পরিহাস মনে করেছে। একটু মনোযোগ দিয়ে কোরআন কারীমের আহ্বান শোন!

فَأَيْنَ تَذْهَبُوْنَ

"অতএব, তোমরা কোথায় যাচ্ছ"? (সূরা তাকভীর : আয়াত-২৬)

০ পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে!

০ অকল্যাণে পতিত হবে!

অতঃপর ... ...!

০ পৃথিবীতে লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা হবে।

পরকালে উত্তপ্ত জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে!

অতএব ফিরে আস আমার পথে!

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

অর্থ : "এটি এমন একটি গ্রন্থ যা আমি অবতীর্ণ করেছি, খুব মঙ্গলময়, অতএব এর অনুসরণ কর এবং ভয় কর-যাতে তোমরা করুণা প্রাপ্ত হও"।

(সূরা আনআম : আয়াত-১৫৫)

তাহলে তোমরা কি আমার পথে আসবে?

০ নিঃসন্দেহে বরকত প্রাপ্ত হবে।

অতঃপর .....!

০ পরকালে নিয়ামত ভরপুর জান্নাতে প্রবেশ করবে।

অতএব হে জ্ঞানী ও বিবেকবান লোকেরা!

বিচক্ষণ লোকেরা!

সূক্ষ্মদৃষ্টির অধিকারীরা!

ধীরস্থির হয়ে বস এবং বল :

০ পৃথিবীতে লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা ভালো না ইজ্জত ও সম্মান ভালো?

আল্লাহ্ দুরূদ ও শান্তি বর্ষণ করুন আমাদের নবী মোহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর পরিবার ও তাঁর সমস্ত সাহাবাগণের প্রতি।

www.Quraneralo.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ. اَمَّا بَعْدُ

সমস্ত ঐশী গ্রন্থের চেয়ে মর্যাদাবান গ্রন্থ, বড় ও ফযিলতপূর্ণ গ্রন্থ, কল্যাণ ও বরকতে পরিপূর্ণ, হিকমত ও হিদায়াতে ভরপুর, সর্বপ্রকার সন্দেহের উর্ধ্বে, হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী, জাহিলিয়াতের অন্ধকার থেকে বের করে তাওহীদের আলোতে আলোকিতকারী ঈমানদারদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদানকারী, আর তা প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শনকারী, মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামত কোরআন মাজীদ, মহান আল্লাহর বাণী, যে রাতে তা অবতীর্ণ হয়েছে ঐ রাতের ইবাদতকে হাজার মাস (বা ৮৩ বছরের) ইবাদত থেকে উত্তম করা হয়েছে (সূরা কদর : আয়াত-১-৩)

কোরআন মাজীদের ফযিলতের ব্যাপারে যদি শুধু এই একটি আয়াতই অবতীর্ণ হতো তবুও তা কোরআন মাজীদের মর্যাদা বর্ণনায় যথেষ্ট হতো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোরআন মাজীদের ফযিলত ও বরকত সম্পর্কে যে সমস্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন তা এত অধিক যে, এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য যদি উম্মতে মুহাম্মদীর সমস্ত মানুষ আজীবন আল্লাহর নিকট সেজদায় পড়ে থাকে তবুও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের হক আদায় হবে না। কোরআন মাজীদের ফযিলতসংক্রান্ত কিছু হাদীস নিচে পেশ করা হলো :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ.

১. তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সে যে কোরআন শিখে এবং শিক্ষা দেয়। (বোখারী)

২. কোরআন মাজীদ শিখার জন্য যে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হয় আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন। (মুসলিম)

www.Quraneralo.com

Content

৩. কোরআন মাজীদ শিক্ষাকারী এবং শিক্ষাদাতা আল্লাহ্‌ভক্ত এবং তাঁর পছন্দনীয় ব্যক্তি। (ইবনু মাজাহ)

৪. কোরআন মাজীদের জ্ঞান অর্জনকারীদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু এমনকি পানির নিচের মাছেরাও দু'আ করে। (ইবনু মাজাহ)

৫. কোরআন মাজীদ অধিক পরিমাণে তেলাওয়াতকারী ঈর্ষার উপযুক্ত। (বোখারী)

৬. কোরআন মাজীদ অধিক পরিমাণে তেলাওয়াতকারী কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভকারী ফেরেশ্‌তাদের পাশে দাঁড়াবে। (মুসলিম)

৭. কোরআন মাজীদ শিক্ষাকারী এবং তা শিক্ষাদাতার ওপর আল্লাহ্‌ শান্তি বর্ষণ করেন, ফেরেশ্‌তা সম্মানপূর্বক তাদের মজলিসকে ঘিরে রাখে, স্বয়ং আল্লাহ্‌ গৌরবের সাথে ফেরেশ্‌তাদের মাঝে তাদের কথা স্মরণ করেন। (মুসলিম)

৮. স্বীয় সন্তানদেরকে কোরআন মাজীদ শিক্ষাদাতা পিতামাতাকে কিয়ামতের দিন এমন মূল্যবান পোশাক পরিধান করানো হবে, যার বিনিময়ে পৃথিবী এবং তাতে যা কিছু আছে তা নগণ্য মনে হবে। (আহমদ)

৯. কোরআন মাজীদ তেলাওয়াতকারী প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে দশটি করে নেকী পাবে। (তিরমিযী)

আমি এখানে কোরআন মাজীদের অসংখ্য ফযিলতের মধ্য থেকে সামান্য কিছু উল্লেখ করলাম, প্রিয় পাঠকগণ কোরআন মাজীদের ফযিলতসংক্রান্ত আরো কিছু হাদীস এই গ্রন্থের প্রয়োজনীয় অধ্যায়ে পাবেন ইনশাআল্লাহ্‌।

কোরআন মাজীদের অসংখ্য ফযিলতের কারণে, সাহাবা কেরামগণ তাঁর তেলাওয়াত, হিফয, শিক্ষা এবং শিখানোতে এত মনঃপূতছিল যে, অধিকাংশ সাহাবাগণ তাঁদের জীবনকে এই পথে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন।

আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শৈশবকালেই ঈমান এনেছিলেন, ঈমান আনার পর মুকিম এবং সফর উভয় অবস্থাতেই ছায়ার ন্যায় রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর সাথে থাকতেন আর আত্মতৃপ্তি নিয়ে কোরআন শিখতেন, একরাতে নামায আদায় করার সময় উচ্চকণ্ঠে কোরআন

Content

তেলাওয়াত করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে আসলেন এবং দাঁড়িয়ে কোরআন তেলাওয়াত শুনতে লাগলেন, এরপর সাহাবা কেরামগণের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন : যার পছন্দ হয় যে, সে কোরআন মাজীদ ঐ স্বরে তেলাওয়াত করবে যেই স্বরে তা অবতীর্ণ হয়েছিল, সে যেন আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের তেলওয়াতের অনুসরণ করে। কোরআন বুঝা সম্পর্কে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজে বলেছেন : ঐ আল্লাহর কসম! যিনি ব্যতীত সত্য কোনো মা'বুদ নেই, তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে কোরআন মাজীদের প্রতিটি আয়াতের ব্যাপারে আমার জানা আছে যে, তা কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং তার শানে নুযুল (অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট কি)। যখন আমি জানতে পারি যে, অমুক ব্যক্তি কোরআনের ব্যাপারে আমার চেয়ে অধিক জানে, তখন আমি তার নিকট উপস্থিত হয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য চেষ্টা করি।

আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কোরআন তেলাওয়াতের ব্যাপারে আগ্রহের এই অবস্থা ছিল যে, কোরআন মাজীদ হিফয করার পর এক রাতে সম্পূর্ণ কোরআন একবার খতম করত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলল : আমার ভয় হচ্ছে যে, তুমি বয়ঃবৃদ্ধ হলে শেষ বয়সে এই আমল ধরে রাখতে তোমার কষ্ট হবে, তাই মাসে একবার কোরআন খতম কর। (অর্থাৎ প্রতিদিন এক পারা করে তেলাওয়াত কর)।

আবদুল্লাহ্ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল : আমি এর চেয়ে অধিক পরিমাণে তেলাওয়াত করতে সক্ষম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : ঠিক আছে তাহলে দশ দিনে এক খতম কর, আবদুল্লাহ্ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল : আমি এর চেয়ে অধিক পরিমাণে তেলাওয়াত করতে সক্ষম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : ঠিক আছে তাহলে সাত দিনে এক খতম কর, আবদুল্লাহ্ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল : আমি এর চেয়ে অধিক পরিমাণে তেলাওয়াত করতে সক্ষম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেয়ে কম সময়ে কোরআন খতম করার অনুমতি দেননি। (ইবনু মাজাহ)

ইকরিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু ঈমান আনার পর রাত-দিন কোরআন তেলাওয়াতে ব্যস্ত থাকত, কোরআন মাজীদ স্বীয় চেহারার ওপর রেখে বলত: আমার রবের কিতাব, আমার রবের বাণী এরপর আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে শুরু করতেন।

www.Quraneralo.com

উসাইদ বিন হুযাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু কোরআন মাজীদের তেলাওয়াত শুনে ঈমান এনেছিল, এরপর কোরআন মাজীদের এমন ভক্ত হলো যে, ঈমান আনার পর থেকে কোর'আন মাজীদ নিয়েই ব্যস্ত থাকত, অন্যরা রাতে যখন ঘুমে মগ্ন থাকত তখন রাতের নিঝুমতায় সুন্দর কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করতে শুরু করত। এক রাতে কোরআন তেলাওয়াত করছিল এমতাবস্থায় আকাশ থেকে আলোক উজ্জ্বল কাচের ফানুস অবতীর্ণ হতে দেখা গিয়েছিল, উসাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন : এটা ফেরেশ্তা ছিল যে আকাশ থেকে তোমার তেলাওয়াত শোনার জন্য এসেছিল, তুমি যদি তেলাওয়াত করতে থাকতে তাহলে ফেরেশ্তা তোমার একেবারে নিকটে চলে আসত এবং মানুষ তাকে স্বচক্ষে দেখতে পেত।

ওকবা বিন আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করতেন যা শ্রবণে সাহাবা কেরামগণের চোখে তাদের অজান্তেই পানি এসে যেত, আর আল্লাহর ভয়ে শিহরণ শুরু হয়ে যেত। একদা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওকবা রাদিয়াল্লাহু আনহু কে ডাকালেন এবং বললেন : কোরআন তেলাওয়াত করে শুনাও, ওকবা রাদিয়াল্লাহু আনহু তেলাওয়াত করতে শুরু করলেন, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তেলাওয়াত শুনে এত কাঁদলেন যে চোখের পানিতে তার দাড়ি ভিজে গিয়েছিল।

আব্বাদ বিন বিশর রাদিয়াল্লাহু আনহু কোরআন তেলাওয়াতের কারণে সাহাবাগণের মাঝে তিনি কোরআনের বন্ধু উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। যাতুর রিকার যুদ্ধ থেকে ফিরার পথে ইসলামী সেনাদল এক পাহাড়ের পাদদেশে তাঁবু ফেলল, রাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, আজ রাতে কে পাহারা দিবে? আব্বাদ বিন বিশর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার (আনসার ও মুহাজিরদের) সম্পর্কিত ভাই আম্মার বিন ইয়াসের রাদিয়াল্লাহু আনহু দ্রুত বলে উঠল ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা পাহারা দিব, পাহারার সময় শুরু হলে আব্বাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু কে জিজ্ঞেস করল যে, তুমি কি রাতের প্রথমভাগে ঘুমাতে পছন্দ কর না শেষ ভাগে? আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল : আমি রাতের প্রথমভাগে ঘুমাব আর শেষ ভাগে পাহারা দিব, আব্বাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু পাহারার সময় নষ্ট করা পছন্দ করলেন না, ওযু করে আল্লাহর নিকট দাঁড়িয়ে গেলেন, হৃদয়গ্রাহী এবং সুমধুর কণ্ঠে সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করতে শুরু করলেন, শত্রু পেছনে ছিল, সে পাহারাদার দেখে তাকে তীর নিক্ষেপ করল আর তীর এসে

www.Quraneralo.com

আব্বাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শরীরে লাগল, আব্বাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কোরআন তেলওয়াতে এত মগ্ন ছিলেন যে, তিনি নামাযে থেকেই তীর খুলে তা দূরে নিক্ষেপ করলেন, শত্রু আরেকটি তীর নিক্ষেপ করল সেটিও এসে তার শরীরে লাগল, কোরআন তেলাওয়াতে মগ্ন আব্বাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ঐ তীরটিও খুলে বাহিরে নিক্ষেপ করলেন এবং কোরআন তেলাওয়াত করতে থাকলেন, শত্রু তৃতীয় বার তীর নিক্ষেপ করল আর সেটি এসেও তার শরীরে লাগল এবং রক্ত ঝরতে লাগল, আব্বাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নামায শেষ করে তার সাথীকে উঠালেন, আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আব্বাদ প্রথম তীর তোমার শরীরে লাগার পর তুমি আমাকে উঠালে না কেন? আব্বাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল: আল্লাহর কসম! যদি আমার মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেয়া দায়িত্বের অনুভূতি না থাকত তাহলে আমার জীবন চলে যেত, তবুও আমি নামায এবং কোরআন তেলাওয়াতের ধারা ছিন্ন করতাম না।

যায়েদ বিন সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু যথেষ্ট আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও অল্প বয়সের কারণে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নাই, যা নিয়ে তার খুবই অসন্তুষ্টি ছিল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নৈকট্য লাভের জন্য একদা তার মাকে সাথে নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হলো, মা বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ছেলে যায়েদ কোরআন মজীদের তেরটি সূরা মুখস্থ করেছে, আর সে এমন বিশুদ্ধ উচ্চারণে তেলাওয়াত করে যেমন আপনার ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল, যদি আপনি চান তাহলে তার মুখে শুনুন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মুখে কোরআন তেলাওয়াত শুনলেন তখন খুব খুশি হলেন, আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানতে পারলেন যে যায়েদ আরবিও লিখতে জানে তখন তিনি বললেন : হে যায়েদ তুমি হিব্রু ভাষা শিখ। কেননা আমি তাদের প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারছি না। কোরআন মাজীদের বরকতে এই নওজোয়ান রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটতম ব্যক্তিদের একজন হয়ে গেল এবং একসময়ে তিনি ওহি লিখার মতো গুরু দায়িত্বও প্রাপ্ত হলেন।

আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত নরম দিলের অধিকারী ছিলেন, যখন তিনি কোরআন মাজিদ তেলাওয়াত করতেন তখন তার চোখ দিয়ে ধারবাহিকভাবে পানি ঝরতে থাকত, তেলাওয়াত এত শ্রুতিমধুর ছিল যে মুশরেকদের নারী-পুরুষ আবাল বনিতা তার তেলাওয়াত শোনার জন্য সমবেত হয়ে যেত এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার তেলাওয়াত শুনত।

www.Quraneralo.com

উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু কোরআন তেলাওয়াতে বেশ পারদর্শী ছিলেন, বিশুদ্ধ উচ্চারণে সুমধুর কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করতেন, আল্লাহ্ তাআলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নির্দেশ দিয়েছেন যে, উবাই বিন কা'বকে কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করে শোনাও, উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন একথা শুনলেন তখন সে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তাআলা কি আমার নাম নিয়েছেন! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হ্যাঁ। আল্লাহ্ তাআলা তোমার নাম নিয়েছেন, উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু একথা শুনে আনন্দে কাঁদতে লাগলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় খেলাফতকালে উবাই বিন কা'বের ইমামতিতে জামাতবদ্ধভাবে তারাবির নামাযের ব্যবস্থা করেছিলেন।

আবু হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আযাদকৃত গোলাম সালেম রাদিয়াল্লাহু আনহু এত সুন্দর কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করতেন যে, তার পাশ দিয়ে অতিক্রমকারীরা দাঁড়িয়ে যেত, একদা রাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে তার তেলাওয়াত শুনছিলেন এবং এত খুশি হলেন যে, তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পর বললেন : ঐ আল্লাহর প্রশংসা যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এতসুন্দর তেলাওয়াতকারী সৃষ্টি করেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যকে কোরআন তেলাওয়াত করে শুনাতেন, আবার অপরের তেলাওয়াত শুনাও পছন্দ করতেন, তাহাজ্জুদের নামাযে যখন কোরআন তেলাওয়াত করতেন তখন এত কাঁদতেন যে, তাঁর সিনা থেকে পাতিলের গরম পানি টগবগ করার মতো আওয়াজ আসত, যখন অপরের কাছ থেকে কোরআন তেলাওয়াত শুনতে চাইতেন তখন নিজে থেকেই কাউকে বলে তার কাছ থেকে কোরআন তেলাওয়াত শুনতেন। একদা আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কে কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করার নির্দেশ দিলেন তিনি সূরা নিসা থেকে তেলাওয়াত করতে শুরু করলেন, যখন তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন।

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ.

অর্থ : "আর তখন কি অবস্থা হবে যখন আমি প্রতিটি উম্মতের পক্ষ থেকে একজন করে সাক্ষী ডেকে আনব।" (সূরা নিসা : আয়াত-৪১)

www.Quraneralo.com

তখন তাঁর চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল, তিনি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেন এবং বললেন : আবদুল্লাহ্ থাম।

তায়েফ থেকে কয়েকজন লোকের একটি দল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হলো, তখন তিনি তাদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী ব্যক্তি উসমান বিন আবুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু কে তায়েফের গভর্নর নিযুক্ত করলেন, আর এর কারণ শুধু এটাই ছিল যে, তিনি অন্যদের কোরআন বেশি মুখস্থ করেছিলেন।

ইয়ামেন দেশে গভর্নর নিযুক্ত করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কেরামগণের মধ্য থেকে এমন দুজন সাহাবীকে বাছাই করলেন যারা সবচেয়ে কোরআন ভালো তেলাওয়াতকারী এবং কোরআন সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জ্ঞান রাখতেন, আর তারা হলো : মুয়ায বিন জাবাল এবং আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু। আবু মূসা আশআরী ঐ সৌভাগ্যবান তেলাওয়াতকারী ছিলেন যার হৃদয়গ্রাহী তেলাওয়াত শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন : হে আবূ মূসা তোমাকে তো আল্লাহ্ দাঊদ আলাইহিস সালাম-এর কণ্ঠ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামেনের এক অঞ্চলের গভর্নরের নিযুক্ত করলেন আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু কে আর অপর এক অঞ্চলের গভর্নর নিযুক্ত করলেন মুয়ায বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু কে। গভর্নর থাকাকালে এই দুই সাহাবী একদা একত্রিত হলে তাদের মাঝে অন্তরঙ্গ আলোচনার সময় নিম্নোক্ত আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত ছিল ঃ

মুয়ায বিন জাবাল : আবু মূসা তুমি কোরআন মাজীদের তেলাওয়াত কখন এবং কতটুকু কর?

আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল : আমি তো বসা অবস্থায়, দাঁড়ানো অবস্থায় যানবাহনে আরোহিত অবস্থায় সর্বদাই কোরআন তেলাওয়াত করি।

(প্রতিদিন এক মঞ্জিল করে তেলাওয়াত করি। উল্লেখ্য , কোরআন মাজীদকে সাত মঞ্জিলে ভাগ করা হয়েছে।

আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু মুয়ায বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু কে জিজ্ঞেস করল যে, তুমি তোমার তেলওয়াতের পরিমাণ কিভাবে পূর্ণ কর?

মুয়ায বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল : আমি তো রাতের প্রথম অংশে শুয়ে যাই কিছু সময় ঘুমিয়ে উঠি এরপর তেলাওয়াত শুরু করি সওয়াবের নিয়তে শুই আবার সওয়াবের নিয়তে উঠি।

www.Quraneralo.com

Content

ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেও কোরআন কারীমের হাফিয ছিলেন এবং তাঁর শাসনামলে মজলিসে শূরার সদস্যদের জন্য কোরআনের হাফেয বা তার আলেম হওয়া পূর্বশর্ত ছিল। তাই তাঁর শূরা সদস্যরা সকলেই কোরআনের হাফিয বা তার আলেম ছিলেন। তাঁর শাসনামলে অন্যান্য অঞ্চলের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালনের জন্যও এই নিয়ম কার্যকর ছিল। নাফে' বিন হারেস রাদিয়াল্লাহু আনহু কে তিনি মক্কার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন, একদা নাফে' রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কার বাহিরে যাওয়ার প্রয়োজন হলো তখন তিনি আবদুর রহমান বিন আবযা রাদিয়াল্লাহু আনহু কে তার স্থলাভিষিক্ত করলেন, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নাফে' রাদিয়াল্লাহু আনহু কে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কাকে তোমার স্থলাভিষিক্ত করেছ? নাফে' রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল : আবদুর রহমান বিন আবযা রাদিয়াল্লাহু আনহু কে। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করল কে ঐ ব্যক্তি? নাফে' রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল : সে গোলামদের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু কোরআন মাজীদের সুন্দর তেলাওয়াতকারী এবং ফারায়েয (উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে) অত্যন্ত পারদর্শী, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একথা শুনে অত্যন্ত খুশি হলেন এবং বললেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য কথা বলছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা এই কিতাব (কোরআনের) মাধ্যমে কিছু লোককে সম্মানিত করেন আবার কিছু লোককে অপমানিত করেন।

সাহাবা কেরামগণের যুগে সরকারিভাবে কোরআন মাজীদ শিক্ষা ও প্রচারের এত গুরুত্ব ছিল যে, সিরিয়ার গভর্নর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কে প্রস্তাব পাঠাল যে, সিরিয়ায় মুসলিমদের সংখ্যা বেড়ে চলছে আপনি এমন আলেম পাঠান যে, তাদেরকে কোরআন মাজীদ এবং দ্বীনী বিধি-বিধান শিখাতে পারবে। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উপরিক্ত উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত পাঁচজন সম্মানিত সাহাবীকে পাঠালেন।

১. মুয়ায বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু,

২. ওবাদা বিন সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু,

৩. আবু আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু,

৪. উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু,

৫. আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু,

আর তাদেরকে বলে দিলেন যে, সিরিয়াবাসীরা কোরআন শেখার ব্যাপারে আমার নিকট সহযোগিতা চেয়েছে, আপনারা আমার সাথে সহযোগিতা

www.Quraneralo.com

Content

করুন, আপনাদের মধ্য থেকে তিন জনকে আমি সিরিয়ায় পাঠাতে চাই, আবু আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বার্ধক্যজনিত কারণে আর উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু অসুস্থতার কারণে সফর করতে অপারগ ছিলেন। তাই বাকি তিন জন যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিল, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে যাওয়ার মুহূর্তে দিক নির্দেশনা দিলেন যে, শিক্ষা কার্যক্রম হিমস নগরী থেকে শুরু করবে। ওখানে কাজ শেষ হলে তোমাদের একজন ওখানে থেকেই শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখবে, আর দ্বিতীয়জন দামেশকে যাবে এবং ওখানকার লোকদেরকে কোরআন মাজীদ শিক্ষা দিবে, আর তৃতীয়জন ফিলিস্তিন চলে যাবে এবং ওখানকার লোকদেরকে কোরআন মাজীদ শিক্ষা দিবে, তাই কিছু দিন পর আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু দামেশকের দিকে রওনা হলেন আর মুয়ায বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু ফিলিস্তিনের দিকে রওনা হলেন।

কোরআন মাজীদের সাথে সাহাবা এবং তাবেয়ীগণের এই গভীর সম্পর্কের ঐ সুফল ছিল যে, তারা সার্বিক কল্যাণে কল্যাণময় ছিল যার অঙ্গীকার আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। তাদের ব্যক্তিগত জীবনে ঈমান তাকওয়া, নেকি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সাথে মোহাব্বত, আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা, অল্পেতুষ্টি, আমানতদারিতা, দ্বীনদারী, সত্যবাদিতা, ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি সৎ গুণাবলিতে তারা এমনভাবে গুণান্বিত ছিল যে, তাদের পরে এই ধরনের মানুষ দ্বিতীয় বার আর আসবে না।

কোরআন মাজীদের বরকতে তাদের সমাজ ন্যায়পরায়ণতা, অনুগ্রহ, পরোপকারিতা, সমবেদনা, আত্মত্যাগ, পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, মোহাব্বাত, শান্তি, নিরাপত্তা, ভালো অবস্থা এবং অন্যান্য কল্যাণ ও বরকতের দিক থেকে তারাই তাদের তুলনা ছিলেন, এরপর কোরআন অনুযায়ী আমল করার কারণে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে পৃথিবীতে ইজ্জত, শ্রেষ্ঠত্ব, উন্নতি এবং এমন বিজয় দান করেছিলেন যে, ইতিহাসে যার কোনো উদাহরণ নেই।

এই ছিল আল কোরআনের শিক্ষার বাস্তবতা, মুসলিমদের অন্তর থেকে কাফিরদের শক্তি ও অস্ত্রের ভীতি দূর হতে লাগল, মুসলিমরা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল, নবুয়তী যুগের কথা বাদই দিলাম, সাহাবা এবং তাবেয়ীগণের যুগে যখন মুসলিমরা আরবদেশ ছেড়ে অনারবদেশ

www.Quraneralo.com

আন্দালুসে পৌছল তখনকার অবস্থা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, আন্দালুসে মুসলিমদের এত শক্তি ছিল যে, ওখানে ইসলামী সেনাদলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো কেউ ছিল না, তারেক বিন যিয়াদ যেদিকে ছুটতেন সেদিকেই বিজয় তিনি পেতেন, আন্দালুসিরা নিজেরা আগ্রহী হয়ে সন্ধি করল, তারেক বিন যিয়াদ বিজয় করে চলতেন আর মূসা বিন নুসাইর তার পেছনে সন্ধি এবং চুক্তি স্বাক্ষর করতেন।[১]

অনুমান করুন ৯২ হিজরীতে তারেক বিন যিয়াদ মাত্র সাত হাজার সৈন্য নিয়ে জিব্রাল্ট্রায় আগমন করলেন সেখানকার শাসক থিডুমীরের সাথে যুদ্ধ হলো, থিডুমীর পরাজয়বরণ করে পালিয়ে গেল, আর তার বাদশা রাডারককে লিখল যে, আমাদের দেশে এমন ব্যক্তি আক্রমণ করেছে যে, আমরা তাদের দেশ এবং তাদের পরিচয় সম্পর্কে কিছুই জানি না, তারা পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে আসছে না আকাশ থেকে অবতরণ করেছে সে সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না।[২]

এই সংবাদ শুনার পর রাডারক নিজেই এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করার জন্য আসল ঐ মুহূর্তে তারেক বিন যিয়াদের সাথে মাত্র বার হাজার সৈন্য ছিল, তারেক বিন যিয়াদ ইসলামী সেনাদলের সামনে আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পর জিহাদের ফযিলত সম্পর্কে বক্তব্য দিল, শাহাদাতের মর্যাদার কথা বর্ণনা করল এবং আল্লাহর সাহায্যের ওয়াদার কথা স্মরণ করালেন। ইসলামী সেনাদল আল্লাহর নাম নিয়ে নিজেদের চেয়ে দশগুণ বেশি সেনা এবং অস্ত্রশস্ত্রের মোকাবিলা করতে নেমে গেল এবং বিজয়ী হলো। রাডারাকের পালানোর সময় নদীতে সলিল সমাধি হলো, রাডারাকের পরাজয়ের পর তারেক বিন যিয়াদ একের পর এক কর্ডোভা, তাদমীর, তুলাইতালাহ, ইসবেলিয়াহ এবং মারদাহের কোথাও বিনাযুদ্ধে আবার কোথাও যুদ্ধের পর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এভাবে তিনি ফ্রান্সের উপকণ্ঠে গিয়ে পৌছলেন।

পৃথিবীতে এই সম্মান, উন্নতি এবং বিজয়ের অঙ্গীকার কোরআন মাজীদকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকা এবং তার বিধান অনুযায়ী চলার শর্ত

---

[১] মুয়ীনউদ্দীন নদভী লিখিত তারিখ ইসলাম খঃ ২, পৃঃ ১৭৮।
[২] মুয়ীনউদ্দীন নদভী লিখিত তারিখ ইসলাম খঃ ২, পৃঃ ১৬৯।

www.Quraneralo.com

Content

সাপেক্ষে। যদি আজকে আমরা পৃথিবীতে বিজিত এবং নিরাপত্তাহীনতা বোধ করে থাকি তাহলে তার কারণ এই যে, আমরা কোরআন মাজীদকে অবজ্ঞা করছি, আমাদের সমাজ ব্যবস্থা ঈমান, নেকী, আল্লাহ্‌ভীতি, আমানত, ধার্মিকতা, সত্যবাদিতা, বীরত্বতার পরিবর্তে শিরক, বিদআ'ত, যুলুম, কঠোরতা, হত্যা, ডাকাতি, লুটপাট, ব্যভিচার, মদ, বিভ্রান্তি, জুয়া, অশ্লীলতা, বে-হায়াপনা ও অসদাচরণে লিপ্ত আছি, আর এর কারণও এই যে, আমরা কোরআন মাজীদকে অবজ্ঞা করছি যেমনটি বলেছেন কবি ইকবাল :

তাঁরা তাদের সময়ে সম্মানিত ছিল মুসলিম হয়ে

আর তোমরা লাঞ্ছিত হচ্ছ কোরআন ত্যাগ করে।

আমরা যদি আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক জীবনে সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, নিজেদের লাঞ্ছনা এবং পিছুটানকে সম্মান এবং শান্তিতে পরিবর্তন করতে চাই তাহলে আমাদেরকে আল কোরআনের পথে ফিরে আসতে হবে। আল্লাহর বাণী

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَایَ فَلَا یَضِلُّ وَلَا یَشْقٰی۔

অর্থ : "যে ব্যক্তি আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না।" (সূরা ত্বাহা : আয়াত-১২৩)

কোরআন মাজীদ মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক

কোরআন অবতীর্ণের মূল উদ্দেশ্যও মানুষের হিদায়াত, আল্লাহর বাণী-

فَقَدْ جَآءَکُمْ بَیِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّکُمْ وَهُدًی وَّرَحْمَةٌ۔

অর্থ : "অতএব, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ, হিদায়াত ও রহমত এসে গেছে।" (সূরা আনআ'ম : আয়াত-১৫৭)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

وَاِنَّهٗ لَهُدًی وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ۔

অর্থ : "এবং নিশ্চয়ই এই কোরআন ঈমানদারদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।" (সূরা নামল : আয়াত-৭৭)

www.Quraneralo.com

Content

এটা কোরআন মাজীদের বিস্ময়তা যে, যেকোনো বড় বা ছোট ব্যক্তিত সম্পন্ন ব্যক্তি হিদায়াত লাভের নিয়তে এই কোরআন তেলাওয়াত করবে বা শুনবে তার জন্য আল্লাহ্ তাআলা হিদায়াতের পথ উন্মুক্ত করে দেন তবে তা এই শর্তে যে, তার মনে কোনো গোড়ামি থাকবে না, ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক যুগের কিছু উদাহরণ দ্রঃ

১. তোফাইল বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়ামেন দেশের একটি বংশ দাউসের সর্দার ছিলেন, তিনি একজন কবিও ছিলেন, কোনো কাজে তিনি মক্কা গিয়েছিলেন তখন কোরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে তার কান ভারি করল, যার ফলে সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করতে লাগল। একদা তোফাইল বিন আমর দাউসী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হারামে নামায আদায় করতে দেখে কোরআন মাজীদের কিছু আয়াত শুনল এবং এতে তার মনে হলো যে, এটাতো অত্যন্ত সুন্দর বাণী, তখন সে তার খারাপ ধারণা পোষণের জন্য কিছুটা লজ্জিত হলো এবং যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে বাড়ির দিকে রওনা হলেন তখন সেও তাঁর পেছনে পেছনে বাড়ি পর্যন্ত পৌছল এবং নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলল : আমি ওমুক বংশের লোক, কোরাইশ সর্দারদের কথায় আমি আমার কানে তুলা ঢুকিয়ে রেখেছি, হারামে আপনার পবিত্র যবান থেকে কিছু আয়াত শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছি, এখন আমাকে বিস্তারিতভাবে বলুন যে, আপনি কী চান? উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক তেলাওয়াত করে শুনালেন, তখন তুফাইল বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বাইআত গ্রহণ করার জন্য স্বীয় হাত বাড়িয়ে দিয়ে কালেমা শাহাদাত পাঠ করে মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

২. যিমাদ আযদী রাদিয়াল্লাহু আনহু জাহিলিয়াতের যুগে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বন্ধু ছিল, সে মক্কায় আসলে লোকেরা বলতে লাগল যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাগল হয়ে গেছে, যিমাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ঝাড়ফুঁকে অভিজ্ঞ ছিলেন, আর এই নিয়তেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেল যে, আমি তার চিকিৎসা করব যাতে সে সুস্থ হয়ে যায়, তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর কথা শুনতে চাইল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে কালিমা শাহাদাত পাঠ করে আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পর কোরআন মাজীদের কিছু অংশ তেলাওয়াত করে শুনালেন, যিমাদ আযদীর নিকট এই বাণী এত ভালো

www.Quraneralo.com

Content

লাগল যে, সে তা দ্বিতীয় বার শুনার আবেদন করল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিনবার তাকে তেলাওয়াত করে শুনালেন, যিমাদ আযদী তেলাওয়াত শুনার পর বারবার বলতে লাগল যে, ইতঃপূর্বে আমি আর কখনো এ ধরনের বাণী শুনি নাই, আমি গণকদের কথা শুনেছি, কবি ও জাদুকরদের কথাও শুনেছি, কিন্তু এই বাণীতো সমুদ্রের অতল তলে পৌঁছার মতো বাণী। যিমাদ আযদী রাদিয়াল্লাহু আনহু শুধু তার পক্ষ থেকেই নয় বরং তার বংশের লোকদের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাতে বাইয়াত করল।

৩. ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজে নিজের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন : ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে আমি একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে কষ্ট দেয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হলাম, তিনি আমার পূর্বে হারামে প্রবেশ করেছিলেন, আমি যখন হারামে প্রবেশ করলাম তখন তিনি সূরা আলহাক্কাহ তেলাওয়াত করছিলেন, আর আমি তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁর তেলাওয়াত শুনতে লাগলাম, কোরআনের বাণী শ্রবণে আমি আত্মহারা হয়ে যাচ্ছিলাম, আর মনে মনে বলছিলাম যে, নিশ্চয়ই এটা কোন কবির কবিতাগ্রন্থ, ঠিক তখনই তাঁর পবিত্র যবান থেকে বের হয়ে আসল :

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۔ وَّمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ۔

অর্থ : "নিশ্চয়ই এই কোরআন একজন সম্মানিত রাসূলের আনীত বাণী এবং এটা কোনো কবির কথা নয়, তোমরা কমই বিশ্বাস কর"। (সূরা হাক্কাহ : আয়াত-৪০,৪১)

আমি মনে মনে বললাম : যদি এটা কোনো কবির কথা না হয় তাহলে কোনো গণকের বাণী হবে। ঠিক ঐ মুহূর্তে তাঁর পবিত্র যবান থেকে বের হয়ে আসল।

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۔

অর্থ : "এবং এটা কোনো গণকের কথাও নয়; তোমরা কমই অনুধাবন কর।" (সূরা হাক্কাহ : আয়াত-৪২)

www.Quraneralo.com

Content

تَنْزِيلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ

অর্থ : "এটা বিশ্ব পালনকর্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ" ।

(সূরা হাক্কাহ : আয়াত-৪৩)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র যবান থেকে বের হওয়া কোরআন মাজীদের এই আয়াতগুলো আমার অন্তরে ইসলাম গ্রহণের প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন করেছিল ।

এরপর সেই প্রসিদ্ধ ঘটনা যার ফলে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন । ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত রূপ এই : ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে বের হলো, পথিমধ্যে তার বোন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম হওয়ার খবর পেল, তখন উল্টা তার বোনের বাড়ির দিকে রওনা হলো, যেখানে খাব্বার বিন আরাত রাদিয়াল্লাহু আনহু, ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার স্বামী সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করছিলেন । ওমরের আগমনের আওয়াজ পেয়ে খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘরের ভিতরে পালিয়ে থাকল, ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহু কোরআন মাজীদের পৃষ্ঠাসমূহ লুকিয়ে রাখল, ওমর এসে তার বোন এবং ভগ্নিপতিকে প্রহার করতে লাগল, বোনের মাথা থেকে রক্ত ঝরছে দেখে লজ্জিত হলেন এবং বললেন : ঠিক আছে তোমরা যা তেলাওয়াত করছিলে তা নিয়ে আস, বোন বলল : যে, তুমি শিরকে লিপ্ত আছ তাই তুমি নাপাক, অতএব, তুমি প্রথমে গোসল কর । ওমর গোসল করল, অতঃপর ঐ পৃষ্ঠাসমূহে সূরা ত্বা-হার আয়াতসমূহ ছিল, ওমর তা তেলাওয়াত করল এবং বলল : কতই না সুন্দর এবং প্রজ্ঞাময় বাণী । খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একথা শুনে বাহিরে বের হয়ে আসল এবং বলল : ওমর, আমার মনে হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'আর বরকতে আল্লাহ্ তোমাকে বাছাই করে নিয়েছেন । অতএব, হে ওমর আস, আল্লাহর পথে আস । ওমর দারুল আরকামে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হলো এবং ইসলাম গ্রহণ করল ।

৪. মদীনায় ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম সুভাগ্যবান রাষ্ট্রদূত মুসআব বিন ওমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে দাওয়াতদাতা আসআদ বিন জুরারা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে মিলে বনি আবদুল আসহাল বংশের বাগানে এসে কিছুসংখ্যক

www.Quraneralo.com

লোককে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিল, ইতোমধ্যে বনি আবদুল আসহাল বংশের সর্দার উসাইদ বিন হুযাইর আসল এবং উচ্চকণ্ঠে মুসআব বিন ওমাইর কে লক্ষ্য করে বলল : তুমি আমাদের লোকজনকে বোকা বানাচ্ছ, যদি ভালো চাও তাহলে দ্রুত এখান থকে বের হয়ে যাও এবং আর কখনো এদিকে আসবে না। মুসআব বিন ওমাইর অত্যন্ত ধৈর্য এবং কোমলতার সাথে বলল : ভাই আপনি একটু বসুন এবং শুধু একবার আমার কথা শুনুন, ভালো লাগলে গ্রহণ করবেন আর না লাগলে বাদ দেবেন, মুসআ'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু একথা শুনে উসাইদ বিন হুজাইরের সমস্ত রাগ দূর হয়ে গেল এবং সে বসে পড়ল, মুসআ'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের কিছু বিধিবিধানের কথা বর্ণনা করার পর কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করতে লাগল, এদিকে তেলাওয়াত শেষ হওয়া মাত্র উসাইদ বলে উঠল, " কত সুন্দর দ্বীন এবং কত উত্তম বাণী" এ দ্বীন গ্রহণ করার কি নিয়ম? মুসআব বিন ওমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল : গোসল করে কালেমা শাহাদাত পাঠ করুন আর নামায আদায় করুন, একথা শুনে উসাইদ গোসল করে কালেমা শাহাদাত পাঠ করল এবং ইসলামে প্রবেশ করল।

কোরআন মাজীদ গত ১৪০০ বছর থেকে গোটা বিশ্বের লোকদেরকে ধারাবাহিকভাবে হিদায়াতের আলোতে আলোকিত করছে, যেমনিভাবে এই দ্বীন পূর্ববর্তীদের জন্য হিদায়াতের মাধ্যম ছিল, এমনিভাবে পরবর্তীদের জন্যও তা হিদায়াতের মাধ্যম। কোরআন মাজীদের কল্যাণ ও বরকতে আজ পর্যন্ত কোনো কমতি আসেনি এবং তার কার্যকারিতাও শিথিল হয়নি।

নিকট অতীতের কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ :

১. পোলেন্ডের শিক্ষিত পরিবারের এক ইহুদি, যার জন্ম ১৯০০ইং, তার নাম লিউপোলড, ভিয়ানা ইউনিভার্সিটিতে দর্শন এবং আর্ট বিষয়ে পড়াশোনা করেছে, কর্ম জীবনের শুরু হয়েছিল সাংবাদিকতা দিয়ে, উচ্চ শিক্ষালাভ এবং পার্থিব নিয়ামতের যথেষ্ট অধিকারী থাকা সত্ত্বেও লিউপোলড বলেন : আমার নিকটে আমার জীবনে সঠিক লক্ষ্য উদ্দেশ্য স্পষ্ট ছিল না। আর আমি জানতাম না যে, বিশুদ্ধ আত্মিক

www.Quraneralo.com

শান্তি আমি কিভাবে হাসিল করতে পারব, বারবার মনে হতো যে, আমি কোনো অন্ধকার জঙ্গলে লক্ষ্যহীন মুসাফির, যেখানে হিংস্র প্রাণীদেরও ভয় আবার লক্ষ্যস্থলও অনিশ্চিত। আমি প্রথমে খ্রিস্টধর্ম নিয়ে পড়াশোনা করতে লাগলাম, তা বুঝার চেষ্টা করলাম কিন্তু খুব দ্রুতই নিরাশ হলাম যে, খ্রিস্টধর্ম শরীর, আত্মা ও আক্বীদা আমলের মাঝে দুঃখজনক পার্থক্য বহন করে চলছে, যা এ যুগের লোকদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনে ব্যর্থ।

১৯২২ ইং সালের শেষের দিকে জার্মানের একটি সংবাদ সংস্থা লিউপোল্ডকে মধ্যপ্রাচ্যের দায়িত্বশীল করল, যেখানে তার ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা করার সুযোগ হলো। লিউপোল্ড বলেন : কোরআন মাজীদ গবেষণা করে ইসলাম সম্পর্কে আমার এমন পরিপূর্ণ এক বিশ্বাস জন্মাল, যা আমাকে চমক লাগিয়ে দিয়েছে, জীবন ও সম্পদের একেই রকম গুরুত্ব, আমার ব্রেনকে ঘুরিয়ে দিল ইসলামের নবীর আত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক জীবন, আর ইসলামের টানে মুসলিমরা ভিন্ন ভিন্ন জাতি সত্ত্বেও তাদের মাঝে ভ্রাতিত্ব দেখে ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ আমার আরো অধিক বৃদ্ধি পেল।

১৯২৬ ইং সেপ্টেম্বরে এক রাতে আমি আমার পরিবারসহ পাতাল ট্রেনে সফর করছিলাম, আমার সামনের সিটে এক যুগল বসা ছিল, পোশাক আর হিরার আংটিতে বেশ দৃষ্টিনন্দন ছিল যুগলটি, কিন্তু চেহারায় শান্তি ও নিরাপত্তাহীনতার ছাপ স্পষ্ট ছিল। তাদেরকে খুবই চিন্তিত এবং ভাগ্যবঞ্চিত মনে হচ্ছিল, আমি ট্রেনের বগিতে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখতে পেলাম প্রত্যেকই ভালো অবস্থায় কিন্তু প্রত্যেকের চেহারায় এক অজানা ভয় কাজ করছিল, আমি এই অনুভূতির কথা স্মরণ করে আমার স্ত্রীকে জানালে সেও আমার সাথে একমত পোষণ করল, বাস্তবেই মনে হচ্ছিল যে, তারা নরকের জীবন যাপন করছে।

ঘরে ফিরে আসলাম। ঘরের মেঝেতে কোরআন মাজীদের কপি রাখা ছিল। হঠাৎ করে আমার চোখ পড়ল কোরআন মাজীদের ঐ সূরার ওপর যেখানে লেখা ছিল :

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ـ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ـ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ـ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ـ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ـ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ـ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ـ ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ـ

অর্থ : প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রাখে, এমনকি তোমরা কবরস্থানে পৌছে যাও, এটা কখনো উচিত নয়, তোমরা সত্তরই জেনে নেবে, অতপর তোমরা সত্তরই জেনে যাবে। কখনই নয়; যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে, তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে, অতঃপর তোমরা তা অবশ্যই দেখবে দিব্য-প্রত্যয়ে, এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (সূরা তাকাসূর : আয়াত-১-৮)

এক মুহূর্তের জন্য আমি বাকশক্তি হারিয়ে ফেললাম, আমি আমার স্ত্রীকে ডেকে বললাম : দেখতো এটাই কি ঐ অবস্থার উত্তর নয়, যা আমরা গতকাল ট্রেনে দেখেছি। আমরা আমাদের সন্দেহের উত্তর পেয়ে গেলাম এবং এ সংক্রান্ত আরো কিছু সন্দেহ দূর হয়ে গেল। আমরা চিন্তা করলাম এটা আল্লাহর কিতাব, যা ১৪শত বছর পূর্বে মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল, যেখানে আমাদের আজকের এই উন্নতির যুগের সব কিছুর বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে, এখন আমার আত্মবিশ্বাস জন্মেছে যে এই কোরআন কোন মানুষের লিখিত নয়। মানুষ যতই জ্ঞানী, বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান হোক না কেন, সে ১৪শত বছর আগে ঐ শাস্তির কথা বলতে পারবে না, যা বিংশ শতাব্দীর জন্য কার্যকর। পরের দিনই আমি বার্লিনে মুসলিমদের সংগঠনের প্রধানের নিকট গেলাম এবং কালেমা শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করলাম। গ্রীস ভাষায় 'লিউ' সিংহকে বলা হয় তাই আমার নাম মোহাম্মদ আসাদ রাখা হলো।

এই হল ঐ মোহাম্মদ আসাদ যে তার ইলম ও আমলের কারণে পরবর্তীতে তাকে আল্লামা মোহাম্মদ আসাদ বলা হতো, যে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য একটি গ্রন্থ রচনা করেছিল 'বাতহার পাদদেশ' নামে, যা পাঠে অসংখ্য মানুষ হিদায়াত প্রাপ্ত হয়েছিল।

www.Quraneralo.com

Content

২. ড: আবদুর রহমান বারকার আমেরিকার ওয়াশিংটন স্টেটের খ্রিস্টান পরিবারের এক লোক, ইউনিভার্সিটিতে উচ্চ শিক্ষালাভ করেছিল, একদা সে তার পিতাকে আল্লাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, উত্তরে তার পিতা বলল : আমি আল্লাহ্ সম্পর্কে কী বলতে পারব? আমার সাথে তার কখনো সাক্ষাৎ হয়নি, আর আমার জীবনে তার কোনো প্রয়োজনই বা কি, সবকিছুর ব্যবস্থাই তো আছেই?[৩]

ড: বারকার বলেন : আমি আমার পিতার এই উত্তরে শুনো ইহুদি, নাসারা এবং হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থসমূহ নিয়ে গবেষণা করতে লাগলাম, এর মধ্যে মতবিরোধ, কথার অমিল ব্যতীত আর কিছুই পেলাম না। ইসলাম সম্পর্কে ধারণা এই ছিল যে, এটা তো হিংস্র, পাগল, মাথা খারাপ লোকদের আদর্শ, তাই কোরআন নিয়ে গবেষণা করার প্রশ্নই আসছিল না। ১৯৫১ ইং সালে ভারতে যাওয়ার একটি সিদ্ধান্ত হল যেখানে আমার সাথে একজন মুসলিম যুবকের সাথে সাক্ষাৎ হলো। সে আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল, তার মা আমাকে অত্যন্ত সুন্দর করে সু স্বাগতম জানাল। তার কথার মধ্যে আমি সত্যবাদিতা, একনিষ্ঠতা এবং ভালোবাসার অনুভূতি পেলাম। খুব স্পষ্ট ভাষায় সে আমাকে ইসলামের মূল নীতির কথা বলল। তার সাথে আমার যোগাযোগের ধারা চলছিল। কিছুদিন পর আমার কাজে আমাকে বাহিরের বনাঞ্চলে যাওয়ার প্রয়োজন হলো, আমাকে বিদায় দিতে গিয়ে ঐ যুবকের মা আমাকে কিছু বই দিল, যার মধ্যে একটি ইংরেজি অনুবাদকৃত কোরআনও ছিল।

বাহিরের জঙ্গলে নীরবতাও বেশ পাওয়া গেল, পরিবেশও আল্লাহর অসীম ক্ষমতার নির্দশন এবং চিত্তাকর্ষক দৃশ্য ভরপুর ছিল। মনে হলো যে, কোরআন মাজীদের গবেষণা করা যাক। কোরআন মাজীদ খুললাম, প্রথমে সূরা কাউসার চোখে পড়ল, পড়তে শুরু করলাম, দেখলাম যে ছোট ছোট বাক্যসমূহ আমার অন্তরে তীর ধনুকের মতো আঘাত করছিল। শব্দের বিন্যাস আমার কানে মধুময় মনে হচ্ছিল,

---

৩. কোরআ'ন মাজীদের এই আয়াতটি নিয়ে একটু চিন্তা করুন : সত্যি সত্যি মানুষ সীমালংঘন করে, এ কারণে যে, সে নিজেকে অভাব মুক্ত মনে করে।

www.Quraneralo.com

বুঝতে পারছিলাম না যে, এতে কি জাদু ছিল যে আমার অজান্তেই আমার যবান তা উচ্চারণ করছিল। আমি পড়ছিলাম আর মনে হচ্ছিল যে, এ মুহূর্তে জীবন যেন মৃত ফুলকে তাজা করছে। মন চাচ্ছিল যে, কোরআন মাজীদের পবিত্র শিক্ষার প্রতি ঈমান নিয়ে নেই কিন্তু বস্তুবাদী সমাজে লালিত পালিত হওয়ার কারণে মনে গৌরব, অহংকার, সন্দেহ সৃষ্টি করে চলছিল। মন ও মস্তিষ্কে টানাপোড়েন শুরু হলো। বাহির থেকে ফিরে লক্ষ্মীতে আসলাম, ওখানে পৌঁছেই একজন মাওলানার সাথে সাক্ষাৎ হলো, তার নিকট নিজের মনের সন্দেহ এবং দুশ্চিন্তার কথা বললাম, মাওলানা সাহেব অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তা এবং প্রজ্ঞার সাথে আমার সন্দেহ ও দুশ্চিন্তা দূর করল, তখন অন্তর ও মস্তিষ্কে চিরন্তন সত্যকে বুকে ধারণের জযবা চলে আসল। চোখ অবিশ্বাসের অন্ধকার থেকে বের হয়ে ঈমানের আলো দেখার জন্য উদগ্রীব হচ্ছিল, আর মুখ অবাক করে কালেমা শাহাদাত পাঠ করতে লাগল : আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

৩. ড. গারিনিয়া ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেছেন, ইউনিভার্সিটি থেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং ফ্রান্সের পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হলেন। ড. সাহেব তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করছিলেন যে, আমার যৌবনকাল সমুদ্র যাত্রায় কেটেছে, সমুদ্র দেখা সেখানে ভ্রমণ করাই যেন আমার জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই আগ্রহের সাথে আমার অপর ব্যস্ততা ছিল বই পুস্তকের সাথে, এই আগ্রহ আমাকে কোরআন গবেষণায় নিয়ে এসেছিল, একদা আমি কোরআনের পৃষ্ঠা উলট-পালট করছিলাম আর হঠাৎ করে আমার দৃষ্টি সূরা নূরের একটি আয়াতের ওপর জমে গেল। যেখানে পথভ্রষ্ট লোকের উদাহরণ সমুদ্রের অন্ধকারের সাথে তুলনা করা হচ্ছিল।

أَوْ كَظُلُمَٰتٍ فِى بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَغْشَىٰهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ سَحَابٌ ۚ ظُلُمَٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ۚ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُۥ لَمْ يَكَدْ يَرَىٰهَا ۗ

অর্থ : অথবা তাদের কর্ম প্রমত্ত সমুদ্রের বুকের গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের ওপর তরঙ্গ, যার ওপরে ঘন কাল মেঘ

www.Quraneralo.com

আছে, একের পর এক অন্ধকার, যখন সে তার হাত বের করে তখন তাকে একেবারেই দেখতে পায় না। (সূরা নূর : আয়াত-৪০)

যখন আমি এই আয়াত তেলাওয়াত করছিলাম তখন আমার অন্তর এই উদাহরণের এত সুন্দর ভঙ্গি এবং অনুমান দেখে সীমাহীন প্রতিক্রিয়াশীল হলো, আর আমার ধারণা হলো যে, এই গ্রন্থের লেখক মোহাম্মদ অবশ্যই এমন ব্যক্তি হবে যার রাত-দিন আমার মতো সমুদ্রে কেটেছে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমি পেরেশান হচ্ছিলাম এই বর্ণনার সংক্ষিপ্ততা অথচ সাহিত্যিকতা আর শব্দ চয়ন এবং ভঙ্গি দেখে, যেন বর্ণনাকারী স্বয়ং রাতের অন্ধকারে, ঘন কাল মেঘের ছায়ায় এবং তরঙ্গের মাঝে কোনো জাহাজে দাঁড়িয়ে সমুদ্রে ডুবতে যাচ্ছে। এমন কোনো ব্যক্তির অবস্থা দেখছে, কিছুক্ষণ পরেই আমার মনে হলো যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লেখাপড়া জানতেন না, আর তিনি তাঁর জীবনে কখনো সমুদ্রে ভ্রমণ করেন নাই, এরপর আমার অন্তর আলোকিত হয়ে গেল, আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, এটা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী নয় বরং ঐ মহান সত্তার বাণী যিনি সমুদ্রসহ জগতের সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন, আমি কোরআন মাজীদ দ্বিতীয় বার তেলাওয়াত করতে শুরু করলাম, তখন আমার সামনে মুসলিম হওয়া ব্যতীত আর কোনো রাস্তা ছিল না, তাই আমি কালেমা পড়ে মুসলিম হয়ে গেলাম।

৫. বৃটেনে জন্মগ্রহণকারী কেইট ইস্টেন রোজ, যে ইসলাম গ্রহণ করার পর ইউসুফ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, সে ছিল পপগায়ক, কোরআন মাজীদের সাথে তার সম্পর্ক হয়েছিল ডিইউড এর মাধ্যমে, যে পবিত্র স্থান যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বাইতুল মাকদেস গিয়েছিল, আর ফিরে এসে কোরআন মাজীদের একটি ইংরেজি কপি সংগ্রহ করে তার ভাইকে হাদিয়া হিসেবে দিয়েছিল। ইউসুফ ইসলাম বলেন : আমি কোরআ'ন মাজীদ গবেষণা করতে লাগলাম, যতই সামনে যাচ্ছিলাম ততই নিরাশার পর্দা দূর হচ্ছিল, আস্তে আস্তে জীবনের স্পষ্ট উদ্দেশ্য আমার সামন পরিস্ফুটিত হলো, যে বাস্তবতা উদ্ধারের জন্য বারবার পথ হারাচ্ছিলাম, কোরআন মাজীদ গবেষণার মাধ্যমে তা পেলাম, সন্দেহের সমস্ত অন্ধকার এক এক করে দূর হয়ে গেল, কোরআন মাজীদে আমি ঈসা আলাইহিস সালাম-এর কথাও পেলাম, যার একটি দিকই কোরআন মাজীদে

www.Quraneralo.com

উল্লেখ হয়েছে, আর তাহল এই যে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। তিনি না আল্লাহ্ ছিলেন আর না আল্লাহর সন্তান। আমি কোরআন মাজীদে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর বর্ণনাও পেলাম, যিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিজের সন্তানকে কোরবানী করতেও পিছপা হন নাই। আমি দেড় বছর পর্যন্ত কোরআন মাজীদ বারবার গবেষণা করছিলাম, আমার মনে হচ্ছিল যেন আমি এই কোরআন মাজীদের জন্যই জন্মগ্রহণ করেছি, আর এই কোরআন আমার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছিল। আমি তখনো কোনো মুসলমানের সাথে সাক্ষাত করি নাই কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল যে, খুব দ্রুতই আমার ঈমান আনতে হবে, আর না হয় এই গান বাজনার মধ্যেই ডুবে থাকতে হবে। এই দ্বন্দ্ব-পূর্ণ মুহূর্তটি আমার খুব কঠিনভাবে কাটছিল, এমনি এক মুহূর্তে কেউ আমার নিকট লন্ডনে একটি নতুন মসজিদের কথা আলোচনা করছিল, সেটি জুমার দিন ছিল, আমার মন যেন নিজে নিজেই মসজিদের দিকে যাচ্ছিল, জুমার নামাযের পর আমি ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলাম, আর এর মাধ্যমে মুসলিমদের সাথে আমার বিরাট বন্ধুত্ব স্থাপন হলো।[৪]

৫. জনাবা পুলি এইন আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারী, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ওপর ডিগ্রি লাভ করেছে, কর্মজীবনে একদিন এক মুসলিম প্রতিবেশী তাকে একটি ইংরেজি কোরআন তরজমা উপহার দিল। পুলি এইন এই গ্রন্থটি নিয়ে তার বুক সেলফে রেখে দিল, কখনো কখনো তা একবার করে দেখত, কোরআন মাজীদে নবীগণের ঘটনাবলি দেখে তার কোরআন মাজীদের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি পেল, তিনি বলেন : একদিন আমি স্বাভাবিকের চেয়ে অধিক কাজ করে ক্লান্ত হয়েছিলাম, এমতাবস্থায় কোরআন মাজীদ গভীরভাবে পড়তে লাগলাম, সূরা মুয্যাম্মিল পড়ছিলাম, যার শেষ অংশে দু'বার বলা হয়েছে, "যখন তোমরা ক্লান্ত থাক তখন কোরআন মাজীদের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ হয় ততটুকু তেলাওয়াত কর"।[৫]

---

৪. উল্লেখিত চারটি ঘটনাই ডঃ আবদুল গনী ফারুক লিখিত "হাম মুসলিম কেউ হুয়ে" নামক গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

৫. কাজেই কোরআ'নের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ হয় ততটুকু তেলাওয়াত কর"। (সূরা মুয্যাম্মিল-২০)

www.Quraneralo.com

আমি তো ক্লান্তই ছিলাম তখন আমার মনে হলো এখন আমার আরাম করা উচিত, অধিক কোরআন তেলাওয়াত করা উচিত নয়, স্বয়ং কোরআনও তো একথাই বলছে। আমি বিছানায় শুয়ে গেলাম আর কথাগুলো চিন্তা করতে লাগলাম, কি যে আশ্চর্য গ্রন্থ যে, যদি তোমরা ক্লান্ত হয়ে যাও, তবে কোরআন ততটুকু তেলাওয়াত কর যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ হয়। ক্লান্ত হওয়া সত্ত্বেও আমি ঘুমাতে পারছিলাম না, কোরআন মাজীদের সাথে আমার একটি গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হলো, আর আমার নিকট অনুভূত হলো যে ইসলাম একটি জীবন্ত ধর্ম। একদা আমি অভ্যাস মোতাবেক কোরআন হাতে তুলে নিয়ে সূরা মুমিনূন তেলাওয়াত করতে লাগলাম, নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করছিলাম :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۔ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا * ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ؕ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۔

অর্থ : “আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর আমি তাকে শুক্র বিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি, এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংস পিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংস পিণ্ড থেকে অস্থি বা হাড় সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবরিত করেছি, অবশেষে তাকে এক নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ কত কল্যাণময়।” (সূরা মুমিনূন-১২-১৪)

আজব এবং অপূর্ব প্রশান্তি অনুভব করলাম, এটা তো ঐকথা যা বিজ্ঞান আজ বলছে, অথচ মুহাম্মদ ﷺ এই কথা আরো ১৪০০ বছর পূর্বে বলে গেছেন। তিনি একথা কি করে জানতে পারলেন, আল্ট্রাসাউন্ড, এক্সরে এবং অন্যান্য আধুনিক মেশিন তো তখন ছিল না, তখন অন্তর বলতে লাগল যে অবশ্যই মুহাম্মদ ﷺ-কে কোনো বড় শক্তি অর্থাৎ আল্লাহ্ই দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তাই উদার মন নিয়ে আমি আশহাদু

Content

আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু এই স্বীকৃতি দিয়ে মুসলিম উম্মার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলাম।

৬. জনাবা লায়লা তিনি পোলেন্ডের এক নাসারা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরে তিনি তার পরিবারের সাথে কানাডায় চলে যান, শিক্ষা জীবনে লায়লার একজন লেবাননী ছাত্রের সাথে পরিচয় হয়, তারা উভয়ে সাক্ষাতে তাদের ধর্ম নিয়ে আলোচনা করত, আলোচনার বিষয় ছিল আল্লাহ্ একজন না তিন জন? লায়লা বলেন : লেবাননী ছাত্রের এই কথা যে, আল্লাহ্ শুধু একজন। সর্বদাই আমার মনে জাগত, আমার ধারণা ছিল যে, এই ধরনের চিন্তার অধিকারীরা পাগল, দুই তিন মাস ঐ অন্ধকারেই কেটে গেল। একদা আমি আমার ঘরের লোকদের সাথে চার্চে গেলাম, তখন প্রথম বার আমার নিকট চার্চের লোকদের এই কথাটি আশ্চর্য লাগল যে, আল্লাহ, তাঁর ছেলে এবং রুহুল কুদ্দুস এই তিনের সমন্বয়, এই শব্দগুলো আমাকে বোকা বানিয়ে রেখেছিল, আর আমি চিন্তা করতে লাগলাম। যদি আল্লাহ্ একজন হন তাহলে তাঁর ছেলে এবং রুহুল্লাহ্র কি অর্থ? এই ত্রিত্ববাদতা যুক্তির দিক থেকে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য ছিল।

অথচ লেবাননী মুসলিম যুবকের কথা বিশ্বাসযোগ্য ছিল যে, আল্লাহ্ এক তাঁর কোনো শরীক নেই। এই সন্দেহ দূর করার জন্য আমি কোরআন মাজীদ গভীরভাবে গবেষণা করতে লাগলাম, আমার জন্য কোরআন মাজীদের গবেষনা একটি আনন্দদায়ক মুহূর্ত ছিল। রাতে যখন সমস্ত লোকেরা নিজ নিজ বিছানায় শুয়ে যেত তখন আমি কোরআন মাজীদের গবেষণা শুরু করতাম, তখন আমার চোখ অশ্রু ঝরাত আর আমি বালিশে মুখ চেপে কাঁদতাম। আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং কৃতজ্ঞ ছিলাম। কেননা আল্লাহ্ আমাকে জ্ঞান দান করেছিলেন, দীর্ঘদিন আমি অজ্ঞতা এবং অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকি নাই, খ্রিস্টমাসের সময়ে আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। আমি তখন আমার ঈমান আনার কথা ঘোষণা করে দিলাম। অনুমান অনুযায়ী আমাকে সাথে সাথে ঘর থেকে বের করে দেয়া হলো, মনে খুব ব্যথা হচ্ছিল সে ঘর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম কিন্তু এই চিন্তায় মন আনন্দিত ছিল যে, আমি আমার রবকে পেয়ে গেছি।

www.Quraneralo.com

Content

৭. জনাবা সুমাইয়া আমেরিকার এক নাসারা পরিবারে জন্মগ্রহণকারী। বায়োলোজির ওপর মাস্টার্স ডিগ্রি হাসিল করেছে। সুমাইয়া বলেন : নাসারাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে বেশি অযৌক্তিক ছিল ত্রিত্ববাদের আক্বীদা (বিশ্বাস)।

এক, আল্লাহ্ যিনি আকাশ ও যমিনের সৃষ্টিকর্তা এবং মালিক।

দ্বিতীয়, আল্লাহ্ হলো তিনি যাকে আমাদের পাপ মোচনের জন্য কোরবানী করা হয়েছে অর্থাৎ ঈষা আলাইহিস সালাম।

আর তৃতীয়, আল্লাহ্ হলো রুহুল কুদ্দুস, তাহলে কোন আল্লাহর ইবাদত করব, আর কার নিকট কিছু চাইব, শিক্ষাজীবনে সুমাইয়ার একজন মুসলিম ছাত্রের সাথে বন্ধুত্ব হয়, সুমাইয়া তার ঐ মুসলিম বন্ধুর নিকট তার পেরেশানীর কথা প্রকাশ করল, তখন সে সুমাইয়াকে কোরআন মাজীদ গবেষণা করার জন্য পরামর্শ দিল, সুমাইয়া বলেন : কোরআন মাজীদ গবেষণা আমার জীবনকে পরিবর্তন করে দিয়েছে, তা গবেষণা করে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহর কিতাব, তাতে আল্লাহর মেহেরবানী এবং তাঁর নিয়ামতসমূহের বর্ণনা রয়েছে, তাতে লেখা আছে যে, আল্লাহ্ এত মেহেরবান যে, তিনি শিরক ব্যতীত সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিবেন, আমি কোরআন গবেষণা করতে গিয়ে আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাঁদতে শুরু করে দিয়েছি।

আমার মনের গভীর থেকে লুক্কায়িত দুঃখ বেদনা বের হতে লাগল, আমি আমার অজ্ঞতা, বোকামী এবং গাফলতির জন্য কাঁদতে থাকলাম, আর সত্যের সন্ধান লাভে আনন্দও পাচ্ছিলাম। কোরআন মাজীদের বিজ্ঞানময় দিকনির্দেশনাসমূহ পড়ে পড়ে আমি হয়রান হয়ে যাচ্ছিলাম। কোরআন মাজীদ বিজ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগের মূল বুনিয়াদী নিদর্শনসমূহের দিকনির্দেশনা আজ থেকে ১৪শত বছর পূর্বে করে দিয়েছে, অথচ তখন এ সমস্ত নীতিমালার কোনো কল্পনাই করা যেত না, তখন আমার পূর্ণ বিশ্বাস হয়ে গেল যে, কোরআন নাযিলকৃত গ্রন্থ তাই আমি ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম। শান্তি বর্ষিত হোক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর যার জীবনী সমস্ত মুসলমানের জন্য উত্তম আদর্শ।

www.Quraneralo.com

৮. জনাবা মরিয়ম আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করেছে, ইউনিভার্সিটি থেকে উচ্চ ডিগ্রি লাভ করেছ। শিক্ষাজীবনে কতিপয় মুসলিম ছাত্রীর সাথ বন্ধুত্ব হয়। জনাবা মরিয়ম তার ইসলাম গ্রহণের কথা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আমি একদা আমার মুসলিম বান্ধবীর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তার বাড়িতে গেলাম। আর সাথে উপহার হিসেবে মিষ্টি নিয়ে গেলাম, কিন্তু সে মিষ্টিগুলো স্পর্শও করল না, সে রোযা রেখেছিল, আমি ঐ দিনটি তার সাথে খুব আশ্চর্যজনকভাবে অতিবাহিত করেছিলাম, মুসলিমরা কিভাবে ক্ষুধা এং পিপাসাকে সহ্য করে নিয়ে রোযা রাখে, আবার তাদের রুটিং ভিত্তিক কাজও করে যায়। একদিন আমার বান্ধবী আমাকে ইফতারের দাওয়াত দিল, অথচ আমি রোযা রাখি না। আমার জন্য ইসলাম সম্পর্কে জানার এটি একটি বড় সুযোগ ছিল, তাই আমি তার মেজাজ এবং চরিত্রকে খুব কাছে থেকে জানার সুযোগ পেলাম।

রোযা রাখার কারণও জানতে পারলাম, ইফতারের পর উপস্থিত সবাই নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেল, ইমাম সাহেব যখন কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করছিলেন তখন তা শুনা মাত্রই আমার অন্তরে এক আজব অবস্থার সৃষ্টি হলো, আমি পরে বুঝতে পেরেছিলাম যে, ইমাম সাহেব ঐ দিন নামাযে সূরা আর রহমান তেলাওয়াত করছিলেন, তেলাওয়াত শুনে আমার নিকট অত্যন্ত তৃপ্তি এবং শান্তি অনুভব হল, যদিও আমি বুঝতে পারছিলাম না যে, আমি কী শুনেছি, আমার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল, মনে হলো যে, আমি সত্যের সন্ধান পেয়েছি, আমি আমার ঐ অবস্থার কথা আমার মুসলিম বান্ধবীকে বললাম তখন সে আমাকে পড়ার জন্য কোরআন মাজীদের একটি ইংরেজি অনুবাদ কপি দিল, সাথে আরো কিছু বই এবং ক্যাসেট দিল, কিছুদিন পর আমার পরিবারের লোকদের বিরোধিতা সত্ত্বেও আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম।[৬]

বাস্তবতা হলো এই যে, যে কোনো ব্যক্তি হিদায়াতের নিয়ত নিয়ে কোরআন গভীরভাবে তেলাওয়াত করবে সে অবশ্যই হিদায়াত প্রাপ্ত হবে। আল্লাহ তাআলা অঙ্গীকার করেছেন :

[৬] নারীদের ইসলাম গ্রহণের এই ঘটনাগুলো দ্বিমাসিক পত্রিকা 'তোহফায়ে নিসওয়া' জুন-জুলাই ২০০৪ ইং সংখ্যা থেকে নেয়া হয়েছে।

www.Quraneralo.com

Content

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا.

অর্থ : যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালনা করব। (সুরা আনকাবুত : আয়াত-৬৯)

কোরআন মাজীদের ফযিলত নামক গ্রন্থ লেখার সময় আমার প্রায় দুইশত সৌভাগ্যমান নওমুসলিম নর-নারীর অবস্থা জানার সুযোগ হয়েছে, এর মাধ্যমে দু'টি বিষয় আমি স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছি যে :

১. প্রত্যেক ব্যক্তির হিদায়াত লাভের মূল কারণ কোনো না কোনোভাবে কোরআন মাজীদই ছিল।

২. কোরআন মাজীদ গবেষণা করে বুঝে শুনে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের জীবনে এমন বিরাট বিপ্লব হয়েছে যে, তারা তাদের বাকি জীবনকে ইসলামের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছে বা কমপক্ষে তার মাঝে ইসলামের বড় কোনো খিদমত করার বিরাট আগ্রহ তৈরি হয়েছে। আমেরিকার নাসারা পরিবারে জন্মগ্রহণকারী মহিলা বেক হাপকেন্‌জ ইসলাম গ্রহণ করার পর কিভাবে আবেগ আপ্লুত হয়েছিল তার বহিঃপ্রকাশ সে তার নিম্নোক্ত বক্তব্যের দ্বারা করেছে :

যদি আমি পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ে আরোহন করতে পারতাম, যদি আমার আওয়াজ প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির নিকট পৌঁছাতে পারতাম, যে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ, তাহলে আমি চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে বলতাম যে, আমি আমার প্রশ্নসমূহের উত্তর কোরআন থেকে পেয়ে গেছি, আমি এখন বুঝি যে, সত্য কী? পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যদি ঐ সত্য খুঁজে পাওয়ার জন্য শত বছর পর্যন্ত প্রতিদিন শতবার করে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তবুও আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যাবে না।[৭]

কোরআন মাজীদ মহাগ্রন্থ আর সর্বকালেই তা মহাগ্রন্থ হিসেবে থাকবে। সর্বপ্রকার প্রশংসা শুধু ঐ সত্তার জন্য যিনি হিদায়াতের এই গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, আর অসংখ্য দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক ঐ মহামানবের প্রতি যাঁর মাধ্যমে আমাদের নিকট এই কোরআন মাজীদ পৌঁছেছে। আর দু'আ ও কল্যাণ কামনা ঐ সমস্ত মহান ব্যক্তিবর্গের প্রতি যারা কোরআন শিক্ষা দেয়া এবং প্রচারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে নিজেদের জীবনকে কোরবান করেছেন।

---

[৭] তোহফা নিসওয়া, নুওমুসলিমাত নাম্বার, জুন-জুলাই ২০০৪ ইং, পৃ: ১৫০।

www.Quraneralo.com

একটি ভ্রান্তির অপনোদন

সাধারণত মনে করা হয়ে থাকে যে, যেহেতু কোরআন মাজীদ হিদায়াতের গ্রন্থ, হেদায়েত লাভের জন্য তা বুঝা জরুরি, তাই যে ব্যক্তি কোরআন মাজীদ না বুঝে শুধু তেলাওয়াত করে তার কোনো ফায়দা হবে না। আর এর স্বপক্ষে পার্থিব গ্রন্থসমূহের উদাহরণ পেশ করা হয়ে থাকে। যেমন, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আইনবিষয়ক গ্রন্থাবলি যে ব্যক্তি ঐ বিষয়ে কিছু বুঝে না, তার ঐ গ্রন্থসমূহ পড়ে কি লাভ হবে? এ ধরনের উদাহরণ দিতে গিয়ে আমরা একথা ভুলে যাই যে, কোরআনের বিষয়টি পার্থিব অন্যান্য গ্রন্থ থেকে ভিন্ন। কোরআন মাজীদ যেমন হেদায়েতের গ্রন্থ তেমনিভাবে তা আল্লাহর বাণীও বটে, যার বিন্যাস স্বয়ং আল্লাহই করেছেন, তাই শুধু তার তেলাওয়াত ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তাআলা কোরআ'নে রাসূল ﷺ-এর নবুয়ত লাভ সম্পর্কে বলেছেন :

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ۔

অর্থ : আল্লাহ্ ঈমানদারদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন, তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত তথা সুন্নাহ শিক্ষা দেন, বস্তুত তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৬৪)

এই পবিত্র আয়াতটিতে কোরআন মাজীদের তেলাওয়াতকে নবুয়তের একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আর কোরআন মাজীদ শিখারও বিশেষ উদ্দেশ্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয় হলো এই যে, স্বয়ং রাসূল ﷺ বলেছেন : কোরআন মজীদের প্রতিটি অক্ষর তেলওয়াতের বিনিময়ে দশটি করে নেকী পাওয়া যাবে। (তিরমিযী)

নিঃসন্দেহে এই সওয়াব ঐ ব্যক্তি পাবে যে কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করে, চাই সে তার অর্থ বুঝুক আর না বুঝুক।

www.Quraneralo.com

তৃতীয় বিষয় হলো এই যে, কোরআন মাজীদের তরজমা এবং তাফসীর বুঝার জন্য তার প্রথম স্তর অবশ্যই তেলাওয়াত করা, যে ব্যক্তি তেলাওয়াত করতে পারবে সে তরজমা এবং তাফসীর বুঝার চেষ্টা করতে পারবে, আর যে তেলাওয়াতই করতে পারবে না, সে তরজমা এবং তাফসীর কিভাবে শিখবে।

চতুর্থ বিষয় হলো এই যে, সমস্ত লোকদের ঈমান, একনিষ্ঠতা, জ্ঞান এবং চিন্তা করার সক্ষমতা একই রকম হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়, প্রত্যেক ব্যক্তির ঈমান, একনিষ্ঠতা, জ্ঞান এবং চিন্তা করার সক্ষমতা ভিন্ন ভিন্ন, যে ব্যক্তি যেভাবে কোরআন মাজীদ থেকে উপকৃত হতে সক্ষম সে সেইভাবে তা থেকে উপকৃত হতে চেষ্টা করবে, সাথে সাথে পরবর্তী স্তরসমূহ হাসিলের জন্য ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা করবে। তাই একথা তো পরিষ্কার যে, যে ব্যক্তি কোরআন মাজীদের অর্থ না বুঝে শুধু তেলাওয়াত করে তা কোনোভাবেই বেকার নয়, বরং এটাও ইবাদত। অবশ্য তেলাওয়াত করার সাথে সাথে তার তরজমা এবং ব্যাখ্যা বুঝার চেষ্টা করাও উচিত।

কোরআন মজীদ বুঝে তেলাওয়াত করার দাবিদারদের কিছুসংখ্যক লোক কোরআন মাজীদের তেলাওয়াত শিখানোর পরিবর্তে তার তরজমা এবং তাফসীরের অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে, আর প্রতিদিন অথবা সপ্তাহে একদিন কোরআন মাজীদের তরজমা বা তাফসীর পড়ে নেয়াকেই যথেষ্ট মনে করে।[৮]

আমার মতে এই বিষয়টি সঠিক নয়। বরং এটা নিজে নিজেকে কোরআন মাজীদের কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত করার একটি মাধ্যম মাত্র।

কোরআন মাজীদ বুঝে পড়ার গুরুত্ব অবশ্যই গ্রহণযোগ্য, সূরা আলে ইমরানের এই আয়াতটি :

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ.

অর্থ : আর তিনি তাদেরকে শিক্ষা দেন কিতাব এবং হিকমত (তথা সুন্নাহ)।

---

৮. নূরে হেদায়েত নামী কোন অপরিচিত প্রতিষ্ঠান মাওলানা ফাতহি মোহাম্মদ জালনাধারী (রাহিঃ) উর্দু অনুবাদ আরবী ব্যতীত প্রকাশ করেছে, প্রকাশকের কোন নাম ঠিনা নেই।

www.Quraneralo.com

উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূল ﷺ নবুয়তের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহের মধ্যে এটিও য, কোরআন মাজীদের অনুবাদ, তাফসীর, ব্যাখ্যা শিখানো, যাতে করে লোকেরা কোরআন মাজীদের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী আমল করে, হাদীসে কোরআন মাজীদ শিখানোর এবং শিখার এত অধিক ফযিলতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে আর তার কারণ হলো কোরআন মাজীদ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা, তা নিয়ে গবেষণা করা, তারা মাসআলা এবং বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়া। কোরআন মাজীদ বুঝে তেলাওয়াতকারী নিঃসন্দেহে ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক উত্তম যে ব্যক্তি না বুঝে তেলাওয়াত করে। কোরআন মাজীদ বুঝে তেলাওয়াতকারীর ওপর কোরআন মাজীদ যতটা প্রভাব ফেলে তা ঐ ব্যক্তির তুলনায় বহুগুণ বেশি যে ব্যক্তি না বুঝে তা তেলাওয়াত করে। এ পার্থক্যের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা কোরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন :

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাগণের মধ্যে আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করে। (সূরা ফাতের : আয়াত-২৮)

কোরআন মাজীদ বুঝে তেলাওয়াত করার ব্যাপারে আমি এখানে একজন সম্মানিত সাহাবী, কবি এবং তার গোত্রের সর্দার আহনাফ বিন কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘটনা বর্ণনা করব, যা থেকে কোরআন মাজীদ বুঝে তেলাওয়াত করার গুরুত্ব স্পষ্ট হবে।

আহনাফ বিন কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু একদা কোরআন মাজীদের তেলাওয়াত শুনেছিলেন, তেলাওয়াতকারী সূরা আম্বিয়ার এই আয়াতটি তেলাওয়াত করছিল :

لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

অর্থ : আমি তোমাদের নিকট একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি, এতে তোমাদের জন্য উপদেশ রয়েছে, তোমরা কি বুঝ না? (আম্বিয়া : আয়াত-১০)

আহনাফ রাদিয়াল্লাহু আনহু এ বাণী শুনে চমকে উঠলেন আর বলতে লাগলেন কোরআন মাজীদ নিয়ে আস আমি একটু দেখি যে, আমার আল্লাহ্ কোথায় কী বলেছেন?

www.Quraneralo.com

এরপর সে কোরআন মাজীদ গভীরভাবে পড়তে লাগল, পড়তে পড়তে কিছু লোকের আলোচনা পেল, যারা রাতে অল্প কিছুক্ষণ ঘুমাত, রাতের শেষে ক্ষমা প্রার্থনা করত, তাদের সম্পদে ভিক্ষুক এবং বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে"। (সূরা যারিয়াত : আয়াত-১৭-১৯)

এরপর আরো কিছু লোকের কথা পেল যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে, তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে, আশায় এবং আমি তাদেরকে যে, দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। ৎ

(সূরা সাজদা : আয়াত-১৬)

পড়তে পড়তে আরো কিছু লোকের বর্ণনা আসল যাদের **অবস্থা এই বলে** বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা যারা **স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময়** ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে, আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুত আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন"।

(সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৩৪)

আহনাফ নিজে নিজেকে চিনত, **মনে মনে বলতে লাগল আল্লাহ,** আমি তো আমাকে তাদের মধ্যে দেখছি না। তাই সে আরো অধিক মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগল, তখন আরো কিছু লোকের বর্ণনা পেল যে, তাদেরকে যখন বলা হতো, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, তখন তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত, আর বলত আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব? (সূরা সাফ্ফাত : আয়াত-৩৫-৩৬)

এ ধরনের দুর্ভাগা লোকদের ব্যাপারে আরো অধিক বর্ণনা এভাবে পেলে :

যখন খাঁটিভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়, আর যখন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্যদের নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তারা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠে। (সূরা যুমার : আয়াত-৪৫)

কোরআন মাজীদ পড়তে পড়তে আহনাফ রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো কিছ দুর্ভাগা লোকের কথা পেলেন যাদেরকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে : তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নিয়ে এসেছে? তারা উত্তরে বলবে : আমরা নামায আদায় করতাম না, মিসকীনদেরকে খাবার দিতাম না, আর আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারীদের সাথে মিলে মিশে

www.Quraneralo.com

Content

আমরাও ঐ ধরনের কথাবার্তা বলতাম এবং কিয়ামত দিবসকে মিথ্যা মনে করতাম। (সূরা মুদ্দাসসির : আয়াত-৪২-৪৬)

আহনাফ বিন কায়েস যদিও নিজের ব্যাপারে ভালো অবস্থানে ছিল না, তবুও তার মধ্যে এই দৃঢ় বিশ্বাস অবশ্যই ছিল যে, যে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের ওপর পূর্ণ ঈমান রাখে, আল্লাহর অবাধ্য এবং আল্লাহ্কে অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত সে নয়। মনে মনে বলতে লাগল হে আমার আল্লাহ্! আমি ঐ সমস্ত লোকদের কাছ থেকে তোমার আশ্রয় চাই, আমি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট, তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

এরপর সে আবার নিজেকে খুঁজতে লাগল, পরিশেষে নিজেকে কোরআন মাজীদের ঐ সমস্ত আয়াতসমূহে খুঁজতে লাগল যে, আর কোনো কোনো লোক আছে যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে, তারা মিশ্রিত করেছে একটি নেক কাজ এবং অন্য একটি খারাপ কাজ, শীঘ্রই আল্লাহ্ হয়তো তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

(সূরা তাওবা-১০২)

এরপরে আরা কিছু লোকের কথা এভাবে বর্ণনা করা হলো যে, তিনি বললেন : "পালনকর্তার রহমত থেকে পথভ্রষ্ট ব্যতীত কে নিরাস হয়"।

(সূরা হিজর-৫৬)

আহনাফ বিন কায়েস এই আয়াত তেলাওয়াত করা মাত্র বলতে লাগল বাস বাস আমি আমাকে পেয়ে গেছি, কোরআ'নে আমি আমার কথাও পেয়ে গেছি, সমস্ত প্রশংসা ঐ মহান সত্তার যিনি আমার মতো পাপীদের কথাও বর্ণনা করতে ত্রুটি করেন নাই।

আহনাফ বিন কায়েসের এই ঘটনা থেকে একথা সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট যে, কোরআন মাজীদ বুঝে তেলাওয়াত করা জরুরি কিন্তু যতক্ষণ কোরআন মাজীদ বুঝার যোগ্যতা না হচ্ছে ততক্ষণ তেলাওয়াত থেকে গাফেল থাকা ও তাকে অগুরুত্বপূর্ণ মনে করে তা থেকে দূরে থাকা মোটেও ঠিক নয়।

www.Quraneralo.com

কোরআন মাজীদ আরোগ্যস্বরূপ

আল্লাহ্ তাআলা কোরআন মাজীদকে নিম্নোক্ত তিনটি স্থানে আরোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন।

يَآيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ شِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ ۙ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ۔

অর্থ : হে মানবকুল তোমাদের নিকট উপদেশ বাণী এসেছে, তোমাদের পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে এবং অন্তরের রোগের নিরাময়। আর হেদায়েত ও রহমত মুসলিমদের জন্য। (সূরা ইউনুস : আয়াত-৫৭)

وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا۔

অর্থ : আমি কোরআ'নে এমন বিষয় অবতীর্ণ করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনদের জন্য রহমত, গোনাহগারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়। (সূরা বানী ইসরাঈল : আয়াত-৮২)

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّ شِفَآءٌ

অর্থ : বলুন এটা বিশ্বাসীদের জন্য হেদায়েত এবং রোগের প্রতিকার।

(সূরা হা-মীম সাজদা-৪৪)

কোরআন মাজীদ মানবজাতির অন্তরের সমস্ত রোগ, যেমন : শিরক, কুফর, মুনাফিকী, লৌকিকতা, হিংসা, রাগ, ঘৃণা, শক্রতা ইত্যাদির জন্য বিরাট আরোগ্য, যেমন সূরা ইউনুসের আয়াতটিতে স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু সূরা বানী ইসরাঈল এবং সূরা হা-মীম সাজদার আয়াতে কোরআন মাজীদকে সার্বিক আরোগ্য বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যার অর্থ দাঁড়ায় যে কোরআন মাজীদ শারীরিক রোগসমূহের জন্যও আরোগ্য। অনেক হাদীস থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অন্তরের রোগসমূহের আরোগ্যের কথাতো বিগত পৃষ্ঠাসমূহে আলোচনা হয়েছে যে, "কোরআন মাজীদ সরাসরি পথ প্রদর্শক" এই শিরোনামে আলোচনা হয়েছে, এখন আমি শারীরিক রোগসমূহের আরোগ্য এ ব্যাপারে আলোচনা করব।

www.Quraneralo.com

যদিও আলেমগণ কোরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে কোরআন মাজীদের অনেক আয়াতকে অসংখ্য রোগের চিকিৎসা হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যার আমি প্রতিবাদ করছি না, আবার সমর্থনও করছি না, অবশ্য আমি এখানে শুধু এমন রোগের কথা আলোচনা করব যার চিকিৎসা সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত।

ক. **অন্তরের রোগসমূহের চিকিৎসা :** দ্রুত হৃদকম্পন দূর করার জন্য কোরআন মাজীদ বেশি বেশি করে তেলাওয়াত করা উচিত, আল্লাহর বাণী :

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

অর্থ : জেনে রেখ, অবশ্যই আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে অন্তরসমূহ শান্তি পায়। (সূরা রা'দ : আয়াত-২৮)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : কোরআন তেলাওয়াতকারীদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি অবতীর্ণ হয়"। (মুসলিম)

তাই কোরআন মাজীদ বেশি বেশি করে তেলাওয়াত করা অন্তরের সমস্ত রোগের জন্য আরোগ্য।

খ. **বিষাক্ত জন্তুর দংশনের চিকিৎসা :** বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলে সূরা ফাতেহা তেলাওয়াত করে ঝাড়ফুঁক করা উচিত। (বোখারী)

এবং সূরা কাফিরুন, নাস, ফালাক তেলাওয়াত করে ততক্ষণ ঝাড়ফুঁক করা যতক্ষণ না সুস্থতা অনুভব করবে। (ত্বাবারানী)

গ. **পাগল, মৃগী, ভূত ইত্যাদির চিকিৎসা :** পাগল, মৃগী ভূত ইত্যাদির জন্য সকাল সন্ধ্যা তিন বার সূরা ফাতেহা তেলাওয়াত করে ঝাড়ফুঁক করা উচিত। (আবু দাউদ)

ঘ. **সমস্ত রোগের চিকিৎসা :** যেকোনো রোগে সূরা ফাতেহা বেশি বেশি করে তেলাওয়াত করা উচিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সূরা ফাতেহা তেলাওয়াত করে আল্লাহর নিকট যা চাওয়া হয় তা তিনি দেন। (মুসলিম)

www.Quraneralo.com

Content

সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াতও এ ধরনের উপকারী। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত তেলাওয়াত করে আল্লাহর নিকট যা কিছু চাওয়া হয় আল্লাহ্ তা দেন। (মুসলিম)

সকাল-সন্ধ্যায় তিন বার করে সূরা ইখলাস, সূরা নাস এবং সূরা ফালাক তেলাওয়াত করে ঝাড়ফুঁক করা উচিত। (আবু দাউদ)

ঙ. **মৃত যন্ত্রণার কষ্ট লাগবের আমল :** মৃত শয্যায় শায়িত ব্যক্তিকে যিয়ারতকারীদের উচিত সূরা নাস এবং ফালাক তেলাওয়াত করে তাকে ঝাড়ফুঁক করা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মৃত্যুর সময় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সূরা নাস এবং ফালাক তেলাওয়াত করে ঝাড়ফুঁক করেছিলেন। (বোখারী)

চ. **চোখ লাগা থেকে রক্ষার আমল :** চোখ লাগা থেকে সুস্থতার জন্য সূরা নাস এবং ফালাক তেলাওয়াত করে রোগীকে ঝাড়ফুঁক করা। আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছু দু'আ পাঠ করে দুষ্ট জ্বিন এবং মানবের অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা করতেন, কিন্তু যখন সূরা নাস এবং ফালাক অবতীর্ণ হল তখন তিনি অন্যান্য দু'আসমূহ বাদ দিলেন এবং এই উভয় সূরা দিয়ে ঝাড়ফুঁক করতেন। (তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : বিভিন্ন অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়ার দু'আসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দু'আ হলো সূরা নাস এবং ফালাক। (আবু দাউদ)

ছ. **শয়তানের কুপ্রবঞ্চনা থেকে বাঁচার চিকিৎসা :** শয়তানের কুপ্রবঞ্চনা থেকে বাঁচার জন্য নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ গুরুত্বের সাথে আমল করা উচিত।

১. বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম। (আবু দাউদ)

২. আয়াতুল কুরসী। (বোখারী)

৩. রাব্বি আউযুবিকা মিন হামাযাতিশ্ শাইয়াত্বানি ওয়া আউযুবিকা রাব্বি আই ইয়াহদুরুন। (সূরা মুমেনুন-৯৭-৯৮)

বা আউযু বিল্লাহি মিনাশশাইত্বানির রাজিম।

www.Quraneralo.com

Content

৪. সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করে স্বীয় ডান পার্শ্বে তিন বার থুথু ফেলবে। (আবু দাউদ)

৫. সূরা নাস এবং ফালাক। (তিরমিযী)

৬. হুয়াল আউয়্যালু ওয়াল আখিরু ওয়াজজাহেরু ওয়াল বাতেনু ওয়াহুয়া বিকুল্লি শায়য়িন আলীম। (আবু দাউদ)[১]

জ. **খারাপ স্বপ্নের ক্ষতি থেকে বাঁচার চিকিৎসা :** যদি কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখে তাহলে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর তিন বার বাম দিকে থুথু ফেলবে, এরপর নিম্নোক্ত দু'আসমূহ পাঠ করবে : রাব্বি আউযুবিকা মিন হামাযাতিশ্ শাইয়াত্বানি ওয়া আউযুবিকা রাব্বি আই ইয়াহদুরুন। (সূরা মুমিনূন-৯৭-৯৮)

বা আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজিম। (মুসলিম)

উল্লিখিত দু'আ পাঠকারী ব্যক্তি খারাপ স্বপ্নের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে ইনশাআল্লাহ।

ঝ. **জাদুর চিকিৎসা :** জাদু করা এবং জাদু করানো কুফরী, এরপরও ইদানিং তা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এটা যে কুফরী কাজ সেদিকে মানুষের মোটেও কোনো দৃষ্টি নেই। পাপের আধিক্য, পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা, হিংসা, বিদ্বেষ এবং ঘৃণা ইত্যাদি তার মূল কারণ। জাদুর মূল সম্পর্ক হয় দুষ্ট জ্বিনদের সাথে, তাই জাদুর প্রতিক্রিয়া দূর করার আগে আমি দুষ্ট জ্বিনদের সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোকপাত করতে চাই।

জ্বিনদেরকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে কোমলময় সৃষ্টি, যাদের দেখা যায় না, তাদেরকে অনুভব হয়, মানুষের মতো জ্বিনেরাও ঈমান আনতে নির্দেশিত হয়েছে, তাই পরকালে তাদের শাস্তি এং শান্তি হবে। তাদের মধ্যে ঈমানদাররাও আছে যারা বিনা কারণে মানুষকে কষ্ট দেয় না, বরং কিছু সৎ এবং ভালো জ্বিন মানুষের কাছ থেকে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে থাকে এবং মানুষের ভুলসমূহকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে, অবশ্য তাদের মধ্যে যারা ফাসেক ফাজের জ্বিন তারা মানুষকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে কষ্ট দিয়ে থাকে। এই সমস্ত ফাসেক ফাজের জ্বিনদেরকে

[১] (সূরা আল হাদীদ-৩)

www.Quraneralo.com

Content

সাধারণত শয়তান বলা হয়, জাদুকর তার নিকৃষ্ট ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য ঐ সমস্ত শয়তান জ্বিনদের কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করে থাকে।

সাধারণত জ্বিনেরা অনাবাদী এলাকায় জীনব যাপন করে। উন্মুক্ত ভূমি, মরুভূমি, জঙ্গল, পাহাড়ে তারা জীবন যাপন করে থাকে। কিন্তু কোনো কোনো সময় মানব অধ্যসিত অঞ্চলের আবর্জনাময় স্থান যেমন পায়খানা ইত্যাদিতেও জ্বিনেরা থাকে, এমন স্থান যেখানে আল্লাহর স্বরণ, কোরআন তেলাওয়াত, নামায, মাসনুন দোয়া আদায় না করা হয় যেখানে গান বাজনা বা যেখানে বেপর্দা নারী, উলঙ্গ বা অর্ধালুঙ্গ ছবি থাকে সেখানে দুষ্ট জ্বিনেরা আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। বে-হায়াপনা এবং অশ্লীলতা পূর্ণ স্থানেও দুষ্ট জ্বিনেরা আশ্রয় নেয়, জ্বিনদের মধ্যে মানুষের ন্যায় নারী-পুরুষ আছে, মানুষের ন্যায় তাদের মাঝেও বিয়ে-শাদী হয়ে থাকে এবং সন্তান প্রসবের মাধ্যমে বংশ বিস্তার হয়ে থাকে। মানুষের ন্যায় তারাও মৃত্যুবরণ করে থাকে।

দুষ্ট জ্বিনদের নিকট কিছু প্রিয় বিষয় এবং প্রিয় কাজ নিম্নরূপ

১. কুফর ও শিরকের কেন্দ্রসমূহ। যেমন : মাজার এবং খানকা।

২. গান-বাজনা এবং নাচগানের কেন্দ্রসমূহ।

৩. নারীদের একা একা ঘর থেকে বের হওয়া।

৪. গাইর মাহরাম (যাদের সাথে বিয়ে বৈধ) তাদের সাথে একাকীত্ব হওয়া।

৫. গাইর মাহরাম (যাদের সাথে বিয়ে বৈধ) তাদের সাথে সংমিশ্রিত বৈঠকে উপস্থিত হওয়া।

উল্লেখ্য : জাদুর চিকিৎসাকারী আলেমগণের মতে, নারীদের খোলা চুল, লাল ঠোঁট, লম্বা নখ দুষ্ট জ্বিনদের নারীদের নিকট দ্রুত উৎসাহিত হওয়ার কারণ।

৬. ঝগড়া, মারামারী, বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া।

৭. মানুষকে হারাম সম্পদ উপার্জনে উৎসাহিত করা।

৮. মানুষকে কুফরী, শিরক এবং অন্যান্য অন্যায় কাজে লিপ্ত করে।

৯. বিসমিল্লাহ্ না বলে খাবার গ্রহণ শুরু করলে তাদের খাবারে অংশ নেয়া।

১০. নাপাক জিনিস যেমন : হায়েজ, নেফাসের রক্ত, নাপাক স্থান। যেমন : পায়খানা।

www.Quraneralo.com

Content

১১. নবজাতক শিশুকে কষ্ট দেয়া।

১২. গর্ভধারণকারী নারীকে কষ্ট দেয়া।

১৩. স্বামী-স্ত্রী মিলনের সময় অংশ নেয়া (সুন্নাতী দু'আ পাঠ না করার কারণে)।

উল্লেখ্য : আল্লাহ্ জ্বিনদেরকে কিছু অস্বাভাবিক শক্তি দিয়েছেন। যেমন : নিজের ইচ্ছামত বিচরণ করা, উন্মুক্ত স্থানে ওড়া, বিভিন্ন রকম আকৃতি ধারণ করা, মানব শরীরে রক্তের ন্যায় প্রবেশ করা, মানুষের চিন্তা ও চেতনায় কুপ্রবঞ্চনা দেয়া, মানুষকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে কষ্ট দেয়া ইত্যাদি।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ জ্বিনদেরকে মানুষের তুলনায় বেশি শক্তি এবং ক্ষমতা দিয়েছেন, কিন্তু এর সাথে সাথে মানুষকেও আল্লাহ্ তাদের ওপর এই মর্যাদা দিয়েছেন যে, তারা যখন চায় যেখানে চায় সেখানে আল্লাহর নিকট শয়তানের কুকামনা থেকে আশ্রয় এবং সাহায্য চাইতে পারে। সাহায্য এবং আশ্রয় প্রার্থনাকারীদেরকে আল্লাহ্ সাহায্য এবং আশ্রয় দিয়ে থাকেন। জাদুর প্রতিক্রিয়া দূর করা মূলত শয়তান জ্বিনদেরকে পরাভূত করা, যা আল্লাহর সাহায্য এবং আশ্রয় ব্যতীত সম্ভব নয়। তাই জাদুর প্রতিক্রিয়া দূর করার জন্য নিম্নোক্ত সূরা এবং আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করে আল্লাহর সাহায্য এবং আশ্রয় চাওয়া উচিত।[১০]

১. আউযু বিল্লাহ্ পাঠ করা। (আবু দাউদ)

২. বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম পাঠ করা। (মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ)

৩. সূরা ফাতেহা পাঠ করা। (আবু দাউদ)

৪. সূরা বাকারা পাঠ করা। (মুসলিম, তিরমিযী)

৫. সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করা। (বোখারী)

৬. আয়াতুল কুরসী পাঠ করা। (বোখারী)

৭. সূরা ইখলাস পাঠ করা। (আবু দাউদ ও নাসায়ী)

৮. সূরা নাস এবং ফালাক পাঠ করা। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ত্বাবারানী)

---

[১০] কোরআ'নের সূরা এবং আয়াতসমূহের মাধ্যমে দুষ্ট শয়তানের কুকামনা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্র আশ্রয় চাওয়ার জন্য সুন্নাতী দু'আসমূহ গুরুত্বের সাথে পাঠ করা উচিত, সুন্নাতী দু'আসমূহের জন্য তাফহিমুস সুন্নার কিতাবুত দু'আ, দ্রঃ।

www.Quraneralo.com

Content

প্রিয় পাঠক! আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আত্মিক এবং শারীরিক অসুস্থতার ব্যাপারে উল্লিখিত সূরা এবং আয়াতসমূহে যে উপকারের কথা বর্ণনা করেছেন, এটা এতটাই সত্য যেমন মৃত্যু সত্য। ওষুধ দিয়ে রোগের চিকিৎসা এটা একটি জায়েয (বৈধ) মাধ্যম মাত্র, মূল কথাতো এই যে, সুস্থতা আল্লাহর ফায়সালা অনুযায়ীই হয়ে থাকে। প্রত্যেকেই এটা লক্ষ্য করেছে যে, দু'একজন রোগী সুস্থ হচ্ছে কিন্তু দ্বিতীয় বার ঐ ওষুধ ঐ রোগীকে ঐ রোগের জন্য দিলে তা কাজ করছে না, যার অর্থ হচ্ছে যে, যখন আল্লাহর ফায়সালা অনুযায়ী হয় তখন তিনি সুস্থ করে দেন আর যখন তাঁর ফায়সালা অনুযায়ী না হয় তখন তিনি সুস্থ করেন না। তাই মূল কথা হলো এই বিশ্বাস :

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ.

অর্থ : যখন আমি অসুস্থ হই তখন তিনি আরোগ্য দান করেন।

(সূরা শুআ'রা-৮০)

আজ প্রত্যেক ঘরের প্রত্যেক ব্যক্তির সবচেয়ে বড় অসুস্থতা মানসিক অস্থিরতা, অশান্তি ও দুশ্চিন্তা। কেউ কেউ এ বিষয়গুলোর চিকিৎসা স্বপ্ন এবং ওষুধের মাধ্যমে পেতে চায়, আবার কেউ কেউ গান-বাজনার মাধ্যমে পেতে চায়, আবার কেউ কেউ মদ এবং যৌবনের উন্মাদনায় পেতে চায়, অথচ এটা এমন রোগ যে, পৃথিবীর কোনো ডাক্তারের নিকট নেই, আত্মার শান্তি ঐ নিয়ামত শুধু আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে, আর তা অবতীর্ণ হওয়ার একমাত্র কারণ কোরআন মাজীদ। আমরা কি দেখছি না যে, পৃথিবীতে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ এবং আত্মতৃপ্তি নিয়ে জীবন যাপন করছে ঐ সমস্ত বয়স্ক এবং গরিব লোকেরা, যারা কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করছে এবং তেলাওয়াত শিখাচ্ছে, যারা তাদের জীবনে পৃথিবীর আরাম আয়েশকে ত্যাগ করে আল্লাহর দ্বীনের জন্য কোরবান করেছে? আর যারা পৃথিবীতে আত্মতৃপ্তি, শান্তি, অল্প তুষ্টি, সচ্ছলতা, ভালো অবস্থা এবং বাস্তব আনন্দময় জীবন যাপন করতে চায় তাদের উচিত তারা যেন তাদের ঘরসমূহে কোরআন মাজীদের তেলাওয়াত, শ্রবণ ও শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করে। পিতা-মাতা নিজেরা সকালে উঠে ফজরের নামায আদায় করে, এরপর নিয়মতান্ত্রিকভাবে কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করে, ঘরে ভালো ক্বারীগণের ক্যাসেট নিয়মিত শ্রবণ করে, কোনো কোনো সময় নিজে শুনে

www.Quraneralo.com

এবং সন্তানদেরকে শুনায়। কোরআন মাজীদের সাথে আপনার সম্পর্ক যত গভীর হবে আপনি ঐ পরিমাণ আত্মিক ও মানসিক শান্তি অনুভব করবেন। অনুভবহীনভাবে অন্যান্য আত্মিক, মানবিক রোগসমূহ থেকে আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাল্লাহ।

কোরআন মাজীদ সরাসরি রহমত

কোরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্ তাআলা কোরআন মাজীদকে রহমত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহর বাণী :

وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থ : এবং নিশ্চিত এটা (কোরআন) মুমিনদের জন্য হেদায়েত ও রহমত। (নামল-৭৭)

অন্য এক স্থানে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ.

অর্থ : (এই কোরআন) হেদায়েত ও রহমত সৎকর্মপরায়ণদের জন্য।

(সূরা লোকমান-৩)

প্রত্যেক মানুষ এই পৃথিবীতে সম্মান, আত্মতৃপ্তি ও ভালো অবস্থা নিয়ে জীবন যাপন করার জন্য আল্লাহ্ তাআলার রহমতের মুখাপেক্ষী। এই পৃথিবী ত্যাগ করার পর আলমে বারযাখ (কবরের) জিন্দিগিতেও প্রত্যেক মানুষ আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং আরামদায়ক ঘুমের জন্য আল্লাহর রহমতের মুখাপেক্ষী। কবরের জীবনের পর কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাত প্রাপ্তির জন্যও প্রত্যেক মানুষ আল্লাহর রহমতের মুখাপেক্ষী। পৃথিবী, কবর, পরকাল এই তিনটি স্থানে আমরা সম্মানজনক জীবন যাপনের জন্য আল্লাহর রহমতের মুখাপেক্ষী। ঐ রহমত যার আমরা কদমে কদমে মুখাপেক্ষী, তা কোরআন মাজীদ দ্বারাই হাসিল করা সম্ভব, আসুন গভীরভাবে চিন্তা করুন যে, কোরআন মাজীদ কিভাবে পৃথিবী, কবর এবং পরকালে আমাদের জন্য রহমত।

www.Quraneralo.com

পার্থিব জীবন

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাসমূহে আমি লিখেছি যে, কোরআন মাজীদ মানুষের জন্য হেদায়েত, এটাও আল্লাহর একটি রহমত। এমনিভাবে কোরআন মাজীদ আরোগ্য, আরোগ্য লাভের মাধ্যমে এটাও একটি রহমত। এতদ্ব্যতীত কোরআন মাজীদ ঈমানদারদের জন্য পার্থিব জীবনে কিভাবে রহমতের কারণ হয় তার বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নে পেশ করা হল।

১. **পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা :** যে ব্যক্তি কোরআন মাজীদের শিক্ষাগুলোর ওপর দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকবে, সে সর্বকালে পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা পাবে, আল্লাহর বাণী :

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ

অর্থ : যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না। (সূরা ত্বোয়া-হা-১২৩)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোরআন মাজীদের একটি প্রান্ত আল্লাহর হাতে আর অপর প্রান্ত তোমাদের হাতে, যদি তোমরা তা ধরে থাক তাহলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। (ত্বাবারানী)

২. **জীবন যাপনের ফিতনা থেকে রক্ষা :** নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সূরা কাহাফের প্রথম ১০ আয়াত মুখস্থকারী ব্যক্তি দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুক্ত থাকবে। (মুসলিম)

আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত দাজ্জালের ফেতনা থেকে বড় আর কোনো ফেতনা হয় নাই। (মুসলিম)

সূরা কাহাফের আয়াতসমূহ যদি এতবড় ফেতনা থেকে মুক্ত রাখতে পারে তাহলে অন্যান্য ফেতনা থেকেও স্বাভাবিকভাবেই মুক্ত রাখবে ইনশাআল্লাহ্।

৩. **আসমানী মুসিবত থেকে রক্ষা :** আসমানী মুসিবত, অন্ধত্ব, তুফান, রোগ, ভূমিকম্প, বন্যা, অভাব অনটন, ভূমিধস, আকৃতির পরিবর্তন (মানুষকে অন্য প্রাণীতে রূপান্তর) ইত্যাদি থেকে বাঁচার জন্য সূরা নাস এবং ফালাক পাঠ করা। ওকবা বিন আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সফরে

www.Quraneralo.com

ছিলাম, হঠাৎ আমাদেরকে অন্ধকার এবং অন্ধত্ব আবরিত করে দিল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতে শুরু করলেন এবং বলতে লাগলেন সূরা নাস এবং সূরা ফালাকের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়ার জন্য এই দুই সূরার চেয়ে উত্তম আর কোনো কিছু নেই। (আবু দাউদ)

৪. **আকস্মিক মুসিবত থেকে রক্ষা :** যুদ্ধের ময়দানে তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আঙুল কেটে গেল, তখন সে তার মুখ দিয়ে ব্যথা অনুভবের আওয়াজ করল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যদি তুমি 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' পাঠ করতে তাহলে ফেরেশতা তোমাকে উপরে উঠিয়ে নিত। (নাসায়ী)

৫. **রিযিকে বৃদ্ধি : আল্লাহর বাণী :**

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ۭ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۭ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ

অর্থ : "যদি তারা তাওরাত, ইঞ্জিল এবং যা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে তা পুরোপুরি পালন করত, তবে তারা উপর থেকে এবং নীচ থেকে ভক্ষণ করত, তাদের মধ্যে মধ্যম পন্থি একটি দল আছে আর বাকী অধিকাংশ লোকই নিকৃষ্ট আমল করে"। (সূরা মায়েদা-৬৬)

১. **রাজনৈতিক উন্নতি এবং বিজয় :** কোরআন মাজীদের বিধি-বিধান অনুসরণকারী জাতিকে আল্লাহ্ তাআলা রাজনৈতিক বিজয় এবং উন্নতি দান করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "আল্লাহ্ তাআলা কিতাবের মাধ্যমে কাউকে সম্মানিত করেন আবার কাউকে পদদলিত ও লাঞ্ছিত করেন।" (মুসলিম)

৭. **রাতের অনিষ্টতা এবং ফিতনা ও বিপদ থেকে রক্ষা :** রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতে শোয়ার পূর্বে আয়াতুল কুরসী পাঠ করে তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ফেরেশ্তা নিয়োগ করা হয় যে সকাল পর্যন্ত তাকে সংরক্ষণ করে। (বোখারী)

www.Quraneralo.com

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেছেন : যে ব্যক্তি শোয়ার পূর্বে সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত তেলাওয়াত করে তা তার জন্য সর্বপ্রকার কষ্ট, অনিষ্টতা এবং বিপদাপদ থেকে রক্ষার জন্য যথেষ্ট। (বোখারী)

৮. **কামনা বাসনা পূর্ণ হওয়া :** রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত তেলাওয়াত করে আল্লাহর নিকট যা কিছু চাইবে তাকে তিনি তা দিবেন। (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেছেন : সূরা ফাতেহা তেলাওয়াত করে আল্লাহর নিকট কোনো কিছু চাইলে আল্লাহ্ তাকে তা দিবেন।

(মুসলিম)

৯. **বরকত ও কল্যাণ লাভ :** রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **বলেছেন :** সূরা বাক্বারা তেলাওয়াত কর, তা তেলাওয়াত করা বরকত লাভের কারণ, আর তা ত্যাগ করা অকল্যাণ লাভের কারণ। (মুসলিম)

আল্লাহর বাণী

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

অর্থ : "এটি এমন একটি গ্রন্থ যা আমি অবতীর্ণ করেছি খুব মঙ্গলময়, অতএব এর অনুসরণ কর এবং ভয় কর, যাতে তোমরা করুণা প্রাপ্ত হও। (সূরা আনআ'ম-১৫৫)

১০. **বিপদ, দুঃখ, চিন্তা থেকে মুক্তি :** রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা তিন বার সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস তেলাওয়াত করবে সে সর্ব প্রকার বিপদাপদ এবং দুঃখ ও চিন্তা-মুক্ত থাকবে। (আবু দাউদ)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেছেন : যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত এবং শ্রবণের মাধ্যমে কোরআনকে তার চোখ, কান এবং অন্তরের আনন্দ ও বিপদাপদ ও চিন্তা দূর করার জন্য আল্লাহর নিকট আবেদন করবে তাকে আল্লাহ্ অন্তরের শান্তি এবং চোখের তৃপ্তি দিবেন, তার বিপদাপদ এবং চিন্তা দূর করবেন। (আহমদ)

www.Quraneralo.com

চিন্তা করুন! কোরআন মাজীদের সাধারণ তেলাওয়াত আর কিছু বিশেষ সূরা বা আয়াতের প্রতি যত্নবান হওয়া মানুষকে কত বিপদাপদ, দুঃখ, চিন্তা, অনিষ্টতা এবং ফিতনা থেকে রক্ষা করে পৃথিবীতে সম্মান, আরাম, কল্যাণ ও বরকতময় জীবন দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন, মূলত কোরআন মাজীদ পৃথিবীর নিকৃষ্ট ফেতনা, বিপদ, কষ্ট থেকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল, ভালো ও মন্দের মাঝে শক্তিশালী ঢাল, জীবনের শান্তি যে তাকে জীবনের চলার পথের অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করবে তার জন্য তা রহমত হবে আর যে তা প্রত্যাখ্যান করবে নিঃসন্দেহে সে বঞ্চিত হবে।

খ. বারযাখী (কবরের) জীবন : কবরের জীবনেও মানুষ আল্লাহর রহমতের এরকম মুখাপেক্ষী, যেমন পৃথিবীতে বরং এর চেয়েও আরো কয়েকগুণ বেশি সেখানেও ঐ রহমত কোরআন মাজীদের মাধ্যমেই হাসিল হবে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাফন করা হবে তখন তার নিকট দু'জন ফেরেশতা "মোনকার ও নাকীর" আসে এবং নিম্নোক্ত তিনটি প্রশ্ন করবে।

১. তোমার প্রভু কে?

২. তোমার নবী কে?

৩. তোমার দ্বীন কী?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে মুমিন ব্যক্তি বলবে : আমার প্রভু আল্লাহ্। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলবে মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলবে: আমার দ্বীন ইসলাম।

তিনটি প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পর ফেরেশ্তা মুমিন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর তুমি কিভাবে জানতে পারলে? মুমিন ব্যক্তি বলবে : "আমি আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করেছি, তার প্রতি ঈমান এনেছি, তা সত্য জেনে সে অনুযায়ী আমল করেছি। (আহমদ, আবু দাউদ)

অতএব কবরে মোনকার ও নাকীরের প্রশ্নের উত্তরে সফল শুধু তারাই হবে যারা কোরআন মাজীদের প্রতি ঈমান এনেছে, তা তেলাওয়াত করেছে, অর্থ বুঝেছে, সে অনুযায়ী আমল করেছে। এই কোরআন মাজীদ বরজাখেও

www.Quraneralo.com

Content

ঈমানদারদের জন্য রহমত বলে প্রমাণিত হবে। গভীরভাবে লক্ষ্য করুন যখন মুমিন ব্যক্তি ফেরেশ্‌তাদের উত্তরে বলবে : আমি কোরআন মাজীদের প্রতি ঈমান এনেছি, তা সত্য বলে বিশ্বাস করেছি, তা তেলাওয়াত করেছি, তখন কবরে তার আনন্দ এবং শান্তির কি অবস্থা হবে?

আর যদি মুমিন ব্যক্তি পৃথিবীতে এমন কোনো পাপ করে থাকে যেজন্য তাকে কবরে আযাব ভোগ করতে হবে তখন তার জন্যও কোরআনের উপর ঈমান আনা, তেলাওয়াত করা, সে অনুযায়ী আমল করা রহমতের কারণ হবে এবং কোরআন মাজীদ আযাবের ফেরেশ্‌তাদের সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে যাবে। সূরা মুলক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এটা কবরের আযাবের প্রতিবন্ধক হবে। (হাকেম) এতদ্ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেছেন, কোরআন তেলাওয়াত মুমিন ব্যক্তিকে কবরের আযাব থেকে রক্ষাকারী আমল।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেছেন : মানুষকে যখন কবরে রাখা হবে তখন ফেরেশ্‌তারা। মাথার দিক থেকে আযাব দেয়ার জন্য আসে, তখন কোরআন তেলাওয়াত তাকে বাধা প্রদান করে, যখন ফেরেশ্‌তারা সামনের দিক থেকে আসে তখন দান-খয়রাত তাদেরকে বাধা দেয়, আর যখন ফেরেশ্‌তাগণ পায়ের দিক থেকে আসে তখন মসজিদের দিকে পায়ে হেঁটে যাওয়া তাদেরকে বাধা দেয়। (ত্বাবারানী)

এভাবে বারযাখেও কোরআন মাজীদ মুমিন ব্যক্তিদের জন্য বিরাট রহমত বলে প্রমাণিত।

গ. পরকালীন জীবন : পার্থিব এবং বারযাখী জীবনের ন্যায় পরকালীন জীবনেও মানুষ আল্লাহর দয়ার সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী হবে। আর এই দয়াও কোরআন মাজীদের মাধ্যমে হাসিল হবে। হাশরের মাঠ হোক বা মিযান, পুলসিরাত, জান্নাত সর্বত্রই কোরআন মাজীদ তার অনুসারীদের জন্য রহমত হয়ে আসবে, কিছু হাদীস দ্র :

১. মাগফিরাতের জন্য সুপারিশ : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোরআন মাজীদ কিয়ামতের দিন তার পাঠকদের জন্য সুপারিশ করবে।

(ত্বাবারানী)

www.Quraneralo.com

Content

সুপারিশ করার ধারাবাহিকতায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিছু কিছু **সূরার** কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, যেমন : সূরা মূলক সম্পর্কে **বলেছেন** : সূরা মূলক তার পাঠকদের জন্য তাকে ক্ষমা না করা পর্যন্ত সুপারিশ করতে থাকবে। (আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী)

সূরা বাক্বারা এবং আলে ইমরান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এও **বলেছেন : যে,** এই উভয় সূরা তাদের তেলাওয়াতকারীদেরকে ক্ষমা **করার জন্য আল্লাহর সাথে ঝগড়া করবে।** (মুসলিম)

কোরআন মাজীদ এবং **অন্যান্য সূরাসমূহ আল্লাহর নিকট** সুপারিশ বা ঝগড়া আল্লাহর নির্দেশ ক্রমেই করবে, যা তিনি অবশ্যই গ্রহণ করবেন। (সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম)।

২. কোরআন তেলাওয়াতকারীর জন্য কোরআনের তিনটি আবেদন : কোরআন মাজীদ তার তেলাওয়াতকারীদের জন্য সুপারিশ এবং ক্ষমাপ্রার্থনা ছাড়াও নিম্নোক্ত তিনটি আবেদন জানাবে।

ক. হে আল্লাহ্ তুমি তাকে সম্মানজনক পোশাক পরিধান করাও, তখন **কোরআন মাজীদের সুপারিশক্রমে তার তেলাওয়াতকারীকে** সম্মান **স্বরূপ তাজ** পরানো হবে।

খ. কোরআন মাজীদ তার তেলাওয়াতকারীর জন্য আবারো একই আবেদন জানাবে তখন তাকে সম্মানজনক পোশাক পরানো হবে।

গ. **কোরআন** মাজীদ তার তেলাওয়াতকারীর জন্য তৃতীয় আবেদন করবে যে, হে আল্লাহ্ তুমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। (তিরমিযী)

তখন তার এই আবেদনটিও গ্রহণ করা হবে।

৩. নৈকট্য লাভকারী ফেরেশ্তাগণের সাহচর্য লাভ : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : বিশুদ্ধভাবে কোরআন তেলাওয়াতকারী কিয়ামতের দিন নৈকট্য লাভকারী ফেরেশ্তাগণের সাহচর্যে থাকবে। (মুসলিম)

৪. উচ্চ মর্যাদা : জান্নাতে কোরআন তেলাওয়াতকারীর অবস্থান তার কোরআন মুখস্থের পরিমাণ অনুযায়ী হবে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন :

www.Quraneralo.com

কোরআন মাজীদ তেলাওয়াতকারীকে বলা হবে কোরআন তেলাওয়াত কর এবং উপরের স্তরে আরোহণ করতে থাক, তোমার অবস্থান হবে সেখানে যেখানে তোমার তেলাওয়াত শেষ হবে।

(তিরমিযী)

৫. পিতামাতার সম্মান : কোরআন তেলাওয়াতকারীর সাথে সাথে আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন তেলাওয়াতকারীর পিতা-মাতাকেও সম্মানিত করবেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোরআন তেলাওয়াতকারীকে ক্ষমা এবং সম্মানিত করার পর কোরআন তেলাওয়াতকারীর পিতামাতাকে এমন মূল্যবান পোশাক পরানো হবে যে, যার মোকাবেলায় পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তুচ্ছ গণ্য হবে। পিতামাতা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করবে, হে আল্লাহ! আমাদের এই সম্মান এবং মর্যাদা কোন আমলের কারণে? আল্লাহ্ তাআলা বলবেন : তোমাদের সন্তানকে কোরআন শিখানোর কারণে।

(মুসনাদ আহমদ ও ত্বাবারানী)

(হে আল্লাহ! তুমি তোমার দয়া এবং অনুগ্রহের মাধ্যমে আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর, নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল এবং দয়ালু)।

মানবজীবনের এই তিনটি স্তর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাণীসমূহ গভীর মনোনিবেশের মাধ্যমে গবেষণা করুন, এরপর ফায়সালা করুন যে, আমরা কি এই পৃথিবীতে আল্লাহর রহমত ব্যতীত সম্মান ও আরামদায়ক জীবন যাপন করতে পারব? বারযাখে আল্লাহর রহমত ব্যতীত ক্ষমা এবং আরাম হাসিল করা যাবে? বা পরকালে আল্লাহর রহমত ব্যতীত ক্ষমা এবং জান্নাত লাভ করা যাবে? যদি সম্ভব না হয় আর বাস্তবে তা সম্ভবও নয়, তাহলে আল্লাহর রহমত হাসিলের জন্য আমাদের তো কোন না কোনো চেষ্টা করা উচিত। শুধু স্বীয় ঘরে একথা লিখে রাখলে যে "হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ঘরে রহমত নাযিল কর" এতে তো আল্লাহর রহমত হাসিল হবে না।

Content

আল্লাহর রহমত হাসিলের তরিকা হলো এই যে, আমরা কোরআন মাজীদের দিকে ফিরে আসব, কোরআন মাজীদের তেলাওয়াত এবং শ্রবণ জীবনের নিত্যনৈমত্তিক বিষয়ে পরিণত করা, কর্মজীবনে তাকে নিজের পরিচালক এবং পথ প্রদর্শক বানানো, বাচ্চাদেরকে কোরআন মাজীদ মুখস্থ করানো, কোরআন মাজীদের অনুবাদ এবং তাফসীর শিখানো, তাদের অন্তরে কোরআন মাজীদের ভালোবাসা সৃষ্টি করা, কোরআন মাজীদের সাথে আমাদের সম্পর্ক যত গভীর হবে আমরা ততো বেশি রহমতের হকদার হব, আর তার সাথে আমাদের সম্পর্ক যত কম হবে আমরা তত কম রহমত হাসিল করব। আর যদি কোরআন মাজীদকে পরিপূর্ণভাবে বাদ দিয়ে দেয়া হয় তাহলে পরিপূর্ণভাবে নিজে নিজেকে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করা হবে। এখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, সে কি আল্লাহর রহমতের মুখাপেক্ষী না মুখাপেক্ষী নয়, অল্প মুখাপেক্ষী না বেশি?

فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا.

অর্থ : অতএব যার ইচ্ছা হয় সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক।

(সূরা দাহর-২৯)

কোরআন মাজীদ এবং আধুনিক বিজ্ঞান

আজ মানবজীবনে বিজ্ঞান এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে যে, মেডিকেল সায়েন্স ব্যতীত সায়েন্সের অন্যান্য শাখাগুলো থেকেও প্রত্যেক ব্যক্তি সরাসরি বা কোনো না কোনোভাবে উপকৃত হচ্ছে, যা থেকে অলৌকিকভাবে বিজ্ঞানের সাথে সাধারণ মানুষের আগ্রহ দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে কোরআনের আয়াতসমূহের তাফসীরের ওপর বর্তমানে অনেক গ্রন্থও বের হয়েছে, কোরআন মাজীদ এবং আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে কথা বলার আগে আমি ওহীর জ্ঞান (কোরআনের জ্ঞান) এবং আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে এটা স্পষ্ট করা জরুরি মনে করছি, যে এই উভয় জ্ঞানের উৎস ভিন্ন ভিন্ন।

www.Quraneralo.com

Content

এ উভয়ের লক্ষ্য উদ্দেশ্যও ভিন্ন ভিন্ন, আবার এই জ্ঞানসমূহ থেকে উপকৃত হওয়ার পর মানুষের মানসিকতায় প্রতিক্রিয়ার ফলও ভিন্ন ভিন্ন হয়। এ উভয় জ্ঞানের মধ্যে পরস্পরের মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

ক্রমিক	ওহীর জ্ঞান	আধুনিক বিজ্ঞান
১.	ওহীর জ্ঞানের মূল উৎস মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে	আধুনিক বিজ্ঞানের মূল উৎস অসম্পূর্ণ এবং সীমিত মানবিক জ্ঞান
২.	ওহীর জ্ঞান অদৃশ্যের প্রতি ঈমানের দাবি	আধুনিক বিজ্ঞান কারণসমূহের প্রতি বিশ্বাসের দাবি
৩.	ওহীর জ্ঞান অখন্ডনীয় এবং সুদৃঢ় জ্ঞান	আধুনিক বিজ্ঞান ধারণাপ্রসূত এবং পরিবর্তনশীল জ্ঞান
৪.	ওহীর জ্ঞান পরিপূর্ণ জ্ঞান	আধুনিক বিজ্ঞান এবং অসম্পূর্ণ জ্ঞান অপরিপূর্ণ
৫.	ওহীর জ্ঞানের মাধ্যমে বর্ণনাকৃত নিয়ম কানুন এবং বাস্তবতা কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তনশীল	আধুনিক বিজ্ঞানের নিয়ম কানুনের মধ্যে সর্বদাই পরিবর্তনের সম্ভাবনা থেকে যায়।
৬.	ওহীর জ্ঞান পার্থিব এবং আত্মিক উভয় দিকেই দিকনিদের্শনা দেয়	আর আধুনিক জ্ঞান শুধু পার্থিব উন্নতির দিকনির্দেশনা দেয়।
৭.	ওহীর জ্ঞান আল্লাহ্ সম্পর্কে জ্ঞান এবং তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় শিখায়	আর আধুনিক বিজ্ঞান কোনো সময় আল্লাহ্ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন আবার কোনো সময় আল্লাহ্ থেকে দূরে থাকা, আবার কখনো আল্লাহকে অস্বীকার করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়
৮.	ওহীর জ্ঞান পৃথিবীর জীবনের তুলনায় পরকালের জীবনকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে	আর আধুনিক জ্ঞান সার্বিক মনোনিবেস পৃথিবীর জীবনের দিকে যেখানে পরকালের কোনো কল্পনাই নেই

www.Quraneralo.com

Content

৯.	ওহীর জ্ঞানের নিয়মকানুন মানবযুক্তির অনুকূলেও হয় আবার এমনও আছে যা মানব যুক্তি অনুভব করতে অক্ষম	আধুনিক বিজ্ঞানের সমস্ত নিয়ম কানুন মানবযুক্তির অনুকূলে হওয়া জরুরি
১০.	ওহীর জ্ঞান মানুষের ঈমান এবং একীনকে বৃদ্ধি করে	আর আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের যুক্তির পূজাকে শক্তিশালী করে

ওপরের ছকে একবার দৃষ্টি ফিরালে একথা বুঝতে কোনো সমস্যা হবে না যে, দর্শনের দিক থেকে ওহীর জ্ঞান এবং আধুনিক জ্ঞান একে অপরের বিপরীত। ওহীর জ্ঞান একনিষ্ঠভাবে অদৃশ্যের প্রতি ঈমানের দাবি রাখে আর আধুনিক বিজ্ঞান একনিষ্ঠ পৃথিবীর ঘটনাসমূহের কারণসমূহের অপর নাম। তবে কোরআন মাজীদের মুজিযা (অলৌকিক শক্তি) হলো এই যে, সেখানে যে অপরিবর্তনশীল বাস্তবতা বর্ণনা করা হয়েছে, তা শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী গভীর বিশ্লেষণের পর আজকের বিজ্ঞানও তা সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছে। কিছু উদাহরণ-

১. মানব সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহর বাণী

يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ

অর্থ : তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে একের পর এক ত্রিবিধ অন্ধকারে। (সূরা যুমার : আয়াত-৬)

আয়াতে উল্লিখিত ত্রিবিধ অন্ধকারের অর্থ হলো মায়ের পেট, জরায়ু এবং ঐ থলি যেখানে বাচ্চা সংরক্ষিত থাকে। আধুনিক বিজ্ঞান মানব সৃষ্টির এই অবস্থাকে সত্য বলে প্রমাণ করেছে।

২. আল্লাহর বাণী

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ.

অর্থ : পবিত্র তিনি, যিনি যমীন থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদ, তাদের নিজেদের মধ্য থেকে মানুষ এবং তারা জানে না, যা প্রত্যেককে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা ইয়াসীন : আয়াত-৩৬)

www.Quraneralo.com

বিজ্ঞান বিশ্লেষণ করে শুধু উদ্ভিদের মধ্যে স্ত্রী লিঙ্গ এবং পুরুষ লিঙ্গের অস্তিত্বের কথাই সত্যায়ন করে নাই বরং অন্যান্য আরো কিছু বিষয়ের মধ্যেও স্ত্রী লিঙ্গ এবং পুরুষ লিঙ্গের অস্তিত্ব আছে বলে প্রমাণ করে।

যেমন : এটেম প্রটোন প্রজটিভ চার্জ এবং ইলেকট্রোন (নিউট্রাল অর্থাৎ যার মধ্যে কোনো চার্জ নেই) এর অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে।

৩. সূরা আল হুজুরাতে ইরশাদ হয়েছে :

وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ ۚ وَمَآ اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ.

অর্থ : আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু পরিচালনা করি, অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, এরপর তোমাদেরকে তা পান করাই, বস্তুত তোমাদের নিকট এর ভাণ্ডার নেই। (সূরা হিজর-২২)

ইবনে কাসীর এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন : কিছু কিছু বাতাস বাদলকে পানিতে পরিণত করে এবং বৃষ্টি হতে শুরু করে, আবার কিছু বাতাস বৃক্ষসমূহকে ফলবান করে দেয়, ফলে বৃক্ষ থেকে পাতা এবং ফল হতে শুরু করে। আধুনিক বিজ্ঞানও এই কথার প্রমাণ করেছে যে, কিছু কিছু চারাগাছ উৎপন্ন হওয়া এবং বৃক্ষের ফলবান হওয়ায় বাতাস, পানি, পোকামাকড়, পশুপাখি, জীবজন্তু ইত্যাদির ভূমিকা রয়েছে। আর এইসবগুলোর মধ্যে অধিক ভূমিকা হলো বাতাসের যা দীর্ঘসময় পর্যন্ত বৃক্ষসমূহের ফলবান হওয়ার ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রভাব ফেলে।

৪. আল্লাহর বাণী

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ.

অর্থ : যিনি পাশাপাশি দু'টি দরিয়া প্রবাহিত করেছেন, উভয়ের মাঝে রয়েছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না। (সূরা আর রহমান-১৯, ২০)

এটা সর্বজন স্বীকৃত কথা যে, লবণাক্ত এবং তিক্ত পানিতে লবণাক্ততা বেশি থাকে, অথচ মিষ্টি পানিতে লবণাক্ততা কম থাকে যার ফলে উভয় পানির ঘনত্বের পার্থক্য তাদেরকে পরস্পরের সাথে একাকার হয়ে যেতে বাধা

www.Quraneralo.com

Content

দেয়, তাই সমুদ্রের মধ্যে কোথাও মিষ্টি এবং লবণাক্ত পানির ভিন্ন অবস্থান আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্যমতে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

৪. এ যুগের বায়োলোজির প্রফেসর উইলিয়াম ব্রাউনের "Journal of Plant Molecular" মধ্যে একটি বিশ্লেষণ-ধর্মী প্রবন্ধ বের হয়েছে যেখানে সে গত কয়েক বছরকে বিশ্লেষণ করে এই বিস্ময়কর দর্শন পেশ করেছে যে, বিষুব রেখায় উৎপাদিত কচি বৃক্ষসমূহ নাড়ির নড়াচড়ার অনুরূপ ঢেউ বের হয়, যখন এই ঢেউসমূহকে Oscilloscope এর Monitor রেকর্ড করা হলো তখন তার আকৃতিটি আরবি اَللّٰهُ শব্দের অনুরূপ ছিল, প্রফেসর এ বিষয়টি তার অন্যান্য বন্ধুদের নিকট প্রকাশ করল তখন একজন মুসলিম প্রফেসর তাকে বলল : যে আরবি ভাষায় এটা اَللّٰهُ শব্দ, সে সাথে সাথে এই আয়াতও তেলাওয়াত করে শুনাল-

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ۗ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا.

অর্থ : এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না, কিন্তু তাদের পবিত্রতা, মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না, নিশ্চয় তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ। (সূরা বনী ইসরাঈল-৪৪)

এই দৃশ্য দেখার পর আমেরিকান এই গবেষক প্রফেসর কালিমা পড়ে মুসলিম হয়ে গেল।

নিঃসন্দেহে কোরআনের আয়াতসমূহের সাথে বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহকে মিলালে শুধু একজন মুসলমানের অন্তর আনন্দই লাভ করে না বরং ঈমানও বৃদ্ধি পায় এবং কিছু সুস্থ আত্মার ধারক সুভাগ্যবান অমুসলিম এ সমস্ত আবিষ্কারসমূহ থেকে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে মুসলিমও হয়ে যায়, অতএব এ সমস্ত আয়াতসমূহ যেখানে বিজ্ঞান ও কোরআন পরস্পরের মাঝে মিল পাওয়া যায় তার তাফসীর করতে গিয়ে বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহের উদ্ধৃতি দেয়া মোটেও দোষণীয় নয়। কিন্তু এর অর্থ মোটেও এই নয় যে, কোরআন মাজীদ একটি বিজ্ঞানের গ্রন্থ যার উদ্দেশ্য মানুষকে বিজ্ঞানের জ্ঞান সম্পর্কে অবগত করানো, বা বিজ্ঞানের জ্ঞানসমূহ

www.Quraneralo.com

Content

উন্নয়নের জন্য উৎসাহিত করা বা বিজ্ঞানের সেবাসমূহের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করা। সূরা নাহলের ৮৯ নং আয়াত-

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

অর্থ : আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি, যেটি এমন যে, তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা। (সূরা নাহল : আয়াত-৮৯)

تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ **অর্থ** : প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা। এখান থেকে উদ্দেশ্য সর্বপ্রকার জ্ঞান, যেমন : সায়েন্স, ইতিহাস, ভূগোল, মেথমেটিক্স, জীবন উপকরণ ইত্যাদি। অথচ এটা ঠিক নয়, এখানে প্রত্যেক বিষয় বলতে বুঝানো হয়েছে ঐ সমস্ত বিষয় যা মানুষের হেদায়েত লাভের সাথে সম্পর্ক রাখে, কোরআন মাজীদে অসংখ্য আয়াত রয়েছে যা বিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়, যেমন : মু'জিযা (অলৌকিক বিষয়সমূহ) সংক্রান্ত আয়াতসমূহ, মানব অদৃশ্য সৃষ্টিসমূহ, আত্মা, জ্বিন, ফেরেশ্তাগণ সংক্রান্ত আয়াতসমূহ, মৃত্যু এবং বারযাখ (কবরের জীবন) সংক্রান্ত আয়াতসমূহ, জান্নাত ও জাহান্নামসংক্রান্ত আয়াতসমূহ, এ সমস্ত আয়াতগুলো এমন যে যার সম্পর্কে বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত কোনো ব্যাখ্যা করতে পেরেছে না ভবিষ্যতে করতে পারবে। আর এ কারণেই ওহীর জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের জ্ঞান সম্পর্কে অনবগত ব্যক্তিবর্গ এ সমস্ত স্থানে এসে দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে যায়।

এর কিছু উদাহরণ দ্রঃ

১. ডারউইন (১৮০৮ইং... ১৮৮২ ইং) তিনি মানব সৃষ্টি সম্পর্কে উন্নত দর্শন (Evolution Theory) পেশ করলেন, যার ধারা মতে আজ থেকে দুই শত কোটি বছর আগে থেকে বিদ্যমান পানির উপাদান কারবন, অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন পার্শ্ব পরিবর্তন করে আশ্চর্যজনকভাবে একটি কোষের (Single Cell) আকৃতি ধারণ করেছে, ঐ কোষটি বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে গিয়ে জীব এবং উদ্ভিদের কোষের পৃথক পৃথক আকৃতি ধারণ করেছে, এরপর এ উভয় কোষ থেকে একটি প্রাণ বিশিষ্ট কোষ (আমিবা) সৃষ্টি হয়েছে তার পূর্বে লক্ষ, কোটি কোষের জীব যেমন : পিরামিসিম, সাইকোন, আবিয়া, জেলি মিসলী, পলিটেরিয়া, আইস

www.Quraneralo.com

কেরিস, জুনাক, (এগুলো বিভিন্নরকম প্রাণীর নাম)। কেঁচো, মাছি, মশা, টিড্ডি, কাকড়া, ব্যাঙ, সাপ, পাখি, বানর এবং এরপর মানুষ আর আদম সন্তান সৃষ্টি হয়েছে বানর থেকে, এই হলো ডারউইনের উন্নত দর্শনের সার সংক্ষেপ।[১১]

ওহীর জ্ঞান শূন্য ব্রেন যদি এ ধরনের কাল্পনিক কথা বলে তাহলে এতে আশ্চর্য হওয়ায় কিছু নেই, কিন্তু যদি ওহীর জ্ঞানের প্রতি বিশ্বাসী বলে দাবিদার ব্যক্তি এ ধরনের কাল্পনিক দর্শনকে মেনে নেয়ার জন্য কোরআন মাজীদের আয়াতকে অপব্যাখ্যা করতে শুরু করে বা সহীহ হাদীসকে অস্বীকার করে তাহলে এর অর্থ এছাড়া আর কি হতে পারে যে, এই ব্যক্তি মূলত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি ঈমান আনে নাই বরং সে ডারউইনের প্রতি ঈমান এনেছে।[১২]

এ মুহূর্তে আমার সামনে কোরআন এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে লিখিত তিন-চারটি বই আছে, যার মধ্যে ঘুরে ফিরে প্রায় একই রকম চিন্তা-চেতনা পেশ করা হয়েছে, তার মধ্যে একটি বই হলো 'কোরআন আওর জাদীদ সায়েন্স' যার লেখক উন্নত দর্শনকে প্রমাণিত করার জন্য শুধু কোরআনের আয়াতসমূহেরই অপব্যাখ্যা করে নাই বরং সহীহ হাদীসমূহকেও অস্বীকার করেছে। যেমন : উন্নত দর্শনের ওপর গবেষণা করতে গিয়ে ড. সাহেব বলেছেন : উন্নত দর্শনের উপর গবেষণা করার আগে দু'একটি ভ্রান্তির আপনোদন করুন, যা আমাদের দেশে ইহুদি নাসারাদের দেশ থেকে এসেছে[১৩] এবং আমাদের দেশের একশ্রেণির লোক তা গ্রহণ করে নিয়েছে, অথচ এ সম্পর্কে কোরআ'নে কোনো ইঙ্গিতও নেই, প্রথম বিষয়টি হলো আদম আলাইহিস সালাম এবং হাওয়া আলাইহিস সালাম-এর পিতামাতা ছিল না, আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো এই যে, আদম আলাইহিস সালাম-এর পাজরের হাড্ডি থেকে হাওয়া আলাইহিস সালাম-কে সৃষ্টি করা হয়েছে[১৪]।

[১১] প্রফেসর ড: ফজলুল করীম লিখিত "কোরআ'ন আওর জাদীদ সাইন্স" পৃ: ১২১-১২২।
[১২] উল্লেখ্য : এফ. এস. সি. মেডিকেলে বিষয়ক পাঠ্যসূচীতে ডারউইনের এই কুফরীপূর্ণ উন্নত দর্শন এখনও অন্তর্ভুক্ত আছে, যার শিক্ষা মুসলিম শিক্ষার্থীদেরকে দেয়া হচ্ছে।
[১৩] ঐ লিখকের নিকট গ্রন্থকারের প্রশ্ন যে, তাহলে এই উন্নত দর্শনটি কোথা থেকে এসেছে?
[১৪] প্রফেসর ড: ফজলে করীম লিখিত কোরআ'ন আওর জাদীদ সাইন্স, পৃ: ১৪৪-১৪৬।

www.Quraneralo.com

"কোরআন আওর জাদীদ সায়েন্স" এই গ্রন্থের লেখকের এই দু'টি বক্তব্যই ভুল, আদম আলাইহিস সালাম-এর সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

خَلَقْتُ بِيَدَيَّ.

অর্থ : আমি তাকে (আদমকে) নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি। (সূরা সোয়াদ-৭৫)

এই শব্দটি কোরআ'নে আল্লাহ্ তাআলা অন্য কোনো মানুষের সৃষ্টি প্রসঙ্গে ব্যবহার করেন নি, যা প্রমাণ করে যে, আদম আলাইহিস সালাম-এর সৃষ্টি সাধারণ মানব সৃষ্টি থেকে ভিন্নভাবে পিতামাতা ব্যতীত তিনি সৃষ্টি করেছেন, এমনিভাবে হাওয়া আলাইহিস সালাম-কে আদম আলাইহিস সালাম-এর পাজরের হাড্ডি থেকে সৃষ্টি করা সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে স্পষ্ট হাদীস রয়েছে

إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ

অর্থ : নারীকে পাজরের হাড্ডি বা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

(মুসলিম কিতাবুর রিজা, বাব আল ওসিয়া বিননিসা- হাদীস : ১৪৬৮)

উন্নত দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উল্লিখিত লেখক।

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ

অর্থ : যিনি তোমাদের একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। (নিসা : আয়াত-১)

এই আয়াতের তাফসীরে তিনি বলেছেন : একটি কোষ।[১৫]

এই তাফসিরটি কোরআন মাজীদের অসংখ্য আয়াতের বিরোধী যেমন : আল্লাহর বাণী :

هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا.

অর্থ : কাল প্রবাহে মানুষের ওপর এমন এক সময় এসেছিল যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। (সূরা দাহর : আয়াত-১)

অথচ উন্নত দর্শনের আলোকে আদম আলাইহিস সালাম-এর পূর্বে মাছি, মশা, টিডিড, পাখি, সাপ, ব্যাঙ, বানর এ সমস্ত কি উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল?

২. ঈসা আলাইহিস সালাম-কে জীবিতাবস্থায় আকাশে উঠিয়ে নেয়া, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মে'রাজে যাওয়া, এ উভয় ঘটনাই মোজেজাসমূহের (অলৌকিক বিষয়)

---

[১৫] প্রফেসর ড: ফজলে করীম লিখিত কোরআ'ন আওর জাদীদ সাইন্স, পৃ: ১৪৫।

www.Quraneralo.com

Content

অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু 'কোরআন আওর জাদীদ সায়েন্সের' লেখক ঈসা আলাইহিস সালাম কে জীবিত অবস্থায় আকাশে উঠিয়ে নেয়াকে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মি'রাজ সম্পর্কে কোরআন মাজীদের স্পষ্ট আয়াতকে অস্বীকার করে বলেছেন : "এ সময়ে আমাদের অজ্ঞতা এবং মূর্খতা এ ধরনের ঘটনাবলিকে মু'জিযা (অলৌকিক ঘটনা) বলে মেনে নিতে বাধ্য। কেননা বিজ্ঞানের মূলনীতির আলোকে এই ঘটনা দু'টি ছিল লোক দেখানো বিষয়। যদিও আজ এই মূলনীতিসমূহ সম্পর্কে আমরা অবগত নই।[১৬]

অর্থাৎ যদি ঈসা আলাইহিস সালাম-কে জীবিত অবস্থায় আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মি'রাজ কে মু'জিযা মনে করা হয় তাহলে এটা সরাসরি অজ্ঞতা, আর যদি বিজ্ঞানের অজানা মূলনীতিসমূহকে এই ঘটনাগুলোর ভিত্তি বলে মেনে নেয়া যায় তাহলে এটা জ্ঞানের কাজ? বা অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, গায়েবের (অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি) ঈমান আনাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার এবং দৃশ্যমান বিষয়ে পূর্ণ ঈমান, এটাই হলো আমাদের বস্তুবাদ এবং নাস্তিকতাবাদী শিক্ষানীতির ফলাফল। (দুনিয়া এবং আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত)।

২. কোরআন মাজীদের একস্থানে কাফেরদের ইসলাম বিদ্বেষকে নিম্নোক্ত উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্ট করা হয়েছে।

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَ مَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ

অর্থ : আল্লাহ যাকে হেদায়াত করার ইচ্ছা করেন ইসলামের জন্য তবে অন্তরকে প্রশস্ত করে দেন। আর যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান তার অন্তকরণকে খুব সংকোচিত করে দেন, এমনভাবে সংকোচিত করেন যে, মনে হয় সে আকাশে আরোহন করছে। (সূরা আন'আম : আয়াত-১২৫)

এই উদাহরণে একথা স্পষ্ট করা হয়েছে যে কাফেরদের জন্য ঈমান আনা এতটাই কষ্টকর যেমন কোনো মানুষের আকাশে আরোহণ কষ্টকর।

---

[১৬] প্রফেসর ডঃ ফজলে করীম লিখিত কোরআ'ন আওর জাদীদ সাইন্স, পৃ: ১৪৮।

www.Quraneralo.com

Content

"কোরআন আওর জাদীদ সায়েন্স"-এর লিখক উল্লিখিত আয়াতের তাফসীরে বলেছেন : কোরআন হাকীম শূন্যতাকে মনঃপূত করার জন্য মানুষের মধ্যে নড়াচড়ার শক্তি দিয়েছেন, এই আয়াতে আকাশের দিকে আরোহণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা আমাদের পূর্ববর্তী মুফাসসিরীনগণ উপেক্ষা করেছেন, শেষে বিজ্ঞান আমাদের জন্য বিষয়টিকে স্পষ্ট করেছে। শূন্যতা সম্পর্কীয় বিজ্ঞান এবং টেকনোলজি এই মুহূর্তে যে অবিশ্বাস্যভাবে উন্নতি লাভ করেছে তাও কোরআন হাকীমে অত্যন্ত সুন্দরভাবে স্পষ্ট করা হয়েছে।

তার এই তাফসীর এমন ব্যক্তির জন্য তো গ্রহণযোগ্য হতে পারে যে কোরআন কারীমকে বিজ্ঞানসহ অন্যান্য সমস্ত জ্ঞানের নিকট বিজিত বলে মনে করে, কিন্তু যে ব্যক্তি মনে করে যে, আদম সন্তানের জন্য কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াতের গ্রন্থ হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে সে এই ধরনের হাস্যকর এবং পূর্ব ও পরবর্তীর সাথে সম্পর্কহীন তাফসীরকে কি করে গ্রহণ করতে পারে?

৩. সূরা রাহমানের ৩৩ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَ

الْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ.

অর্থ : হে জ্বিন ও মানবকুল, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রান্ত অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে অতিক্রম কর, কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না। (সূরা রহমান : আয়াত-৩৩)

"কোরআন আওর জাদীদ সায়েন্স-এর" লেখক এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন : হে জ্বিন ও মানবকুল তোমরা পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করতে পারবে না, এরপর তিনি এও বলেছেন যে, তবে তোমরা 'সুলতানের মাধ্যমে বের হতে পারবে, লেখকের স্বল্পজ্ঞান এখানে 'সুলতান' বলতে শূন্যতা সম্পর্কীয় টেকনোলজিকে বুঝানো হয়েছে। যা আজকের যুগে রকেটই হতে পারে, যার মাধ্যমে মানুষ পৃথিবী থেকে বের হয়ে চাঁদের সীমানায় প্রবেশ করেছে, এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা শূন্যতাকে মনঃপূত করার সুসংবাদ দিয়েছেন, আফসোসের বিষয় হলো মুসলিমগণ এ বিষয়ের

www.Quraneralo.com

প্রতি দৃষ্টি দেয় নি পক্ষান্তরে প্রাচ্যবাসীরা শূন্যতাকে মনঃপূত করে মুসলিমদেরকে বিস্ময়কর অবস্থায় ফেলে দিয়েছে।[১৭]

এই[১৮] চিন্তা-চেতনার মূল ফলাফল হলো একদিকে প্রাচ্যের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রতি আকর্ষণ অপর দিকে দুর্বল ঈমান এবং দ্বীনী শিক্ষা থেকে দূরে থাকা, যার ফলে মানুষ তার চিন্তা-চেতনাকে তো কোনোভাবেই পরিবর্তনের আগ্রহ রাখে না, তবে ইসলামের বিধান, ইসলামী শিক্ষা, কোরআনের আয়াতকে পরিবর্তন এবং ক্ষত-বিক্ষত করতে মোটেও অন্যায় বলে মনে করে না।

৫. আহলে কিতাবগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে উত্তরে আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا.

অর্থ : বলে দিন : রূহ আমার পালনকর্তার আদেশ ঘটিত, এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে। (সূরা বানী ঈসরাঈল-৮৫)

উল্লিখিত আয়াতে স্পষ্ট করে একথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, রূহের হাকীকত সম্পর্কে জানা যে কোনো মানুষের জন্যই সাধ্যাতীত, মানুষকে ঐ পরিমাণ জ্ঞান দেয়া হয় নাই যার মাধ্যমে সে রূহের হাকীকত সম্পর্কে অবগত হতে পারবে।

'কোরআন আওর জাদীদ সায়েন্স'-এর লেখক রূহ সম্পর্কে লিখেছেন "লেখকের স্বল্পজ্ঞান অনুযায়ী রূহের সম্পর্ক হলো বাহিরের বাতাসের সাথে, আর আল্লাহ্ তা'আলা যেই রূহ আদম আলাইহিস সালাম-এর মাটির দেহে দিয়েছেন তা বাতাসই হতে পারে[১৯] কেননা ফুঁ এর সম্পর্ক বাতাসের সাথেই হতে পারে, আর বাতাসের মধ্যে জীবনের অন্যতম প্রধান উপাদান অক্সিজেন রয়েছে, যদি অক্সিজেনের সরবরাহ এক মুহূর্তের জন্য থেমে যায় তাহলে শরীরের ধ্বংস অনিবার্য, এই রূহই বাতাস থেকে ফুসফুসের মাধ্যমে রক্তের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে মানুষকে জীবিত রাখে, আমার দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, রূহ বা

---

১৭. প্রফেসর ডঃ ফজলে করীম লিখিত কোরআ'ন আওর জাদীদ সায়েন্স, পৃঃ ২০৭-২০৮।

১৮. পূর্বের বক্তব্যের উপর লিখকের পর্যালোচনা।

১৯. একথা লিখতে গিয়ে লিখক হয়ত ভুলে গেছে যে, সেতো ডারউইনের উন্নত দর্শনের প্রতিনিধি আদম (আ:) এর মাটির শরীরে রূহ ফুঁকে দেয়ার আক্বীদা (বিশ্বাস) উন্নত দর্শনের সম্পূর্ণ বিরোধী।

www.Quraneralo.com

Content

অক্সিজেন একই জিনিসের ভিন্ন নাম মাত্র, আর যদি তাই না হয় তাহলে রূহের মধ্যে অক্সিজেনের উপাদান অবশ্যই আছে।[২০]

'কোরআন আওর জাদীদ সায়েন্স'-এর সম্মানিত লেখক কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী লম্বা আলোচনায় একথা বর্ণনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই যে, যদি রূহের হাকীকত তাই হয় যা উল্লিখিত লাইনসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে

وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا.

অর্থ : এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।

(সূরা বানী ইসরাঈল-৮৫)

কেন বলা হলো যে, রূহের উল্লিখিত ব্যাখ্যা তো এতো সাধারণ ও সহজ যে মেট্রিক লেভেলের কোনো ছাত্রও তা অতি সহজে বুঝে নিবে?

৬. 'কোরআন আওর জাদীদ সায়েন্সের' লেখক স্বীয় গ্রন্থে রাসূল ﷺ-এর জীবনের দু'টি ঘটনা উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে একটি ঘটনা মি'রাজ সম্পর্কিত, মি'রাজ থেকে ফিরার পর মক্কার মুশরিকরা রাসূল ﷺ কে পরীক্ষা করার জন্য বাইতুল মাকদেস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল তখন তিনি বাইতুল মাকদেসসংক্রান্ত সমস্ত কথা বলতে লাগলেন যেন ঐ মুহূর্তে তিনি তা দেখেছিলেন।

দ্বিতীয় বিষয়টি খন্দকের যুদ্ধ সম্পর্কে, খন্দক খনন করার সময় যখন সাহাবা কেরামগণ কষ্ট অনুভব করছিলেন তখন রাসূল ﷺ বিসমিল্লাহ পাঠ করে কংকরের ওপর আঘাত করে বললেন : আল্লাহু আকবার! আমাকে সিরিয়ার চাবি দেয়া হয়েছে, আল্লাহর কসম আমি এই মুহূর্তে ওখানকার লাল প্রসাদসমূহ দেখছি, দ্বিতীয় বার আঘাত করে বললেন : আমাকে পারস্য দিয়ে দেয়া হয়েছে, আমি মাদায়েনের সাদা প্রসাদ দেখছি, তৃতীয় বার আঘাত করে বললেন : আল্লাহু আকবার! আমাকে ইয়ামেনের চাবি দিয়ে দেয়া হয়েছে, আল্লাহর কসম! আমি এখান থেকে সানআর সিংহ দ্বার দেখতে পাচ্ছি।

২০. প্রফেসর ডঃ ফজলে করীম লিখিত কোরআ'ন আওর জাদীদ সাইন্স, পৃঃ ১১৩-১১৫।

www.Quraneralo.com

Content

উল্লিখিত ঘটনাবলি রাসূল ﷺ-এর মু'জিজার (অলৌকিক শক্তির) অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু 'কোরআন আওর জাদীদ সায়েন্সের' লেখক এই ঘটনাবলি সম্পর্কে বলেছেন : ইসলাম প্রথম মাযহাব যা প্রথম টেলিভিশনের ধারণা দিয়েছে, এছিল উন্মুক্ত চোখের টেলিভিশন কোনো যান্ত্রিক সংযোগ ব্যতীত যেখানে না কোনো প্রচার স্টেশন ছিল, না কোনো দেখানোর যন্ত্র ছিল। এই দৃশ্যপট ঐ মূলনীতি থেকে কি কোনোভাবে ভিন্ন, যার ওপর টেলিভিশনের মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে।[২১]

লিখক বলে দিলেন যে, রাসূল ﷺ-এর এই দেখা, সায়েন্সের ঐ সমস্ত মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত যার ওপর টেলিভিশনের মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু সেটা কোনো সায়েন্সী নীতি? তা স্পষ্ট করার কষ্ট তিনি স্বীকার করেন নাই।

মূলত সম্মানিত লেখক শব্দের উলট-পালট করে মু'জিযা অস্বীকার করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন, অন্যথায় বিষয়টি একেবারেই স্পষ্ট যে, রাসূল ﷺ-এর এই দেখা মু'জিযা ছিল। যেখানে কোনো দুরবিন বা এমন যন্ত্রের ব্যবহার ছিল না যেখানে কোনো বিজ্ঞানের মূলনীতির প্রয়োগ করা যায়, অথচ টেলিভিশনের সমস্ত ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং হেতু নির্ভর, আবার এর জন্য বিজ্ঞানের নীতিমালাও ব্যবহার হচ্ছে, এই উভয়ের মধ্যে সমাঞ্জস্যতার সামান্যতম কোনো সম্পর্ক চোখে পড়ে না, আমার জানা নেই যে, সম্মানিত লেখক কোন ভিত্তির ওপর এতবড় দাবি করলেন যে, রাসূল ﷺ-এর এই দেখা টেলিভিশনের আবিষ্কারের একই নীতি?

৭. ফেরেশ্‌তা এবং জ্বিন জাতি আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টি, গায়েবের প্রতি ঈমান আনয়নকারীর জন্য এটা তো, পেরেশানীমূলক কোনো প্রশ্নেরই সৃষ্টি করে না, অবশ্য বিজ্ঞানী এবং বুদ্ধিজিবীদের জন্য ফেরেশ্‌তা এবং জ্বিন জাতি এবং ফেরেশ্‌তাগণের অস্তিত্ব সর্বদাই একটি সমাধানহীন বিষয় ছিল, কোরআন আওর জাদীদ সায়েন্সের লেখকও অসংখ্য ভুল বুলি আওড়ানোর পর বলছেন : "জ্বিন এবং ফেরেশতাগণের ব্যাপারে জানার জন্য আমাদেরকে বিজ্ঞান এবং টেকনোলজির আরো উন্নতির জন্য অপেক্ষা করতে হবে।"[২২]

---

[২১] প্রফেসর ড: ফজলে করীম লিখিত কোরআ'ন আওর জাদীদ সাইন্স, পৃঃ ২০১-২০২।
[২২] প্রফেসর ড: ফজলে করীম লিখিত কোরআ'ন আওর জাদীদ সাইন্স, পৃঃ ৩৩৪৫-৩৩৬।

www.Quraneralo.com

Content

এই কথার পরিষ্কার উদ্দেশ্য হলো ফেরেশ্তা এবং জ্বিন জাতির হাকীকত সম্পর্কে বুঝার জন্য কোরআন মাজীদের আয়াতসমূহ যথেষ্ট নয়, বিজ্ঞানের ফতোয়া পাওয়া জরুরি, আর যতক্ষণ বিজ্ঞান এই বিষয়ে ফতোয়া দেয়ার যোগ্যতা লাভ না করবে ততক্ষণ স্বীয় দ্বীন এবং ঈমান শূন্য হয়ে বসে থাকুন!

যখন কোরআন মাজীদকে বিজ্ঞানের গ্রন্থ হিসেবে চিন্তা করে পাঠ করা হবে এবং তার আয়াতসমূহকে বিজ্ঞানের সূত্রের আলোকে ব্যাখ্যা করা হবে তখন তার ফল হবে পথভ্রষ্টতা।

অহীর জ্ঞান থেকে দূরে থেকে বিজ্ঞানের জ্ঞান নিয়ে গবেষণা করা মুমিন ব্যক্তির জন্য এই দিক থেকেও পথ ভ্রষ্টতার কারণ হবে যে মুমিন ব্যক্তির জীবনের অধিকাংশ বিষয় গায়েবের প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত, অথচ বিজ্ঞানের জ্ঞানের সবকিছুই হেতু নির্ভর, যার ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, সায়েন্সের জ্ঞান অন্বেষণকারী তার বাস্তব জীবনে সর্বদা সাগরে হাবুডুবু খাবে, আর যিনি হেতুর ঘটক তার ব্যাপারে অন্যমনস্ক থাকবে। সুনামী হলে বিজ্ঞানের জ্ঞান বলে এলার্ম সিস্টেমে ঠিক থাকত তাহলে এই বিপর্যয় হতো না। রোগ বিস্তার করলে বিজ্ঞানের জ্ঞান বলে অমুক ভাইরাস বিস্তার লাভ করেছে তাই এই রোগ দেখা দিয়েছে, যদি তা না হতো তাহলে এই রোগ বিস্তার লাভ করত না। ভূমিকম্প হলে বিজ্ঞানের জ্ঞান মানুষকে পরিপূর্ণভাবে ঐদিকে দৃষ্টি ফেরায় যে, ইমারত নির্মাণের ভুলনীতি অবলম্বনের কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল, যদি ইমারত নির্মাণের সঠিক নীতি অবলম্বন করা হতো তাহলে এই দুর্ঘটনা ঘটত না।

যেন বিজ্ঞানের জ্ঞানের দিক থেকে দুর্ঘটনার মূল কারণ মানুষের ভুল সিদ্ধান্ত বা ভুল পথ অবলম্বন করা, আর তার সমাধান হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতিকে উন্নত করা এবং সঠিক পথ অবলম্বন করা। অথচ অহীর জ্ঞান এমন পরিস্থিতিতে আমাদেরকে আল্লাহর ঐ বিধানের প্রতি আহ্বান করে :

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

অর্থ : বড় শাস্তির আগে আমি অবশ্যই তাদেরকে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে। (সূরা সাজদা : আয়াত-২১)

www.Quraneralo.com

অহীর জ্ঞানের আলোকে বিপদাপদ, দুঃখ-কষ্টের মূল কারণ আল্লাহ্ তাআলার অবাধ্যতা আর তার সমাধান হলো আল্লাহর পথে ফিরে আসা।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক বিপদাপদেরই কোনো না কোনো কারণ থাকে, কিন্তু সমস্ত কারণসমূহ আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশের মুখাপেক্ষী, তাই ওহীর জ্ঞান মানুষকে হেতুর আগে হেতুর যিনি ঘটক তার প্রতি প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেয়, অথচ বিজ্ঞানের জ্ঞান মানুষকে হেতুর ঘটক থেকে অন্যমনস্ক হয়ে হেতুর সাগরে হাবুডুবু খাওয়ায়, যার ফলে পরকালতো বরবাদ হয়েই এমন কি পৃথিবীতেও মানুষের আরাম ও শান্তি জুটে না।

মূলকথা হলো এই যে, আমাদের সন্তানদেরকে বিজ্ঞানের শিক্ষা অবশ্যই দিতে হবে, আমরা তার বিরোধী নই, কিন্তু পিতামাতার জন্য জরুরি হলো এই যে, বিজ্ঞানের জ্ঞান শিখানোর আগে বা কমপক্ষে তার সাথে সাথে নিজের সন্তানদেরকে কোরআন হাদীসের শিক্ষা অবশ্যই দিবে, যেন ওহীর জ্ঞানের প্রতি তাদের ঈমান এতটা গভীর হয় যে, পৃথিবীর অন্য কোনো জ্ঞান তাদের ঈমানকে টালমাটাল করতে না পারে, আর তারা মৃত্যুর সময় স্বীয় রবের সাথে কৃত ঐ অঙ্গীকারের ওপর সুদৃঢ় থাকে।

رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ.

অর্থ : হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা সে বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি, যা তুমি অবতীর্ণ করেছ, আমরা রাসূলের অনুগত হয়েছি। অতএব, আমাদেরকে মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও।

(সূরা আলে-ইমরান : আয়াত-৫৩)

কোরআন মাজীদ থেকে দূরে থাকার কিছু কারণ

মানুষের হিদায়াতেরর জন্য কোরআন মাজীদই একমাত্র উপায়, আর এখন থেকে দূরে রাখার জন্য মানুষের চিরশত্রু অসংখ্য বাধা দাঁড় করে রেখেছে এবং এই জন্য সে অত্যন্ত সুন্দর এবং আকর্ষণীয় দলিলও প্রস্তুত করে রেখেছে।

যদিও এ ধরনের কারণে তো অসংখ্য, আবার এটাও হতে পারে যে, সামগ্রিক কারণ ব্যতীত ও প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য কিছু বিশেষ কারণও রয়েছে, এখানে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ চিহ্নিত করব, কোনো

www.Quraneralo.com

Content

কোনো সময় মানুষ রোগাক্রান্ত হয়েও নিজে নিজেকে রোগীবলে মনে করে না, তবে রোগের অনুভূতি তখন হয় যখন বুঝে যে এই রোগের কোন চিকিৎসা নেই, কোরআন মাজীদ থেকে দূরে থাকার কারণসমূহ চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যও তাই, যদি কেউ তার অজান্তে এই সমস্ত রোগে আক্রান্ত থাকে বা এর মধ্য থেকে কোনো একটি রোগে আক্রান্ত থাকে তাহলে সে যেন ঐ রোগের চিকিৎসাহীন হওয়ার আগেই সে বিষয়ে মনোযোগী হতে পারে। আমার দৃষ্টিতে কোরআন মাজীদ থেকে দূরে থাকার বড় কারণসমূহ নিম্নরূপ :

১. কোরআনের মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞতা : যদি বলা যায় যে, আল্লাহ্ মানবজাতিকে যত নিয়ামত দিয়েছেন এর মধ্যে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো কোরআন মাজীদ, তাহলে এটা মোটেও কোনো অতিরঞ্জন হবে না। বাস্তবতা এই যে, ইহকাল এবং পরকালের সমস্ত বরকত এবং কল্যাণসমূহকে একত্রিত করে আল্লাহ্ তাআলা কোরআন মাজীদ আকারে তা আমাদের নিকট অবতীর্ণ করেছেন।

কোরআন মাজীদ তার তেলাওয়াতকারীদের জন্য শান্তি, রহমত, হিদায়াত, আরোগ্যের কারণ। জীবন ও মরণের ফেতনা থেকে সংরক্ষণকারী, আসমানী এবং যমিনী মুসিবত থেকে রক্ষাকারী, মানবজীবনের এমন কি প্রয়োজন এবং সমস্যা আছে যে বিষয়ে উপযুক্ত সমাধান কোরআন মাজিদে পেশ করা হয় নাই? কোনো রোগ এমন আছে যার চিকিৎসা দেয়া হয় নাই? কোনো প্রশ্ন এমন আছে যার উত্তর দেয়া হয় নাই? এই পৃথিবীর পর বারজাখের জীবনে কোরআন মাজীদ ঈমানদারগণের জন্য রহমত এবং মুক্তির কারণ হবে। বারজাখের পর পরকালেও কোরআন মাজীদ ঈমানদারগণের জন্য সুপারিশ, মর্যাদা বৃদ্ধি, সম্মান এবং গৌরবের কারণ হবে। মানুষ তার সর্বশেষ গন্তব্যে পৌঁছা পর্যন্ত কোরআন মাজীদের যতটা মুখাপেক্ষী অন্য কোনো কিছুর ততটা মুখাপেক্ষী নয়।

কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হল মুসলিমদের একটি বিরাট অংশই কোরআন মাজীদের মর্যাদা সম্পর্কে অনবগত। সাধারণ মানুষের মনে কোরআন মাজীদ সম্পর্কে শুধু এতটুকু ধারণা আছে যে, এটা আমাদের পবিত্র গ্রন্থ। তাকে স্পর্শ করার আগে ওযূ করা, তাকে ধরেই চুম্বন করা, চোখে লাগানো

www.Quraneralo.com

Content

জরুরি, রেশমের সুন্দর জুজদানে সুন্দর করে সাজিয়ে উঁচু স্থানে রাখা জরুরি। বিয়ে শাদীর ক্ষেত্রে বর কনেকে উপহার হিসেবে দেয়া, ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বর কনেকে তার ছায়া দিয়ে অতিক্রম করানো, যুদ্ধ-বিগ্রহের ক্ষেত্রে কসম এবং সাক্ষীর বিষয় হিসেবে ব্যবহার করা, জ্বিন দূর করার জন্য কোরআনের সূরাসমূহের ওপর আমল করা, আরোগ্য লাভের জন্য তা তাবীজ হিসেবে ব্যবহার করা, প্রয়োজনের সময় তা থেকে বরকত কামনা, ইসালে সওয়াবের জন্য কোরআনখানি ইত্যাদিই মূল উদ্দেশ্য, যার জন্য কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিল।

আল্লাহ্ তাআলা মানুষের বিবেকে এই বিষয়টি দিয়ে দিয়েছেন যে যার উপকার এবং কল্যাণ সম্পর্কে সে অবগত তা লাভের জন্য মানুষ মরিয়া হয়ে উঠে। একজন অশিক্ষিত সাধারণ শ্রমিকও জানে যে, ভালো কাজ তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের গ্যারান্টি, তাই সে হাড় কাঁপানো শীতের রাতেও উঠে এসে তার জমিতে কাজ করে, গরমে রোদেও প্রখরতাকে উপেক্ষা করে কষ্ট স্বীকার করে কাজ করে, এমনিভাবে ব্যবসায়ী জানে যে, ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত ফায়দা তার কত উপকারী, তার জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ, তাই সে প্রতিদিন একাধারে ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা তার ব্যবসার কাজে লিপ্ত থাকে, একজন ছাত্র জানে যে, ইঞ্জিনিয়ার ও ডাক্তারের ডিগ্রির কী মূল্য, তাই প্রত্যেক বুদ্ধিমান ছাত্র ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য চেষ্টা করে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে পিতামাতা না থাকায় বা অন্য কোনো দুর্বলতা থাকায় বুদ্ধিমান ছাত্ররা কষ্ট করে পরিশ্রম করে ডিগ্রি অর্জন করার জন্য রাত দিনকে একাকার করে দেয়। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র স্ব স্ব কাজে নিজের সফলতা লাভের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেয়। যেহেতু ঐ কর্ম থেকে উপার্জিত পারিশ্রমিক সম্পর্কে সে পরিপূর্ণরূপে অবগত আছে। কোরআন মাজীদ থেকে আমাদের গাফলতি এবং বেপরোয়া নীতির একটি মূল কারণ হলো এই যে, আমরা তার তেলাওয়াত, মুখস্থ, শিক্ষার উপকার এবং কল্যাণ সম্পর্কে অবগত নই। কোরআন মাজীদ থেকে আমাদের উপকার ঐ ব্যক্তির মতো যে হিরা এবং জাওহারের অন্বেষণে সমগ্র পৃথিবীর মাটি যাচাই বাছাই করে চলছে অথচ তার ঘরেই হিরা এবং জাওহারের ধনভাণ্ডার পড়ে আছে।

www.Quraneralo.com

হায় আমরা যদি জানতে পারতাম যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে কোরআন মাজীদ দিয়ে আমাদের প্রতি কত বড় অনুগ্রহ করেছেন, হায় আমরা যদি জানতে পারতাম যে, কোরআন মাজীদ থেকে গাফেল হয়ে আমরা কত বড় যুলুম করছি, যারা তাদের চোখ থেকে আজ গাফলতির পর্দা না সরাবে নিঃসন্দেহে সে কিয়ামতের দিন আফসোস করে মাথা উঠিয়ে বলবে :

سُبۡحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِیۡنَ

অর্থ : আমরা আমাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, নিশ্চিতই আমরা সীমালঙ্ঘনকারী ছিলাম। (সূরা কালাম-২৯)

২. পিতামাতার অমনোযোগিতা : জন্মের সময় সন্তানের স্মরণশক্তি একটি সাদা কাগজের ন্যায় থাকে, পিতামাতা সেখানে যে চিত্র অংকন করে দেয়, তার কথা জীবন ব্যাপী সন্তানের ব্রেনে তা থাকবে। বলা হয়ে থাকে

اَلْعِلْمُ فِي الصِّغَرِ كَالنَّقْشِ فِي الْحَجَرِ.

অর্থ : শৈশবে জ্ঞান অর্জন পাথরে চিত্র অঙ্কনের ন্যায়।

রাসূল ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক শিশু ইসলামের ওপর জন্মগ্রহণ করে আর তার পিতামাতা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান এবং অগ্নিপূজক বানায়। (বোখারী)

তাই পিতামাতাকে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যখন বাচ্চারা কথাবার্তা বলতে শিখবে তখন সর্বপ্রথম তাদেরকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শিক্ষা দিবে। (ইবনুস সুন্নী)

যখন সন্তান সাত বছর বয়সে উপনীত হবে তখন তাদেরকে নামায আদায়ের নির্দেশ দিবে। (আবু দাউদ)

আর একথা তো স্পষ্ট যে নামায আদায়ের জন্য কোরআন মাজীদের কিছু সূরা মুখস্থ করা জরুরি, যার অর্থ হলো এই যে, সাত বছর বয়স হওয়ার আগেই সন্তানদেরকে কোরআন মাজীদের শিক্ষা দেয়া শুরু করা। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো যে, অধিকাংশ পিতামাতা স্বীয় বাচ্চাদেরকে শিক্ষার সূত্রপাত করে পার্থিব শিক্ষার মাধ্যমে, মান সম্মানের চেয়ে আরো মান সম্পন্ন খুঁজে, ভালো পোশাক, ভালো খাওয়া দাওয়া, ভালো বাসস্থান প্রস্তুত করে, সন্তানদের জন্য সর্ব প্রকার আরাম ও আয়েশের কথা চিন্তা

www.Quraneralo.com

Content

করে, পয়সা পানির মতো করে খরচ করে। নিজে সর্ব প্রকার কষ্ট এবং পরিশ্রম স্বীকার করে যাতে করে সন্তান ভালো থেকে ভালো শিক্ষা হাসিল করে কোনো উঁচু পদ লাভ করতে পারে এবং সুখ ও শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারে। কিন্তু কোরআনের শিক্ষার জন্য পিতামাতা বিশেষ কোনো চিন্তাই করে না, কোরআনের শিক্ষার জন্য পয়সা খরচ করাও কষ্টকর মনে হয়, আর তার জন্য কোনো কষ্ট স্বীকার করাতো মানাই যায় না। আর এভাবে অধিকাংশ পিতামাতা নিজের সন্তানদেরকে ইসলামী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

চিন্তা করুন এটা কি একটি গ্রহণযোগ্য বাস্তবতা নয় যে, আল কোরআনের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত সন্তানদের কিছু সংখ্যক ব্যতীত বাকিরা শুধু পিতা-মাতার সেবক বা তাদের হক আদায়ে দুর্বল হয়, এটাই নয় বরং কখনো কখনো লাঞ্ছনা এবং অবমাননারও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যে সন্তান এই পৃথিবীতে লাঞ্ছনা এবং অবমাননার কারণ হবে সে পরকালে তার পিতা-মাতার কোনো কাজে আসবে কি? অথচ আল কোরআনের শিক্ষায় শিক্ষিতরা শুধু পৃথিবীতেই তাদের পিতামাতার সেবক এবং তাদের হক আদায়ে অভ্যস্ত হয় না বরং পরকালেও তাদের পিতামাতার জন্য সাদকা জারিয়া হবে। তাই পিতামাতাকে গভীরভাবে ভাবতে হবে যে, নিজেদের সন্তানদেরকে কোরআন মাজীদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রেখে তারা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, এটা শুধু নিজেদের প্রতিই যুলুম নয় বরং সন্তানদের প্রতিও যুলুম। এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

قُلْ إِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

অর্থ : বলুন কিয়ামতের দিন তারাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যারা নিজেদের এবং পরিবারবর্গের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা যুমার : আয়াত-১৫)

আল্লাহ্ তাআলা ঈমানদারদেরকে স্বীয় দয়া এবং অনুগ্রহের মাধ্যমে এ ধরনের ক্ষতিগ্রস্ততা থেকে রক্ষা করুন আমীন।

৩. ফেতনার মূল টেলিভিশন : এমনিই তো প্রতিদিন নতুন নতুন ফেতনা সৃষ্টি হচ্ছে, যা মুসলিমদেরকে এই পবিত্র গ্রন্থ থেকে দ্রুত দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু টেলিভিশন এই সমস্ত ফেতনার তুলনায় বড় ফেতনা। টেলিভিশন আবিষ্কারের আগে সাধারণত মুসলিম পরিবারসমূহের অভ্যাস

www.Quraneralo.com

Content

ছিল এই যে, পিতামাতা ফজরের নামাযের সময় উঠত এবং ফজরের নামায আদায় করার পর কোরআন তেলাওয়াত করত, বাচ্চাদেরকে নামাযের জন্য উঠাত, নামায আদায় করানোর পর তাদেরকে মহল্লার কোনো কোনো বাসায় বা মসজিদে কোরআন শিক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিত, এরপর স্কুলের সময়ে স্কুলে যেত, ঘরের লোকেরা তাদের প্রতিদিনের রুটিনের কাজ শেষ করার পর সন্ধ্যার পর খাবারদাবার শেষ করে মাগরিবের পর পিতামাতা স্বীয় সন্তানদেরকে নবী জীবনী, সাহাবাগণের চরিত্র শুনাত। ছোট ছোট সূরাসমূহ এবং দু'আ দুরূদ ইত্যাদি মুখস্থ করাত। এশার নামাযের পরপরই বাচ্চাদেরকে শুইয়ে দেয়া হতো এবং পিতামাতাও শুয়ে যেত। কোনো প্রয়োজন ব্যতীত এশার নামাযের পর জাগ্রত থাকা পরিকল্পনাও করা যেত না, এই ধারাবাহিকতায় বাচ্চারা মেট্রিক পাস করতে করতে কোরআন মাজীদ নাজরানা (দেখে দেখে) পড়ে একবার খতম দিতে পারত। ৩০তম পারার কিছু ছোট ছোট সূরা মুখস্থ করে নিতে পারত, ইসলাম সম্পর্কে কিছু না কিছু শিক্ষা স্কুল থেকে পেয়ে যেত, আর কিছু শিখতে পারত বাড়িতে পিতামাতার কাছ থেকে। এভাবে প্রত্যেক সন্তান ইসলামের মূল আক্বীদা, বিভিন্ন মাসয়ালা-মাসায়েল এবং বিধি-বিধান সম্পর্কে জেনে নিতে পারত। কর্মজীবনে ব্যক্তিগত অধ্যয়ন সন্তানদের দ্বীনী শিক্ষায় আরো সংযোজন হওয়ার কারণ হতো।

টেলিভিশন মানুষের মেজাজ, কর্ম, অভ্যাস, আচরণ, রুচি, সম্মানবোধকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। সকাল বেলা চোখ খোলামাত্রই দিনের শুরু হয় টেলিভিশনের প্রোগ্রাম সূচি দেখা এবং শুনার মাধ্যমে। তবে যাদের প্রতি আল্লাহ্ রহম করেছেন তারা ব্যতীত। বাচ্চারা স্কুলে যাওয়ার সময় তাদের এক চোখ থাকে টেলিভিশনের ওপর আর অপর চোখ থাকে তার প্রস্তুতির উপর। স্কুলেও বাচ্চাদের বেশিরভাগ সময় কাটে টেলিভিশনের নাটক, সিনেমা, খেলাধুলা, আরো বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা করে। স্কুল বা অফিস থেকে ফিরে কিছুক্ষণ আরাম করার পর পরিবারের সকলে এক সাথে টেলিভিশনের সামনে নিজ নিজ পছন্দের অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, আর এই ধারাবাহিকতা রাতে শোয়া পর্যন্ত চলতে থাকে। আর বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য কয়েক দিন আগে থেকেই পরিবারের সকল সদস্য বেশ আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করতে থাকে। জীবন যাপনের

www.Quraneralo.com

Content

এই পদ্ধতি মানুষকে কোরআন মাজীদের শিক্ষা তো বটেই এমন কি আল্লাহর হক এবং মানুষের হক আদায় করা থেকেও বঞ্চিত করে রেখেছে। টেলিভিশন শুধু মানুষের পরকালই নয় বরং পার্থিব দিক থেকেও ক্ষতির কারণ বলে প্রমাণিত হয়েছে, মনোবিজ্ঞানীদের মতে টেলিভিশন দেখার কারণে ক্ষতির যে প্রভাব বিস্তার হয় তা নিম্নরূপ :

১. দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা ৬৪%

২. বাচ্চাদের লেখাপড়ায় অমনোযোগিতা ৬৩%

৩. সাধারণ পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত ৬৩%

৪. শারীরিক দুর্বলতা ৪৬%

৫. শরীরিক ব্যায়াম থেকে বঞ্চিত ৪৪%

নিউজল্যান্ডভিত্তিক শিশুবিষয়ক এক সংস্থা 'ডিইউনুডিন রিচার্স ইউনিট' এর সহকারী ডাইরেক্টর বাব বনকোকেস ৩০ বছর পর্যন্ত এক হাজারের অধিক শিশুর জীবন যাপনের ওপর পরীক্ষা চালায়, যার ফলাফল ছিল নিম্নরূপ :

যে বাচ্চা প্রতিদিন একঘণ্টার অধিক টেলিভিশন দেখে সে লেখাপড়া করতে পারে না, যে বাচ্চা একঘণ্টা থেকে কম সময় টেলিভিশন দেখে সে লেখাপড়া করতে পারে, আর যে বাচ্চা মাঝেমধ্যে টেলিভিশন দেখে শুধু সেই বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলে এসে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারে।[২৩]

ধর্মীয় দিক থেকে একটি ফেতনা ঘরে প্রবেশ করলে এর সাথে চুপে চুপে আরো কত ফেতনা আমাদের ঘরে প্রবেশ করে তার প্রতিও একটু দৃষ্টি দেয়া যাক।

১. ছবির ফেতনা : ছবি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কঠিন হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন : কিয়ামতের দিন বেদনাদায়ক শাস্তি হবে তার যে ছবি উঠায়। (বোখারী ও মুসলিম)

অপর এক হাদীসে যে ব্যক্তি ছবি উঠায় তার প্রতি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অভিসম্পাত করেছেন। (বোখারী)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে হয়তো এত কঠিন শাস্তির কথা মানুষ অনুভব করতে পারত না, কিন্তু বর্তমানেতো পরিপূর্ণভাবেই বুঝা যাচ্ছে, যে পর্দায়

---

[২৩] উর্দূ নিউজ, জিদ্দা, ২২ জুলাই ২০০৫।

www.Quraneralo.com

Content

আগত কোনো নারী বা পুরুষের ভেসে উঠা চলমান রঙিন ছবি মানুষকে এত আকর্ষণ করছে যে, তা উপভোগকারীকে স্বাভাবিকভাবেই এত জাদুময় করে রাখে যে, প্রত্যেক দর্শক ঐরকম হওয়া পছন্দ করে যেমন নায়ক নায়িকাকে পর্দায় দেখা যাচ্ছে। এই কথাও জেনে রাখুন যে, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম শিরকের সূত্রপাত ছবিকে কেন্দ্র করেই হয়েছে।[২৪]

উল্লেখ্য, কোনো কোনো ব্যক্তি পর্দায় বা স্ক্রিনে ভেসে উঠা ছবিকে সহজভাবে নিয়ে তাকে বৈধ মনে করে থাকে, যা মূলত সরাসরি ধোঁকা। কেননা ক্যামেরায় ধারণকৃত ছবি হাতে অংকিত ছবির ন্যায়ই সংরক্ষিত থাকে, তাই ইসলামের দৃষ্টিতে হাতে অংকিত ছবি এবং ক্যামেরায় ধারণকৃত ছবি উভয়ের বিধান একই।

২. গাইর মাহরাম (যাদের সাথে বিয়ে বৈধ) তাদেরকে দেখা : ইসলামের দৃষ্টিতে গাইর মাহরাম (যাদের সাথে বিয়ে বৈধ) সে সমস্ত নারী এবং পুরুষকে দেখা চোখের ব্যভিচার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। (বোখারী ও মুসলিম)

টেলিভিশনের সামনে বসে নারী-পুরুষগণ যতক্ষণ তা দেখতে থাকে ততক্ষণ তারা এই পাপে লিপ্ত থাকছে।[২৫]

---

[২৪] বোখারী, কিতাবুত তাফসীর, আয়াত : লাতাজারুন্না ওদ্দাও ওলা সূয়াআ ওলা ইয়াগুসা।

[২৫] ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে আজ কোথাও কোথাও "ইসলামী টেলিভিশন" চালু করার কথা খুব চাতুরতার সাথে চিন্তা ভাবনা চলছে, আচ্ছা ধরুন ইসলামী টেলিভিশনে কোন নারী আসল না, শুধু পুরুষরাই আসবে, তবুও প্রশ্ন থেকে যায় যে, ঐ পুরুষকে কি গাইর মাহরাম (যাদের সাথে বিয়ে বৈধ) ঐ সমস্ত নারীরা দেখবে না? না ইসলামী টেলিভিশন থেকে এই সাধারণ হাদীসটি রহিত হয়ে যাবে যেখানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গাইর মাহরামদেরকে দেখা চোখের ব্যভিচার বলেছেন? আধুনিক টেকনলোজির মাধ্যমে অন্যায় এবং অশ্লীলতা বিস্তারের প্রতিবাদে আধুনিক টেকনলোজির মাধ্যমে দ্বীন এবং সওয়াবের কাজ বিস্তার করার যুক্তিতো বাস্তবেই মনঃপূত। কিন্তু তার স্বপক্ষে কোরআ'ন ও হাদীসে কোন দলীল আছে কি? নূহ عليه السلام-এর যুগে যে ভাল কাজটির একেবারেই কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া ব্যতীত ছবির মাধ্যমে শুরু হয়েছিল সেটাই আস্তে আস্তে বড় কবীরা গুনাহ অর্থাৎ শিরকে গিয়ে পৌছে ছিল। আর এই উদাহরণ তা আমাদের চোখের সামনে যে কোন মুসলিম দেশে প্রথমে টেলিভিশনের সম্প্রচার শুরু হয় এইভাবে যে সেখানে কোন নারীরা আসে নাই এবং কোন নারীর কণ্ঠও ছিল না, কিন্তু বর্তমানে অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, পশ্চিমা ধাঁচের ফিল্ম, নাটক অত্যন্ত নিকৃষ্টভাবে সম্প্রচার করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে কোরআ'ন মাজীদ আমাদেরকে একটি মূলনীতি শিক্ষা দিয়েছে যে, اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ অর্থ : "মন্দের জওয়াবে তাই বলুন যা উত্তম। (সূরা মুমেনুন-৯৬)

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে : وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

www.Quraneralo.com

৩. গান বাজনা : গানবাজনা আল্লাহর আযাবের কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন গান-বাদ্যযন্ত্র, গান-বাজনাকারী নারী বিস্তার লাভ করবে তখন ভূমিধ্বস, পাথর বৃষ্টি, আকৃতি পরিবর্তন ইত্যাদি আযাব আসবে। (ত্বাবারানী)

যারা টেলিভিশন দেখে তাদের অধিকাংশ সময় কেটে যায় ঐ পাপে লিপ্ত থাকার মধ্যদিয়ে।

৪. ফ্যাশন পূজা : টেলিভিশন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী লোকেরা নিজেদেরকে সৌন্দর্যময় করে তোলার জন্য নিত্যনতুন ফ্যাশনকে বেছে নেয়, আর সাথে সাথে ঐ বেসভূষাকে দর্শকরাও বেছে নেয়ার জন্য চেষ্টা করে, আর এই সংস্কৃতি ইসলামী সংস্কৃতিকে ধূলিসাৎ করে অসংস্কৃতি বিস্তার লাভ করে, টেলিভিশন আসার আগে কোনো নারীর বিনাপর্দায় ঘর থেকে বের হওয়া দূষণীয় বলে গণ্য হতো, আর টেলিভিশন আসার পর প্রথমে পর্দা খতম হলো, এরপর মাথা থেকে চাদর সরে গেল, এরপর উড়না দূর হলো এরপর শর্ট কামিসের প্রচলন। আবার রয়েছে ফ্যাশন পূজার জন্য বিউটিপার্লার, হেয়ার ড্রেসার, পলিক্লিনিক ইত্যাদি। এখন পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় গড়ে উঠেছে। অথচ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিছু কিছু নারী পোশাক পরিধান করেও উলঙ্গ থাকবে, পুরুষদেরকে নিজের অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করবে, নিজে পর পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হবে এ ধরনের নারী জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। (মুসলিম)

৫. বে-হায়াপনা : বালেগ এবং নাবালেগ সন্তান তাদের তিমাতার সাথে বসে টেলিভিশনে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা উপভোগ করা, প্রেম, ভালোবাসার ওপর ভিত্তিকৃত নাটক, সিনেমা দেখা, যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকরী গান শ্রবণ, নারী-পুরুষের অর্ধালুঙ্গপনা, চরিত্র নষ্টকারী দৃশ্যাবলি দেখা, বাচ্চাদের মধ্যে বিদ্যমান স্বাভাবিক লজ্জা শরমকে শেষ করে দেয়। টেলিভিশন চালু হওয়ার আগে শুধু মেয়েরাই কেন বরং ছেলেরাও বিয়ে শাদীর ক্ষেত্রে পিতামাতার বিরোধিতা করার সাহস করত না। কিন্তু

অর্থ : "যারা মন্দের বিপরীতে ভালো করে তাদের জন্য রয়েছে পরকালের ঘর। (সূরা রা'দ-২২) কোথাও কি এরকম নির্দেশ আছে যে, অন্যায়কে অন্যায়ের মাধ্যমে প্রতিরোধ কর?

www.Quraneralo.com

Content

টেলিভিশন আসার পর মেয়েরাও নির্দ্বিধায় পিতামাতার সামনে সরাসরি বলে ফেলে যে, আমি ওমুকের সাথে নয় অমুকের সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হব। আর কখনো যদি পিতামাতা তাদের সন্তানদের ভুল সিদ্ধান্তে অমত হয় তাহলে ছেলেমেয়েরা তার পছন্দের ব্যক্তির সাথে পলায়ন করতে এবং কোর্টে গিয়ে বিয়ে করাকে মোটেও তারা দূষণীয় মনে করে না।

এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, যখন প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ে পিতামাতার সাথে বসে বিনা দ্বিধায় নাটক সিনেমা দেখে শিক্ষা হাসিল করে তখন তাদের বিবাহের ক্ষেত্রে তাদের ইচ্ছা পূরণে বাধা দেয়ার ক্ষমতা কে দেখাবে?

টেলিভিশনের পরে ডিস, ভিডিও, ইন্টারনেট, ইত্যাদি আমাদের সমাজকে যেভাবে বেহায়াপনা এবং অশ্লীলতার অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করছে তার অনুমান নিচের সংবাদসমূহ থেকে অনুভব করুন :

রাওলাপিন্ডির একটি ইন্টারনেট ক্যাফেতে গোপন ক্যামেরার মাধ্যমে অশ্লীল সাইট দেখার সময় কিছু যুবক যুগলের সিডি তৈরি করা হয়েছে, যা চার পাঁচ হাজার রূপীর বিনিময়ে বাজারজাত করা হয়েছে, যখন সংশ্লিষ্ট যুবক যুগলের পরিবার তাদের সম্পর্কে জানতে পারল তখন এই ঘটনায় জড়িত তিন মেয়ে আত্মহত্যা করে, অপর জনকে তার পিতা হত্যা করেছে।[২৬]

এরপর মোবাইলের ফেতনা : এই ফেতনার ফলে মানুষের মাঝে যতটুকু লজ্জা শরম ছিল তাও শেষ করে দিয়েছে। মোবাইল না থাকতে যুবক ছেলেমেয়েরা অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করতে অনেক বাধার সম্মুখীন হতো, সার্বিক সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও টেলিফোন কল ঘরের অন্য কোনো সদস্য শুনে নিলে গোপন রহস্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা সর্বদা মাথায় থাকত। এরপর পিতামাতার শাসন সন্তানদেরকে সর্বদা ভয়ে ভিত করে রাখত, মোবাইল এই সমস্ত বাধা দূর করে দিয়েছে। পিতামাতা কিছুই জানতে পারে না, ঘরের ভিতরে এমন বেদনাদায়ক ঘটনা জন্ম নিচ্ছে, আর পিতামাতা মাথায় হাত রাখছে। এভাবে বেহায়া সংস্কৃতি জন্ম নিচ্ছে আর কে তা করছে? ফেতনার মূল টেলিভিশন!

---

২৬. হাফতা রোযা সহিফা আহলে হাদীস, করাচী, ১২ মার্চ, ২০০৫ইং।

www.Quraneralo.com

Content

৬. অপরাধ বিস্তৃতি : যুবক যুবতীরা টেলিভিশনে মারামারি, হত্যা, লুণ্ঠন, চুরী, ডাকাতি, গুম, মদ, ব্যভিচার, জুয়া, ধোঁকা ইত্যাদির ওপর প্রচারিত সিনেমা দেখে নিজেরা সেগুলোর অভিনয় করতে শুরু করে, আবার কিছু কিছু শিক্ষিত এবং উঁচু পদের অধিকারী লোকদের সন্তানরা এ ধরনের অপরাধে লিপ্ত হওয়াও ঐ পছন্দনীয় অভিনয়ের ফল মাত্র।

৭. সময়ের অপচয় : একটি সরাসরি উপহার হিসেবে টেলিভিশনের প্রতি মুগ্ধ ব্যক্তিরা প্রতিদিন মোটামুটি চার ঘণ্টা টেলিভিশন দেখে থাকে, একজন সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের অভ্যাসকে সামনে রেখে যদি ২৪ ঘণ্টাকে ভাগ করা যায় তাহলে এই ফলাফল দাঁড়ায়।

টেলিভিশনে-	৪ ঘণ্টা।
ঘুম-	৬ ঘণ্টা
পেশাগত কাজ-	১০ ঘণ্টা
অন্যান্য কর্মকাণ্ড-	৪ ঘণ্টা

অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মধ্যে সন্তানদের শিক্ষা দিক্ষা, ওষুধ, চিকিৎসা, বাজার খরচ, বন্ধু-বান্দবদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ, আত্মীয়স্বজনদের সুখে-দুঃখে অংশগ্রহণ ইত্যাদি।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৪ ঘণ্টা টেলিভিশন দেখা ব্যক্তি যদি ৬০ বছর বেঁচে থাকে তাহলে সে ৬০ বছরে মধ্যে পূর্ণ ১০ বছর টেলিভিশন দেখে অতিক্রম করেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন যতক্ষণ পর্যন্ত একজন ব্যক্তি তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের হিসেব না দিবে ততক্ষণ সে এক পা নড়াতে পারবে না। (তিরমিযী)

একাধারে ৯ বা ১০ বছরের পাপের হিসাব আমরা কিভাবে দিব? আর টেলিভিশন আমাদেরকে একথা চিন্তা করার সুযোগই বা কখন দিচ্ছে? সময়েল মূল্যায়ন আমাদের নিকট তখনই হবে যখন কোনো ব্যক্তি পৃথিবী সমান সোনা রূপা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার বিনিময়ে একটু সময় চাইবে যে সময়ের মধ্যে সে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলার সুযোগ পাবে, কিন্তু তাকে সেই সুযোগও দেয়া হবে না। (হাদীসের ভাবার্থ)।

৮. বান্দার হক আদায়ে দুর্বলতা : টেলিভিশনের নেশা আমাদেরকে এত বেহুশ করে রেখেছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজের বন্দনায় বন্দী

www.Quraneralo.com

করে রেখেছে, ঘরের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে এক ভিন্ন পৃথিবীতে অতিবাহিত করছে যেখান থেকে বের হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ঘরে বিদ্যমান দাদা-দাদি, বা নানা নানি, বা অন্য কোনো ব্যক্তি আমাদের টেলিভিশন দেখাকে খারাপ মনে করে না, ঘরে আসা যাওয়াকারী মেহমানদের চাই আপ্যায়ন হোক বা না হোক, আমাদের আশপাশে প্রতিবেশী মারা যায়, বা জন্মগ্রহণ করে? আমাদের দূরবর্তী কোন আত্মীয় কোনো প্রকার সাহায্য সহযোগিতার মুখাপেক্ষী নয়তো? কোনো গরিব বা মিসকিন তার কোনো অসুস্থ বাচ্চা ঔষধের জন্য কাতর হয়ে নেইতো? টেলিভিশনের নেশা আমাদেরকে এতটুকু হুঁশ কোথায় দিচ্ছে যে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করব?

৯. আল্লাহর হক আদায়ের ব্যাপারে দুর্বলতা : উপরে দেয়া সংক্ষিপ্ত হিসাবটির ওপর একটু চিন্তা করুন যে, ঘরে টেলিভিশন আছে ঐ ঘরের অন্যান্য কার্যবলির জন্য চার ঘণ্টার মধ্যে নামায, রোযা, কোরআন তেলাওয়াতের জন্য কতটুকু সময় পাওয়া যাবে? আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দিক থেকেও কোরআন মাজীদ এবং টেলিভিশন দু'টি ব্যতিক্রমী বিষয়, যেই ঘরে কোরআন মাজীদ শিখার ব্যবস্থা থাকে সেই ঘরে কোনোভাবেই টেলিভিশন থাকার সুযোগ নেই। আর যেই ঘরে টেলিভিশন দেখা যাবে সেই ঘরে কোরআন শিখার পরিবেশ থাকবে না। আমার মতে টেলিভিশন কোরআন মাজীদ থেকে দূরে রাখার সবচেয়ে বড় বাধা। ঐ এক ফেতনা ঘরে আসার সাথে সাথে আরও অসংখ্য ছোট বড় ফেতনা ঘরে চলে আসে যে ব্যাপারে মানুষ অনুভবও করতে পারে না। চারিত্রিক দিক থেকে টেলিভিশনের নেশা হিরোইনের নেশা থেকে কয়েক গুণ বেশি ভয়ানক এবং ক্যান্সারের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি ক্ষতিকর রোগ, যা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে নতুন প্রজন্মকে নষ্ট করার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছতে চলছে। কেউ কি চিন্তা করার মতো আছে।

১০. কঠিন গ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত করার ভ্রান্ত ধারণা : কোরআন মাজীদ সম্পর্কে কিছু কিছু লোক এই ভ্রান্তিতে আছে যে, এটা একটি কঠিন গ্রন্থ, এটা পড়া এবং বুঝা সবার কাজ নয়, শুধু আলেমগণই এই গ্রন্থ পড়তে এবং বুঝতে পারবে, এই ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত লোকেরা হয় কোরআন

www.Quraneralo.com

মাজীদে মোটেও দৃষ্টি দেয় না আর না হয় শুধু তেলাওয়াত করা পর্যন্তই তাদের শেষ সীমা। কোরআন মাজীদ একটি কঠিন গ্রন্থ এই চিন্তা ঐ ব্যক্তি তো রাখতেই পারে যে, কখনো কোরআন মাজীদ পড়ার বা বুঝার জন্য চেষ্টা করে না, কিন্তু বাস্তবতা হলো এই যে, মানুষের হিদায়াতের জন্য কোরআন মাজীদের চেয়ে অধিক সহজ এবং সর্বজনের জন্য উপযোগী আর কোনো কিতাব নেই। মক্কার কাফেরদের যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সন্দেহ ছিল তা হলো তাওহীদ, রিসালাত পরকালে বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়ে, যা কোরআন মাজীদে বারবার বিভিন্নভাবে দূর করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। এই সন্দেহসমূহ দূর করার ক্ষেত্রে কোরআন মাজীদ কোথাও দর্শন বা তর্কের আশ্রয় নেয় নাই, বরং অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সরল ভাষায় বিভিন্ন স্থানে বুঝানোর জন্য চেষ্টা করেছে।

তাওহীদ সম্পর্কে বুঝানোর জন্য প্রতিনিয়ত মানুষের সামনে দৃশ্যমান বিষয়সমূহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন : মানব সৃষ্টি, আকাশ এবং পৃথিবী সৃষ্টি, রাত-দিন, নদী-নালা, চাঁদ-সূর্যের উদয় এবং অস্ত, মৌসুম পরিবর্তন, নদীপথে চলার সময় নৌযান তুফানে পতিত হওয়া এরপর ওখন থেকে রক্ষা পাওয়া, এতদ্ব্যতীত প্রতিদিন ব্যবহার্য বিষয়সমূহ নিয়ে চিন্তা করার জন্যও আহ্বান করা হয়েছে যে, চিন্তা কর এবং বল যে এগুলোকে কে সৃষ্টি করেছে? যেমন : পানি, দুধ, মধু, ফল, সবুজ, খনিজ সম্পদ, আবাদী জমি, চতুষ্পদ জন্তু ইত্যাদি সম্পর্কে চিন্তা করুন। পৃথিবীতে কোনো ব্যক্তি অজ্ঞতার এমন পর্যায়েও থাকতে পারে যে, কখনো আকাশ ও পৃথিবী দেখে নাই বা বাতাসে উড়ে বেড়ানো পাখি দেখে নাই, বা গরু-ছাগল, উট দেখে নাই, বা দুধ, মধু সম্পর্কে অবগত নয়। বাস্তবতা হলো এই যে, কোরআন মাজীদ প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করে নিন, কোথাও আপনি এমন একটি আয়াত পাবেন না যেখানে মানুষের হিদায়াতের কথা আলোচনা করা হয়েছে অথচ তা সর্বসাধারণের বুঝতে কষ্টকর।

কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় মক্কার কাফেররা অসংখ্য প্রশ্ন করেছে কিন্তু এ কথা কখনো বলে নাই যে, আমাদের বুঝার উপযোগী নয় বা এটাতো শুধু আমাদের মধ্যে শিক্ষিত লোকেরাই বুঝতে পারে।

www.Quraneralo.com

Content

কোরআন মাজীদ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন :

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ.

অর্থ : আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? (সূরা কামার : আয়াত-১৭)

মূলত কোরআন মাজীদ একটি কঠিন গ্রন্থ এই প্রচারণা কেবলমাত্র খানকার পূজারীরা করে চলছে, যাদের ধর্মীয় শিক্ষা সম্পূর্ণ কোরআন বিরোধী।

বুযুর্গগণ মৃত্যুর পর কবরে জীবিত থাকেন তাদের এই বিশ্বাস, তারা আরো বিশ্বাস করে যে তারা তাদের পূজারীদের আহ্বান শ্রবণ করে, তারা এই বিশ্বাসও রাখে যে বুযুর্গরা তাদেরকে ফয়েজ দিয়ে থাকে, তাদের মনের মাকসুদ পূর্ণ করে থাকে, বিপদাপদে তাদেরকে সাহায্য করে থাকে, আল্লাহর নিকট সুপারিশ করা এবং স্বীয় মুরীদদেরকে ক্ষমা করাতে পারবে। অসুস্থদের সুস্থতা লাভের জন্য তাদের মাজারের আরোগ্যদাতা মাটি হাসিল করা, মাজারে সূতা বাঁধা, তাদের নামে নযর নেয়ায পেশ করা, বাতি দেয়া, ফুল যুক্ত চাঁদর দেয়া, কবরে চুমু দেয়া, কবরের সামনে নত হওয়া এবং সেজদা করা, কবর ধৌত করা, আর তাদের ইসালে সওয়াবের জন্য উৎসব করা, ওরস করা। মেলা পার্বণকে গুরুত্ব দেয়া, পুরুষদের জন্য আরবি 'কুল' শব্দ দিয়ে শুরু ঐ সমস্ত সূরার চিত্র অঙ্কন করা, কোরআন খানি করা, আবদুল কাদের জিলানীর নাম বলে বাধন দেয়া এই সমস্ত কাজ এমন যে, কোরআন সুন্নাহের সাথে তার দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই। তাই খানকার খাদিমরা কোরআন মাজীদ একটি কঠিন গ্রন্থ বলে লোকদেরকে তার শিক্ষা থেকে দূরে রাখতে চায়, খানকার খাদিমরা ভাল করে জানে যে, কোরআন মাজীদের শিক্ষা যদি ব্যাপকতা লাভ করে আর খানকা থেকে দ্বীন বাহিরে চলে যায় তাহলে তাদের খানকাসংক্রান্ত সমস্ত ব্যবসা গুটিয়ে যাবে।

পরিশেষে আমরা এটাও স্পষ্ট করা জরুরি মনে করছি যে, কোরআন মাজীদের কোনো কোনো অংশ বাস্তবেই ব্যাখ্যার দাবি রাখে কিন্তু কোন গ্রন্থের কোন অংশ কঠিন বলে সেই গ্রন্থে একেবারেই দৃষ্টি দেয়া যাবে না তা কি যুক্তিসংঙ্গত কথা? যদি কোনো ছাত্র ফিজিক্স বা কেমেষ্ট্রির কোনো ফর্মূলা বুঝতে না পারে তাহলে কি তার ফিজিক্স বা কেমেষ্ট্রি পড়া বাদ

www.Quraneralo.com

Content

দিয়ে দেয়া ঠিক হবে? না এই ফর্মূলাটি কোনো ভালো শিক্ষকের কাছ থেকে বুঝে নিতে হবে? প্রত্যেক জাগ্রত জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি এই উত্তর দিবে যে, তার উচিত হবে কোনো ভালো শিক্ষকের কাছ থেকে তা বুঝে নেয়া, এমনিভাবে কোরআন মাজীদের কোনো একটি আয়াত বা বিধান বুঝতে না পারলে তা কোনো দ্বীনী আলেমের কাছ থেকে বুঝে নেয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

শুধু কঠিন গ্রন্থ এই বাহানা দিয়ে আজীবন তাতে দৃষ্টি না দেয়া, বা তা তেলাওয়াত করার জন্য বা বুঝার জন্য চেষ্টা না করা, এটা একান্তই শয়তানী চক্রান্ত, যদি কোনো ব্যক্তি এই ভ্রান্তিতে পতিত থাকে, তাহলে তার উচিত দ্রুত এই ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হওয়া এবং আল্লাহর নিকট হিদায়াত লাভের জন্য দু'আ করা। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তার জন্য হিদায়াতের রাস্তা সহজ করে দিবেন।

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

অর্থ : "তোমাদের পালনকর্তা বলেন : তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দিব"। (সূরা মুমিন : আয়াত-১৬০)

১১. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা (পাকিস্তানের) : ইংরেজরা আমাদের জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি করেছিল তার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, উপমহাদেশের মুসলিমরা যদি কাফের নাও হয় তবে কমপক্ষে তারা যেন মুসলিমও না থাকতে পারে, ইংরেজরা তাদের এই উদ্দেশ্যে শতভাগ সফল হয়েছে, আফসোস! ইংরেজরা যাওয়ার পর ঐ শিক্ষাব্যবস্থা ঐরকমই রয়ে গেছে, পাঠ্যপুস্তক চাই ইতিহাস সংক্রান্ত হোক আর মেডিকেল সায়েন্স সংক্রান্ত হোক, রাজনৈতিক হোক আর ভূমি বা খাদ্যনীতি হোক, বিজ্ঞানসংক্রান্ত হোক আর দর্শনসংক্রান্ত, তার কোথাও আল্লাহর নির্দেশ, তাঁর ক্ষমতা, তাঁর হিকমত, এই ধরনের কোনো শব্দ না আগে ছিল আর না এখন আছে। যার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, আগে যেমন এই শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে বে-দ্বীন এবং আল্লাহ্ বিমুখ ব্যক্তি গড়ে উঠেছে আজও তাই হচ্ছে। পাকিস্তান হওয়ার পর যেই পরিবর্তন এসেছে, তাহল এই যে, যে ছাত্র নিজে আরবী ভাষা পড়তে আগ্রহী হবে তার জন্য এই সুযোগ করে দেয়া হয়েছে যে সে তা শিখতে পারবে, কিন্তু কোরআন মাজীদ পড়তে এবং বুঝতে আরবি

www.Quraneralo.com

Content

ভাষাকে অপরিহার্য করে সিলেবাসে তা অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা কখনো অনুভব করে নাই।

ইসলামিয়াতকে অপরিহার্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বটে কিন্তু তার সিলেবাস এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, তা পড়ার পর একজন ছাত্র বাহ্যিকভাবে তো মুসলিম হয়ে যায় কিন্তু এর চেয়ে অগ্রসর হয়ে আল্লাহ্ এবং রাসূলের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে কোরআন মাজীদকে বাস্তব জীবনে বাস্তবায়ন করার আক্বীদা (বিশ্বাস) সুদৃঢ় হবে এ ধরনের সিলেবাস প্রস্তুত করার জন্য আমাদের ইসলাম প্রিয় সরকার কখনো প্রস্তুত ছিল না।

বর্তমান সরকার সম্পর্কে (পাকিস্তান) একমত যে সে ইসলামকে সমগ্র বিশ্বে লাঞ্ছিত এবং অপমানিত করেছে, ইসলামের শত্রুতার সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছে, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ রূপে সেক্যুলার বানানোর জন্য নির্দেশ দিচ্ছে, ইসলামী কৃষ্টি কালচারকে পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস করার জন্য পরিকল্পনা করছে, ইসলামী বিধি-বিধানকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে বিন্দু পরিমাণে দ্বিধা করছে না, এ সব কথা একেবারেই সত্য কিন্তু চিন্তার বিষয় হলো এই যে, আমাদের সরকার কি আকাশ থেকে হঠাৎ অবতীর্ণ হয়েছে? না পৃথিবী থেকে হঠাৎ উৎপন্ন হয়েছে? আমাদের সরকার যা কিছু বলছে এবং যা কিছু করছে তাতো তারই প্রতিফল, যা সে রাষ্ট্রের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা পেয়েছে, আজ যদি আমরা সরকারকে খারাপ চোখে দেখি তাহলে এই খারাপের কারণ হবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যার ব্যাপারে হাকীমুল উম্মাত বলেছিল :

মাদ্রাসার পরিচালকরা তোমার (ইসলামের) গলায় ফাঁসি দিয়ে দিয়েছে অতএব, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র আওয়াজ কোথা থেকে আসবে।

তাই আমরা যদি আমাদের জাতিকে কোরআন শিখানোর প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করতে চাই তাহলে তার প্রাথমিক স্তর হলো আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন না আসবে ততক্ষণ তার কুপ্রভাব নিয়মতান্ত্রিকভাবে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়বে।

১২. বয়ঃবৃদ্ধির অজুহাত : কিছু লোক অল্প বয়সে যে কোনো কারণে কোরআন মাজীদের শিক্ষা হাসিল করতে পারে না কিন্তু পরবর্তীতে যখন

www.Quraneralo.com

সে তার এই দুর্বলতা অনুভব করতে পারে তখন সে শুধু বয়োঃবৃদ্ধতাকে কোর'আন মাজীদ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা বলে মনে করে। এটা ইতিবাচক চিন্তা নয়, বয়সের যে পর্যায়ে আল্লাহ্ মানুষকে হিদায়াত দিবে ঐ পর্যায়েই সে কোরআন শিখতে শুরু করবে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোরআন মাজীদ তেলওয়াতে পারদর্শী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন সে ফেরেশ্তাগণের সাথে থাকবে আর যে ব্যক্তি থেমে থেমে আস্তে আস্তে কোরআন তেলাওয়াত করে সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। (মুসলিম)

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয। (ত্বাবারানী)

এই হাদীসে ইসলামী জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে বয়সের কোনো সীমা নির্ধারণ করা হয় নাই, সাহাবাগণ বিভিন্ন বয়সে ঈমান এনেছেন এবং যে বয়সেই ঈমান আনতেন তখনই তারা কোরআন শিখার কাজে লেগে যেত, এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ ততক্ষণ পযন্ত বান্দার তাওবা কবুল করবেন যতক্ষণ না তার গরগরা শুরু হয়। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)

এই হাদীসেও এ বিষয়ে উৎসাহিত করা হয়েছে যে, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যখনই কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ্ হিদায়াত দিবেন তখনই সে কোরআন শিখা শুরু করবে এবং এক্ষেত্রে মোটেও কোনো সংকোচবোধ করবে না। বলা হয়ে থাকে যে, দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন কর।

তাই কোরআন মাজীদের জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে মানুষকে কোনো প্রকার সংকোচবোধ করা ঠিক নয়, চাই সে মানুষ বৃদ্ধ বয়সের লোকই হোক না কেন, নিয়তের পরিশুদ্ধিতার কারণে আল্লাহ্ মানুষের অতীত জীবনের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: যে, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি যে ৯৯ জন লোককে হত্যা করেছিল, সে তাওবা করার ব্যাপারে একজন দরবেশকে জিজ্ঞেস করেছিল উত্তরে সে বলল : তোমার তাওবা কবুল হবে না, ঐ ব্যক্তি তখন দরবেশকেও হত্যা করল, এরপর সে একজন আলেমকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল তখন ঐ আলেম বলল : হ্যাঁ তোমার তাওবা কবুল হতে পারে, তবে একটি শর্ত সাপেক্ষে, আর তা হলো এই যে, তুমি পাপী লোকদের এলাকা ছেড়ে সৎ লোকদের এলাকায় হিজরত করবে, হিজরত

www.Quraneralo.com

Content

করার সময় রাস্তায়ই সে মৃত্যুবরণ করল, রহমত এবং আযাব উভয় দলের ফেরেশ্‌তাগণ তার রূহ কবজ করার ব্যাপারে ঝগড়া শুরু করল। তখন আল্লাহ্‌ তাআলা ফেরেশ্‌তাগণকে নির্দেশ দিলেন যে, উভয় অঞ্চলের মাঝের দূরত্ব দেখ, যদি সৎ লোকদের অঞ্চল নিকটবর্তী হয় তাহলে তার রূহ রহমতের ফেরেশ্‌তারা কবজ করবে, আর যদি খারাপ লোকদের অঞ্চল নিকটবর্তী হয় তাহলে তার রূহ জাহান্নামের ফেরেশতারা কবজ করবে, সাথে সাথে আল্লাহ্‌ সৎ লোকদের অঞ্চলকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি তার নিকটবর্তী হয়ে যাও, আর খারাপ লোকদের অঞ্চলকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি দূরে সরে যাও, ফেরেশ্‌তারা উভয় অঞ্চলের মাঝের দূরত্ব দেখল এবং সৎ লোকদের অঞ্চলকে নিকটবর্তী পেল। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেন : তখন তাকে ক্ষমা করে দেয়া হলো। (বোখারী ও মুসলিম)

বৃদ্ধ বয়সে খালেস নিয়তে কোরআন তথা ইসলাম শিখার প্রস্তুতি নেয়াতেই যদি অতীত জীবনের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা হয়ে যায় তাহলে এর চেয়ে বড় পাওনা আর কি হতে পারে?

১৩. পাঞ্জে সূরা এবং অন্যান্য অজিফার গ্রন্থসমূহ : প্রত্যেক ব্যক্তি অল্প সময়ে অল্প পরিশ্রমে অধিক ফায়দা পেতে চায়। আর এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের দেশে পাঞ্জে সূরা এবং বিভিন্ন দুরূদ সম্বলিত গ্রন্থের বাজার বেশ সরগরম আছে। লোকেরা এই ধরনের গ্রন্থ এমনভাবে পাঠ করে যেভাবে কোরআন তেলাওয়াত করা উচিত ছিল, আমাদের দৃষ্টিতে এই সমস্ত গ্রন্থের অপরাপর ক্ষতিকর দিকসমূহ :

ক. এ সমস্ত গ্রন্থে ফযিলত সম্পর্কিত যে সমস্ত সূরা, আয়াতসমূহ এবং অন্যান্য দুরূদ ও ওজিফাসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে সেই ফযিলত সম্পর্কিত অধিকাংশ হাদীসই দুর্বল বা জাল, আর দুর্বল এবং জাল হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ফযিলতপূর্ণ সূরা বা অজিফাকে নিয়মিত আমলে পরিণত করা ঠিক নয়। কেননা কোরআন মাজীদের সূরাসমূহ তেলাওয়াতের সওয়াব তো তার স্বস্থানে অবশ্যই আছে কিন্তু যে ফযিলতের কথা মাথায় নিয়ে সূরাসমূহ তেলাওয়াত করা হয় ঐ ফযিলত থেকে তো পাঠকারী বঞ্চিত হবে, কারণ এটা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

www.Quraneralo.com

খ. পাঞ্জে সূরা এবং এ ধরনের অন্যান্য গ্রন্থ প্রতিদিন নিয়মতান্ত্রিক অজিফা হিসেবে পাঠকারীগণ কোরআন মাজীদে হাত দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না, আর এ ক্ষতি পূর্বে বর্ণিত ক্ষতি থেকে মারাত্মক। কিছু কিছু ধর্মীয় সংগঠন স্ব স্ব লক্ষ্য উদ্দেশ্য অনুযায়ী কিছু কিছু সূরা বাছাই করে তা সিলেবাস হিসেবে গ্রহণ করে থাকে যেন তাদের কর্মীরা ঐ সমস্ত সূরাসমূহ বিশেষভাবে পাঠ করে, যদি এই পঠন প্রতিদিনের কোরআন তেলাওয়াতের বিকল্প না হয় তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু যদি তা প্রতিদিনের কোরআন তেলাওয়াতের বিকল্প হয় তাহলে তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। কোরআন মাজীদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক সুদৃঢ় থাকার দাবি এই যে, তা শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করা এবং বুঝা আর প্রতিদিন কোনো বাধা ব্যতীত তেলাওয়াত করা এবং অন্য কোনো কিছু যেন তার বিকল্প না হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

১৪. কোরআন মাজীদ ধরার জন্য ওযূর শর্ত : কিছু কিছু মানুষ মনে করে যে, বিনা ওযূতে কোরআন মাজীদ স্পর্শ করা নিষেধ। আর যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সর্বদা ওযূ অবস্থায় থাকা সম্ভব নয় বরং অনেক মানুষ বিভিন্ন রোগের কারণে শুধু নামাযের সময়ে ঠিক রাখাও কষ্টকর হয়ে যায়, তাই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ কোরআন তেলাওয়াত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। কোরআন মাজীদ হাত না লাগিয়ে মুখস্ত তেলাওয়াতের ব্যাপারে সমস্ত আলেমগণ একমত যে, বড় নাপাকী থেকে পবিত্র ব্যক্তি বিনা অজুতে মুখস্থ কোরআন তেলাওয়াত করতে পারবে। অবশ্য কোরআন মাজীদ দেখে দেখে তেলাওয়াত করার ব্যাপারে আলেমগণের দু'টি অভিমত রয়েছে :

১মঃ বিনা ওযূতে কোরআন মাজীদ স্পর্শ করা না জায়েয।

২য়ঃ বিনা ওযূতে কোরআন মাজীদ স্পর্শ করা এবং তেলাওয়াত করা জায়েয।

প্রথম অভিমতের পক্ষে দলিল হলো সূরা ওয়াকেয়ার এই আয়াতটি-

لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ-

অর্থ : যারা পূত-পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না।

(সূরা ওয়াকেয়া : আয়াত-১৭৯)

এই আয়াত ব্যতীত আর কোনো আয়াত বা স্পষ্ট হাদীস নেই যেখানে কোরআন মাজীদ বিনা ওযূতে স্পর্শ করা নিষেধ। আর সূরা ওয়াকেয়ার এই আয়াতটির সাথে সম্পর্কিত তার পূর্ববর্তী দু'টি আয়াত :

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ- فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ-

অর্থ : নিশ্চয় এটা সম্মানিত কোরআন, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে।

(সূরা ওয়াকেয়া : আয়াত-১৭৭ ও ৭৮)

উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় শাইখুল হাদীস মাওলানা মোহাম্মদ আবদুহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : অধিকাংশ মোফাসসিরীনগণের মতে

لَا يَمَسُّهُ এর 'هٗ' সর্বনামটির ইঙ্গিত লাওহ মাহফুজ, অর্থাৎ লাওহে মাহফুজে সেই স্পর্শ করতে পারে যে পবিত্র অর্থাৎ, ফেরেশ্‌তাগণ। কেউ কেউ এই সর্বনামটিকে কোরআনের ব্যাপারেও ব্যবহার করেছেন আর এর মাধ্যমে তারা দলিল দিয়েছেন যে, বিনা ওযূতে কোরআন মাজীদকে স্পর্শ করা জায়েয নয়। তবে এই দলিলটি শুদ্ধ নয়। বরং বিনা ওযূতে কোরআন মাজীদ স্পর্শ করা জায়েয।[২৭]

আহসানুল বায়ানের মুফাসসির হাফেজ সালাউদ্দীন ইউসুফ এই আয়াত সম্পর্কে নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা পেশ করেছেন :

لَا يَمَسُّهُ এর সর্বনামটির ইঙ্গিত লাউহে মাহফুজ। আর পাক পবিত্র লোক বলতে ফেরেশতাগণ্‌কে বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ এই সর্বনামটির ইঙ্গিত কোরআন কারীমের দিকে করেছেন অর্থাৎ এই কোরআনকে ফেরেশ্‌তাগণ স্পর্শ করে অর্থাৎ, আকাশে ফেরেশতাগণ ব্যতীত কারোপক্ষে কোরআন মাজীদ স্পর্শ করার ক্ষমতা নেই। এর মাধ্যমে মুশরিদের দাবি খণ্ডন করা হলো যে, যারা বলে কোরআন শয়তান অবতীর্ণ করেছে, আল্লাহ্ বললেন : এটা কিভাবে সম্ভব, কোরআন তো শয়তানের নাগালের বাহিরে, আবার কেউ কেউ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, বিনা ওযূতে কোরআন স্পর্শ করা এবং তেলাওয়াত করা নিষেধ, কিন্তু এই দলিল গ্রহণ করা ঠিক নয়, কেননা এখানে একটি বিষয়ের সংবাদ দেয়া হচ্ছে মাত্র এখানে স্পর্শ করা বা না করার কোনো নির্দেশ দেয়া হয় নাই।[২৮]

---

২৭. আশরাফুল হাওয়াসী-পৃঃ ৬৪০, হাসিয়া নং-১১।

২৮. তাফসীর আহসানুল বায়ান, পৃঃ ৮৩২, হাসিয়া নং-১১ এ সংক্রান্ত বাকী হাসিয়া ৭০২ নং পৃঃ।

www.Quraneralo.com

Content

সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহিঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, যে কথার ধারাবাহিকতায় এই আয়াতটি বর্ণিত হয়েছে, সেখানে তা রেখে যদি দেখা যায় তাহলে একথা বলার মোটেও কোনো সুযোগ নেই যে, এ গ্রন্থ পবিত্র লোকেরা ব্যতীত অন্য কেউ স্পর্শ করবে না, কেননা এখানে তো কাফেররা সম্বোধিত হয়েছে, আর তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, এটা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনে অবতীর্ণ কৃত গ্রন্থ, এ সম্পর্কে তোমাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল যে, এটা শয়তান অবতীর্ণ করেছে নবী ﷺ-এর ওপর। তাহলে এখানে শরীয়তের এই বিধান বর্ণনার কি কারণ থাকতে পারে যে, কোন ব্যক্তি বিনা ওযূতে তা স্পর্শ করবে না? বেশি থেকে বেশি যে কথা বলা যেতে পারে তাই এই যে, যদিও আয়াতটি এই নির্দেশ দেয়ার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় নাই, তবুও কথার তাৎপর্য ঐ দিকে ইঙ্গিত করে যে, যেভাবে আল্লাহর ওখানে এই গ্রন্থকে শুধু পবিত্র লোকেরাই স্পর্শ করতে পারে, এমনিভাবে পৃথিবীতেও কমপক্ষে ঐ সমস্ত লোকেরাই তা স্পর্শ করবে যারা এটাকে আল্লাহর বাণী বলে ঈমান রাখে। তবে অপবিত্র অবস্থায় তা স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকবে।[২৯]

মোটকথা হলো এই যে, কোরআন মাজীদ স্পর্শ করার জন্য ওযূ করার নির্দেশ কোরআন এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়, বাহ্যিক নাপাকী এবং গোসল ফরজ হয় এমন নাপাকী থেকে পবিত্র ব্যক্তি সবসময় বিনা দ্বিধায় কোরআন মাজীদ স্পর্শ করতে পারবে এবং তার তেলাওয়াতও করতে পারবে।

কোরআন মাজীদের কোনো একটি আয়াত বা বিধান অপছন্দ করার শাস্তি : কোরআন মাজীদ আল্লাহর অবতীর্ণকৃত গ্রন্থ, তার প্রতিটি আয়াত এবং প্রতিটি বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট চিত্তে ঈমান রাখা ফরয। আল্লাহর বাণী :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْ
اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا۔

অর্থ : অতএব তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা কখনো বিশ্বাস স্থাপনকারী হতে পারবে না, যে পর্যন্ত তোমাকে তাদের অভ্যন্তরীণ

[২৯] তাফহীমুল কোরআ'ন খঃ ৫, পৃঃ ২১৯, হাসিয়া নং-৩৯।

www.Quraneralo.com

Content

বিরোধের বিচারক না করে, অতপর তুমি যে, বিচার করবে সে ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোন সংকীর্ণ রাখবে না এবং ওটা শান্তভাবে গ্রহণ করে।

(সূরা আন-নিসা : আয়াত-১৬৫)

ঈমান আনার পর কোরআন মাজীদের কোনো আয়াত বা কোনো বিধানকে অপছন্দ করা, বা কোনো আইনকে বা কোনো ফায়সালাকে অপছন্দ করা (চাই সেই অপছন্দ মন থেকে হোক আর মুখ দিয়ে) তা ব্যক্তিকে ইসলামের সীমা থেকে বের করে দেয়, যার দলিল কোরআন মাজীদের এই আয়াত :

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ـ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ـ

অর্থ : যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন। এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করে, সুতরাং আল্লাহ্ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন।

(সূরা মোহাম্মদ : আয়াত-১৮-৯)

কোনো আয়াত বা নির্দেশকে অপছন্দ করার সরাসরি উদাহরণ, যেমন : পর্দার আয়াত বা নির্দেশকে অপছন্দ করা, আরেকটি উদাহরণ হতে পারে এই যে, পর্দাকে খারাপ মনে করে না কিন্তু কাফেরদের দেশে প্রচলিত বে-পর্দাকে পর্দা থেকে উত্তম মনে করে, এ উভয়ের পরিণতি একই।

এখানে একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, কোরআন মাজীদের কোনো একটি আয়াত, কোনো একটি নির্দেশ, কোনো একটি আইন বা কোনো একটি ফায়সালা অপছন্দ করা কোরআন মাজীদের সমস্ত আয়াত, নির্দেশ, আইন বা ফায়সালাকে অপছন্দ করার অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামের বিধানাবলির বিপরীতে অন্য কোনো বিধানাবলিকে ভালো বলে বিবেচনাকারী ব্যক্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শেখ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) নিম্নোক্ত পাঁচটি অবস্থানের কোনো একটি অবস্থান অবলম্বনকারীকে ইসলামের সীমা থেকে বের করে দিয়েছেন।

১. যে ব্যক্তি মনে করে যে, মানব রচিত জীবন বিধান ইসলামী জীবন বিধান থেকে উত্তম বা তার সমমানের বা তার অনুরূপ ফায়সালা গ্রহণ

www.Quraneralo.com

Content

করা বৈধ। সে ইসলামের সীমা থেকে বের হয়ে গেল যদিও সে মনে করে যে ইসলামী বিধান মোতাবেক ফায়সালা করা উত্তম।

২. ঐ ব্যক্তি যে, মনে করে, এই বিংশ শতাব্দীতে এসে ইসলাম অনুযায়ী চলা সম্ভব নয় বা মুসলিমদের ইসলাম অনুযায়ী চলা মুসলিমদের পশ্চাদমুখী হওয়ার কারণ, সেও ইসলামের সীমা থেকে বের হয়ে যাবে।

৩. ঐ ব্যক্তি যে মনে করে যে, দ্বীন ইসলাম বান্দা এবং আল্লাহর মাঝে ধর্মীয় সম্পর্ক পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, এর বাহিরে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই, সেও ইসলামের সীমা থেকে বের হয়ে যাবে।

৪. ঐ ব্যক্তি যে বলে : চোরের হাত কাটা, বিবাহিত ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করা, বর্তমান যুগে প্রযোজ্য নয় সেও ইসলামের সীমা থেকে বের হয়ে যাবে।

৫. ঐ ব্যক্তি যে বলে, পার্থিব বিষয়ে ইসলামী দণ্ডবিধির স্থলে অনৈসলামী আইন অনুযায়ী ফায়সালা করা যায়েয সেও ইসলামের সীমা থেকে বের হয়ে যাবে, যদিও তার আক্বীদা এটা নয় যে, অনৈসলামী আইন ইসলামী আইনের চেয়ে উত্তম।[৩১]

বাস্তবতা হলো এই যে, দ্বীনের বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর, এটা কোনো খেল তামাসার বিষয় নয়, যে নিজের পছন্দ বা অপছন্দ অনুযায়ী যেকোনো বিধান অনুযায়ী আমল করে নিল বা কোনো বিধানকে ত্যাগ করল, বা কোনো বিধানকে উত্তম মনে করল বা কোনোটাকে খারাপ বলে দিল। আল্লাহ্ তাআলা এই নির্দেশ দিয়েছেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর।

(সূরা বাক্বারা : আয়াত-১২০৮)

ইসলামের কিছু অংশ বিশ্বাস করা আর কিছ অংশ অবিশ্বাস করা ইহুদি নাসারাদের কাজ; যার ফলে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হয়েছিল।

---

৩১. শেখ বিন বায লিখিত নাওয়াকেজ ইসলাম।

www.Quraneralo.com

Content

আল্লাহর বাণী :

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَ تَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ

অর্থ : তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দাংশ বিশ্বাস কর ও কিয়দাংশ অবিশ্বাস কর? অতএব, তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের পার্থিব জীবনে দুর্গতি ব্যতীত কিছুই নেই এবং উত্থান দিবসে তারা কঠোর শাস্তির মাঝে নিক্ষিপ্ত হবে। (সূরা বাক্বারা : আয়াত-১৮৫)

ঈমানদারগণের ঐ নিন্দনীয় অপরাধ থেকে বিরত থাকা উচিত, অন্যথায় তাদেরকেও ঐ শাস্তি দেয়া হবে, যা আহলে কিতাব (ইহুদি নাসারাদেরকে) দেয়া হয়েছিল। পৃথিবীতে লাঞ্ছনা অবমাননা পরকালে কঠিন আযাব, এ থেকে কি তোমরা বিরত থাকবে?

কোরআন মাজীদের কোনো একটি আয়াত বা একটি নির্দেশকে ঠাট্টা করার শাস্তি : কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়ও মানুষ কোরআনের আয়াত বা নির্দেশের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তাদের মধ্যে কাফের, মুশরিক, মুনাফিক সবধরনের লোকই শামীল ছিল তার কিছু উদাহরণ দ্রঃ

১. আল্লাহ্ তাআলা যখন কেবলা পরিবর্তনের আয়াত অবতীর্ণ করলেন যে,

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

অর্থ : অতএব তুমি পবিত্রতম মসজিদের দিকে (কা'বার দিকে) তোমার মুখ মণ্ডল ফিরিয়ে নাও। (সূরা বাক্বারা : আয়াত-১১৪৪)

তখন তারা এভাবে ঠাট্টা করছিল, বুঝতে পারছি না যে, মোহাম্মদ এর সঠিক কেবলা কোনটি?

যদি প্রথমটি সঠিক হয় তাহলে তা এখন কেন পরিবর্তন করল, আর যদি পরেরটি সঠিক হয় তাহলে পূর্বেরটি ভুল, আর মোহাম্মদ যদি বাস্তবেই আল্লাহর নবী হয় তাহলে বাইতুল মাকদেসকে বাদ দিয়ে বাইতুল্লাহকে নিজের কেবলা বানাতো না?

www.Quraneralo.com

Content

২. আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য উৎসাহ দিতে গিয়ে আল্লাহ্ তাআলা যখন এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন :

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً

অর্থ : কে সে, যে আল্লাহ্কে উত্তমভাবে ঋণদান করে? অনন্তর তিনি তাকে বহুগুণ বর্ধিত করেন। (সূরা বাক্বারা : আয়াত-১২৪৫)

তখন তারা এইভাবে ঠাট্টা করছিল যে, দেখ দেখ এখন আল্লাহর গরিব হয়ে গেছে, তাই এখন ঋণ চাচ্ছে।

৩. জাহান্নামের প্রহরীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন :

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ.

অর্থ : "এর ওপর নিয়োজিত আছে ১৯ জন ফেরেশ্তা। (সূরা মুদ্দাসসির-৩০)

আবু জাহিল এই আয়াতের সাথে এভাবে ঠাট্টা করেছিল যে, মোহাম্মদের সাহায্যকারীতা মাত্র ১৯ জন, আর আমাদের সংখ্যা এত অধিক যে, ১০ জন, ১০ জন বা ১০০ জন, ১০০ করেও যদি একজন পাহারাদারকে পরাজিত করতে হয় তবুও সমস্যা হবে না। অপর এক কাফের ঠাট্টা করে বলল : তোমরা সবাই মিলে দু'জনকে পরাজিত করবে আর বাকি ১৭ জনের জন্য আমি একাই যথেষ্ট হব।

কাফির মুশরিক এবং মুনাফিকদের এই ধারা আজও বিদ্যমান আছে, দণ্ড বিধির আয়াতের সাথে ঠাট্টা, পর্দার আয়াতের সাথে ঠাট্টা একাধিক বিয়ে সংক্রান্ত আয়াতের সাথে ঠাট্টা, কিয়ামতসংক্রান্ত আয়াতের সাথে ঠাট্টা, সওয়াব এবং শাস্তির আয়াতের সাথে ঠাট্টা, কোরআনের আয়াত ছাড়াও আরো কিছু ইসলামী বিধান যেমন : দাড়ি, ইসলামী পোশাক, বোরকা, মসজিদ, মাদরাসা, নামায ইত্যাদি বিষয় সম্বলিত আয়াতসমূহ সম্পর্কে ঠাট্টা করা এখন একটি বিশেষ শ্রেণির ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। আমাদের এই কথা ভুলা চলবে না যে, কোরআন মাজীদের কোনো আয়াত, কোনো নির্দেশ, কোনো আইন, বা ফায়সালার ব্যাপারে ঠাট্টা করা ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর এ ধরনের অপরাধকারী ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়।

www.Quraneralo.com

যার দলিল কোরআন মাজীদের এই আয়াত-

قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ. لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ.

অর্থ : আপনি বলুন তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? ছলনা কর না, তোমরা যে কাফির হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। (সূরা তাওবা : আয়াত-১৬৫ ও ৬৬)

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَرُسُلِيْ هُزُوًا.

অর্থ : জাহান্নাম এটাই তাদের প্রতিফল, কারণ তারা কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলি ও রাসূলগণকে বিদ্রূপের বিষয়রূপে গ্রহণ করেছে।

(সূরা ক্বাহ্ফ : আয়াত-১১০৬)

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন এ ধরনের লোকদের ঐ রকম শাস্তিই হবে যেমন কাফিরদের হবে অর্থাৎ চিরস্থায়ী জাহান্নাম। অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْئَا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ط اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ.

অর্থ : যখন সে আমার কোনো আয়াত সম্পর্কে অবগত হয়, তখন তাকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করে এদের জন্যই রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

(সূরা জাসিয়া : আয়াত-১৯)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে একজন নাসারা মুসলিম হলো। শিক্ষিত হওয়ার কারণে যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাতেব (ওহীর লিখক) ছিল, সে এক সময় মোরতাদ হয়ে গেল এবং বলতে লাগল যে, মুহাম্মদ ﷺ তো কিছুই জানে না, আমি যা কিছু লিখে দেই, তাই কোরআন হিসেবে লোকদের সামনে পেশ করে। একথা বলে সে শুধু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কেই অবমাননা করে নাই বরং কোরআন মাজীদেরও অবমাননা করল। বলল : যে এ ধরনের কিতাব লেখাতো কোনো বিষয়ই নয়, আমিও লিখতে পারব। এই মোরতাদের এই বেয়াদবী এবং ঠাট্টামূলক বক্তব্যের জন্য আল্লাহ্ তাকে পৃথিবীতে এই শাস্তি দিলেন যে, যখন সে মারা গেল তখন নাসারারা তাকে কবরে দাফন করল কিন্তু পরের দিন তার লাশ কবর থেকে বের হয়ে গেল,

www.Quraneralo.com

নাসারারা মনে করল যে, হয়তো মুসলিমরা প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এ কাজ করেছে। তাকে দ্বিতীয় বার দাফন করল, পরের দিন তার লাশ আবার কবর থেকে বের হয়ে গেল, নাসারারা তাকে তৃতীয় বার দাফন করল কিন্তু পরের দিন তার লাশ আবার কবর থেকে বের হয়ে গেল, তখন নাসারারা তাকে দাফন না করে এভাবেই রেখে দিল।[৩৩]

অতএব, হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর, মুক্ত চিন্তার অতিরিক্ত আগ্রহ যেন আল্লাহর সাথে কোনো বেয়াদবী বা অন্যায় না হয়ে যায় বা আল্লাহর বাণীসমূহ এবং বিধানাবলির সাথে কোনো বিদ্রূপকারীদের সাথে কোনো সম্পর্ক বা বন্ধুত্ব রাখার কারণে এমন না হয় যে, পৃথিবীতে লাঞ্ছনা ও পরকালে আফসোস এবং লজ্জিত হয়ে মুক্ত চিন্তার অধিকারীদের সাথে এই বলে আশ্রুজল ফেলতে না হয় যে :

يٰلَيْتَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ.

অর্থ : হায় আমার এবং তোমার মাঝে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকতো! কত নিকৃষ্ট সহচর সে। (সূরা যুখরুফ : আয়াত-৩৮)

কোরআন মাজীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার শাস্তি : কোরআন মাজীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার একটি অর্থ হতে পারে, তাঁর প্রতি ঈমান না আনা, যার ফলে মানুষ কাফের হয়ে যায়। কিন্তু ঈমান আনার পর কোরআন মাজীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার আরো রাস্তা থাকতে পারে, যেমন : কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত না করা, তদানুযায়ী আমল না করাও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার অন্তর্ভুক্ত। কোরআন মাজীদের বিধানবলি এবং মাসআলাসমূহ বুঝার চেষ্টা না করাও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার অন্তর্ভুক্ত। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কোরআন মাজীদ না শিখা এবং শিখানোর ব্যাপারে গুরুত্ব না দেয়াও মুখ ফিরিয়ে নেয়ার অন্তর্ভুক্ত। আলেমগণ কোরআন মাজীদের মাধ্যমে আরোগ্য লাভের চেষ্টা না করাকেও মুখ ফিরিয়ে নেয়ার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি যে ধরণের মুখ ফিরিয়ে নেবে তার ঐ পর্যায়ের শাস্তি হবে।

---

[৩৩]. বোখারী কিতাবুল মানাকেব, বাব আলামাতুন নাবুয়া ফিল ইসলাম।

Content

আল্লাহর বাণী

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ۙ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ.

অর্থ : "(হে নবী) তুমি যদি ঐ অবস্থা দেখতে যখন ফেরেশ্তাগণ কাফেরদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত হেনে তাদের মৃত্যু ঘটিয়েছে। (আর বলছে) তোমরা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি ও স্বাদ গ্রহণ কর"।

(সূরা আনফাল : আয়াত-১৫০)

রূহ কবজ করার পর তার রূহের জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ

অর্থ : "নিশ্চয় যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং অহংকারবশতঃ তা থেকে ফিরে থাকে, তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না"। (সূরা আ'রাফ : আয়াত-১৪০)

আর তাদের রূহকে আকাশের ওপর থেকে মাটিতে নিক্ষেপ করা হবে।

(আহমদ)

দাফন করার পর তাদেরকে কবরে আগুনের পোশাক পরিধান করানো হবে, আগুনের বিছানা বিছিয়ে দেয়া হবে, ফেরেশ্তা তাদেরকে লোহার গুর্জ দিয়ে আঘাত করতে থাকবে, আবার কিছু কিছু কাফেরদেরকে বিষাক্ত সাপ দংশন করতে থাকবে। (আবু ইয়ালা)

কিয়ামতের দিন যখন কাফেরকে তার কবর থেকে উঠানো হবে তখন তাদের কাউকে কাউকে মুখে ভর করে চালানো হবে। (বোখারী)

কোনো কোনো মানুষকে অন্ধ, মুক এবং বধির করে উঠানো হবে।

আল্লাহ বলেন-

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا.

অর্থ : কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে সমবেত করব মুখে ভর করে চলা অবস্থায় অন্ধ, মূক ও বধির করে। (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৯৭)

www.Quraneralo.com

Content

আবার কাউকে কাউকে ফেরেশতাগণ মাটিতে হেঁচড়িয়ে হাশরের মাঠে উপস্থিত করবে, যাদেরকে উপস্থিত করা হবে মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় তাদেরই স্থান হবে অতি নিকৃষ্ট এবং তারাই সর্বাধিক পথভ্রষ্ট।

(সূরা ফুরকান : আয়াত-১৩৪)

(আয়াতের ভাবার্থ) কিয়ামতের মাঠে হিসেব দেয়া এবং কিতাব লাভ করার পর যারা কোরআন মাজীদের প্রতি ঈমান আনেনি এবং কোরআন মাজীদকে মিথ্যায় প্রতিপন্ন করেছে ও কুফরী করেছে তাদেরকে চিরদিনের জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (সূরা যুমার-৩৯)

এই হলো নিকৃষ্টতম শাস্তি, যারা ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাদেরকে দেয়া হবে। ঈমান আনার পর কোরআনের প্রতি অলসতা প্রকাশ অর্থাৎ তা তেলাওয়াত না করা, তার বিধান অনুযায়ী আমল না করা, নিজের সন্তানদেরকে তা শিক্ষা না দেয়া ও সর্বসাধারণকে শিক্ষা না দেয়ার শাস্তি। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার বিমুখতা অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হবে। যার বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ :

১. পৃথিবীর জীবনে শাস্তি

ক. কষ্টদায়ক জীবন : আল্লাহ্ তাআলার বাণী :

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا

অর্থ : যে ব্যক্তি আমার স্মরণে বিমুখ তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত।

(সূরা ত্বা-হা : আয়াত-১২৪)

কষ্টদায়ক জীবনের উদ্দেশ্য শুধু এই নয় যে, অভাব অনটনের জীবন, বরং এমন জীবন যেখানে মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তা পাবে না, বে-হিসাব ধন-সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও বা উচ্চ পদাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মানুষের জন্য বেঁচে থাকা কষ্টকর হবে, যেমন : এমন রোগে আক্রান্ত হওয়া যেখানে জীবনের কোনো আরাম ও শান্তি থাকবে না বা পিতামাতার অবাধ্য এবং অযোগ্য সন্তান জন্মগ্রহণ করা, ঘরে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়াঝাটি চলতে থাকা, পিতা-মাতা এবং সন্তানদের মাঝে বা ভাই-বোনদের মাঝে সর্বদা ঝগড়া-ঝাটি চলা, এমন মামলা মোকদ্দমায় ফেঁসে যাওয়া যে রাত দিনের আরাম হারাম হয়ে গেল, দান-সম্পদ হাসিলের প্রতি এমন লোভ হয়ে

www.Quraneralo.com

Content

যাওয়া যে, মানুষ তার পরিবার পরিজনের খোঁজ খবর নিতে পারে না, উচ্চ মর্যাদা হাসিলের লোভে পূর্ণ জীবন শেষ করে দেয়া, আবার উচ্চ মর্যাদা হাসিলের পর তা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় থাকা, এ সমস্ত পেরেশানী মূলত কষ্টদায়ক জীবনের বিভিন্ন চিত্র। যার মূল কারণ মানুষের কোরআন মাজীদ থেকে বিমুখ হওয়া।

কোরআন মাজীদ থেকে বিমুখ হওয়ার শাস্তির এই বিধান প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য। চাই সে রাজা হোক আর প্রজা, শিক্ষিত হোক আর অশিক্ষিত, কালো হোক আর সুন্দর, নর হোক আর নারী।

আল্লাহর এই বিধান যেমন ব্যক্তির জন্য এমনিভাবে জাতি, গোষ্ঠীর জন্যও। যে জাতি সঙ্গবদ্ধভাবে কোরআন মাজীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার বিধান অনুযায়ী আমল করবে না, তার জন্যও পৃথিবীতে ঐ শাস্তি হবে, প্রিয় জন্মভূমি (লেখকের) সরকারের ভালো জীবন যাপনের দাবির পরও সেখানে অভাব অনটনের কারণে আত্মহত্যা, দুর্নাম বোমাবাজি, নিষ্পাপ এবং নিরপরাধ লোকদেরকে হত্যা, দিনদুপুরে বাড়িতে ডাকাতি, গুম করে মুক্তিপণ দাবি, গুম করে ব্যভিচার করা, অশ্লীলতা এবং বে-হায়াপনার আড্ডা, অপরাধ বৃদ্ধি, আসমানী মুসিবত, তুফান, ভূমিকম্প, রোগ একদিকে দুর্ভিক্ষ অন্য দিকে অতিবৃষ্টির কারণে ফসল নষ্ট, অরক্ষিত বর্ডারে সর্বদা কাফেরদের ধমক, চক্রান্ত এবং আক্রমণের ভয়, এই সমস্ত বিষয়গুলো কি জাতীয় পর্যায়ে সঙ্কীর্ণময় জীবন যাপন বলে মনে হচ্ছে না? মূলত এই সমস্ত দৃশ্যসমূহ কোরআন মাজীদের প্রতি ঈমান আনার পর তা থেকে বিমুখ হওয়ার শাস্তি।

২. শয়তানের চড়াও হওয়া : কোরআন মাজীদ থেকে বিমুখ হওয়ার কারণে পৃথিবীতে আরেকটি শাস্তি হলো এই যে, আল্লাহ্ এই ধরনের ব্যক্তি বা পুরা জাতির ওপর শয়তানকে চড়াও করে দেন, যা মৃত্যু পর্যন্ত তাকে শুধু ঐ পথভ্রষ্টতার রাস্তায় শুধু অটলই রাখে না বরং ঐ চক্রান্তে তাকে আক্রান্ত করে রাখে যেন সে মনে করে যে আমি যে রাস্তায় চলছি সঠিক রাস্তা।

www.Quraneralo.com

আল্লাহর বাণী :

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ - وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ -

অর্থ : যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, অতঃপর সেই হয় তার সহচর, শয়তানরাই মানুষকে সৎপথ হতে বিরত রাখে অথচ মানুষ মনে করে যে তারা সৎপথে পরিচালিত হচ্ছে। (সূরা যুখরুফ : আয়াত-৩৬-৩৭)

যার ওপর শয়তান চড়াও হবে স্পষ্ট কথা যে, সে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের অবাধ্যতার সমস্ত কার্যক্রমই করবে, কুফর, শিরক, মুনাফিকী, মোরতাদ, বিদ'আত, হত্যা, সুদখোর, মদপান, ব্যভিচার, জুয়া, অত্যাচার, চুরী, ডাকাতি, ধোঁকাবাজি, চক্রান্ত, মিথ্যা, ওয়াদা ভঙ্গ করা ইত্যাদি।

কিন্তু মানুষের ওপর চড়াও হওয়ার পর শয়তানের মূল কাজ সেটাই থাকবে, যার কথা আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, যে, শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্টতার রাস্তায় অনড় করে দেয়, অতঃপর পথভ্রষ্টতার রাস্তাকে এত পছন্দনীয় করে দেয় যে, মানুষ পথভ্রষ্টতাকেই হিদায়াত বলে মনে করে, বাতেলকে হক মনে করে আর হককে বাতেল মনে করে। মিথ্যাকে সত্য আর সত্যকে মিথ্যা মনে করে, ভালোকে মন্দ আর মন্দকে ভালো মনে করতে থাকে, শয়তানের এই চক্রান্তকে আল্লাহ্ অপর এক আয়াতে বর্ণনা করেছেন :

وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

অর্থ : আর শয়তান তাদের কাজকে তাদের চোখের সামনে শোভাময় করে দেখাল। (সূরা আনআ'ম : আয়াত-৪৩)[৩৪]

শয়তান মানুষের ওপর চড়াও হওয়ার কারণেই ফিরআউন নিজেকে হিদায়াত প্রাপ্ত বলে মনে করত আর মূসা আলাইহিস সালাম-কে পথভ্রষ্ট মনে করে এই বলে সম্বোধন করল : আমার মনে হয় তোমাকে জাদু করা হয়েছে।

(সূরা বানী ইসরাঈল : আয়াত-১১০১)

---

[৩৪] আরো দ্রঃ ৮:৪৮, ১৬:৬৩, ২৭:২৪, ২৯:৩৮।

www.Quraneralo.com

আর নিজের ব্যাপারে বলল : হে আমার জাতি! আমি তোমাদেরকে ঐ কথাই বলছি যা আমি তোমাদের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করছি, আর আমি তোমাদেরকে শুধু সওয়াবের কথাই বলছি। (সূরা মুমিন : আয়াত-৪০)

অর্থাৎ শয়তান ফিরআউনকে নবুয়তের পথকে ভ্রান্ত পথ হিসেবে দেখিয়েছে আর কুফরীর পথকে সঠিক পথ হিসেবে দেখিয়েছে। নবী ﷺ-এর যুগে ইহুদি নেতা কা'ব বিন আশরাফ মক্কায় আসল তখন মক্কার কোরাইশরা তাকে জিজ্ঞেস করল তোমাদের নিকট কি আমাদের দ্বীন ভালো লাগে না মুহাম্মদের দ্বীন? আমরা সঠিক পথে আছি না মুহাম্মদ? কা'ব বিন আশরাফ উত্তরে বলল : তোমরা মুহাম্মদ এবং তাঁর সাথীদের থেকে অধিক হিদায়াত প্রাপ্ত এবং উত্তম দ্বীনের ওপর আছ। মূলত এই অনুমান ঐ শয়তান চড়াও হওয়ার বহিঃপ্রকাশ মাত্র যে তাদের নিকট হককে বাতিল এবং বাতিলকে হক হিসেবে দেখাচ্ছে।

আজও কোরআন মাজীদ থেকে বিমুখ হওয়া লোকদেরকে শয়তান ঐ চক্রান্তে ফেলে রেখেছে, তাই তারা পর্দাকে অজ্ঞতা, আর বে-পর্দাকে উন্নতি-অগ্রগতি বলে মনে করে, নারী-পুরুষের সংমিশ্রিত অনুষ্ঠানকে মুক্ত চিন্তা, আর যাদের সাথে বিবাহ বৈধ ঐ ধরনের নারী-পুরুষকে পর্দা রক্ষা করে থাকাকে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি বলে মনে করে, পর্দা প্রথাকে পশ্চাদপদতা আর উলঙ্গপনাকে সভ্যতা বলে মনে করে। ইচ্ছা করে গর্ভপাত করা এবং সমকামিতার মতো ঘৃণিত কাজকে মানবাধিকার বলে মনে করে, আর একাধিক বিয়ের হালাল নিয়মকে পশ্চাদ পদতার নিদর্শন মনে করে, নৃত্য এবং বাজনাকে মনের খোরাক মনে করে, আর লজ্জা শরমকে পশ্চাদপদতা মনে করে। ইসলামী দণ্ড বিধিকে অসভ্যতা আর অশ্লীলতা ও বে-হায়াপনাকে আধুনিকতা বলে মনে করে। জিহাদকে সন্ত্রাস আর সন্ত্রাসকে প্রতিবাদ বলে মনে করে। লাঞ্ছনা আর অবমাননাকে সভ্যতা আর সম্মান ও মর্যাদাকে বোকামি এবং অজ্ঞতা বলে মনে করে। মূলত এই লোকেরাও কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ায় ঐ শাস্তিতে লিপ্ত আছে যেখানে শয়তান প্রত্যেক অন্যায়কে ন্যায় আর ন্যায়কে অন্যায় করে দেখাচ্ছে, এমনকি ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে পৌঁছেও শয়তান স্বীয় ভক্তদেরকে এই আশার বাণী শোনাচ্ছে যে, চিন্তা নেই তোমরা জান্নাতের কলোনিতে পৌঁছে যাচ্ছ।

www.Quraneralo.com

Content

৩. লাঞ্ছনা এবং অবমাননা : কোরআন মাজীদ থেকে বিমুখতার তৃতীয় শাস্তি হলো এই যে, আল্লাহ্ এ ধরনের জাতিকে লাঞ্ছনা এবং অবমাননা মাধ্যমে নিম্ন স্তরে পৌঁছিয়ে দেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এই গ্রন্থের হাদীস (কোরআনের) মাধ্যমে আল্লাহ্ কোনো জাতিকে সুমুন্নত করেন, আবার কোনো জাতিকে লাঞ্ছনা এবং অবমাননা করেন। (মুসলিম)

হাদীসের অর্থ সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে, মুসলিমদের জাতিগত উন্নতি এবং অবনতি কোরআন মাজীদের মাধ্যমে, মুসলিমরা যখন কোরআন মাজীদ অনুযায়ী আমল করে তখন তারা উন্নতি লাভ করে আর যখন তা প্রত্যাখান করে তখন তারা লাঞ্ছিত এবং অবমাননায় পতিত হয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামগণের যুগে কোরআন মাজীদের শিক্ষা এবং শিখানোকে রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায় থেকে গুরুত্ব দেয়া হত, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী হওয়ার জন্য কোরআন মাজীদের হাফেজ বা আলেম হওয়া বড় যোগ্যতা মনে করা হত। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মজলিসে শুরার সকল সদস্য কোরআনের হাফেয অন্যথায় কোরআনের আলেম ছিলেন, যারা রাষ্ট্রের সমস্ত বিষয়সমূহ কোরআনের আলোকে পরিচালনা করতেন, যার ফল এই ছিল যে, পৃথিবীর সর্বত্র মুসলিমদের মর্যাদার সুখ্যাতি ছিল। কায়সার ও কিসরারা তাদের দেশে বসে ভীত সন্ত্রস্ত ছিল।

কোরআন মাজীদ থেকে বিমুখতা আমাদের আজকের নমুনা হলো যে, স্কুলসমূহের সিলেবাসে প্রথম থেকে যতটুকু কোরআনের সূরা সন্নিবেশিত ছিল, তাও সরকার জোর করে সরিয়ে দিয়েছে, তাওহীদে বিশ্বাস, খতমে নবুয়তে বিশ্বাস, জিহাদ, ইসলামী দণ্ডবিধি, একাধিক বিয়ে এবং পারিবারিক নিয়ম সংক্রান্ত কোরআনের আয়াতসমূহের ব্যাপারে সরকার খুবই ভীত সন্ত্রস্ত, কি করে এগুলো দূর করা যায়। শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে সেকুলার বানানোর জন্য আগাখাঁন বোর্ডের মত নাস্তিক সংস্কারসমূহকে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর ক্ষমতাবান করার ষড়যন্ত্র চলছে, যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কোরআন মাজীদের শিক্ষা দেয়া হয় তাদের কর্মকাণ্ডকে সঙ্কীর্ণ করার জন্য কখনো তা বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে আবার কখনো তাদের কার্যক্রমকে সীমিত করার আইন করা হচ্ছে, কখনো তাদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। সরকারের নিয়ন্ত্রনে

www.Quraneralo.com

Content

বিদ্যমান প্রচার মাধ্যমসমূহ অশ্লিলতা, বে-হায়াপনা, বিস্তারের জন্য রাত-দিন চব্বিশ ঘন্টাই সুযোগ আছে কিন্তু কোরআন মাজীদের কিছু আয়াত তেলাওয়াত করার তাদের কোনো সুযোগ নেই। স্কুল এবং কলেজসমূহে সর্বপ্রকার সিলেবাস পড়ানোর শিক্ষক নিয়োগ দিচ্ছে কিন্তু কোরআন মাজীদ শিখানোর শিক্ষক নিয়োগ দিচ্ছে না।

সাধারণ লোকদেরকে কোরআন মাজীদ থেকে বিমুখ করার অবস্থা হলো, ঘর, দোকান, মাঠ, পার্ক, গাড়ি, আনন্দ করার স্থানসমূহ থেকে সর্বদা উঁচু আওয়াজে গান শোনা যাচ্ছে, কিন্তু কোরআন মাজীদ তেলওয়াতের আওয়াজ বিশেষ কিছু স্থান ব্যতীত অন্য কোথা থেকেও শোনা যাচ্ছে না।

খ. বারযাখী জীবনে শাস্তি

কোরআন মাজীদ থেকে বিমুখ হওয়ার শাস্তি শুধু দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এই শাস্তি বারযাখে (কবরের) জীবনেও ভোগতে হবে, যে ব্যক্তি কোরআন মাজীদ থেকে গাফেল ছিল, কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করেনি, সে কবরে মোনকার নাকীরের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না, তখন ফেরেশ্‌তা তাকে ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করবে ”

لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ

অর্থ : তুমি জাননি এবং কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করনি,

এরপর ফেরেশ্‌তা মৃত ব্যক্তিকে লোহার হাতুড়ি দিয়ে প্রহার করতে শুরু করবে আর কিয়ামত পর্যন্ত সে এ শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

(বোখারীতে বর্ণিত হাদীসের মর্মার্থ হাদীস-১২৭৩)

গ. পরকালে শাস্তি

কবরের পর পরকালেও কোরআন মাজীদ থেকে বিমুখ হওয়ার শাস্তি ভোগ করতে হবে, যা কবরের শাস্তির চেয়ে কয়েকগুণ বেশি এবং বেদনাদায়ক হবে।

প্রথম শাস্তি : তাকে কবর থেকে অন্ধ করে পুনরুত্থিত করা হবে

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّ نَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى۔

www.Quraneralo.com

Content

অর্থ : "যে আমার স্মরণে বিমুখ তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়" । (সূরা ত্বা-হা-১২৪)

দ্বিতীয় শাস্তি : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বয়ং তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট অভিযোগ করেছেন।

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا۔

অর্থ : " রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলল : হে আমার প্রতিপালক আমার সম্প্রদায় তো এই কোরআনকে পরিত্যাজ্য বানিয়ে নিয়েছে" । (আল ফুরকান-১২৪)[৩৫]

তৃতীয় শাস্তি : কোরআন মাজীদ স্বয়ং এ ধরনের লোকদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। নবী ﷺ বলেছেন :

اَلْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ حُجَّةٌ عَلَيْكَ.

অর্থ : "কোরআন তোমার পক্ষে আর না হয় তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে" । (মুসলিম-২২৩)

চিন্তা করুন যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং কোরআন মাজীদ আল্লাহর নিকট অভিযোগ করবে তাকে কোন জমিন আশ্রয় দিবে? আর কোন আকাশ তাকে সাহায্য করবে?

চতুর্থ শাস্তি : তাকে জাহান্নামের আযাবে নিমজ্জিত করা হবে। আল্লাহর বাণী

وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔

অর্থ : "যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে বিমুখ হয় তিনি তাকে দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ করাবেন" । (সূরা জ্বিন-১৭)

এ হলো কোরআন মাজীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া বা তার প্রতি অনীহা প্রকাশ করার পার্থিব শাস্তি, তাহলে বারযাখে এবং পরকালে কি হবে ...

---

[৩৫] **উল্লেখ্য :** কোরআ'ন মাজীদকে ত্যাগ করার অর্থ এও যে, কোরআ'ন মাজীদের প্রতি ঈমান না আনা, ঈমান আনার পর তা তেলাওয়াত না করা, তা বুঝার জন্য চেষ্টা না করা, তার নিদের্শনাসমূহ অনুযায়ী আমল না করা, তার নিষেধাজ্ঞাসমূহ থেকে বিরত না থাকা, তা বাদ দিয়ে অন্য কোন গ্রন্থকে অগ্রাধিকার দেয়া, কোরআ'নের আলোকে বিচার ফায়সালা না করা, ও কোরআ'ন মাজীদ শিখা, শিখানো, প্রচার করা ত্যাগ করা। (এ ব্যাপারে আল্লাহ্ই ভাল জানেন)

www.Quraneralo.com

আমাদের একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা, সে অনুযায়ী আমল করার যেমন অসংখ্য ফযিলত এবং মর্যাদা রয়েছে, এমনিভাবে তা থেকে বিমুখ হওয়ার এবং তার প্রতি অনিহা প্রকাশ করারও শাস্তি কঠোর হবে। তাই আমাদের উচিৎ যে, আমরা যদি প্রতিদিন এক পারা বা তার অধিক তেলাওয়াত করার ক্ষমতা না রাখি তাহলে কম পক্ষে এতটুকু তেলাওয়াত প্রতিদিন করা উচিৎ যতটুকু করলে আমরা নিজেদেরকে কোরআন মাজীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম বলে মনে হবে না। চাই তা পাঁচ বা দশ আয়াতই হোক না কেন? যদি আমরা ২৪ ঘণ্টায় এতটুকুও করতে না পারি তাহলে পৃথিবীতে এবং পরকালে আমাদেরকে ঐ শাস্তি থেকে কে রক্ষা করবে? যার কথা কোরআন ও হাদীসে বলা হয়েছে।

আল্লাহর নিকট আমল কবুলের শর্তসমূহ :

১. শিরকী আকীদা থেকে মুক্ত হওয়া,

২. আমল একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য হওয়া,

৩. আমল সুন্নাত মোতাবেক হওয়া।

দুর্বল এবং জাল হাদীস সমূহ : হাদীসের ভাণ্ডারে জাল এবং দুর্বল হাদীসের অস্তিত্ব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুন্নাত অনুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রে মুসলিমদের জন্য বিরাট বাধা, জাল হাদীসসমূহ উম্মতের মধ্যে এমন এমন পথভ্রষ্ট দলের সৃষ্টি করেছে যারা মুসলিম উম্মতকে বড় বড় ফিতনায় ফেলে তাদের শক্তিকে দুর্বল করে দিয়েছে।

অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জীবদ্দশায়ই এ ধরনের ফিতনা থেকে এবং মিথ্যুকদের ফিতনা থেকে সতর্ক থাকার জন্য গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেছেন : শেষ জামানায় এমন দাজ্জাল এবং মিথ্যুক লোকেরা তোমাদের নিকট এমন হাদীস নিয়ে আসবে যা তোমরাও শুননি এমনকি তোমাদের বাপ-দাদারাও শুনেনি, সুতরাং এ ধরনের হাদীস থেকে নিজে নিজেকে দূরে রাখবে যেন তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট না করতে পারে এবং তোমাদেরকে ফেতনায় না ফেলতে পারে।[৩৬] তাই যেখানেই জাল হাদীস পাওয়া যাবে তা নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করতে হবে আর কোনো অবস্থাতেই তা মানা যাবে

---

৩৬. মোকদ্দমা সহীহ মুসলিম।

www.Quraneralo.com

না। আর দুর্বল হাদীস সম্পর্কে আলেমগণ এইমত পোষণ করেছেন, যে উৎসাহ প্রদান এবং সতর্ককরণের ক্ষেত্রে এবং ফযিলতের ক্ষেত্রে ঐ হাদীস মানা যাবে। তবে নিম্নলিখিত কারণে কিছু আলেম এই মতের সাথে একমত পোষণ করেননি ;

১. দুর্বল হাদীস থেকে উপকৃত হওয়ার রাস্তা যদি একবার খুলে দেয়া হয় চাই তার কারণ বিশেষ কোন প্রয়োজনেই হোক না কেন, পরে তা বন্ধ করা কষ্টকর হয়ে যায়, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ উৎসাহ প্রদান এবং সতর্ককরণের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের উপর আমল জায়েয বলে মনে করেন, আবার কেউ কেউ হয়ত আক্বীদা (বিশ্বাসের) ক্ষেত্রেও দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা জায়েয বলে মত দিয়ে থাকেন, এমতাবস্থায় আক্বীদা (বিশ্বাসের), ঈমান, মাসআলা এবং বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের উপর আমলকারীদেরকে বাধা দেয়ার বৈধতা কিভাবে হবে? তাই উম্মতের মধ্যে দুর্বল হাদীসের কারণে সৃষ্ট সমস্যা দূর করার একটিই রাস্তা আর তা হলো যে, ঐ রাস্তা কোনোভাবেই খোলা যাবে না এবং তা পরিপূর্ণভাবে বন্ধ রাখতে হবে।

২. আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, হাদীসের ভাণ্ডারসমূহে আক্বীদা, ঈমান, মাসআলা এবং বিধি-বিধানসহ উৎসাহ প্রদান এবং সতর্কীকরণ ও ফাযায়েল সম্পর্কে সহীহ এবং হাসান পর্যায়ের হাদীস এত অধিক পরিমাণে আছে যে, ঐ সমস্ত হাদীস অনুযায়ী পরিপূর্ণরূপে আমল করলে পরকালে মুক্তির জন্য তা যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ্। সহীহ এবং হাসান স্তরের হাদীস বিদ্যমান থাকতে দুর্বল হাদীসের পিছনে ছুটার প্রয়োজন কী?

৩. এই বিষয়টি তো সর্বাবস্থায়ই গৃহিত যে, নিশ্চিত এবং পরিপূর্ণ সওয়াব ঐ সমস্ত আমলেই আশা করা যায় যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, আর যে সমস্ত আমল সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় তার সওয়াব পাওয়ার বিষয়টিও নিশ্চিত নয় বরং অনিশ্চিত। নিশ্চিত সওয়াব এবং অনিশ্চিত সওয়াবের মধ্যে কোনটি গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে? চিন্তা করুন! কোথাও যাওয়ার জন্য যদি দু'টি রাস্তা থাকে যার মধ্যে একটি নিশ্চিত আর অপরটি অনিশ্চিত তখন এ উভয় রাস্তার মধ্যে আপনি কোনটি গ্রহণ করবেন? নিঃসন্দেহে ঐ রাস্তা যেটি নিশ্চিত!

www.Quraneralo.com

উল্লেখিত দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে আমাদের অবস্থান হলো, আমলসমূহ একমাত্র সহীহ এবং হাসান স্তরের হাদীসের আলোকে হতে হবে। এই অবস্থানের উপর লক্ষ্য রেখে আমি এই গ্রন্থে শুধু সহীহ এবং হাসান স্তরের হাদীস সমূহই উল্লেখ করেছি। এ গ্রন্থের শেষে কোরআনের আয়াত এবং সূরাসমূহ সম্পর্কে প্রচলিত দুর্বল এবং জাল হাদীসের উপর একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এ লক্ষ্যে যেন মানুষ তার মূল্যবান সময় এবং শ্রম ঐ সমস্ত আমলে নষ্ট না করে।

কিয়ামতের আলামত সমূহের মধ্যে এটিও একটি যে, দ্বীনি বিষয়ে মানুষ দ্রুত বিদ্রোহী হবে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের আগে রাতের অন্ধকারের ন্যায় ফিতনা বিস্তার লাভ করবে, কোনো ব্যক্তি সকালে ঈমানদার থাকবে কিন্তু সন্ধ্যায় ঈমানহারা হয়ে যাবে, সন্ধ্যায় ঈমানদার থাকবে কিন্তু সকালে ঈমানহারা হয়ে যাবে, মানুষ নিজের ঈমান এবং দ্বীনকে দুনিয়ার লোভে প্রত্যাখ্যান করবে। (তিরমিযী-১১৮)

ফাযায়েলে কোরআন লিখার উদ্দেশ্য হলো, মুসলিম তাদের পবিত্র গ্রন্থের সঠিক ফাযায়েল, বরকত ও কল্যাণ সম্পর্কে অবগত হবে, কোরআন মাজীদের সাথে ঐ সম্পর্ক স্থাপন করবে যা প্রথম যুগের মুসলিমগণ করেছিল, কোরআন তেলাওয়াত এবং তা শ্রবণ করা নিজের নিত্য নৈমত্যিক কাজে পরিণত করবে, তা শিক্ষা এবং শিখানোকে নিজের জীবনের মিশনে পরিণত করবে, আর কর্মজীবনে তা থেকে দিক নির্দেশনা গ্রহণ করবে।

এ গ্রন্থে বর্ণিত সমস্ত ভাল কথা আল্লাহর দয়া এবং করুণা ও তাঁর তাওফীকের প্রতিফল, আর সমস্ত ত্রুটি, দুর্বলতা আমার ব্যক্তিগত দুর্বলতার কারণ, আল্লাহ্ তাআলার নিকট এ দোয়া করছি, যে তিনি যেন এই গ্রন্থের ভাল দিকগুলো দয়া করে কবুল করে সর্বসাধারণকে উপকৃত করেন, আর তার মন্দ দিকগুলো স্বীয় দয়ায় ক্ষমা করে আমাকে সংশোধিত হওয়ার তাওফিক দান করেন। আমীন!

পূর্বের ন্যায় হাদীসসমূহ বাছায়ের ক্ষেত্রে সহীহ হাদীসমূহের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শেখ মোহাম্মদ নাসেরুদ্দীন আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ্র) বিশ্লেষণকে গ্রহণ করা হয়েছে। রেফারেন্সের সাথে যে নাম্বার উল্লেখ করা হয়েছে তাও তাঁর গ্রন্থসমূহ অনুযায়ী।

www.Quraneralo.com

Content

সউদী আরবে তাফহিমুস্‌সুন্নার প্রকাশক বাইতুস্‌সালাম লাইব্রেরীর পরিচালক জনাব হাফেজ আবেদ এলাহী সাহেব (আল্লামা এসহান এলাহী জহীর (রাহিমাহুল্লাহ্‌র) আপন ভাই) কিতাব ও সুন্নাতের দাওয়াত এবং প্রচার ও প্রকাশের ক্ষেত্রে বেশ আগ্রহী এবং সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তি, হাদীসের সাথে মোহাব্বতের কারণে 'তাফহিমুস্‌সুন্নার' প্রকাশনায় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন, আমি তাঁর এবং বাইতুস্‌সালাম লাইব্রেরীর অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং দোয়া করছি যেন আল্লাহ্‌ তাদেরকে ইহকাল এবং পরকালে উত্তম প্রতিদান প্রদান করেন। আমীন!

সম্মানিত আলেমগণেরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যারা এই গ্রন্থ প্রস্তুতের ব্যাপারে আমাকে সহযোগিতা এবং পরামর্শ দিয়েছে এবং ঐ সকল সুভাকাংখীদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যারা কিতাব ও সুন্নাতের দাওয়াত ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে পদে পদে আমাকে সহযোগিতা করেছে। পরিশেষে আল্লাহর নিকট দোয়া করছি যে তিনি যেন তাফহিমুস্‌সুন্নার লিখক, প্রকাশক, বণ্টনকারীগণ, সহযোগীতাকারীগণ এবং সাহায্যকারীগণের জন্য সাদকা জারিয়া করে শেষ দিবসে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম করে, আমীন!

وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَاۤاَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

২৯ জুমাদাল উলা ১৪২৬ ইং

মোহাম্মদ ইকবাল কীলানী
রিয়াদ, সউদী আরব।

www.Quraneralo.com

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْاٰنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ وَنُوْرَ صَدْرِيْ وَجَلَاءَ حُزْنِيْ وَذِهَابَ هَمِّيْ وَغَمِّيْ.

অর্থ : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ্ তুমি কোরআন মাজীদকে আমার হৃদয়ের প্রশান্তি কর, আমার বক্ষের জন্য আলো, আর আমার দুশ্চিন্তা এবং দুর্ভাবনার অপসারণকারী কর। (আহমদ-৪৩১৮)

কোরআনুল কারীমের অর্থ

মাসআলা-১ : পাঠ করা :

اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَ قُرْاٰنَهٗ ـ فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ـ

অর্থ : "এর সংরক্ষণ এবং পাঠ আমারই দায়িত্ব, অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন"। (ক্বেয়ামাহ-১৭, ১৮)

নোট : আলেমগণ কোরআন শব্দের শাব্দিক অর্থ সম্পর্কে মতভেদ করেছেন, তার মধ্যে কিছু মত নিচে পেশ করা হলো

১. قُرْاٰنٌ আল্লাহর বাণীর এমন এক নাম যেমন তাওরাত, ইঞ্জিল এক একটি আল্লাহর নাম। (ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ্)

২. قُرْاٰنٌ এর মূল শব্দ হল : قَرْنٌ যার অর্থ হল একটি জিনিসকে অপর জিনিসের সাথে মিলানো, কোরআন মাজীদের আয়াত এবং সূরাসমূহ পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে আছে, তাই তাকে কোরআন বলা হয়।

৩. قُرْاٰنٌ এর মুল শব্দ হল قَرَنَ (কারানা) অর্থাৎ সে একত্রিত করেছে, কোরআনের এ নাম এ জন্য দেয়া হয়েছে যে, এখানে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের আলোচনা রয়েছে। (আল্লামা জুযায রাহিমাহুল্লাহ্)

৪. قُرْاٰنٌ এর মূল শব্দ হল : قَرَءَ (করাআ) অর্থাৎ : সে পাঠ করেছে, এ নাম এজন্য দেয়া হয়েছে যে তার বারবার তেলাওয়াত করা হয় (আল্লামা আলাহায়ানী রাহিমাহুল্লাহ্) এই চতুর্থ মতটি আলেমগণের নিকট অধিক বিশুদ্ধ।[৩৭]

---

৩৭. ড: সুবহী সালেহ লিখিত উলুমুল কোরআ'ন। অনুবাদ আল্লামা আহমদ হারিরী (রাহিমাহুল্লাহ)

www.Quraneralo.com

মাসআলা-২ : কোরআন মাজীদের আটটি নাম নিম্নরূপ :

১. اَلْقُرْاٰنُ -আল্লাহর বাণী :

اَلرَّحْمٰنُ ـ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ـ

অর্থ : "করুণাময় আল্লাহ, শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন। (আর রহমান : ১-২)

২. اَلْكِتَابُ (গ্রন্থ)-আল্লাহর বানী ঃ

الٓمّٓ ﴿١﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ

অর্থ : "আলিফ লাম মীম, এ সেই কিতাব যাতে কোনোই সন্দেহ নেই"।

(সূরা বাক্বারা : আয়াত-১-২)

৩. اَلْفُرْقَانُ (পার্থক্যকারী)-আল্লাহর বাণী :

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ـ

অর্থ : "পরম কল্যাণময় তিনি যিনি তার বান্দার প্রতি ফায়সালা গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন"। (সূরা ফুরকান : আয়াত-১)

৪. اَلذِّكْرُ (উপদেশ)-আল্লাহর বাণী :

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ـ

অর্থ : "আমি স্বয়ং এই উপদেশ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক"। (সূরা হিজর : আয়াত-৯)

৫. اَلتَّنْزِيْلُ (অবতীর্ণকৃত)-আল্লাহর বাণী :

وَ اِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

অর্থ : "এই কোরআন তো বিশ্ব জাহানের পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ"। (সূরা শো'আরা : আয়াত-১৯২)

৬. اَلْحَقُّ (সত্য)-আল্লাহর বাণী :

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ـ

www.Quraneralo.com

অর্থ : "তারা কি বলে, এটা সে মিথ্যা রচনা করেছে? বরং এটা আপনার পালনকর্তার তরফ থেকে সত্য, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন, যাদের নিকট আপনার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসেনি, সম্ভবত এরা সুপথ প্রাপ্ত হবে"। (সূরা সাজদা : আয়াত-৩)

৭. اَحْسَنُ الْحَدِيْثِ (সর্বোত্তম বাণী)-আল্লাহর বাণী :

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ.

অর্থ : "আল্লাহ্ উত্তম বাণী তথা কিতাব অবতীর্ণ করেছেন"।

(সূরা যুমার : আয়াত-২৩)

৮. بُرْهَانٌ (স্পষ্ট প্রমাণ)-আল্লাহর বাণী

يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا.

অর্থ : "হে মানবকুল তোমাদের পরোয়ারদেগারের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সনদ পৌঁছে গেছে, আর আমি তোমাদের নিকট প্রকৃষ্ট আলো অবতীর্ণ করেছি"। (সূরা নিসা : আয়াত-১৭৪)

মাসআলা-৩ : কোরআন মাজীদের সতেরটি গুণবাচক নাম নিম্নরূপ :

১. مَجِيْدٌ (সম্মানিত)-আল্লাহর বাণী

قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ.

অর্থ : "ক্বাফ সম্মানিত কোরআনের শপথ। (সূরা ক্বাফ : আয়াত-১)

২. كَرِيْمٌ (সম্মানিত)-আল্লাহর বাণী

اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ.

অর্থ : "নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কোরআন। (সূরা ওয়াকেয়া : আয়াত-৭৭)

৪. عَظِيْمٌ (মহান)-আল্লাহর বাণী :

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ.

অর্থ : "আমি আপনাকে বারবার পঠিতব্য সাতটি আয়াত (সূরা ফাতেহা) এবং মহান কোরআন দিয়েছি"। (সূরা হিজর : আয়াত-৮৭)

www.Quraneralo.com

৫. عَزِيْزٌ (অতুলনীয়, বিরল)-আল্লাহর বাণী

وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ۔

অর্থ : "এটা অবশ্যই এক সম্মানিত গ্রন্থ" (সূরা হা-মীম সাজদা : আয়াত-৪১)

৬. نُوْرٌ (উজ্জ্বল)-আল্লাহর বাণী

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ۔

অর্থ : (তোমাদের নিকট একটি) উজ্জ্বল জ্যোতি এসেছে এবং একটি সমুজ্জ্বল গ্রন্থ"। (সূরা মায়েদা : আয়াত-১৫)

৭. مَوْعِظَةٌ (উপদেশ)

৮. شِفَآءٌ (আরোগ্য)

৯. هُدًى (হেদায়েত)

১০. رَحْمَةٌ (রহমত)

১১. আল্লাহর বাণী

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ شِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ ۙ وَ هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ۔

অর্থ : "হে মানবকুল, তোমাদের নিকট উপদেশবাণী এসেছে তোমাদের পরোয়ারদিগারের পক্ষ থেকে যা অন্তরের রোগের নিরাময়, হেদায়েত ও রহমত মুসলিমদের জন্য"। (সূরা ইউনুস : আয়াত-৫৭)

১২. مُبٰرَكٌ (বরকতময়)-আল্লাহর বাণী

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ۔

অর্থ : "এটি এমন একটি গ্রন্থ যা আমি অবতীর্ণ করেছি, খুব মঙ্গলময়, অতএব এর অনুসরণ কর এবং ভয় কর, যাতে তোমরা করুণা প্রাপ্ত হও"। (সূরা আনআ'ম : আয়াত-১৫৫)

www.Quraneralo.com

১৩. مُبِيْنٌ (স্পষ্ট করে বর্ণনাকারী)-আল্লাহর বাণী

الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ۔

অর্থ : "আলিফ-লা-ম-রা। এটি পরিপূর্ণ গ্রন্থ ও সুস্পষ্ট কোরআনের আয়াত"। (সূরা হিজর : আয়াত-১)

১৪. حَكِيْمٌ (জ্ঞানগর্ব)

১৫. عَلِيٌّ (মহান)-আল্লাহর বাণী

اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ۔ وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ۔

অর্থ : "আমি একে করেছি কোরআন আরবী ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝ, নিশ্চয় এ কোরআন আমার নিকট মহান, জ্ঞানগর্ব"। (যুখরুফ : আয়াত-৩, ৪)

১৬. بَشِيْرٌ (সুসংবাদ দাতা)

১৭. نَذِيْرٌ (ভয় প্রদর্শনকারী)-আল্লাহর বাণী :

كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ۔ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ۔

অর্থ : "এটা কিতাব, এর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত আরবী কোরআন রূপে জ্ঞানী লোকদের জন্য, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে, অতঃপর তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে"। (সূরা-হা-মীম সাজদা : আয়াত-৩-৪)

১৮. مُصَدِّقٌ (সত্যায়নকারী)

১৯. مَهَيْمِنٌ (সংরক্ষণকারী)-আল্লাহর বাণী

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ۔

অর্থ : "আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্য গ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী, অতএব, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদানুযায়ী ফয়সালা করুন"। (সূরা মায়েদা : আয়াত-৪৮)

www.Quraneralo.com

Content

কোরআন মাজীদের প্রতিক্রিয়া

মাসআলা-৪ : যদি কোরআন মাজীদকে পাহাড়ের মত বিশাল সৃষ্টির উপর অবতীর্ণ করা হত তাহলে তা ভয়ে টুকরা টুকরা হয়ে যেত ।

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ

অর্থ : "যদি আমি এই কোরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে ।"

(সূরা হাশর : আয়াত-২১)

মাসআলা-৫ : কোরআনের আয়াত শুনে কিছু কিছু কল্যাণকামী অমুসলিমদের চোখও অশ্রুসজল হয়ে যায় ।

وَ اِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰٓى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ۚ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ۔

অর্থ : "আর রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা যখন তারা শুনে, তখন আপনি তাদের চোখ অশ্রু সজল দেখতে পাবেন, এ কারণে যে তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে, তারা বলে যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা মুসলিম হয়ে গেলাম অতএব, আমাদেরকেও মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নিন" । (সূরা মায়েদা : আয়াত-৮৩)

মাসআলা-৬ : কোরআনের আয়াত শুনে ঈমানদারদের অন্তর কেঁপে উঠে ।

وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ۔ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ الصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَآ اَصَابَهُمْ وَ الْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ ۙ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ۔

অর্থ : "এবং বিনয়ীদেরকে সুসংবাদ দাও, যাদের অন্তর আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে ভীত হয় এবং যারা তাদের বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং যারা নামায কায়েম করে ও আমি যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে" ।

(সূরা হজ্ব : আয়াত-৩৪৫)

www.Quraneralo.com

মাসআলা-৭ : কোরআন মাজীদ মনোযোগসহ তেলাওয়াত করলে শরীরের পশম দাঁড়িয়ে যায়।

মাসআলা-৮ : কোরআন মাজীদ বুঝে তেলাওয়াত করলে অন্তর নরম হয়।

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ ۖ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ۔

অর্থ : "আল্লাহ্ উত্তম বাণী তথা কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, পুনঃপুনঃ পঠিত। এতে তাদের লোম কাঁটা দিয়ে উঠে চামড়ার উপর, যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, এরপর তাদের চামড়া ও অন্তর আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়। এটা আল্লাহর পথ নির্দেশ, এর মাধ্যমে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন, আর আল্লাহ্ যাকে গোমরাহ করেন, তার কোনো পথ প্রদর্শক নেই"। (সূরা যুমার : আয়াত-২৩)

মাসআলা-৯ : কোরআনের আয়াত শ্রবণে ঈমানদারদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ۔

অর্থ : "নিশ্চয় মুমিনরা এইরূপ হয় যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহ্কে স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে, আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন ঐ আয়াতসমূহ তাদের ঈমানকে আরও বৃদ্ধি করে দেয়, আর তারা নিজেদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে"। (সূরা আনফাল : আয়াত-২)

মাসআলা-১০ : জ্ঞানীগণ কোরআন তেলাওয়াত শুনে সিজদায় পড়ে যায়।

মাসআলা-১১ : কোরআন মাজীদ তাঁর শ্রবণকারীদের মাঝে বিনয় বৃদ্ধি করে।

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖٓ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ اِذَا يُتْلٰى

www.Quraneralo.com

عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ـ وَّ يَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ـ وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ـ

অর্থ : "তুমি বল : তোমরা কোরআনে বিশ্বাস কর অথবা বিশ্বাস না কর যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের নিকট যখন এটা পাঠ করা হয় তখনই তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং বলে আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, মহান! আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হয়েই থাকে। আর তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে"। (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-১০৭-১০৯)

মাসআলা-১২ : কোরআন মাজীদের কিছু কিছু সূরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رضي الله عنه يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ شِبْتَ قَالَ شَيَّبَتْنِيْ هُوْدٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلَاتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ وَاِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ.

অর্থ : "আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনিতো বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, তিনি বললেন : আমাকে সূরা হুদ, সূরা ওয়াকেয়া, সূরা মোরসালাত, সূরা নাবা এবং সূরা তাকভীর বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে"। (তিরমিযী-৩২৯৭)

মাসআলা-১৩ : সূরা নজম তেলাওয়াত করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেজদা করলেন তখন মুসলিমদের সাথে উপস্থিত অমুসলিমরাও নিজেদের অজান্তেই সিজদা করল।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْجِنُّ وَالْاِنْسُ.

অর্থ : "আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূরা নাজম তেলাওয়াত করে সেজদা করলেন তাঁর সাথে সাথে মুসলিমগণ, মুশরেকরা জ্বীন ও ইনসান সকলেই সেজদা করল"।

(বোখারী-৪৮৬২)

মাসআলা-১৪ : কোরাইশ নেতা ওতবা বিন রাবিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে মত বিনিময় করার জন্য আসল, কিন্তু সূরা ফুসসিলাতের তেলাওয়াত শুনে সে এত প্রতিক্রিয়াশীল হল যে, কোনো কিছু বলা এবং শুনা ব্যতীতই সে চলে গেল এবং কোরাইশ সরদারগণকে বলল : আল্লাহর কসম! কোরআন কোনো কবির কবিতাও নয় এবং না কোনো জ্যোতিবিদ্যা।

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ﷺ قَالَ: اَنَّ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَكَانَ سَيِّدًا قَالَ يَوْمًا وَهُوَ جَالِسٌ فِيْ نَادِيْ قُرَيْشٍ، وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحْدَهُ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اَلَا اَقُوْمُ اِلٰى مُحَمَّدٍ فَاُكَلِّمُهُ وَاَعْرِضُ عَلَيْهِ اُمُوْرًا لَعَلَّهُ يَقْبَلُ بَعْضَهَا: فَنُعْطِيْهِ اَيَّهَا شَاءَ وَيَكُفُّ عَنَّا وَذٰلِكَ حِيْنَ اَسْلَمَ حَمْزَةُ، وَرَاَوْا اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَزِيْدُوْنَ وَيَكْثُرُوْنَ. فَقَالُوْا: بَلٰى يَا اَبَا الْوَلِيْدِ، فَقُمْ اِلَيْهِ فَكَلِّمْهُ .فَقَامَ اِلَيْهِ عُتْبَةُ حَتّٰى جَلَسَ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا اِبْنَ اَخِيْ، اِنَّكَ مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتَ مِنَ الشَّرْطِ فِي الْعَشِيْرَةِ، وَالْمَكَانِ فِي النَّسَبِ، وَاِنَّكَ قَدْ اَتَيْتَ قَوْمَكَ بِاَمْرٍ عَظِيْمٍ، فَرَّقْتَ بِهِ جَمَاعَتَهُمْ، وَسَفَّهْتَ بِهٖ اَحْلَامَهُمْ، وَعِبْتَ بِهٖ اٰلِهَتَهُمْ وَدِيْنَهُمْ، وَكَفَّرْتَ بِهٖ مَنْ مَضٰى مِنْ اٰبَائِهِمْ، فَاسْمَعْ مِنِّيْ اَعْرِضْ عَلَيْكَ اُمُوْرًا تَنْظُرُ فِيْهَا لَعَلَّكَ تَقْبَلُ مِنَّا بَعْضُهَا. قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "قُلْ يَا اَبَا الْوَلِيْدِ، اَسْمَعْ". قَالَ: يَا اِبْنَ اَخِيْ، اِنْ كُنْتَ اِنَّمَا تُرِيْدُ بِمَا جِئْتَ بِهٖ مِنْ هٰذَا الْاَمْرِ مَالًا جَمَعْنَا لَكَ مِنْ اَمْوَالِنَا حَتّٰى تَكُوْنَ مِنْ اَكْثَرِنَا اَمْوَالًا . وَاِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ بِهٖ شَرَفًا سَوَّدْنَاكَ عَلَيْنَا، حَتّٰى لَا نَقْطَعُ اَمْرًا دُوْنَكَ. وَاِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ بِهٖ مُلْكًا مَلَّكْنَاكَ عَلَيْنَا. وَاِنْ كَانَ هٰذَا الَّذِيْ يَاْتِيْكَ رَئِيًّا تَرَاهُ وَلَا تَسْتَطِيْعُ اَنْ رَدَّهُ عَنْ نَفْسِكَ، طَلَبْنَا لَكَ الطِّبَّ، وَبَذَلْنَا فِيْهِ اَمْوَالَنَا حَتّٰى نُبْرِئُكَ مِنْهُ، فَاِنَّهُ رُبَّمَا غَلَبَ التَّابِعُ عَلَى الرَّجُلِ حَتّٰى يُدَاوٰى مِنْهُ اَوْ

www.Quraneralo.com

كَمَا قَالَ لَهُ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ عُتْبَةُ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : اَفَرَغْتَ يَا اَبَا الْوَلِيْدِ؟
قَالَ : نَعَمْ اِسْمَعْ : فَاسْمَعْ مِنِّيْ قَالَ....اَفْعَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : بِسْمِ
اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنِّيْ قَالَ اَفْعَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حٰمٓ (١) تَنْزِيْلٌ
مِنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (٢) كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ
. بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ. ثُمَّ مَضٰى رَسُوْلُ
اللهِ ﷺ فِيْهَا يَقْرَؤُهَا عَلَيْهِ. فَلَمَّا سَمِعَ عُتْبَةُ اَنْصَتَ لَهَا وَاَلْقٰى يَدَيْهِ خَلْفَ
ظَهْرِهٖ مُعْتَمِدًا عَلَيْهِمَا يَسْمَعُ مِنْهُ. ثُمَّ انْتَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِلَى السَّجْدَةِ
مِنْهَا، فَسَجَدَ ثُمَّ قَالَ: "قَدْ سَمِعْتَ يَا اَبَا الْوَلِيْدِ مَا سَمِعْتَ، فَاَنْتَ وَذَاكَ
فَقَامَ عُتْبَةُ اِلٰى اَصْحَابِهٖ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: اَقْسَمُ يَحْلِفُ بِاللهِ لَقَدْ
جَاءَكُمْ اَبُو الْوَلِيْدِ بِغَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِيْ ذَهَبَ بِهٖ. فَلَمَّا جَلَسَ اِلَيْهِمْ قَالُوْا:
مَا وَرَاءَكَ يَا اَبَا الْوَلِيْدِ؟ قَالَ: وَرَائِيْ اَنِّيْ قَدْ سَمِعْتُ قَوْلًا وَاللهِ مَا سَمِعْتُ
مِثْلَهُ قَطُّ، وَاللهِ مَا هُوَ بِالسِّحْرِ وَلَا بِالشِّعْرِ وَلَا بِالْكَهَانَةِ. يَا مَعْشَرَ
قُرَيْشٍ، اَطِيْعُوْنِيْ وَاجْعَلُوْهَا لِيْ، خَلُّوْا بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ مَا هُوَ فِيْهِ
فَاعْتَزِلُوْهُ، فَوَاللهِ لَيَكُوْنَنَّ لِقَوْلِهِ الَّذِيْ سَمِعْتُ نَبَأً، فَاِنْ تُصِبْهُ الْعَرَبُ
فَقَدْ كَفَيْتُمُوْهُ بِغَيْرِكُمْ، وَاِنْ يَّظْهَرْ عَلَى الْعَرَبِ فَمُلْكُهُ مُلْكُكُمْ، وَعِزُّهُ
عِزُّكُمْ، وَكُنْتُمْ اَسْعَدَ النَّاسِ بِهٖ. قَالُوْا: سَحَرَكَ وَاللهِ يَا اَبَا الْوَلِيْدِ
بِلِسَانِهٖ! قَالَ: هٰذَا رَأْيِيْ فِيْهِ، فَاصْنَعُوْا مَا بَدَا لَكُمْ .

অর্থ : "মোহাম্মদ বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : উতবা বিন রাবীয়া তার কাওমের একজন ধৈর্যশীল সরদার ছিলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদ হারামে একাকী ছিলেন, ওতবা কোরাইশদের বৈঠকে উপস্থিত ছিল, সে বলতে লাগল জনাব! আমি কেন মোহাম্মদ ﷺ এর নিকট গিয়ে কিছু কথা বলবনা এবং কিছু প্রস্তাব রাখব না? হতে পারে সে কোন একটি কথা গ্রহণ করবে, আর যা সে গ্রহণ করবে তা পুঁজি করে

www.Quraneralo.com

আমরা তাকে আমাদের এখানে দাওয়াতী কাজ থেকে বাঁধা দিব, এটা ঐ সময়ের কথা যখন হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আর মুশরিকরা অনুমান করতে পেরেছিল যে, তাঁর সাথীদের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে চলছে, বৈঠকে উপস্থিত লোকেরা বলল : আবু ওলীদ কেন নয়? অবশ্যই তার নিকট গিয়ে কথা বল। তাই ওতবা উঠে এসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পাশে বসল এবং বলতে লাগল, হে আমার ভাতিজা! আমাদের মাঝে তোমার যে মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে এবং তোমার যে বংশ মর্যাদা তা তোমার জানা, এখন তুমি তোমার জাতির সামনে একটি কঠিন বিষয় নিয়ে এসেছ, যা তোমার জাতির ঐক্যবদ্ধতাকে বিনষ্ট করে দিয়েছ। জাতির মুরুব্বীদেরকে তুমি বোকা বানিয়ে দিয়েছ। তাদের ধর্ম এবং মূর্তিকে দোষারোপ করছ, তাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদাদেরকে কাফের বানাচ্ছ, আমার কথা শুন, আমি তোমার নিকট কিছু প্রস্তাব রাখছি এ বিষয়ে তুমি চিন্তা ভাবনা কর, হতে পারে এর মধ্য থেকে কোন বিষয় তোমার পছন্দ হবে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আবুল ওলীদ প্রস্তাব পেশ কর, আমি শুনছি। ওতবা বলল : ভাতিজা এই দাওয়াত যা তুমি নিয়ে এসেছ। যদি এ থেকে তোমার উদ্দেশ্য হলো, তুমি সম্পদ চাও তাহলে আমরা তোমার জন্য ঐ পরিমাণ সম্পদ জমা করব যার মাধ্যমে তুমি সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী হবে। আর যদি তুমি এর মাধ্যমে সম্মান ও মর্যাদা চাও তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের সর্দার বানিয়ে নিচ্ছি, তুমি ব্যতীত আমরা আর কোনো সিদ্ধান্ত নিব না। আর যদি তুমি বাদশাহি চাও তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের বাদশা বানিয়ে নিচ্ছি, আর এই ভূত যা তোমার নিকট আসে যা তুমি দেখ, যদি তুমি নিজে তা দূর করতে না পার তাহলে আমরা তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব এবং এজন্য এত টাকা খরচ করব যে, যেন তুমি পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে। মনে রেখ কখনো কখনো মানুষের উপর জ্বিন ভূত চেপে বসে এবং তার চিকিৎসা করতে হয়। ওতবা আরো কিছু বলল, এরপর যখন তার কথা শেষ হল তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আচ্ছা এখন একটু আমার কথা শুন, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ফুসসিলাত (হা-মীম সাজদা) তেলাওয়াত করতে শুরু করলেন।

www.Quraneralo.com

Content

حٰمٓ ۔ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۔

অর্থ : "হা-মীম, এটা অবতীর্ণ পরম করুণাময়, দয়ালুর পক্ষ থেকে, এটা কিতাব, এর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত আরবী কোরআন রূপে জ্ঞানী লোকদের জন্য। (সূরা হা-মীম, সাজদা : আয়াত-১, ৩)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সূরা হা-মীম সাজদার আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন তখন ওতবা চুপচাপ স্বীয় হস্তদ্বয় কোমরের পেছনে রেখে শুনছিল, যখন তিনি সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করলেন তখন তিনি সেজদা করলেন এবং বললেন : আবুল ওলীদ তুমি কি আমার কথা শুনেছ? ওতবা বলল : হ্যাঁ শুনেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এখন তুমি তোমার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। ওতবা উঠে তাদের বৈঠকের লোকদের নিকট আসল, মুশরিকরা উতবাকে দেখে নিজেরা নিজেরা বলছিল, আমরা আল্লাহর কসম করে বলছি, আবু ওলীদ আমাদের নিকট ঐ চেহারা নিয়ে আসছে না যে চেহারা নিয়ে সে এখান থেকে চলে গিয়েছিল। যখন ওতবা এসে বসে গেল তখন লোকেরা জিজ্ঞেস করল যেহ আবু ওলীদ ওখানে কি হল বল? ওতবা বলল : ওদিকের খবর হল এই যে, আল্লাহর কসম! আমি এমন বাণী শুনেছি যা, ইতঃপূর্বে আর কখনো আমি এমন বাণী শুনি, আল্লাহর কসম এটা কোন কবিত্বও নয় আবার না কোন জ্যোতিবিদ্যা, যদি তোমরা আমাকে মান তাহলে আমি বলব যে তোমরা তাকে তার পথে ছেড়ে দাও এবং তাকে কিছু বলবে না, আল্লাহর কসম! এই বাণীর কারণে কোন বড় ধরণের যুদ্ধ হবে, যদি আরবরা তাকে হত্যা করে তাহলে তোমাদের বদনামী ব্যতীত অন্যকোনো উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে, আর যদি সে আরবদের উপর বিজয়ী হয় তাহলে তার বিজয় তোমাদের বিজয়, তার সম্মান তোমাদের সম্মান, সে তোমাদের জন্য সুভাগ্যের কারণ হবে। মুশরিকরা বলল : আবু ওলীদ আল্লাহর কসম তুমিও তার যাদুতে যাদুগ্রস্ত হয়ে গেছ, ওতবা বলল : এটা আমার অভিমত এখন তোমরা যা চাও তা কর। (এ ঘটনাটি ইবনে কাসীর বেদায়া ওয়ান নেহায়া গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন)।

www.Quraneralo.com

মাসআলা-১৫ : কোরআন মাজীদের মিষ্টতা এবং সৌন্দর্য।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً اَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّيْ اَرَى اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطِفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ فَاَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُوْنَ مِنْهَا بِاَيْدِيْهِمْ فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاللهِ لَتَدَعَنِّيْ فَلاَعْبُرَنَّهَا. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «اعْبُرْهَا». قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَمَّا الظُّلَّةُ فَظُلَّةُ الْاِسْلاَمِ وَاَمَّا الَّذِيْ يَنْطِفُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ فَالْقُرْاٰنُ حَلاَوَتُهُ وَلِيْنُهُ وَاَمَّا مَا يَتَكَفَّفُ النَّاسُ مِنْ ذٰلِكَ فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَالْمُسْتَقِلُّ.

অর্থ : "আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি রাতে স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে, বাদল থেকে ঘি এবং মধু ঝরছে, আর লোকেরা তা তাদের হাতে তুলে নিচ্ছে, কেউ কম নিচ্ছে কেউ বেশি, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পিতা আপনার জন্য কোরবান হোক, আল্লাহর কসম! আমাকে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার অনুমতি দিন, তিনি বললেন : আচ্ছা ব্যাখ্যা কর, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল : বাদল হল ইসলাম, আর বাদল থেকে ঝড়া ঘি এবং মধুর ব্যাখ্যা হল কোরআন মাজীদের স্বাদ এবং সৌন্দর্য, আর কম এবং বেশি নেয়ার অর্থ হল কোরআন মাজীদ থেকে কম এবং বেশি করে উপকৃত হওয়া"।

(মুসলিম-৬০৬৬)

মাসআলা-১৬ : আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করলে মক্কার মোশরেকদের স্ত্রী এবং বাচ্চারা তা শ্রবণ করার জন্য ভিড় করত।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُوْنَ خَرَجَ اَبُوْ بَكْرٍ مُهَاجِرًا نَحْوَ اَرْضِ الْحَبَشَةِ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ فَقَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ يَا اَبَا بَكْرٍ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَخْرَجَنِيْ قَوْمِيْ فَاُرِيْدُ اَنْ

اَسِيحَ فِي الْاَرْضِ وَاَعْبُدَ رَبِّيْ قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ فَاِنَّ مِثْلَكَ يَا اَبَا بَكْرٍ لَا
يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ اِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ
وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَاَنَا لَكَ جَارٌ اِرْجِعْ وَاعْبُدْ رَبَّكَ
بِبَلَدِكَ فَرَجَعَ وَارْتَحَلَ مَعَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ فَطَافَ ابْنُ الدَّغِنَةِ عَشِيَّةً فِيْ
اَشْرَافِ قُرَيْشٍ فَقَالَ لَهُمْ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلَا يُخْرَجُ
اَتُخْرِجُوْنَ رَجُلًا يَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَيَصِلُ الرَّحِمَ وَيَحْمِلُ الْكَلَّ وَيَقْرِيْ
الضَّيْفَ وَيُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَلَمْ تُكَذِّبْ قُرَيْشٌ بِجِوَارِ ابْنِ الدَّغِنَةِ
وَقَالُوْا لِابْنِ الدَّغِنَةِ مُرْ اَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِيْ دَارِهِ فَلْيُصَلِّ فِيْهَا وَلْيَقْرَاْ
مَا شَاءَ وَلَا يُؤْذِيْنَا بِذٰلِكَ وَلَا يَسْتَعْلِنْ بِهِ فَاِنَّا نَخْشٰى اَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا
وَاَبْنَاءَنَا فَقَالَ ذٰلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لِاَبِيْ بَكْرٍ فَلَبِثَ اَبُوْ بَكْرٍ بِذٰلِكَ يَعْبُدُ
رَبَّهُ فِيْ دَارِهِ وَلَا يَسْتَعْلِنُ بِصَلَاتِهِ وَلَا يَقْرَاُ فِيْ غَيْرِ دَارِهِ ثُمَّ بَدَاَ لِاَبِيْ بَكْرٍ
فَابْتَنٰى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ وَكَانَ يُصَلِّيْ فِيْهِ وَيَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ فَيَنْقَذِفُ عَلَيْهِ
نِسَاءُ الْمُشْرِكِيْنَ وَاَبْنَاؤُهُمْ وَهُمْ يَعْجَبُوْنَ مِنْهُ وَيَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ وَكَانَ اَبُوْ
بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ اِذَا قَرَاَ الْقُرْاٰنَ وَاَفْزَعَ ذٰلِكَ اَشْرَافَ
قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَاَرْسَلُوْا اِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوْا اِنَّا
كُنَّا اَجَرْنَا اَبَا بَكْرٍ بِجِوَارِكَ عَلَى اَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِيْ دَارِهِ فَقَدْ جَاوَزَ ذٰلِكَ
فَابْتَنٰى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ فَاَعْلَنَ بِالصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ فِيْهِ وَاِنَّا قَدْ خَشِيْنَا
اَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَاَبْنَاءَنَا فَانْهَهُ فَاِنْ اَحَبَّ اَنْ يَقْتَصِرَ عَلٰى اَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ
فِيْ دَارِهِ فَعَلَ وَاِنْ اَبٰى اِلَّا اَنْ يُعْلِنَ بِذٰلِكَ فَسَلْهُ اَنْ يَرُدَّ اِلَيْكَ ذِمَّتَكَ فَاِنَّا
قَدْ كَرِهْنَا اَنْ نُخْفِرَكَ وَلَسْنَا مُقِرِّيْنَ لِاَبِيْ بَكْرٍ الْاِسْتِعْلَانَ قَالَتْ عَائِشَةُ
فَاَتٰى ابْنُ الدَّغِنَةِ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتَ الَّذِيْ عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ فَاِمَّا

www.Quraneralo.com

Content

اَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذٰلِكَ وَاِمَّا اَنْ تَرْجِعَ اِلَىَّ ذِمَّتِىْ فَاِنِّىْ لَا اُحِبُّ اَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ اَنِّىْ اُخْفِرْتُ فِىْ رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَاِنِّىْ اَرُدُّ اِلَيْكَ جِوَارَكَ وَاَرْضٰى بِجِوَارِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

অর্থ : "আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যখন মুসলমানদেরকে মক্কার মুশরিকদের পক্ষ থেকে চরম নির্যাতন করা হচ্ছিল, তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হাবশায় হিজরত করার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হলো, যখন বরকুল গামাদ নামক স্থানে পৌঁছল তখন কাররা বংশের সরদার ইবনু দাগিনার সাথে সাক্ষাৎ হলো, তখন সে জিজ্ঞেস করল আবু বকর তুমি কোথায় যাবে? আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল: আমার জাতি আমাকে আমার জন্মস্থান থেকে বের করে দিয়েছে, তাই আমি অন্য কোন দেশে চলে যাচ্ছি, যেন আমি আমার রবের ইবাদত করতে পারি। ইবনু দাগিনা বলল: আবু বকর তোমার মতো লোককে না বের করা যায় আর না সে নিজে বের হয়ে যায়। তুমি অসহায়কে আশ্রয় দিয়ে থাক, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা কর, অপরের দুঃখ নিজের উপর চাপিয়ে নাও, মেহমানের সম্মান কর, ঝগড়া ঝাটিতে সত্যের সাহায্য কর। তাই আমি তোমাকে আমার নিরাপত্তায় নিয়ে নিলাম। ফিরে চল আর নিজের শহরে থেকে স্বীয় রবের ইবাদত কর, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনে দাগীনার কথায় মক্কায় ফিরে আসল। সন্ধ্যার সময় ইবনে দাগিনা আবু বকরকে সাথে নিয়ে কোরাইশ সরদারদের নিকট গেল এবং বলল: আবু বকরের মতো লোককে কখনো তাড়ানো যায় না এবং না সে নিজে ইচ্ছা করে বের হতে পারে।

তোমরা কি এমন এক ব্যক্তিকে বের করে দিতে চাও, যে অসহায়কে আশ্রয় দেয়, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে, অপরের দু:খকে নিজের দুঃখ মনে করে, মতবিরোধের সময় সত্যের পক্ষে থাকে? কোরাইশরা ইবনে দাগিনার দেয়া নিরাপত্তাকে তো ফিরিয়ে দিলই না বরং বলল: আবু বকরকে ভালোভাবে জানিয়ে দাও যে, সে যেন তার ঘরে থেকে যতটা পারে ততটা স্বীয় রবের ইবাদত করে, নামায আদায় করে, কোরআন তেলাওয়াত করে, আর এর মাধ্যমে আমাদেরকে যেন কষ্ট না দেয় এবং প্রকাশ্যে যেন এ সমস্ত কাজ না করে। সে এই সমস্ত কাজ প্রকাশ্যে করলে আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে যে আমাদের স্ত্রী-সন্তানরা ফেতনায় পড়ে যাবে।

www.Quraneralo.com

Content

ইবনে দাগীনা এই সমস্ত বিষয়সমূহ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কে জানিয়ে দিল, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এই শর্তে মক্কায় থেকে গেলেন যে, তিনি তার ঘরের মধ্যে থেকেই স্বীয় রবের ইবাদত করবেন, প্রকাশ্যে নামায আদায় করবেন না, স্বীয় ঘরের বাহিরে কোরআন তেলাওয়াত করবেন না, এরপর হঠাৎ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ঘরের আঙ্গীনায় একটি মসজিদ বানালেন সেখানে তিনি নামায পড়লে এবং কোরআন তেলাওয়াত করলে মুশরিকদের স্ত্রী সন্তানরা একত্রিত হয়ে যেত, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর তেলাওয়াত শুনে পেরেশান হয়ে যেত এবং বার বার তার দিকে তাকিয়ে থাকত। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর ভয়ে অনেক কান্নাকাটি করতেন, যখন তিনি কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করতেন তখন তিনি তার নয়নাশ্রু নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না, অবস্থা দেখে কোরাইশরা ইবনে দাগিনাকে ডেকে পাঠাল। সে আসল তখন কোরাইশ সরদাররা তার নিকট অভিযোগ করল যে, আমরা আবু বকরের জন্য তোমার দেয়া নিরাপত্তা শুধু এ জন্য মেনে নিয়েছিলাম যে, সে তার ঘরে বসেই স্বীয় রবের ইবাদত করবে, কিন্তু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এই শর্ত ভঙ্গ করেছে, তার ঘরের আঙ্গীনায় মসজিদ বানিয়েছে এবং ওখানে প্রকাশ্যে নামায আদায় করছে, কোরআন তেলাওয়াত করছে, আমাদের ভয় হচ্ছে যে, আমাদের স্ত্রী সন্তানরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। তাই তুমি আবু বকরকে নিষেধ কর, যদি সে চায় তাহলে স্বীয় ঘরে থেকে স্বীয় রবের ইবাদত করুক, আর যদি সে তা না মানে এবং প্রকাশ্যে ইবাদত করতে অনড় হয়, তাহলে তাকে দেয়া নিরাপত্তা ফিরিয়ে নাও। আমরা তোমার দেয়া নিরাপত্তা ভঙ্গ করতে চাই না।

কিন্তু আবু বকরের প্রকাশ্য ইবাদত কোনোভাবেই আমাদের নিকট সহনীয় নয়। তাই ইবনে দাগীনা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট আসল এবং বলল: আবু বকর আমি তোমার ব্যাপারে কোরাইশ সরদারদের সাথে যে চুক্তি করেছিলাম, তা তুমি জান, তাই হয় তুমি ঐ শর্তের উপর অটল থাক, অন্যথায় আমার দেয়া নিরাপত্তা আমাকে ফিরিয়ে দাও, আমি চাই না যে আরবদের নিকট থেকে এই কথা শুনি যে, আমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছি সে তা ভঙ্গ করেছে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বলল: আমি তোমার দেয়া নিরাপত্তা তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি এবং আল্লাহর দেয়া নিরাপত্তায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করছি"। (বোখারী-৩৯০৫)

www.Quraneralo.com

কোরআন মজীদের ফযিলত

মাসআলা-১৭ : কোরআন মাজীদ অবতীর্ণের রাত (লাইলাতুল কদরের) ইবাদতের সওয়াব হাজার মাস (৮৩ বছরের) ইবাদতের সওয়াবের চেয়ে অধিক।

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۔ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۔ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۔

অর্থ : "নিশ্চয়ই আমি এটা (আল কোরআন) অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রাতে, আর মহিমান্বিত রাত সম্পর্কে তুমি কী জান? এ মহিমান্বিত রাত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম"। (সূরা কাদর : আয়াত-১-৩)

মাসআলা-১৮ : কোরআন মাজীদের নিজে শিক্ষা, অপরকে শিখানো, তা প্রচার করা, তদানুযায়ী আমল করা বড় যুদ্ধ।

فَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَجَٰهِدْهُم بِهِۦ جِهَادًا كَبِيرًا

অর্থ : "সুতরাং তুমি কাফেরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি কোরআনের সাহায্যে তাদের সাথে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে যাও"। (ফুরকান : আয়াত-৫২)

মাসআলা-১৯ : আল্লাহ্ তাআলার দেয়া সমস্ত নেয়ামতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় নেয়ামত কোরআন মাজীদ।

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ.

অর্থ : "আল্লাহর সে অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যা তোমাদের উপর রয়েছে এবং তাও স্মরণ কর যে কিতাব ও জ্ঞানের কথা তোমাদের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, যার দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দান করা হয়।"

(সূরা বাক্বারা : আয়াত-২৩১)

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُورِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۔ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ۖ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ۔

Content

অর্থ : "হে মানবকুল, তোমাদের কাছে উপদেশ বাণী এসেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এবং অন্তরের রোগের নিরাময় হেদায়েত ও রহমত মুসলিমদের জন্য। বল : আল্লাহর দয়া ও মেহেরবাণীতে। সুতরাং এরই প্রতি তাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এটিই উত্তম সে সমুদয় থেকে যা সঞ্চয় করছ"। (সূরা ইউনুস : আয়াত-৫৭-৫৮)

মাসআলা-২০ : কোরআন মাজীদের আয়াত এবং শব্দের মধ্যে কোন পরিবর্তন করা কিয়ামত পর্যন্ত সম্ভব হবে না।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ.

অর্থ : "আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক"। (সূরা হিজর : আয়াত-৯)

মাসআলা-২১ : কোরআন মাজীদে বর্ণিত আকীদা (বিশ্বাস) ঘটনাবলী এবং তার সত্যতাকে কেউ কেয়ামত পর্যন্ত ভুল বলে প্রমাণিত করতে পারবে না।

মাসআলা-২২ : কোরআন মাজীদের শিক্ষার বিস্তারকে পৃথিবীর কোন শক্তি প্রতিরোধ করতে পারবে না।

لَا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ.

অর্থ : "এতে মিথ্যার প্রভাব নেই, সামনের দিক থেকেও নেই এবং পেছন দিক থেকেও নেই, এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ"। (সূরা হা-মীম সাজেদা : আয়াত-৪২)

মাসআলা-২৩ : কোরআন মাজীদের সাবয়ে তেওয়াল সূরাসমূহ তাওরাতের সমান।

মাসআলা-২৪ : কোরআন মাজীদের শত আয়াত বিশিষ্ট সূরাসমূহ যাবূরের সমান।

মাসআলা-২৫ : কোরআন মাজীদের সূরা ফাতেহা ইঞ্জিলের সমান।

www.Quraneralo.com

Content

মাসআলা-২৬ : কোরআন মাজীদের মোফাস্সাল সূরাসমূহ আল্লাহ্ তাআলা তাঁর স্বীয় দয়া এবং অনুগ্রহে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দিয়েছেন।

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُعْطِيْتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ الطِّوَالِ وَمَكَانَ الزَّبُوْرِ الْمِئِيْنَ وَمَكَانَ الْاِنْجِيْلِ الْمَثَانِيْ وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ.

অর্থ : "ওয়াসিলা বিন আসকা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তাওরাতের স্থলে আমাকে সাবয়ে তেওয়াল সূরাসমূহ দেয়া হয়েছে যাবূরের স্থলে আমাকে শত আয়াত বিশিষ্ট সূরা সমূহ দেয়া হয়েছে, ইঞ্জিলের স্থলে আমাকে সূরা ফাতিহা দেয়া হয়েছে। আর মোফাস্সাল সূরাসমূহ অতিরিক্ত দেয়া হয়েছে। আর আমাকে এর মাধ্যমে মর্যাদাবান করা হয়েছে"। (তাহাভী, ত্বাবারানী)

নোট : সাবয়ে তেওয়াল বলা হয় নিম্নোক্ত ৭টি সূরাকে

১. সূরা বাক্বারা। ২. সূরা আল ইমরান।
৩. সূরা নিসা। ৪. সূরা মায়েদা।
৫. সূরা আনআম। ৬. সূরা আ'রাফ।
৭. সূরা আনফাল।

২. মিয়িন বলা হয় ঐ সমস্ত সূরাসমূহকে যার আয়াত সংখ্যা ১০০-২০০ পর্যন্ত, এর মধ্যে রয়েছে সূরা ইউনুস থেকে সূরা শুআরা পর্যন্ত।

৩. মাসানী বলা হয় ঐ সমস্ত সূরাকে যার আয়াত সংখ্যা একশ থেকে কম, তার মধ্যে রয়েছে সূরা নামল থেকে সূরা হুজরাত পর্যন্ত।

৪. মোফাস্সাল সূরা বলা হয় সূরা ক্বাফ থেকে নিয়ে সূরা নাস পর্যন্ত সূরা সমূহকে।

মোফাস্সাল সূরাসমূহ আয়াতের দিক থেকে যতই ছোট হোক না কেন বিষয়বস্তুর দিক থেকে তা পরিপূর্ণ। তাই এ সমস্ত সূরাসমূহকে মোফাস্সাল বলা হয়।

৫. মোফাস্সাল সূরা সমূহকে আবার নিম্নোক্ত তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ক. তেওয়াল মোফাস্সাল : সূরা ক্বাফ থেকে সূরা বুরুজ পর্যন্ত।

খ. আওসাত মোফাস্সাল : সূরা ত্বারেক থেকে সূরা বায়্যিনা পর্যন্ত।

গ. কেসার মোফাস্সাল : সূরা যিলযাল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত।

www.Quraneralo.com

মাসআলা-২৭ : কিয়ামতের দিন কোরআন মাজীদ কোরআনের ধারক ও বাহকদেরকে ক্ষমা করার জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে।

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ؓ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ « اِقْرَءُوا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهُ يَاْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِاَصْحَابِهِ.

অর্থ : "আবু উমামা বাহেলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন : তোমরা কোরআন তেলাওয়াত কর, কেননা কিয়ামতের দিন তা তার তেলাওয়াতকারীদের জন্য সুপারিশকারী হিসেবে উপস্থিত হবে"। (মুসলিম-১৯১০)

মাসআলা-২৮ : কিয়ামতের দিন কোরআন মাজীদ আল্লাহর নিকট ঝগড়া করবে এবং তাঁর অনুসারীদের জান্নাতে নিয়ে যাবে।

عَنْ جَابِرٍ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (اَلْقُرْاٰنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ مَنْ جَعَلَهُ اَمَامَهُ قَادَهُ اِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ اِلَى النَّارِ.

অর্থ : "জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন কোরআন মাজীদ সুপারিশ করবে এবং তাঁর সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। তাঁর তেলাওয়াত কারীদের ব্যাপারে ঝগড়া করবে এবং তাঁর কথা মানা হবে, আর যে ব্যক্তি কোরআন মাজীদকে নিজের আদর্শ এবং পথ প্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করবে তাকে কোরআন জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে, আর যে তা পিছনে ফেলে রাখবে অর্থাৎ তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে তাকে তা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে"। (কানুযুল উম্মাল-২৩০৬)

মাসআলা-২৯ : কিয়ামতের দিন কোরআন মাজীদ ঐ সকল লোকদের ব্যাপারে সাক্ষী দিবে যারা কোরআন অনুযায়ী আমল করে।

عَنْ اَبِيْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِيِّ ؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ.

অর্থ : "আবু মালেক আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোরআন হয় তোমার পক্ষে দলীল হবে অন্যথায় তোমার বিপক্ষে সাক্ষীস্বরূপ দাঁড়াবে"। (মুসলিম-৫৫৬)

www.Quraneralo.com

মাসআলা-৩০ : কোরআন মাজীদের জ্ঞান সমস্ত জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه قَالَ مَنْ اَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيُثَوِّرِ الْقُرْاٰنَ فَاِنَّ فِيْهِ عِلْمَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ.

অর্থ : "আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করতে চায় সে যেন কোরআন নিয়ে গবেষণা করে; কেননা তাতে রয়েছে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের জ্ঞান-বিজ্ঞান"। (কানুযুল উম্মাল-৮৬৬৬)

মাসআলা-৩১ : কোরআন মাজীদ মুশরিকদের জন্যও রহমত এবং মাগফেরাতের পয়গাম বহন করে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه اَنَّ نَاسًا مِنْ اَهْلِ الشِّرْكِ كَانُوْا قَدْ قَتَلُوْا وَاَكْثَرُوْا وَزَنَوْا وَاَكْثَرُوْا فَاَتَوْا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فَقَالُوْا اِنَّ الَّذِىْ تَقُوْلُ وَتَدْعُوْ اِلَيْهِ لَحَسَنٌ لَوْ تُخْبِرُنَا اَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً فَنَزَلَ { وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَنَزَلَ قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ.

অর্থ : ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, মুশরিকদের মধ্যে কিছু লোক অধিক পরিমাণে মানুষ হত্যা করেছে, ব্যভিচার করেছে, তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল : যে, আপনি যা বলছেন এবং যে দাওয়াত দিচ্ছেন তাতো অনেক ভাল, আপনি আমাদেরকে বলুন যে আমরা যে পাপ করেছি ইসলাম গ্রহণ করলে কি তা ক্ষমা হবে? তাদের উত্তরে সূরা ফোরকানের এ আয়াত অবতীর্ণ হল :

আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের এবাদত করে না, আল্লাহ্ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এ কাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কেয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে, কিন্তু যারা তাওবা করে বিশ্বাসস্থাপন করে এবং

www.Quraneralo.com

Content

সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদের গোনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু"। (সূরা ফুরকান : আয়াত-৬৮-৭০)

বলুন, হে আমার বান্দারা যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না"। (সূরা যুমার-৫৩) (বোখারী-৪৮১০)

মাসআলা-৩২ : কোরআন মাজীদের অনুসরণকারী সর্বদা সঠিক পথে থাকবে।

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ ﷺ قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ لَقَدْ رَاَيْتَ خَيْرًا. لَقَدْ صَاحَبْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «اَلَا وَاِنِّىْ تَارِكٌ فِيْكُمْ ثَقَلَيْنِ اَحَدُهُمَا كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ حَبْلُ اللهِ مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلَالَةٍ.

অর্থ : "যায়েদ বিন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমরা ইয়াজিদ বিন হাইয়ানের নিকট প্রবেশ করে তাকে বললাম যে, তুমি তো ভাল কিছু দেখেছ, রাসূলের সঙ্গলাভ ও তার পিছনে সালাত পড়েছ। সে হাদীসে আছে : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সাবধান আমি তোমাদের মাঝে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রেখে যাচ্ছি, তার মধ্যে একটি হল আল্লাহর কিতাব, যা আল্লাহর রশিস্বরূপ, যে তা অনুসরণ করবে সে হেদায়েতের উপর থাকবে, আর যে তা প্রত্যাখ্যান করবে সে পথভ্রষ্ট হবে।"

(মুসলিম-৬৩৮১)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنِّىْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِىْ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিষ রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা অনুযায়ী আমল কর তাহলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, আর তা হল আল্লাহর কিতাব (কোরআন) এবং আমার সুন্নত (হাদীস)।

(হাকেম-২৯৩৭)

www.Quraneralo.com

Content

মাসআলা-৩৩ : কোরআন মাজীদ অনুযায়ী আমলকারীরা পৃথিবীতে বিজয়ী এবং সম্মানের সাথে থাকবে :

عَنْ عُمَرَ ﷺ قَالَ اَمَا اِنَّ نَبِيَّكُمْ ﷺ قَدْ قَالَ «اِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ اٰخَرِيْنَ.

অর্থ : "ওমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : সাবধান অবশ্যই তোমাদের নবী বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এ কিতাবের মাধ্যমে কোন কোন মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন আবার কোন কোন মানুষকে লাঞ্ছিত এবং অপমানিত করেন"। (মুসলিম-১৯৩৪)

মাসআলা-৩৪ : কোরআন মাজীদ অনুযায়ী আমলকারীরা কখনো পথ ভ্রষ্ট হবে না।

عَنْ جُبَيْرٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَبْشِرُوْا قَالَ : اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ سَبَبٌ طَرْفُهُ بِيَدِ اللهِ وَطَرَفُهُ بِاَيْدِيْكُمْ فَتَمَسَّكُوْا بِهِ فَاِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوْا وَلَنْ تَهْلَكُوْا بَعْدَهُ اَبَدًا.

অর্থ : "জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সুসংবাদ গ্রহণ কর, এই কোরআনের একদিক আল্লাহর হাতে আর অপর দিক তোমাদের হাতে, তা দৃঢ়ভাবে ধরে থাক, আর তা দৃঢ়ভাবে ধরে থাকলে তোমরা কখনো ধ্বংস হবে না এবং পথভ্রষ্ট হবে না"

(মু'জামুল কাবীর-৪৯১)।

মাসআলা-৩৫ : কোরআন মাজীদ স্থায়ী মো'জেজা :

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ اِلَّا اُعْطِيَ مِنَ الْاٰيَاتِ مَا مِثْلُهُ اٰمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَاِنَّمَا كَانَ الَّذِيْ اُوْتِيْتُ وَحْيًا اَوْحَاهُ اللهُ اِلَيَّ فَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সমস্ত নবীগণকে এমন মো'জেযা দেয়া হয়েছে যা দেখে ঐ যুগের

www.Quraneralo.com

Content

লোকেরা ঈমান এনেছে, কিন্তু আমাকে যে মো'জেযা দেয়া হয়েছে তা হল কোরআন মাজীদ যা অহীর মাধ্যমে আমাকে দেয়া হয়েছে, (যা থেকে কিয়ামত পর্যন্ত লোকেরা উপকৃত হতে থাকবে) আমি আশা করছি কিয়ামতের দিন আমার প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হবে"। (বোখারী-৪৯৮১)

কোরআন মাজীদ তেলাওয়াতের ফযিলত

মাসআলা : ৩৬. কোরআন মাজীদ তেলাওয়াতকারী আল্লাহর সাথে এমন ব্যবসা করে যার মাধ্যমে সে নিম্নোক্ত পাঁচটি কল্যাণ লাভ করে।

১. ঐ ব্যবসায় তার কোনো ক্ষতি হবে না।

২. অঙ্গিকার অনুযায়ী তাকে পরিপূর্ণ প্রতিদান ও সওয়াব দেয়া হবে।

৩. আল্লাহ্ স্বীয় দয়া এবং অনুগ্রহে তার প্রতিদানের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করেদেন।

৪. তার পাপও ক্ষমা করা হয়।

৫. তার অন্যান্য সৎ আমলসমূহকে মূল্যায়ন করা হয়।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ- لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ-

অর্থ : "যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, নামায কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা আশা করে, যাতে কখনো লোকসান হবে না। পরিণামে তাদেরকে আল্লাহ্ তাদের সওয়াব পুরোপুরি দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশি দেবেন নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী"।

মাসআলা-৩৭ : কোরআন মাজীদ তেলাওয়াতের মাধ্যমে অন্তরে শান্তি হাসিল হয় :

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ.

অর্থ : "জেনে রাখ আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়"।

(সূরা রা'দ : আয়াত-২৮)

www.Quraneralo.com

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْكَهْفِ وَاِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوْطٌ بِشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُوْ وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ فَلَمَّا اَصْبَحَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْاٰنِ.

অর্থ : বারা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করছিল, আর তার পার্শ্বে একটি ঘোড়া দু'টি রাশি দিয়ে বাঁধা ছিল, তেলাওয়াত করার সময় একটি বাদলের মত ছায়া এসে ঘোড়াটিকে ঢেকে দিল, আর ঐ বাদল ধীরে ধীরে ঘোড়ার নিকটবর্তী হচ্ছিল, ঘোড়া তা দেখে লাফালাফি করতে লাগল, যখন সকাল হল তখন ঐ ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হল এবং তাঁকে ঐ ঘটনা খুলে বলল তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এ হল শান্তি যা কোরআন তেলাওয়াতের কারণে অবতরণ করছিল"। (বোখারী-৫০১১)

মাসআলা-৩৮ : কোরআন তেলাওয়াত অন্তরের আনন্দ এবং চোখের জ্যোতি, দুঃখ, বেদনা, চিন্তা এমনকি রোগ এবং পেরেশানী দূর করে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا قَالَ عُبْدٌ قَطُّ اِذَا اَصَابَهُ هَمٌّ وَحَزَنٌ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ اَسْاَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ اَوْ اسْتَاْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ وَنُوْرَ صَدْرِيْ وَجِلَاءَ حُزْنِيْ وَذَهَابَ هَمِّيْ اِلَّا اَذْهَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمَّهُ وَاَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرَحًا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ يَنْبَغِيْ لَنَا اَنْ نَتَعَلَّمَ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ قَالَ اَجَلْ يَنْبَغِيْ لِمَنْ سَمِعَهُنَّ اَنْ يَتَعَلَّمَهُنَّ.

অর্থ : "আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখনই কোনো ব্যক্তির কোন দুঃখ চিন্তা হবে

www.Quraneralo.com

Content

তখন সে এ দোয়া পাঠ করবে, হে আল্লাহ্ আমি তোমার বান্দা, তোমার বান্দী এবং তোমার বান্দীর ছেলে, আমার ভাগ্য তোমার হস্তে, আমার উপর তোমার নির্দেশ কার্যকর, আমার প্রতি তোমার ফায়সালা ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত, আমি সে সমস্ত নামের প্রত্যেকটির বদৌলতে যে নাম তুমি নিজের জন্য নিজে রেখেছ, অথবা তোমার যেনাম তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করেছ, অথবা তোমার সৃষ্টজীবের মধ্যে কাউকেও যেনাম শিখিয়ে দিয়েছ, অথবা স্বীয় জ্ঞানের ভান্ডারে নিজের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছে, তার মাধ্যমে তোমার নিকট এই আকুল নিবেদন জানাই যে, তুমি কোরআন মজীদকে আমার হৃদয়ের জন্য প্রশান্তি বানিয়ে দাও, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার চিন্তা-ভাবনার অপসরণকারী এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বিদূরিতকারী।

যখন কোনো ব্যক্তি এ দোয়া পাঠ করবে তখন আল্লাহ্ তার চিন্তা এবং বেদনা দূর করে দিবেন, তার চিন্তাকে আনন্দে পরিণত করে দেন, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমরা কি দোয়াটি মুখস্থ করব? তিনি বললেন : কেন নয়, প্রত্যেক শ্রবণকারীর উচিত এই দোয়া মুখস্থ করা। (আহমদ-৪৩১৮)

মাসআলা-৩৯ : কোরআন মাজীদ তেলাওয়াতকারী একটি অক্ষরের বিনিময়ে দশটি করে সওয়াব পাবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُوْلُ الٓمٓ حَرْفٌ وَلٰكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ.

অর্থ : "আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে একটি অক্ষর তেলাওয়াত করল তার বিনিময়ে সে একটি নেকী পাবে, আর একটি নেকীর বদলা হবে দশগুণ, আমি একথা বলছি না যে, আলিফ-লাম-মীম, একটি অক্ষর বরং আলিফ একটি অক্ষর, লাম একটি অক্ষর, মীম একটি অক্ষর। (তিরমিযী-২৯১০)

www.Quraneralo.com

মাসআলা-৪০ : কোরআন মাজীদ তেলাওয়াতকারী এবং সে অনুযায়ী আমলকারী সর্বোত্তম মুমিন।

عَنْ اَبِىْ مُوْسَى ﷺ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ كَالْاُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيْحُهَا طَيِّبٌ الَّذِىْ لَا يَقْرَاُ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيْحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِىْ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِىْ لَا يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيْحَ لَهَا.

অর্থ : "আবু মুসা আল আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত করে তার উদাহরণ হল লেবুর মতো তার স্বাদও মিষ্টি আবার ঘ্রাণও ভাল, আর কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত নাকারী মুমেনের উদাহরণ হল খেজুরের ন্যায়, তার স্বাদতো ভাল কিন্তু কোনো ঘ্রাণ নেই, আর কোরআন তেলাওয়াতকারী পাপি ব্যক্তির উদাহরণ হল ফুলের মত তার ঘ্রাণ ভাল কিন্তু স্বাদ তিক্ত, আর কোরআন তেলাওয়াত না কারী ফাজেরের উদাহরণ হল মাকাল ফলের মত যার স্বাদ তিক্ত। (বোখারী-৭৫৬০)

মাসআলা-৪১ : কোরআন মাজীদ অনুযায়ী আমলকারী মুমেন ঈর্ষাযোগ্য :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا حَسَدَ اِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللهُ الْكِتَابَ وَقَامَ بِهِ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَرَجُلٌ اَعْطَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

অর্থ : "আবদুল্লাহ্ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন : দুই ব্যক্তির প্রতি হিংসা করা বৈধ,

১. ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন আর সে তা দিন-রাত তেলাওয়াত করে

২. এভাবে ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তাআলা সম্পদ দিয়েছেন আর সে ঐ সম্পদ আল্লাহর পথে দিন-রাত ব্যয় করতে থাকে"। (বোখারী-৫০২৫)

www.Quraneralo.com

মাসআলা-৪২ : অধিক পরিমাণে কোরআন তেলাওয়াতকারীর প্রতি ঈর্ষাকারী মুমিন ঈর্ষাযোগ্য ।

মাসআলা-৪৩ : কোরআন তেলাওয়াতকারীর প্রতি হিংসা করাও সওয়াব পাওয়ার যোগ্য ।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا حَسَدَ اِلَّا فِيْ اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَتْلُوْهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ لَيْتَنِيْ اُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا اُوْتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْتَنِيْ اُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا اُوْتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দুই ব্যক্তির প্রতি হিংসা করা বৈধ,

১. ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন আর সে তা দিনরাত তেলাওয়াত করে আর তার প্রতিবেশি তা শুনে বলে হায়! আমাকেও যদি এভাবে কোরআন মাজীদ শিখানো হত যেমন তাকে শিখানো হয়েছে, তাহলে আমিও এভাবেই কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করতাম,

২. এভাবে ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তাআলা সম্পদ দিয়েছেন আর সে ঐ সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করতে থাকে, আর তার প্রতিবেশী তা দেখে বলে হায়! আমাকেও যদি তার মত সম্পদ দেয়া হত যেমন তাকে দেয়া হয়েছে তাহলে আমিও তার মত আল্লাহর পথে তা ব্যয় করতাম যেমন সে করছে" । (বোখারী-৫০২৬)

মাসআলা-৪৪ : ভালভাবে কোরআন তেলাওয়াতকারী কিয়ামতের দিন সম্মানিত ফেরেশ্‌তাগণের সাথে থাকবে ।

www.Quraneralo.com

Content

মাসআলা : ৪৫ : আটকিয়ে কোরআন তেলাওয়াতকারী দ্বিগুণ সওয়াব পাবে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ « اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِىْ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ اَجْرَانِ

অর্থ : "আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোরআন তেলাওয়াতে পারদর্শী ব্যক্তিরা সম্মানিত ফেরেশ্‌তাগণের সাথে থাকবে। আর যারা আটকিয়ে কষ্ট করে কোরআন তেলাওয়াত করে তারা দ্বিগুণ সওয়াব পাবে"। (মুসলিম-১৮৯৮)

নোট :

১. কোরআন তেলাওয়াতে পারদর্শী বলতে কোরআনের হাফেযদেরকে বুঝানো হয়েছে। (এ ব্যাপারে আল্লাহ্ ই ভাল জানেন)।

২. উল্লেখিত হাদীসে আটকিয়ে আটকিয়ে কোরআন তেলাওয়াতকারীর মর্যাদা কোরআন তেলওয়াতে পারদর্শী ব্যক্তির চেয়ে বেশি বলে প্রমাণ করে না বরং দ্বিগুণ সওয়াব পাবে বলতে বুঝানো হয়েছে সাধারণ মানুষের সওয়াবের দ্বিগুণ।

মাসআলা-৪৬ : কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উত্তরাধিকারী যা তিনি মুসলিমদের জন্য রেখে গেছেন :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ مَرَّ بِسُوْقِ الْمَدِيْنَةِ فَوَقَفَ عَلَيْهَا فَقَالَ : يَا اَهْلَ السُّوْقِ مَا اَعْجَزَكُمْ قَالُوْ : وَمَا ذَاكَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : ذَاكَ مِيْرَاثُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ وَاَنْتُمْ هَاهُنَا اَلَا تَذْهَبُوْنَ فَتَاْخُذُوْنَ نَصِيْبَكُمْ مِنْهُ قَالُوْا : وَاَيْنَ هُوَ قَالَ : اَلْمَسْجِدُ فَخَرَجُوْا سِرَاعًا وَوَقَفَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَهُمْ حَتّٰى رَجَعُوْا فَقَالَ لَهُمْ : مَا لَكُمْ؟ قَالُوْا: يَا اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَدْ اَتَيْنَا الْمَسْجِدَ فَدَخَلْنَا فِيْهِ فَلَمْ نَرَ فِيْهِ شَيْئًا يَقْسِمُ فَقَالَ لَهُمْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَمَا رَاَيْتُمْ فِى الْمَسْجِدِ اَحَدًا قَالُوْا :

www.Quraneralo.com

Content

بَلْ رَأَيْنَا قَوْمًا يُصَلُّوْنَ وَقَوْمًا يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَقَوْمًا يَتَذَكَّرُوْنَ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ فَقَالَ لَهُمْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ: وَيْحَكُمْ فَذَاكَ مِيْرَاثُ مُحَمَّدٍ ﷺ

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি একদা মদীনার বাজার অতিক্রম করার সময় দাঁড়িয়ে গেলেন এবং লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন : হে বাজারের লোকেরা কোন জিনিস তোমাদেরকে থামিয়ে রেখেছে? লোকেরা বলল : হে আবু হুরায়রা এটা কেমন কথা? আবু হুরায়রা বলল : ওখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিরাস (সম্পত্তি) বন্টন হচ্ছে আর তোমরা এখানে বসে আছ? তোমরা কেন ওখানে যাচ্ছ না? আর নিজেদের অংশ গ্রহণ করছ না? লোকেরা জিজ্ঞেস করল সম্পত্তি কোথায় বন্টন হচ্ছে? আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল : মসজিদে। লোকেরা দ্রুত দৌড়িয়ে মসজিদে গেল, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকলেন, লোকেরা মসজিদ থেকে ফিরে আসল, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে জিজ্ঞেস করল কি হল তোমরা ফিরে আসলে কেন? লোকেরা বলল : আমরা মসজিদে গেলাম কিন্তু ওখানে কোনোকিছু বন্টন হতে দেখলাম না, তাই আমরা ফিরে আসলাম, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদেরকে জিজ্ঞেস করল তোমরা কি মসজিদে কাউকে দেখ না? লোকেরা বলল : কেন নয় আমারা ওখানে কিছু লোককে নামায আদায় করতে দেখেছি, আবার কিছু লোক কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করছে, আবার কিছুলোক হালাল হারামের মাসআলা মাসায়েল বর্ণনা করছে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল : তোমাদের অবস্থা দেখে আমার আফসোস হচ্ছে, এটাইতো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিরাস (সম্পত্তি)।

(মু'জামুল আওসাত-১৪৩০)

মাসআলা-৪৭ : কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত কারীদেরকে পৃথিবীতে আল্লাহ্ নিম্নোক্ত চারটিঃ নেয়ামত দ্বারা সম্মানিত করবেন :

১. তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল হবে।

২. আল্লাহ্ তাদের প্রতি দয়া করবেন।

৩. ফেরেশ্তাগণ তাদের চতুষ্পার্শ্বে তাদের সম্মানে দাঁড়িয়ে যায়।

৪. আল্লাহ্ তাআলা ফেরেশ্তাগণের নিকট তাদের স্মরণ গৌরবের সাথে করেন।

www.Quraneralo.com

Content

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِيْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন কিছুলোক আল্লাহর ঘরে উপস্থিত হয়ে কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করে এবং পরস্পর পরস্পরকে শিক্ষা দেয় এবং শিক্ষা নেয়, তখন তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়, আল্লাহর রহমত তাদেরকে আবরিত করে রাখে, ফেরেশ্তারা তাদেরকে ঘিরে রাখে, আর আল্লাহ্ তাদের কথা ওদের নিকট স্মরণ করে যারা তাঁর নিকট আছে, স্মরণ রাখ যার আমল তাকে পিছনে রেখেছে তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না"। (মুসলিম-৭০২৮)

মাসআলা-৪৮ : কোরআন তেলাওয়াতকারী ব্যক্তির জন্য তা আকাশে শান্তি এবং পৃথিবীতে ভালভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকার কারণ।

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ اُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللهِ فَاِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَاِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الْاِسْلَامِ. وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ فَاِنَّهُ رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ وَذِكْرُكَ فِي الْاَرْضِ.

অর্থ : "আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ ভীতির ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছি, কেননা তা সবকিছুর মূল, আর তুমি জিহাদ করবে; কেননা তা ইসলামের বৈরাগ্যতা এবং তুমি আল্লাহর যিকির করবে, কোরআন তেলাওয়াত করবে, কেননা তা তোমার জন্যে পরকালীন শান্তি এবং পৃথিবীতে ভালভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকার কারণ"। (আহমদ-৫৫৫)

www.Quraneralo.com

মাসআলা-৪৯ : কোরআন মাজীদের তেলাওয়াত আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সাথে ভালবাসার সৃষ্টি করে ।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُحِبَّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ فَلْيَقْرَأْ فِى الْمُصْحَفِ.

অর্থ : "আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সাথে ভালবাসা স্থান করতে চায় সে যেন কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করে ।

(আবু নুআইম হুলইয়াতে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন-১৮৭২)

মাসআলা-৫০ : কোরআন মাজীদের একটি আয়াতের তেলাওয়াত পৃথিবী বড় বড় নেয়ামতসমূহ থেকে মূল্যবান ।

عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اِذَا رَجَعَ اِلَى اَهْلِهِ اَنْ يَجِدَ فِيْهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ ». قُلْنَا نَعَمْ. قَالَ « فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কি কেউ পছন্দ করে যে যখন সে ঘরে ফিরে যাবে তখন তিনটি মোটা মোটা সুস্বাস্থ্যবান উট পাবে? আমরা বললাম : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, তিনি বললেন : কোরআন মাজীদের তিনটি আয়াত নামাযের মধ্যে তেলাওয়াত করা ঐ তিন উট থেকেও উত্তম" ।

(মুসলিম-১৯০৮)

মাসআলা-৫১ : তাহাজ্জুদের নামাযে কোরআন মাজীদের দশটি আয়াত তেলাওয়াত করার সওয়াব পৃথিবী এবং পৃথিবী যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম ।

عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رضي الله عنه وَتَمِيْمِ الدَّارِيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَرَأَ عَشَرَ اٰيَاتٍ فِىْ لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ وَالْقِنْطَارُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا فَاِذَا

www.Quraneralo.com

Content

كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ اِقْرَأْ وَارْقَ لِكُلِّ اٰيَةٍ دَرَجَةٌ حَتّٰى يَنْتَهِيَ اٰخِرَ اٰيَةٍ مَعَهُ يَقُوْلُ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ لِلْعَبْدِ : اِقْبِضْ فَيَقُوْلُ الْعَبْدُ بِيَدِهِ يَارَبِّ اَنْتَ اَعْلَمُ فَيَقُوْلُ بِهٰذِهِ الْخُلْدِ وَبِهٰذِهِ النَّعِيْمِ.

অর্থ : "ফুযালা বিন উবাইদ এবং তামিমুদ্দারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের নামাযে দশটি আয়াত তেলাওয়াত করে তার জন্য এক কিন্তার সওয়াব, আর এক কিন্তার পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম, কিয়ামতের দিন তোমার রব বলবে : কোরআন মাজীদের প্রতিটি আয়াতের বদলে এক স্তর উপরে উঠ, এভাবে সর্বশেষ আয়াত তেলাওয়াত করা পর্যন্ত উপরে উঠতে থাকবে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাকে বলবেন : আমার নেয়ামত গ্রহণ করার জন্য তোমার হাত উন্মুক্ত কর, বান্দা হাত উন্মুক্ত করে বলবে : হে আমার রব তুমি তোমার দান সম্পর্কে ভালভাবে জান, আল্লাহ্ তাআলা বলবেন : এক হাতে স্থায়ী নেয়ামতসমূহ গ্রহণ কর আর অপর হাতে অন্যান্য নেয়ামতসমূহ গ্রহণ কর।" (মু'জামুল কাবীর-১২৫৩)

মাসআলা-৫২ : রাতে একশত আয়াত তেলাওয়াতকারী সম্পূর্ণ রাত জাগ্রত থেকে ইবাদত করার সমান সওয়াব পাবে।

عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ بِمِائَةِ اٰيَةٍ فِيْ لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قُنُوْتُ لَيْلَةٍ.

অর্থ : "আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুলাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতে একশত আয়াত তেলাওয়াত করবে সে সম্পূর্ণ রাত জাগরণকারী হিসেবে গণ্য হবে"। (দারেমী-১৬৯৫৮)

মাসআলা-৫৩ : প্রতিদিন দশটি আয়াত তেলাওয়াতকারী আল্লাহর নিকট গাফেল বলে গণ্য হবে না।

মাসআলা-৫৪ : প্রতিদিন একশত আয়াত তেলাওয়াতকারী আল্লাহর আনুগত্যশীল বলে গণ্য হয়।

www.Quraneralo.com

Content

মাসআলা-৫৫ : প্রতিদিন একহাজার আয়াত তেলাওয়াতকারী আল্লাহ্র নিকট সওয়াবের ভাণ্ডার লাভকারী বলে চিহ্নিত হবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَامَ بِعَشْرِ اٰيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ اٰيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ وَمَنْ قَامَ بِاَلْفِ اٰيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِيْنَ.

অর্থ : "আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতে দশটি আয়াত তেলাওয়াত করে সে গাফেল বলে গণ্য হবে না, আর যে ব্যক্তি একশত আয়াত তেলাওয়াত করে সে আনুগত্যশীল বলে গণ্য হবে, আর যে ব্যক্তি এক হাজার আয়াত তেলাওয়াত করে তার জন্য সওয়াবের ভাণ্ডার লিখা হবে"।

(আবু দাউদ-১৪০০)

মাসআলা-৫৬ : কোরআন মাজীদের তেলাওয়াত এবং অনুধাবন কবরে মোনকার নাকিরের প্রশ্নের উত্তরে সফল হওয়ার কারণ।

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ : مَنْ رَبُّكَ فَيَقُوْلُ : رَبِّيَ اللهُ. فَيَقُوْلاَنِ لَهُ : مَا دِيْنُكَ فَيَقُوْلُ : دِيْنِيَ الْاِسْلاَمُ. فَيَقُوْلاَنِ لَهُ : مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ قَالَ فَيَقُوْلُ : هُوَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. فَيَقُوْلاَنِ : وَمَا يُدْرِيْكَ فَيَقُوْلُ : قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ فَاٰمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ.

অর্থ : বারা বিন আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কবরে মুমিন ব্যক্তির নিকট দু'জন ফেরেশতা আসবে, তারা এসে তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করবে, তোমার রব কে? (মুমিন হলে) সে বলবে আমার রব আল্লাহ্, তারা আবার জিজ্ঞেস করবে তোমার দ্বীন কী? সে বলে আমার দ্বীন ইসলাম, তারা আবার জিজ্ঞেস করে তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তিকে নবী করে পাঠানো হয়েছিল তার ব্যাপারে তোমার কি ধারণা? সে উত্তরে বলবে : আমি আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করেছি এবং তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি, এবং তাঁকে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করেছি"।

(আবু দাউদ-৪৭৫৫)

www.Quraneralo.com

মাসআলা-৫৭ : কোরআন মাজীদের তেলাওয়াত মৃত ব্যক্তিকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يُؤْتَى الرَّجُلُ فِىْ قَبْرِهٖ فَاِذَا اُتِىَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهٖ دَفَعَتْهُ تِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ وَاِذَا اُتِىَ مِنْ قِبَلِ يَدَيْهِ دَفَعَتْهُ الصَّدَقَةُ وَاِذَا اُتِىَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ دَفَعَهُ مَشْيُهُ اِلَى الْمَسْجِدِ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন মানুষকে কবরে দাফন করা হয় তখন ফেরেশ্‌তা মাথার দিক থেকে আযাব দেয়ার জন্য আসে, তখন কোরআন তেলাওয়াত তাকে বাধা দেয়, যখন ফেরেশ্‌তা সামনের দিক থেকে আসে তখন দান খয়রাত তাকে বাধা দেয়, যখন ফেরেশ্‌তা পায়ের দিক থেকে আসে তখন মসজিদে পায়ে হেঁটে যাওয়া তাকে বাধা দেয়"। (মু'জামুল আওসাত-৯৪৩৮)

মাসআলা-৫৮ : কোরআন মাজীদ বেশি বেশি তেলাওয়াতকারীকে জান্নাতের তাজ পরিধান করানো হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجِيْءُ الْقُرْاٰنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ يَقُوْلُ صَاحِبَهُ : هَلْ تَعْرِفُنِىْ اَنَا الَّذِىْ كُنْتُ اَسْهِرُ لَيْلَكَ وَاَظْمِئُ هَوَاجِرَكَ وَاِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهٖ وَاَنَا لَكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِيْنِهٖ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهٖ وَيُوْضَعُ عَلٰى رَأْسِهٖ تَاجُ الْوَقَارِ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَانِ لَا يَقُوْمُ لَهُمَا الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا فَيَقُوْلَانِ يَا رَبُّ اَنّٰى لَنَا هٰذَا فَيُقَالُ لَهُمَا : بِتَعْلِيْمِ وَلَدِكُمَا الْقُرْاٰنَ وَاِنَّ صَاحِبَ الْقُرْاٰنِ يُقَالُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِقْرَاْ وَارْقَ فِى الدَّرَجَاتِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا فَاِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ اٰخِرِ اٰيَةٍ مَعَكَ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কিয়ামতের দিন কোরআন মজীদ কোনো দুর্বল লোকের ন্যায় এসে তার তেলাওয়াতকারীর নিকট উপস্থিত হয়ে বলবে আমাকে কি চিন?

www.Quraneralo.com

Content

আমিই সে যে তোমাকে রাত্র জাগিয়েছে, আর তোমাকে গরমে পিপাসিত রেখেছে, নিশ্চয় প্রত্যেক ব্যবসাকারী স্বীয় ব্যবসার ফল ভোগ করতে চায়। আর আজ আমি অন্যান্য ব্যবসায়ীদের ছেড়ে তোমার নিকট এসেছি, অতএব কোরআন তেলাওয়াতকারীকে তার ডান হাতে বাদশাহী দেয়া হবে, আর বাম হাতে চিরস্থায়ী জান্নাতে থাকার আদেশনামা। তার মাথায় পরিধান করানো হবে শান্তি এবং সম্মানের তাজ। আর তার পিতা মাতাকে দেয়া হবে দু'টি মূল্যবান পোশাক, যার বিপরীত পৃথিবী এবং পৃথিবীর সবকিছু তুচ্ছ মনে হবে। কোরআন তেলাওয়াতকারীর পিতামাতা আবেদন করবে হে আমার রব এই সম্মান কোন আমলের কারণে? তাদেরকে উত্তরে বলা হবে তোমার সন্তানকে কোরআন শিখানোর কারণে। কোরআন তেলাওয়াকারীকে কিয়ামতের দিন বলা হবে যেভাবে পৃথিবীতে কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করতে এভাবে তেলাওয়াত কর এবং জান্নাতের স্তরসমূহে আরোহণ করতে থাক তোমার সর্বশেষ স্তর ওখানে হবে যেখানে গিয়ে তুমি তেলাওয়াত করা বন্ধ করবে"। (তাবারানী)

عَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ تَعَلَّمُوْا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فَاِنَّ اَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا يَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ قَالَ: ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ تَعَلَّمُوْا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَاٰلُ عِمْرَانَ فَاِنَّهُمَا الزَّهْرَاوَانِ يُظِلَّانِ صَاحِبَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ اَوْ غَيَايَتَانِ اَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ وَاِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِيْنَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ فَيَقُوْلُ لَهُ هَلْ تَعْرِفُنِيْ فَيَقُوْلُ مَا اَعْرِفُكَ اَنَا صَاحِبُكَ الْقُرْاٰنُ الَّذِيْ اَظْمَأْتُكَ فِي الْهَوَاجِرِ وَاَسْهَرْتُ لَيْلَكَ وَاِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ وَاِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِيْنِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ وَيُوْضَعُ عَلَى رَاْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يُقَوَّمُ لَهُمَا اَهْلُ الدُّنْيَا فَيَقُوْلَانِ بِمَ كُسِيْنَا هٰذِهِ فَيُقَالُ

www.Quraneralo.com

بِاَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْاٰنَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ اقْرَأْ وَاصْعَدْ فِيْ دَرَجَةِ الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا
فَهُوَ فِيْ صُعُوْدٍ مَا دَامَ يَقْرَأُ هَذًّا كَانَ اَوْ تَرْتِيْلًا .

অর্থ : "বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বসেছিলাম, আমি তাঁকে বলতে শুনলাম তিনি বললেন: সূরা বাকারা শিখ। কেননা তা শিখার মধ্যে বরকত রয়েছে, আর তা না শিখা আফসোসের কারণ, জাদুকররা এতে কোনো প্রতিক্রিয়া করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ চুপ থেকে পরে বললেন: সূরা বাকারা এবং সূরা আলে ইমরান শিখ, কিয়ামতের দিন এই উভয় সূরা তার পাঠকারীর উপর উজ্জ্বল ছায়া হয়ে ঘিরে থাকবে, বাদল বা ছাতির ন্যায়, বা সাড়িবদ্ধ পাখির ঝাঁকের ন্যায়। কিয়ামতের দিন কোরআন তেলাওয়াতকারীর কবর বিদীর্ণ করা হবে তখন কোরআন মজীদ তার সাথে হালকা পাতলা লোকের আকৃতিতে সাক্ষাৎ করবে এবং বলবে তুমি কি আমাকে চিন? কোরআন তেলাওয়াতকারী বলবে: আমি তোমাকে চিনি না, কোরআন বলবে: আমি তোমার সাথী কোরআন, যে গরমের সময়ে তোমাকে পিপাসিত রেখেছে, রাত জাগিয়ে রেখেছে, নিশ্চয় প্রত্যেক ব্যবসায়ী লাভবান হওয়ার জন্য ব্যবসা করে আর আজ তুমি অন্য ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অমুখাপেক্ষী, তাই তার ডান হাতে বাদশাহী এবং বাম হাতে চিরস্থায়ী জান্নাতী হওয়ার নির্দেশনামা দেয়া হবে, আর তার মাথায় সম্মান এবং শান্তির তাজ পরিধান করানো হবে, আর তার পিতা-মাতাকে দুটি মূল্যবান পোশাক পরিধান করোনো হবে, যার মোকাবেলায় পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তুচ্ছ মনে হবে। কোরআন তেলাওয়াতকারীর পিতা মাতা বলবে: এই পোশাক আমাদেরকে কোন আমলের কারণে দেয়া হলো? তাদেরকে বলা হবে তোমাদের সন্তানকে কোরআন শিখানোর কারণে, এরপর কোরআন তেলাওয়াতকারীকে বলা হবে যে, কোরআন তেলাওয়াত কর এবং জান্নাতে উচ্চ মর্যাদাজনক স্থানে আরোহণ কর, যতক্ষণ কোরআন তেলাওয়াতকারী তেলাওয়াত করতে থাকবে ততক্ষণ সে উপরে উঠতে থাকবে চাই দ্রুত তেলাওয়াত করুক আর আস্তে আস্তে"। (আহমদ-২২৯৫০)

www.Quraneralo.com

Content

কোরআন মাজীদ তেলাওয়াতের আদব

মাসআলা : ৫৯ : কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করার পূর্বে আউজু বিল্লাহি মিনাশশাইত্বানির রাজিম তেলাওয়াত করা ওয়াজিব।

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

অর্থ : "অতএব আপনি যখন কোরআন তেলাওয়াত করেন, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন"। (নাহাল : আয়াত-৯৮)

মাসআলা-৬০ : কোরআন মাজীদ ধীরস্থিরভাবে তেলাওয়াত করা উচিত।

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلًا

অর্থ : "আর কোরআন তেরওয়াত কর ধীরে ধীরে এবং স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে"। (সূরা মুয্যাম্মিল : আয়াত-৪)

মাসআলা-৬১ : কোরআন তেলাওয়াত করার সময় নয়নাশ্রু ঝরা মুস্তাহাব।

وَيَخِرُّوْنَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا

অর্থ : "আর তার কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে"। (সূরা বানী ইসরাঈল : আয়াত-১০৯)

মাসআলা-৬২ : তেলাওয়াত করার সময় একই আয়াত বারবার দোহরানো বৈধ।

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ ﷺ يَقُوْلُ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِآيَةٍ حَتّٰى أَصْبَحَ يُرَدِّدُهَا . وَالْآيَةُ {
إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ }

অর্থ : "আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তাহাজ্জদ নামাযে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি আয়াত সকাল পর্যন্ত বারবার তেলাওয়াত করছিলেন, আর আয়াতটি ছিল "আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন, তবে ওরা তো আপনার বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন তবে আপনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়"। (সূরা মায়েদা-১১৮) (ইবনে মাজাহ-১৩৫০)

www.Quraneralo.com

মাসআলা-৬৩ : কোরআন মাজীদ সুন্দর কণ্ঠে তেলাওয়াত করার চেষ্টা করা উচিত।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ « مَا اَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا اَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ ».

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : আল্লাহ্ কোনোকিছু এত মনযোগ দিয়ে শুনে না যত মনযোগ দিয়ে শুনেন নবীর উত্তম ও মিষ্টি কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করা"। (মুসলিম-১৮৮১)

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَيِّنُوا الْقُرْاٰنَ بِاَصْوَاتِكُمْ

অর্থ : "বারা বিন আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কণ্ঠে কোরআন মাজীদকে সুন্দর করে তেলাওয়াত কর"। (নাসায়ী-১০১৫)

মাসআলা-৬৪ : যানবাহনে আরোহিত অবস্থায় কোরআন তেলাওয়াত করা বৈধ

মাসআলা-৬৫ : অভিনয় ব্যতীত আল্লাহর দেয়া সুন্দর কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করা উচিত

মাসআলা-৬৬ : যে ব্যক্তি কোরআন তেলওয়াতের সময় সুস্পন্দন সৃষ্টি করতে পারে তার স্পন্দন সৃষ্টি করে তেলাওয়াত করা উচিত

عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلٍ رضي الله عنه قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَاُ وَهُوَ عَلٰى نَاقَتِهِ اَوْ جَمَلِهِ وَهِيَ تَسِيْرُ بِهِ وَهُوَ يَقْرَاُ سُوْرَةَ الْفَتْحِ اَوْ مِنْ سُوْرَةِ الْفَتْحِ قِرَاءَةً لَيِّنَةً يَقْرَاُ وَهُوَ يُرَجِّعُ.

অর্থ : "আবদুল্লাহ্ বিন মুগাফ্ফাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে উটের উপর আরোহিত অবস্থায় সূরা ফাতহ বা সূরা ফাতহের কিছু অংশ তেলাওয়াত করতে শুনেছি, তিনি কোমল কণ্ঠে তেলাওয়াত করেছিলেন, এবং তিনি স্পন্দন সৃষ্টি করে ছন্দময় করে তেলাওয়াত করছিলেন"। (বোখারী-৫০৪৭)

www.Quraneralo.com

মাসআলা-৬৭ : আস্তে আস্তে বা বিনা আওয়াজে কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা উচ্চ কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করা থেকে উত্তম :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ : يَقُوْلُ « اَلْجَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْاٰنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ».

অর্থ : "ওকবা বিন আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন : উচ্চকণ্ঠে কোরআন মাজীদ তেলাওয়াতকারী ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য দান করে আর আস্তে আস্তে কোরআন মাজীদ তেলাওয়াতকারী ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে ব্যক্তি গোপনে দান করে"। (তিরমিযী-১৩৩৫)

মাসআলা-৬৮ : মসজিদে বসে এমন আওয়াজে কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা উচিত যেন অন্যদের ইবাদতে বিঘ্নতা সৃষ্টি না হয়।

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلَا كُلُّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَرْفَعَنَّ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ.

অর্থ : "আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সাবধান! তোমরা সবাই তোমাদের রবের ইবাদত করছ, তাই তোমাদের কেউ অপরকে কষ্ট দিবে না, কোরআন তেলাওয়াত করার সময় একজন অপরজনের চেয়ে উচ্চকণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করবে না"। (আহমদ-১১৮৯৭)

মাসআলা-৬৯ : কোরআন তেলাওয়াত করার সময় কোরআন তেলাওয়াতকারীর উপর আল্লাহ্ ভীতি এবং কোমলতা থাকা উচিত :

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْاٰنِ الَّذِيْ اِذَا سَمِعْتُمُوْهُ يَقْرَأُ حَسِبْتُمُوْهُ يَخْشَى اللهَ.

অর্থ : "জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোরআন মজীদের তেলাওয়াত সুন্দর কণ্ঠে ঐ ব্যক্তি করছে যার আওয়াজ শুনে মনে হবে যে, সে আল্লাহকে ভয় করছে"।

(ইবনু মাজাহ-১৩৩৯)

www.Quraneralo.com

Content

মাসআলা-৭০ : কোরআন তেলাওয়াত করার সময় ভীতিমূলক আয়াত তেলাওয়াত করতে গিয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা, রহমতের আয়াত তেলাওয়াত করার সময় আল্লাহর নিকট রহমত কামনা করা, তাসবীহর আয়াত তেলাওয়াত করার সময় আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা মুস্তাহাব

عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا عَذَابٌ تَعَوَّذَ وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَنْزِيهٌ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ سَبَّحَ.

অর্থ : "হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : কোরআন তেলাওয়াত করার সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শাস্তির আয়াত তেলাওয়াত করতেন তখন আউযুবিল্লাহ্ বলে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতেন, আর যখন আল্লাহর রহমতের আয়াত তেলাওয়াত করতেন তখন আল্লাহর নিকট রহমত কামনা করতেন, আর যখন আল্লাহর পবিত্রতা সংক্রান্ত আয়াত তেলাওয়াত করতেন তখন সুবহানাল্লাহ্ বলে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করতেন"। (আহমদ-২৩২৬২)

নোট : মুসলিমে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী এ আমল নামাযের মধ্যেও করা যাবে বলে প্রমাণিত।

মাসআলা-৭১ : তাশদীদ এবং মদ্দ বিশিষ্ট অক্ষর দীর্ঘ করে তেলাওয়াত করা উচিত :

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَتْ مَدًّا ثُمَّ قَرَأَ {بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ} يَمُدُّ بِبِسْمِ اللّٰهِ وَيَمُدُّ بِالرَّحْمٰنِ وَيَمُدُّ بِالرَّحِيْمِ.

অর্থ : "কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কেরাআ'ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন : তিনি টেনে টেনে কোরআন তেলাওয়াত করতেন, এরপর তিনি 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম" তেলাওয়াত করতে গিয়ে 'বিসমিল্লাহ্' টেনে টেনে তেলাওয়াত করলেন, এরপর 'রহমান' এবং 'রাহিম'ও টেনে টেনে তেলাওয়াত করতেন"। (বোখারী-৫০৪৬)

www.Quraneralo.com

মাসআলা-৭২ : কোরআন তেলাওয়াত করার সময় হাই উঠলে হাত দিয়ে মুখ বন্ধ করে হাই দেয়া উচিত, হাই শেষ হলে আবার তেলাওয়াত করতে শুরু করবে।

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَثَاوَبَ
اَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ.

অর্থ : "আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ হাই দিবে তখন যেন সে তার হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে; কেননা শয়তান মুখে প্রবেশ করে"। (মুসলিম-৭৬৮৫)

নোট : হাই উঠলে মুখে হাত দিয়ে হাই দেয়া এটা সাধারণ বিধান যার মধ্যে কোরআন তেলাওয়াতও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মাসআলা-৭৩ : কোরআন তেলাওয়াত করার সময় হাঁচি আসলে আলহামদুলিল্লাহ্ বলা বা হাঁচিদাতার উত্তরে ইয়ারহামুকুমুল্লাহ্ বলা, সালামের উত্তর দেয়া বৈধ।

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَعَطَسْتُ
فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا
وَيَرْضٰى فَلَمَّا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انْصَرَفَ فَقَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ
فَلَمْ يَتَكَلَّمْهُ اَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْهُ
اَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ ابْنِ
عَفْرَاءَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا
طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَقَدْ ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَّثَلَاثُوْنَ مَلَكًا
اَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا.

অর্থ : "ইবনু রাফে রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে নামায আদায় করেছি, নামাযের মধ্যে

www.Quraneralo.com

আমার হাঁচি আসলে আমি আলহামদুলিল্লাহি হামদান কাসীরান তাইয়েবান মোবারাকান ফিহি মুবারাকান আলাইহি কামা ইউহিব্বু রাব্বুনা ওয়াইরদা। অর্থ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, তাঁর অধিক প্রশংসা, পবিত্র এবং বরকতময়, যেমন আমাদের রব পছন্দ করেন ও সন্তুষ্ট থাকেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করলেন এবং লোকদের দিকে মুখ ফিরালেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন নামাযের মধ্যে কে কথা বলল? কেউ উত্তর দিল না, তিনি দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, তখনও কেউ উত্তর দিল না, তিনি তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন তখন রিফায়া বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি, তিনি জিজ্ঞেস করলেন কি বলেছিলে? রিফায়া আবার ঐ কথাগুলো বলল যা সে নামাযে বলে ছিল, তিনি বললেন : ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ ত্রিশেরও অধিক ফেরেশ্‌তা দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল যে, কে কার আগে এ কথাগুলো আকাশে নিয়ে যাবে"। (তিরমিযী-৪০৪)

মাসআলা-৭৪ : ভ্রমণ বা সফররত অবস্থায় কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা বৈধ।

عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلٍ رضي الله عنه قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَاُ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ اَوْ جَمَلِهِ وَهِيَ تَسِيْرُ بِهِ وَهُوَ يَقْرَاُ سُورَةَ الْفَتْحِ اَوْ مِنْ سُوْرَةِ الْفَتْحِ قِرَاءَةً لَيِّنَةً يَقْرَاُ وَهُوَ يُرَجِّعُ.

অর্থ : "আবদুল্লাহ্ বিন মুগাফ্‌ফাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে উটের উপর আরোহিত অবস্থায় সূরা ফাতহ বা সূরা ফাতহের কিছু অংশ তেলাওয়াত করতে শুনেছি, তিনি কোমল কণ্ঠে তেলাওয়াত করেছিলেন, এবং তিনি স্পন্দন সৃষ্টি করে ছন্দময় করে তেলাওয়াত করছিলেন"। (বোখারী-৫০৪৭)

মাসআলা-৭৫ : কোরআন মাজীদ ততক্ষণ পর্যন্ত তেলাওয়াত করা উচিত যতক্ষণ তেলাওয়াত করার আগ্রহ থাকে।

عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اقْرَءُوا الْقُرْاٰنَ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوْبُكُمْ فَاِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُوْمُوْا عَنْهُ.

www.Quraneralo.com

অর্থ : "জুনদুব বিন আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত কর যতক্ষণ তাতে তোমাদের মনোযোগ থাকে, আর যখন তোমরা অন্যমনস্ক হয়ে যাবে তখন তা তেলাওয়াত করা বন্ধ করবে"। (বোখারী-৫০৬০)

মাসআলা-৭৬ : তিন দিনের কম সময়ে কোরআন মাজীদ খতম করা ঠিক নয়।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ فِيْ اَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ.

অর্থ : "আবদুল্লাহ্ বিন আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ে কোরআন মাজীদ খতম করে সে কোরআন বুঝেনি"। (তিরমিযী-২৯৪৯)

মাসআলা-৭৭ : চল্লিশ দিনে একবার কোরআন মাজীদ খতম করা মুস্তাহাব।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: اِقْرَاِ الْقُرْاٰنَ فِيْ اَرْبَعِيْنَ.

অর্থ : "আবদুল্লাহ্ বিন আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : নবী ﷺ তাকে বলেছেন : যে চল্লিশ দিনে একবার কোরআন খতম কর"।

(তিরমিযী-২৯৪৭)

মাসআলা-৭৮ : পবিত্র অবস্থায় বিনা অজুতে কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা যাবে।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ خَالَتُهُ فَاضْطَجَعْتُ فِيْ عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَاَهْلُهُ فِيْ طُوْلِهَا فَنَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ اَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ اَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَاَ الْعَشْرَ الْاٰيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ اِلٰى

www.Quraneralo.com

شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ.

অর্থ : "আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি একরাতে তার খালা এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর বাড়িতে ছিলেন, আবদুল্লাহ্ বলেন : আমি বিছানার প্রস্তে শুয়ে ছিলাম, আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর স্ত্রী বিছানার দৈর্ঘ্যে শুয়েছিলেন, প্রায় অর্ধরাতের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত হলেন এবং বসে বসে স্বীয় হাত দিয়ে চেহারায় হাত বুলাচ্ছিলেন, এরপর সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত তেলাওয়াত করলেন, এরপর দাঁড়িয়ে পানির ঝুলানো পাত্রের নিকট গেলেন, ভাল করে অজু করলেন, নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন, আবদুল্লাহ্ বলেন : আমিও উঠলাম এবং সবকিছু শেষ করলাম যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছিলেন"।
(বোখারী-১৮৩)

মাসআলা-৭৯ : মাসিকের সময় মহিলারা হাত মোজা পরিধান করে বা কাপড় দিয়ে কোরআন মাজীদ স্পর্শ করতে পারবে

وَكَانَ اَبُوْ وَائِلٍ يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهِيَ حَائِضٌ اِلَى اَبِيْ رَزِيْنٍ فَتَأْتِيْهِ بِالْمُصْحَفِ فَتُمْسِكُهُ بِعَلَاقَتِهِ.

অর্থ : "আবু ওয়ায়েল রাদিয়াল্লাহু আনহু তার ঋতুবতী খাদেমাকে আবুরাযিন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট পাঠালেন কোরআন মাজীদ নিয়ে আসার জন্য, আর সে কাপড়ের উপর দিয়ে ধরে তা নিয়ে আসল"। (বোখারী-২৯৭)

মাসআলা-৮০ গোসল ফরয হলে কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা বা করানো নিষেধ।

মাসআলা-৮১ : কোরআন মাজীদ তেলাওয়াতের জন্য কোন নিষিদ্ধ সময় নেই

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُقْرِئُنَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا.

অর্থ : "আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাবস্থায়ই আমাদেরকে কোরআন শিখাতেন, তবে গোসল ফরয হলে তা করতেন না"। (তিরমিযী-১৪৬)

Content

মাসআলা-৮২ : কোরআন মাজীদ গানের মত করে তেলাওয়াত করা নিষেধ।

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ سِتًّا. اِمَارَةَ السُّفَهَاءِ وَسَفْكَ الدَّمِ وَبَيْعَ الْحُكْمِ وَقَطِيْعَةَ الرَّحِمِ وَنَشْوًا يَتَّخِذُوْنَ الْقُرْاٰنَ مَزَامِيْرَ وَكَثْرَةَ الشُّرْطِ.

অর্থ : "আউফ বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি ৬টি বিষয় তোমাদের জন্য ভয় করছি, বোকা লোকদের নেতৃত্ব, রক্তপাত, বিধি-বিধান ক্রয় বিক্রয়, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, যুবকদের কোরআন মাজীদ গানের মত তেলাওয়াত করা, পুলিশের আধিক্য"। (ত্বাবারানী-২১৪)

নোট : বিধি-বিধান বিক্রির অর্থ হল আল্লাহর বিধি-বিধানসমূহ বেচাকেনা করা, পুলিশের আধিক্য বলতে বুঝায় জনসাধারণের প্রতি নির্দয় শাসক।

কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত সংক্রান্ত কিছু বিষয় যা সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নয়

১. কোরআন তেলাওয়াতের জন্য কেবলামুখী হয়ে বসা।

২. কোরআন মাজীদ ধরার জন্য অজু করা।

৩. কোরআন তেলাওয়াত করার আগে মেসওয়াক করা।

৪. কোরআন খতম করার দিন রোযা রাখা।

৫. কোরআন তেলাওয়াত করার পর তেলাওয়াত কৃত কোরআন কোন মৃত বা জীবিত ব্যক্তির জন্য বখসানো।

৬. মৃত ব্যক্তির স্মরণে সম্মিলিতভাবে কোরআন তেলাওয়াত করা এবং তার রূহে সওয়াব পৌছানো।

www.Quraneralo.com

Content

সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করার বিধান

মাসআলা-৮৩ : সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করে সেজদা করার ফযিলত

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «اِذَا قَرَاَ ابْنُ اٰدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اِعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِى يَقُوْلُ يَا وَيْلَهُ وَفِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ كُرَيْبٍ يَا وَيْلِي اُمِرَ ابْنُ اٰدَمَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَاُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ فَاَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ».

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আদম সন্তান যখন সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করে সেজদা করে তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে দূরে সরে যায়, আর বলে হায় আদম সন্তানকে সেজদার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সে সেজদা করেছে তাই সে জান্নাতে যাবে, আর আমি সেজদা করার জন্য নিদেশিত হয়েছি কিন্তু সেজদা করতে অস্বীকার করেছি, তাই আমি জাহান্নামে যাব"।

(মুসলিম-২৫৪)

মাসআলা-৮৪ : কোরআন তেলাওয়াত করার সময় সিজদার আয়াত আসলে তখন তেলাওয়াতকারী এবং তেলাওয়াত শ্রবণকারীর জন্য সেজদা করা মুস্তাহাব :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ فَيَقْرَاُ سُوْرَةً فِيْهَا سَجْدَةٌ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتّٰى مَا يَجِدُ بَعْضُنَا مَوْضِعًا لِمَكَانِ جَبْهَتِهِ.

অর্থ "আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআন তেলাওয়াত করতেন, যখন সিজদা বিশিষ্ট সূরা তেলাওয়াত করতেন তখন সেজদা করতেন এবং আমরাও তাঁর সাথে সেজদা করতাম। এমনকি আমাদের কেউ কেউ কপাল রাখার জায়গা পাচ্ছি না"। (মুসলিম-১৩২৩)

www.Quraneralo.com

মাসআলা ৮৫ : সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করার সময় অজু থাকা উত্তম তবে জরুরী নয়

عَنْ سَعْدِ بْنِ جُبَيْرٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه يَنْزِلُ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَيُهْرِيْقُ الْمَاءَ. ثُمَّ يَرْكَبُ فَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَيَسْجُدُ وَمَا يَتَوَضَّأُ.

অর্থ : "সাঈদ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যানবাহন থেকে অবতরণ করে পেসাব করতেন, অতঃপর যানবাহনে আরোহণ করে সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করতেন এবং সেজদা করতেন কিন্তু অজু করতেন না"। (ইবনু আবি শাইবা-৫৫৩)

মাসআলা-৮৬ : সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করে সেজদা করা ওয়াজিব নয়

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ قَرَأْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا.

অর্থ : "যায়েদ বিন সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে সূরা নাজম তেলাওয়াত করলাম কিন্তু তিনি তা শ্রবণে সেজদা করলেন না"। (আবু দাউদ-১৪০৬)

عَنِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُوْدِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ اَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ.

অর্থ : "ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : হে মানবমণ্ডলী আমরা সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করি, যে ব্যক্তি সেজদা করল সে সঠিক কাজ করল, আর যে ব্যক্তি সেজদা করেনি তার কোন পাপ হবে না"। (বোখারী-১০৭৭)

মাসআলা-৮৭ : যানবাহনে সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করার পর সেখানে সেজদা করা জায়েয :

www.Quraneralo.com

মাসআলা-৮৮ : যানবাহনে আরোহণকারী স্বীয় হাতের উপরও সেজদা করতে পারবে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَرَاَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْهُمُ الرَّاكِبُ وَالسَّاجِدُ فِي الْاَرْضِ حَتّٰى اَنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلٰى يَدِهٖ.

অর্থ : "আবদুল্লাহ্ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করলেন, তখন সকল লোকজন সেজদা করল কেউ যানবাহনে আরোহিত ছিল আবার কেউ মাটিতে, যারা মাটিতে ছিল তারা মাটিতে সেজদা করল আর যারা যানবাহনের উপরে ছিল তারা তাদের হাতের উপর সেজদা করল"। (আবু দাউদ-১৪১৩)

মাসআলা-৮৯ : সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করে সেজদায় পঠনীয় সুন্নাতী দোয়া

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِي سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهٗ وَشَقَّ سَمْعَهٗ وَبَصَرَهٗ بِحَوْلِهٖ وَقُوَّتِهٖ».

অর্থ : "আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তাহাজ্জুদ নামাযে তেলাওয়াতে সেজদায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া পাঠ করতেন : আমার মুখ মণ্ডলসহ আমার সমস্ত দেহ সিজদায় অবনমিত, সেই মহান সত্তার জন্য যিনি তা সৃষ্টি করেছেন এবং উহার কর্ণ ও উহার চক্ষু উদ্ভিদ করেছেন স্বীয় ইচ্ছা এবং শক্তিতে"। (তিরমিযী-৩৪২৫)

মাসআলা-৯০ : সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করার পর আল্লাহু আকবার বলে সেজদা থেকে মাথা উঠানো সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নয় :

মাসআলা-৯১ : সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করার পর আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ বলে সালাম ফিরানোও সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নয়।

www.Quraneralo.com

কোরআন মাজীদ শিখার ফযিলত

মাসআলা-৯২ : কোরআন মাজীদের জ্ঞান অর্জনকারী সমস্ত জ্ঞান অর্জনকারীর চেয়ে উত্তম :

عَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﷺ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

অর্থ : "ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে কোরআন শিখে এবং তা শিক্ষা দেয়"। (বোখারী-৫০২৭)

মাসআলা-৯৩ ; কোরআন মাজীদ শিক্ষার জন্য যে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হয় আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন :

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ; যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য রাস্তায় বের হয় আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন"। (মুসলিম-৭০২৮)

মাসআলা-৯৪ : কোরআন মাজীদ শিক্ষাকারীকে আল্লাহ্ তাআলা নিম্নোক্ত চারটি নেয়ামাত দ্বারা পুরস্কৃত করেন।

১. তার উপর শান্তি অবতীর্ণ হয়।

২. আল্লাহ্ তাঁর রহমতের ছায়া দিয়ে তাদেরকে আবরিত করে রাখেন।

৩. তাদের সম্মানে ফেরেশ্তাগণ তাদের আশ পাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

৪. আল্লাহ্ গৌরব করে ফেরেশ্তাদের সামনে তাদের কথা স্মরণ করেন।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِيْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন কিছুলোক আল্লাহর ঘরে উপস্থিত হয়ে কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করে এবং পরস্পর পরস্পরকে শিক্ষা দেয় এবং শিক্ষা নেয়, তখন তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়, আল্লাহর রহমত তাদেরকে আবরিত করে রাখে, ফেরেশ্তারা তাদেরকে ঘিরে রাখে, আর আল্লাহ্ তাদের কথা ওদের নিকট স্মরণ করে যারা তাঁর নিকট আছে, স্মরণ রাখ যার আমল তাকে পিছনে রেখেছে তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না"। (মুসলিম-৭০২৮)

মাসআলা-৯৫ : কোরআনের জ্ঞান অর্জনকারীদেরকে ফেরেশতারা ভালবাসে।

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَالٍ الْمُرَادِى رضي الله عنه قَالَ : اَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُتَّكِئٌ فِى الْمَسْجِدِ عَلَى بُرْدٍ لَهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اِنِّى جِئْتُ اَطْلُبُ الْعِلْمَ فَقَالَ : مَرْحَبًا بِطَالِبِ الْعِلْمِ, طَالِبَ الْعِلْمِ لِتَحُفُّهُ الْمَلاَئِكَةُ وَتُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا ثُمَّ يَرْكَبُ بَعْضُهُ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغُوْا السَّمَاءَ الدُّنْيَا مِنْ مَحَبَّتِهِمْ لِمَا يَطْلُبُ.

অর্থ : "সাফওয়ান বিন আস্সাল মোরাদী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হলাম তখন তিনি মসজিদে একটি হেলানদানীর উপর হেলান দিয়েছিলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি জ্ঞান অর্জনের জন্য উপস্থিত হয়েছি, তিনি বললেন : জ্ঞান অন্বেষণকারীর আগমন বরকতময় হোক, জ্ঞান অন্বেষণকারীকে ফেরেশ্তারা তাদের পাখা দিয়ে আবরিত করে রাখুক এরপর তারা একে অপরের উপর আরোহণ করে পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশের নিকট পৌঁছে যাক, ফেরেশ্তারা জ্ঞান অন্বেষণকারীকে এজন্য এত ভালবাসে যে তারা যে জ্ঞান অন্বেষণ করে ঐ জ্ঞানকে ফেরেশ্তারা পছন্দ করে"।

(মু'জামুল কাবীর-৭৩৪৭)

মাসআলা-৯৬ : জ্ঞান অর্জনের জন্য মসজিদ বা মাদ্‌রাসায় আগমনকারী একটি পূর্ণ হজ্জের সওয়াব পাবে

عَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيْدُ اِلَّا اَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا اَوْ يَعْلَمَهُ كَانَ لَهُ كَاَجْرِ حَاجٍّ تَامًّا حَجَّتُهُ.

অর্থ : "আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি শুধু এই জন্য মসজিদে গিয়েছে যে ভাল কিছু শিখবে বা জানবে তাহলে সে একটি পূর্ণ হজ্জের সওয়াব পাবে"। (মু'জামুল আওসাত-৭৪৭৩)

মাসআলা-৯৭ : কোরআন মাজীদের দশটি আয়াত শিখা পৃথিবীর সমস্ত লাভজনক সম্পদের চেয়ে লাভজনক :

عَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ رضي الله عنه اَنَّ رَجُلًا اَتَى نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِشْتَرَيْتُ مِقْسَمَ فُلَانٍ فَرَبِحْتُ عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا قَالَ : اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِمَا هُوَ اَكْثَرُ رِبْحًا قَالَ : وَهَلْ يُوْجَدُ قَالَ : رَجُلٌ تَعَلَّمَ عَشْرَ اٰيَاتٍ فَذَهَبَ فَتَعَلَّمَ عَشْرَ اٰيَاتٍ وَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ.

অর্থ : "আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি অমুক বংশ থেকে পণ্য ক্রয় করেছি, আর এতে আমার এত অধিক লাভ হয়েছে, তিনি বললেন : আমি কি তোমাকে এর চেয়ে বেশি লাভজনক পণ্যের কথা বলব? লোকটি বলল : এর চেয়ে লাভজনক পণ্যও কি আছে? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি কোরআন মাজীদের দশটি আয়াত শিখে সে এর চেয়েও অধিক মুনাফা পাবে, ঐ ব্যক্তি তখন ফিরে গিয়ে দশটি আয়াত শিখে আবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসল এবং তাঁকে জানাল"। (মু'জামুল কাবীর-৮০১২)

মাসআলা-৯৮ : কোরআন মাজীদের জ্ঞান অর্জনকারী সাধুবাদ পাওয়ার উপযুক্ত।

www.Quraneralo.com

মাসআলা-৯৯ : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোরআন মাজীদের জ্ঞান অর্জনের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ سَيَأْتِيْكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُوْنَ الْعِلْمَ . فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمْ فَقُوْلُوْا لَهُمْ مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ . وَاقْنُوْهُمْ .

অর্থ : "আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : তোমাদের নিকট লোকেরা জ্ঞান অর্জনের জন্য আসবে, যখন তোমরা তাদেরকে দেখবে তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর অসিয়ত অনুযায়ী তাদেরকে সাধুবাদ জানাবে এবং তাদেরকে জ্ঞান শিক্ষা দিবে"।

(ইবনু মাজাহ-২৪৭)

মাসআলা-১০০ : কোরআন মাজীদ শিক্ষা গ্রহণকারীদের কারণেই পৃথিবীতে কল্যাণ বিরাজ করছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا إِلَّا ذِكْرَ اللهِ وَمَا وَالَاهُ أَوْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা অভিশপ্ত, একমাত্র আল্লাহর যিকির, তিনি যা পছন্দ করেন, ইসলামী জ্ঞান অন্বেষণকারী, ইসলামী জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যতীত। (ইবনু মাজাহ-২৩২২)

মাসআলা-১০১ : কোরআন মজীদের জ্ঞান অর্জন করা অন্য সমস্ত ইবাদতের চেয়ে উত্তম।

عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: فَضْلُ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ ، وَخَيْرُ دِيْنِكُمُ الْوَرَعُ

অর্থ : "হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার নিকট জ্ঞানের আধিক্য ইবাদতের আধিক্য থেকে প্রিয়, আর তোমাদের উত্তম দ্বীন হলো তা যার মধ্যে আল্লাহভীতি আছে"।

(বাযযার-২৯৬৯)

www.Quraneralo.com

Content

মাসআলা-১০২ : কোরআন মজীদের জ্ঞান অম্বেষণকারীদের জন্য ফেরেশতারা তাদের পর বিছিয়ে দেয়।

মাসআলা-১০৩ : কোরআন মজীদের জ্ঞান অম্বেষণকারীদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে:

عَنْ اَبِىْ دَرْدَاءِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ « مَنْ سَلَكَ طَرِيْقاً يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْماً سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَاِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضِ حَتَّى الْحِيْتَانُ فِى الْمَاءِ

অর্থ : "আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য রাস্তায় বের হয়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন। ফেরেশতারা জ্ঞান অর্জনকারীদের প্রতি খুশি হয়ে তাদের জন্য নিজেদের পর বিছিয়ে দেয়, জ্ঞান অম্বেষণকারীর জন্য আকাশ এবং পৃথিবীর সবকিছু এমনকি সমুদ্রের মাছও ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে"। (ইবনে মাযাহ-২২৩)

মাসআলা-১০৪ : কোরআন মজীদ শিখার জন্য ঘর থেকে বের হওয়া ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারী ব্যক্তির সমমানের।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ جَاءَ مَسْجِدِىْ هٰذَا لَمْ يَأْتِهِ اِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ اَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذٰلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ يَنْظُرُ اِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি ভালো কিছু শিখার বা শিখানোর জন্য আমার এই মসজিদে আগমন করে তার মর্যাদা আল্লাহর পথে জিহাদকারীর ন্যায়, আর যে ব্যক্তি এতদ্ব্যতীত অন্য কোনো পার্থিব উদ্দেশ্যে আসে সে ঐ ব্যক্তির সমমানের যার নযর অপরের সম্পদের দিকে"। (ইবনে মাযাহ-২২৭)

www.Quraneralo.com

Content

মাসআলা-১০৫ : কোরআন মজীদের জ্ঞান অন্বেষণকারী আল্লাহর বিশেষ বান্দা হিসেবে গণ্য হবেঃ

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ (اِنَّ لِلّٰهِ اَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ) قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ هُمْ قَالَ (هُمْ اَهْلُ الْقُرْاٰنِ اَهْلُ اللّٰهِ وَخَاصَّتُهُ)

অর্থ : আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মানুষের মধ্যে কিছু মানুষ আছে যারা আল্লাহর বিশেষ বান্দা, সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারা কারা? তিনি বললেনঃ তারা কোরআনের ধারক এবং বাহক, তারা আল্লাহর প্রিয় এবং বিশেষ বান্দা"। (ইবনে মাজাহ-২১৫)

মাসআলা-১০৬ : কোরআন মজীদের জ্ঞানঅন্বেষণকারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিরাস (রেখে যাওয়া সম্পদ) থেকে তাঁর নিজের অংশ পায়।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّهُ مَرَّ بِسُوْقِ الْمَدِيْنَةِ فَوَقَفَ عَلَيْهَا فَقَالَ : يَا اَهْلَ السُّوْقِ مَا اَعْجَزَكُمْ قَالُوْ : وَمَا ذَاكَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : ذَاكَ مِيْرَاثُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقْسِمُ وَاَنْتُمْ هَاهُنَا اَلَا تَذْهَبُوْنَ فَتَاْخُذُوْنَ نَصِيْبَكُمْ مِنْهُ قَالُوْا : وَاَيْنَ هُوَ قَالَ : اَلْمَسْجِدُ فَخَرَجُوْا سِرَاعًا وَوَقَفَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ ﷺ لَهُمْ حَتّٰى رَجَعُوْا فَقَالَ لَهُمْ : مَالَكُمْ؟ قَالُوْا: يَا اَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ فَقَدْ اَتَيْنَا الْمَسْجِدَ فَدَخَلْنَا فِيْهِ فَلَمْ نَرَ فِيْهِ شَيْئًا يَقْسِمُ فَقَالَ لَهُمْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَمَا رَاَيْتُمْ فِى الْمَسْجِدِ اَحَدًا قَالُوْا : بَلٰى رَاَيْنَا قَوْمًا يُصَلُّوْنَ وَقَوْمًا يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَقَوْمًا يَتَذَكَّرُوْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَقَالَ لَهُمْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ ﷺ : وَيْحَكُمْ فَذَاكَ مِيْرَاثُ مُحَمَّدٍ ﷺ

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি একদা মদীনার বাজার অতিক্রম করার সময় দাঁড়িয়ে গেলেন এবং লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন : হে বাজারের লোকেরা কোন জিনিস তোমাদেরকে থামিয়ে রেখেছে? লোকেরা বলল : হে আবু হুরায়রা এটা কেমন কথা? আবু

www.Quraneralo.com

Content

হুরায়রা বলল : ওখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিরাস (সম্পত্তি) বণ্টন হচ্ছে আর তোমরা এখানে বসে আছ? তোমরা কেন ওখানে যাচ্ছ না? আর নিজেদের অংশ গ্রহণ করছ না? লোকেরা জিজ্ঞেস করল সম্পত্তি কোথায় বণ্টন হচ্ছে? আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল : মসজিদে। লোকেরা দ্রুত দৌড়িয়ে মসজিদে গেল, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকলেন, লোকেরা মসজিদ থেকে ফিরে আসল, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে জিজ্ঞেস করল কি হল তোমরা ফিরে আসলে কেন? লোকেরা বলল : আমরা মসজিদে গেলাম কিন্তু ওখানে কোনোকিছু বণ্টন হতে দেখলাম না, তাই আমরা ফিরে আসলাম, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদেরকে জিজ্ঞেস করল তোমরা কি মসজিদে কাউকে দেখ না? লোকেরা বলল : কেন নয় আমারা ওখানে কিছু লোককে নামায আদায় করতে দেখেছি, আবার কিছু লোক কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করছে, আবার কিছুলোক হালাল হারামের মাসআলা মাসায়েল বর্ণনা করছে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল : তোমাদের অবস্থা দেখে আমার আফসোস হচ্ছে, এটাইতো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিরাস (সম্পত্তি)।

(মু'জামুল আওসাত-১৪৩০)

কোরআন মজীদ শিখার ফযিলত

মাসআলা-১০৭ : কোরআন মজীদের জ্ঞান শিক্ষাকারী পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান শিক্ষাকারীদের চেয়ে উত্তম এবং মর্যাদাবান।

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ اَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ.

অর্থ: "ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে যে কোরআন শিখে এবং তা শিক্ষা দেয়"।

(বোখারী-৫০২৮)

মাসআলা-১০৮ : কোরআনের জ্ঞান অর্জনকারীরা নবীগণের ওয়ারিস।

عَنْ اَبِي دَرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ

www.Quraneralo.com

Content

الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

অর্থ : "আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন: নিশ্চয়ই একজন আলেমের মর্যাদা একজন আবেদের ওপর ঐ রকম যেমন চাঁদের মর্যাদা সমস্ত তারকাদের ওপর। আলেমরা নবীগণের ওয়ারিস, নিশ্চয় নবীগণ টাকা-পয়সার উত্তরাধিকারী রেখে যান না, অতএব, যে ব্যক্তি যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে। সে ততটুকু পরিমাণে নবীগণের উত্তরাধিকারী হবে"।

(ইবনে মাযাহ-২২৩)

মাসআলা-১০৯ : কোরআন মজীদ শিক্ষাকারীদের আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত চারটি নিয়ামত দ্বারা সম্মানিত করেন।

১. তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হয়।
২. আল্লাহ্ তায়ালা তাদের প্রতি দয়া করেন।
৩. ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে থাকে।
৪. আল্লাহ গৌরব করে তাদের কথা ফেরেশতাদের মাঝে স্মরণ করেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন কিছুলোক আল্লাহর ঘরে উপস্থিত হয়ে কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করে এবং পরস্পর পরস্পরকে শিক্ষা দেয় এবং শিক্ষা নেয়, তখন তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়, আল্লাহর রহমত তাদেরকে আবরিত করে রাখে, ফেরেশ্তারা তাদেরকে ঘিরে রাখে, আর আল্লাহ্ তাদের কথা ওদের নিকট স্মরণ করে যারা তাঁর নিকট আছে, স্মরণ রাখ যার আমল তাকে পিছনে রেখেছে তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না"। (মুসলিম-৭০২৮)

www.Quraneralo.com

Content

মাসআলা-১১০ : কোরআন মজীদের জ্ঞান অন্বেষণকারীরা আল্লাহ বিশেষ বান্দা।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ (اِنَّ لِلّٰهِ اَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ) قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ هُمْ قَالَ (هُمْ اَهْلُ الْقُرْاٰنِ اَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ)

অর্থ : আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মানুষের মধ্যে কিছু মানুষ আছে যারা আল্লাহর বিশেষ বান্দা, সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারা কারা? তিনি বললেন: তারা কোরআনের ধারক এবং বাহক, তারা আল্লাহর প্রিয় এবং বিশেষ বান্দা"। (ইবনে মাজাহ-২১৫)

মাসআলা-১১১ : কোরআন মজীদের জ্ঞান অর্জনকারীর মর্যাদা আল্লাহর পথে জিহাদকারীর সমান:

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَنْ جَاءَ مَسْجِدِيْ هٰذَا لَمْ يَأْتِهِ اِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ اَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذٰلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ يَنْظُرُ اِلٰى مَتَاعِ غَيْرِهِ

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি ভালো কিছু শিখার বা শিখানোর জন্য আমার এই মসজিদে আগমন করে তার মর্যাদা আল্লাহর পথে জিহাদকারীর ন্যায়, আর যে ব্যক্তি এতদ্ব্যতীত অন্য কোনো পার্থিব উদ্দেশ্যে আসে সে ঐ ব্যক্তির সমমানের যার নযর অপরের সম্পদের দিকে"। (ইবনে মাযাহ-২২৭)

মাসআলা-১১২ : কোরআন শিক্ষাদান কারীদের ওপর আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রহমত নাযিল করেন।

www.Quraneralo.com

মাসআলা-১১৩ : কোরআন শিক্ষাদানকারীদের জন্য ফেরেশতা, আকাশ ও যমিনের অন্যান্য সমস্ত সৃষ্টি এমনকি পিপিলিকা এবং মাছও দু'আ করে।

عَنْ اَبِىْ اَمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ ﵁ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَجُلَانِ اَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْاٰخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِىْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهٗ وَاَهْلَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرَضِيْنَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِىْ جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ.

অর্থ : "আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে দু'জন লোকের কথা বলা হলো তাদের একজন আলেম আর অপরজন আবেদ (ইবাদতকারী), রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আবেদের ওপর আলেমের মর্যাদা এমন যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের কোনো একজন সাধারণ লোকের ওপর। এরপর তিনি আরো বললেন: নিশ্চয়ই যারা মানুষকে সুশিক্ষা দেয় তাদের প্রতি আল্লাহ স্বীয় রহমত নাযিল করেন, ফেরেশতাগণ তাদের জন্য কল্যাণ কামনা করে দু'আ করে, আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি এমনকি গর্তের পিপিলীকা এবং সমুদ্রের মাছও তার জন্য কল্যাণ কামনা করে দু'আ করে"। (তিরমিযী-২৬৮৫)

মাসআলা-১১৪ : কোরআন মজীদের দু'টি আয়াত কাউকে শিখানো পৃথিবীর বড় বড় নিয়ামত থেকে অধিক মূল্যবান।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ فِى الصُّفَّةِ فَقَالَ « اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ اِلٰى بُطْحَانَ اَوْ اِلَى الْعَقِيْقِ فَيَأْتِىَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِىْ غَيْرِ اِثْمٍ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ ». فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ نُحِبُّ ذٰلِكَ. قَالَ « اَفَلَا يَغْدُو اَحَدُكُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمَ اَوْ يَقْرَاَ اٰيَتَيْنِ مِنْ

Content

كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ».

অর্থ : ওকবা বিন আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা সোফফায় বসেছিলাম, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন এবং বললেন: তোমাদের মধ্যে কে চায় যে, প্রতিদিন সকালে বাতহান বা আকীক (মদীনার দুটি বাজারের নাম) যাবে এবং ওখান থেকে উঁচু কুঁজবিশিষ্ট দুটি উট বিনা অন্যায়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন না করে এবং কোনো পাপে লিপ্ত না হয়ে নিয়ে আসবে? আমরা জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা তো আমরা সবাই চাই, তিনি বললেন: তাহলে মসজিদে যাও এবং কাউকে কোরআন মজীদের দুটি আয়াত শিখিয়ে দাও বা নিজেই তিলাওয়াত কর, তাহলে তা ঐ দুই উট থেকে উত্তম হবে, এভাবে তিন আয়াত তিন উট থেকে উত্তম হবে, চার আয়াত চার উট থেকে উত্তম হবে, এভাবে যত বৃদ্ধি করবে তত উট থেকে তা উত্তম হবে"। (মুসলিম-১৯০৯)

মাসআলা-১১৫ : কোরআনের জ্ঞান শিক্ষাদানকারী শিক্ষকরা তাদের ছাত্রদের সৎ আমলেও ভাগ পান।

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ (مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ. لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ.

অর্থ : সাহল বিন মুয়ায বিন আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কাউকে জ্ঞান শিক্ষা দেয় সে ততটুকু সওয়াব পাবে যতটুকু সওয়াব পাবে সে অনুযায়ী আমলকারী, আর তাদের উভয়ের সওয়াবের মাঝে কোনো কমতি হবে না"।

(ইবনে মাজাহ-২৪০)

www.Quraneralo.com

Content

মাসআলা-১১৬ : কোরআন মজীদের জ্ঞান শিক্ষাদানকারীর সওয়াব ততদিন পর্যন্ত থাকবে যতদিন তার ছাত্ররা ঐ জ্ঞান বিস্তার করতে থাকবে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে থাকবে।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ (اِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ . وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ اَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ اَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ اَوْ نَهْرًا اَجْرَاهُ اَوْ صَدَقَةً اَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِيْ صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ . يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ)

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মানুষের মৃত্যুর পর তার আমল এবং তার সওয়াবের মধ্য থেকে যে বিষয়গুলো তার উপকারে আসবে তাহলে ঐ জ্ঞান যা সে অপরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং বিস্তার করেছে, সৎ সন্তান যাদেরকে সে তার পেছনে রেখে গেছে, কাউকে কোরআনের জ্ঞানের ওয়ারিস করেছে, মসজিদ নির্মাণ করেছে, মুসাফিরদের জন্য আবাসস্থল নির্মাণ করেছে, মানুষের জন্য পানির ব্যবস্থা করেছে, নিজের সম্পদ থেকে নিজের সুস্থাবস্থায় দান করে গেছে, এই সমস্ত বিষয়গুলো মানুষের মৃত্যুর পর তার উপকারে আসবে"।

(ইবনে মাজাহ-২৪২)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ « اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তখন তার আমলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি আমলের সওয়াব সে পেতে থাকে। সাদাকা জারিয়া (যেই দান থেকে তার মৃত্যুর পরও মানুষ উপকৃত হতে থাকে), যেই জ্ঞান থেকে অন্যরা উপকৃত হচ্ছে, সৎ সন্তান যারা তাদের পিতামাতার জন্য দু'আ করে"। (মুসলিম-৪৩১০)

www.Quraneralo.com

Content

মাসআলা-১১৭ : নিজের সন্তানদেরকে কোরআন মজীদ শিক্ষাদানকারী পিতামাতাকে কিয়ামতের দিন এমন মূল্যবান পোশাক পরিধান করানো হবে, যার মোকাবিলায় পৃথিবী এবং তার মাঝে বিদ্যমান সমস্ত সম্পদ তুচ্ছ মনে হবেঃ

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجِيْءُ الْقُرْاٰنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ يَقُوْلُ صَاحِبَهُ : هَلْ تَعْرِفُنِيْ اَنَا الَّذِيْ كُنْتُ اُسْهِرُ لَيْلَكَ وَاَظْمِئُ هَوَاجِرَكَ وَاِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ وَاَنَا لَكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ فَيُعْطَى الْمُلْكُ بِيَمِيْنِهِ وَالْخُلْدُ بِشِمَالِهِ وَيُوْضَعُ عَلٰى رَاْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ وَيُكْسٰى وَالِدَاهُ حُلَّتَانِ لَا يَقُوْمُ لَهُمَا الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا فَيَقُوْلَانِ يَا رَبُّ اَنّٰى لَنَا هٰذَا فَيُقَالُ لَهُمَا : بِتَعْلِيْمِ وَلَدِ كُمَا الْقُرْاٰنَ وَاِنَّ صَاحِبَ الْقُرْاٰنِ يُقَالُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِقْرَا وَارْقَ فِي الدَّرَجَاتِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَاِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ اٰخِرِ اٰيَةٍ مَعَكَ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কিয়ামতের দিন কোরআন মজীদ কোনো দুর্বল লোকের ন্যায় এসে তার তেলাওয়াতকারীর নিকট উপস্থিত হয়ে বলবে আমাকে কি চিন? আমিই সে যে তোমাকে রাত্র জাগিয়েছে, আর তোমাকে গরমে পিপাসিত রেখেছে, নিশ্চয় প্রত্যেক ব্যবসাকারী স্বীয় ব্যবসার ফল ভোগ করতে চায়। আর আজ আমি অন্যান্য ব্যবসায়ীদের ছেড়ে তোমার নিকট এসেছি, অতএব কোরআন তেলাওয়াতকারীকে তার ডান হাতে বাদশাহী দেয়া হবে, আর বাম হাতে চিরস্থায়ী জান্নাতে থাকার আদেশনামা। তার মাথায় পরিধান করানো হবে শান্তি এবং সম্মানের তাজ। আর তার পিতা মাতাকে দেয়া হবে দু'টি মূল্যবান পোশাক, যার বিপরীত পৃথিবী এবং পৃথিবীর সবকিছু তুচ্ছ মনে হবে। কোরআন তেলাওয়াতকারীর পিতামাতা আবেদন করবে হে আমার রব এই সম্মান কোন আমলের কারণে? তাদেরকে উত্তরে বলা হবে তোমার সন্তানকে কোরআন শিখানোর কারণে। কোরআন তেলাওয়াকারীকে কিয়ামতের দিন বলা হবে যেভাবে পৃথিবীতে কোরআন

www.Quraneralo.com

Content

মজীদ তেলাওয়াত করতে এভাবে তেলাওয়াত কর এবং জান্নাতের স্তরসমূহে আরোহণ করতে থাক তোমার সর্বশেষ স্তর ওখানে হবে যেখানে গিয়ে তুমি তেলাওয়াত করা বন্ধ করবে"। (তাবারানী)

عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ تَعَلَّمُوْا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فَاِنَّ اَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا يَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ قَالَ: ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ تَعَلَّمُوْا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَاٰلُ عِمْرَانَ فَاِنَّهُمَا الزَّهْرَاوَانِ يُظِلَّانِ صَاحِبَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ اَوْ غَيَايَتَانِ اَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ وَاِنَّ الْقُرْاٰنَ يَلْقٰى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِيْنَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ فَيَقُوْلُ لَهُ هَلْ تَعْرِفُنِيْ فَيَقُوْلُ مَا اَعْرِفُكَ اَنَا صَاحِبُكَ الْقُرْاٰنُ الَّذِيْ اَظْمَاْتُكَ فِي الْهَوَاجِرِ وَاَسْهَرْتُ لَيْلَكَ وَاِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ وَاِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِيْنِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ وَيُوْضَعُ عَلٰى رَاْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ وَيُكْسٰى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يَقُوْمُ لَهُمَا اَهْلُ الدُّنْيَا فَيَقُوْلَانِ بِمَ كُسِيْنَا هٰذِهٖ فَيُقَالُ بِاَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْاٰنَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ اقْرَاْ وَاصْعَدْ فِيْ دَرَجَةِ الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا فَهُوَ فِيْ صُعُوْدٍ مَا دَامَ يَقْرَاُ هَذًّا كَانَ اَوْ تَرْتِيْلًا.

অর্থ : "বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বসেছিলাম, আমি তাঁকে বলতে শুনলাম তিনি বললেন: সূরা বাকারা শিখ। কেননা তা শিখার মধ্যে বরকত রয়েছে, আর তা না শিখা আফসোসের কারণ, জাদুকররা এতে কোনো প্রতিক্রিয়া করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ চুপ থেকে পরে বললেন: সূরা বাকারা এবং সূরা আলে ইমরান শিখ, কিয়ামতের দিন এই উভয় সূরা তার পাঠকারীর উপর উজ্জ্বল ছায়া হয়ে ঘিরে থাকবে, বাদল বা ছাতির ন্যায়, বা সাড়িবদ্ধ পাখির ঝাঁকের ন্যায়। কিয়ামতের দিন কোরআন তেলাওয়াতকারীর কবর বিদীর্ণ করা হবে তখন কোরআন মজীদ তার সাথে হালকা পাতলা লোকের

www.Quraneralo.com

Content

আকৃতিতে সাক্ষাৎ করবে এবং বলবে তুমি কি আমাকে চিন? কোরআন তেলাওয়াতকারী বলবে: আমি তোমাকে চিনি না, কোরআন বলবে: আমি তোমার সাথী কোরআন, যে গরমের সময়ে তোমাকে পিপাসিত রেখেছে, রাত জাগিয়ে রেখেছে, নিশ্চয় প্রত্যেক ব্যবসায়ী লাভবান হওয়ার জন্য ব্যবসা করে আর আজ তুমি অন্য ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অমুখাপেক্ষী, তাই তার ডান হাতে বাদশাহী এবং বাম হাতে চিরস্থায়ী জান্নাতী হওয়ার নির্দেশনামা দেয়া হবে, আর তার মাথায় সম্মান এবং শান্তির তাজ পরিধান করানো হবে, আর তার পিতা-মাতাকে দুটি মূল্যবান পোশাক পরিধান করোনো হবে, যার মোকাবেলায় পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তুচ্ছ মনে হবে। কোরআন তেলাওয়াতকারীর পিতা মাতা বলবে: এই পোশাক আমাদেরকে কোন আমলের কারণে দেয়া হলো? তাদেরকে বলা হবে তোমাদের সন্তানকে কোরআন শিখানোর কারণে, এরপর কোরআন তেলাওয়াতকারীকে বলা হবে যে, কোরআন তেলাওয়াত কর এবং জান্নাতে উচ্চ মর্যাদাজনক স্থানে আরোহণ কর, যতক্ষণ কোরআন তেলাওয়াতকারী তেলাওয়াত করতে থাকবে ততক্ষণ সে উপরে উঠতে থাকবে চাই দ্রুত তেলাওয়াত করুক আর আস্তে আস্তে"। (আহমদ-২২৯৫০)

কোরআন হিফয করার ফযিলত

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ « يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ اٰخِرِ اٰيَةٍ تَقْرَؤُهَا.

অর্থ : "আব্দুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোরআন মুখস্থকারীকে বলা হবে: তিলওয়াত কর এবং আরোহণ কর, যেমন তুমি পৃথিবীতে তিলাওয়াত করতে, তোমার স্থান ওখানে যেখানে গিয়ে তুমি সর্বশেষ আয়াত তিলাওয়াত করবে"।

(আবু দাউদ-১৪৬৬)

www.Quraneralo.com

কোরআন মুখস্থ করার পর তা মুখস্থ রাখার গুরুত্ব

মাসআলা-১১৮ : কোরআন মুখস্থ করার পর তা মুখস্থ রাখার জন্য চেষ্টা করা জরুরি।

عَنْ اَبِيْ مُوْسَى رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْاٰنَ فَوَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ اَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْاِبِلِ فِيْ عُقُلِهَا.

অর্থ : "আবু মূসা বিন ওকবা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: কোরআন মুখস্থ রাখ, ঐ সত্ত্বার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! কোরআন উটের চেয়ে দ্রুত তার বাঁধন ছেড়ে চলে যায়"।

(মুসলিম-১৮৮০)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ « اِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْاٰنِ كَمَثَلِ الْاِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ اِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ اَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ

অর্থ : "আব্দুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, কোরআন মুখস্থকারীর উদাহরণ হলো বেধে রাখা উটের ন্যায়, যদি তা সংরক্ষণ করার চেষ্টা করে তাহলে তা থাকবে আর যদি সংরক্ষণ না করে তাহলে তা চলে যাবে"।

(মুসলিম-১৮৭৫)

মাসআলা-১১৯ : কোরআন মজীদ মুখস্থ রাখার জন্য বারবার কোরআন তিলাওয়াত করা উচিত।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : وَاِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْاٰنِ فَقَرَاَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ وَاِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ

অর্থ : "ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন কোরআন মুখস্থকারী রাতে উঠে এবং দিনরাত কোরআন তেলাওয়াত করে তখন তা তার মুখস্থ থাকবে, আর যদি না উঠে এবং রাতদিন তিলাওয়াত না করে তাহলে তা মুখস্থ থাকবে না"। (মুসলিম-১৮৭৬)

নোট: রাতদিন তিলাওয়াত করার অর্থ রাত এবং দিনের মধ্যে একটি সময় নির্ধারণ করে নিয়ে নির্ধারিত পরিমাণে প্রতিদিন তিলাওয়াত করা। (অনুবাদক)

Content

মাসআলা-১২০ : যদি কেউ কোনো আয়াত ভুলে যায় তাহলে তার একথা বলা উচিৎ যে, আমাকে ওমুক আয়াত ভুলিয়ে দেয়া হয়েছেঃ

عَنِ ابْنَ مَسْعُوْدٍ ﷺ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ « بِئْسَمَا لِلرَّجُلِ اَنْ يَقُوْلَ نَسِيْتُ سُوْرَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ اَوْ نَسِيْتُ اٰيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ.

অর্থ : "আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: কোন ব্যক্তির জন্য একথা বলা খুবই অন্যায় যে, আমি অমুক আয়াত ভুলে গেছি, বরং তার বলা উচিত অমুক আয়াত আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে"। (মুসলিম-১৮৭৯)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَمِعُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ. فَقَالَ « رَحِمَهُ اللهُ لَقَدْ اَذْكَرَنِيْ اٰيَةً كُنْتُ اُنْسِيْتُهَا.

অর্থ : "আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে এক ব্যক্তির কোরআন তিলাওয়াত শুনছিলেন, তিনি বললেন: আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন, সে আমাকে একটি আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছিল"। (মুসলিম-১৮৭৪)

নোট : যদি বলা হয় যে, 'আমি এই আয়াত ভুলে গেছি' তাহলে এর অর্থ হবে তার অলসতা এবং তেলাওয়াত না করার কারণে ভুলে গেছে, তাই তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

মাসআলা-১২১ : অলসতার কারণে কোরআন মজীদ মুখস্থ করে ভুলে যাওয়ার শাস্তিঃ

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرُّؤْيَا قَالَ اَمَّا الَّذِيْ يُثْلَغُ رَاْسُهُ بِالْحَجَرِ فَاِنَّهُ يَاْخُذُ الْقُرْاٰنَ فَيَرْفِضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ.

অর্থ : "সামুরা বিন জুনদাব রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁর স্বপ্ন দেখার হাদীস সম্পর্কে তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি কোরআন মুখস্থ করার পর তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয় এবং ফরয নামায না পড়ে ঘুমিয়ে থাকে পাথর দিয়ে তার মাথায় আঘাত করা হচ্ছে"। (বোখারী-১১৪৩)

www.Quraneralo.com

কোরআন মজীদ শুনা এবং শুনানোর ফযিলত

মাসআলা-১২২ : একাগ্রতা এবং চুপ থেকে কোরআন মজীদের তেলাওয়াত শ্রবণকারীর উপর আল্লাহ দয়া করেন।

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

অর্থ : "যখন কোরআন তেলাওয়াত করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করবে এবং নিশ্চুপ হয়ে থাকবে, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে"। (সূরা আ'রাফ-২০৪)

মাসআলা-১২৩ : কোরআন মজীদের তেলাওয়াত শুনার জন্য আকাশ থেকে ফেরেশতারা অবতরণ করে।

اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا

অর্থ : "নিশ্চয়ই ফজরের কোরআন পাঠ মুখোমুখি হয়"। (বনী ইসরাঈল-৭৮)

عَنْ اَسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَاُ مِنَ اللَّيْلِ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهُ مَرْبُوْطَةٌ عِنْدَهُ اِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَتَتْ فَقَرَاَ فَجَالَتْ الْفَرَسُ فَسَكَتَ وَسَكَتَتْ الْفَرَسُ ثُمَّ قَرَاَ فَجَالَتْ الْفَرَسُ فَانْصَرَفَ وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَى قَرِيْبًا مِنْهَا فَاَشْفَقَ اَنْ تُصِيْبَهُ فَلَمَّا اجْتَرَّهُ رَفَعَ رَأْسَهُ اِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَا يَرَاهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اقْرَاْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ اقْرَاْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ قَالَ فَاَشْفَقْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْ تَطَاَ يَحْيَى وَكَانَ مِنْهَا قَرِيْبًا فَرَفَعْتُ رَاْسِي فَانْصَرَفْتُ اِلَيْهِ فَرَفَعْتُ رَاْسِيْ اِلَى السَّمَاءِ فَاِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيْهَا اَمْثَالُ الْمَصَابِيْحِ فَخَرَجَتْ حَتَّى دَارَهَا قَالَ وَتَدْرِيْ مَا ذَاكَ قَالَ لَا قَالَ تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرَاْتَ لَاَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ اِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ.

Content

অর্থ : "ওসাইদ বিন হুযাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাতে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করছিলেন, তার ঘোড়াও পাশেই বাধা ছিল, হঠাৎ তার ঘোড়াটি লাফাতে শুরু করল তখন ওসাইদ থেমে গেল তখন তার ঘোড়াও থেমে গেল, তখন ওসাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আবার তেলাওয়াত করতে লাগল তখন ঘোড়াও আবার লাফাতে শুরু করল। ওসাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ছেলে ইয়াহইয়া ঘোড়ার পাশেই ছিল, সে ভয় করতে লাগল যে, তার না আবার কোনো ক্ষতি হয়, তখন ছেলেকে নিজের পাশে বসাল। ওসাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু উপরের দিকে তাকাল, তখন একটি ছায়া দেখতে পেল, ওসাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সেদিকে তাকিয়ে থাকল, শেষে তা অদৃশ্য হয়ে গেল। সকালে ওসাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এই ঘটনাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে শুনাল, তিনি বললেন: হে হুযাইরের ছেলে তুমি কোরআন তেলাওয়াত করতে থাক। ওসাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল: ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে, ঘোড়া ইয়াহইয়ার কোনো ক্ষতি করবে, সে ঘোড়ার একেবারে নিকটেই বসে ছিল, তাই আমি মাথা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকালাম এবং তাকে আমার নিকটে এনে উপরের দিকে তাকালাম তখন আমি এই ছায়া দেখতে পেলাম যেখানে বাতির ন্যায় কিছু আলো জ্বলছিল। আমি ঘর থেকে বের হলাম যেন ভালোভাবে তা দেখতে পারি, কিন্তু তা অদৃশ্য হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি কি জান এটা কী ছিল? ওসাইদ বলল: না! তিনি বললেন: এটা ছিল ফেরেশতাদের একটি দল, যারা তোমার সুন্দর কণ্ঠ শুনে কাছে চলে এসেছিল, যদি তুমি কোরআন তেলাওয়াত করতে থাকতে তাহলে সকালে অন্যরাও তা দেখতে পেত, আর তারা তখন মানুষের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হতো না"। (বোখারী-৪৭৩০)

মাসআলা-১২৪ : আল্লাহ তায়ালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি যেন উবাই বিন কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে কোরআন তেলাওয়াত করে শুনান, আর সে যেন তা শুনে।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِاُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ «اِنَّ اللهَ اَمَرَنِيْ اَنْ اَقْرَاَ عَلَيْكَ (لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا)». قَالَ وَسَمَّانِيْ قَالَ «نَعَمْ». قَالَ فَبَكٰى.

www.Quraneralo.com

অর্থ : "আনাস বিন মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই বিন কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু কে বললেন: আল্লাহ তায়ালা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি তোমাকে সূরা আল বায়্যিনা তেলাওয়াত করে শুনাই, উবাই বিন কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলল: আল্লাহ আপনার নিকট আমার নাম উল্লেখ করে বার্তা পাঠিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হ্যাঁ। উবাই বিন কা'ব একথা শুনে আনন্দে কাঁদতে লাগল"। (মুসলিম-৬৪৯৭)

নোট: উল্লেখ্য: উবাই বিন কা'ব বিশুদ্ধ কোরআন তেলাওয়াতকারীদের উস্তাদ ছিলেন, ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর শাসনামলে তাঁকে তারাবীর জামাআতের ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন।

মাসআলা-১২৫ : অপরের কাছ থেকে কোরআন মজীদের তেলাওয়াত শুনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করতেন।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ اقْرَأْ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ نَعَمْ فَقَرَأْتُ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ { فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيْدًا } قَالَ حَسْبُكَ الْآنَ فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ.

অর্থ : "আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, আমাকে কোরআন তেলাওয়াত করে শুনাও, আমি বললাম: আমি আপনাকে তেলাওয়াত করে শুনাব অথচ কোরআন আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি বললেন: আমি অপরের কাছ থেকে কোরআন তেলাওয়াত শুনতে পছন্দ করি। আমি তাঁকে সূরা নিসা তেলাওয়াত করে শুনাতে লাগলাম আর যখন এই আয়াতে পৌঁছলাম "অনন্তর তখন কী দশা হবে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে সাক্ষী আনয়ন করব এবং তোমাকেই তাদের প্রতি সাক্ষী করব? (সূরা নিসা-৪১)

তখন তিনি বললেন : থাম। আমি তাকিয়ে দেখলাম তাঁর নয়ন যুগল অশ্রুসজল হয়ে গেছে"। (বোখারী-৫০৫০)

www.Quraneralo.com

মাসআলা-১২৬ : সাহাবাগণ একে অপরের সাথে সাক্ষাতের সময় ভালো কোরআন তেলাওয়াকারী সাহাবীগণের কাছ থেকে কোরআন তেলাওয়াত শুনতেন এবং তাদেরকে উৎসাহিত করতেন।

عَنْ عَلْقَمَةَ ﷺ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فَجَاءَ خَبَّابٌ فَقَالَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَيَسْتَطِيْعُ هٰؤُلَاءِ الشَّبَابُ اَنْ يَقْرَءُوْا كَمَا تَقْرَأُ قَالَ اَمَا اِنَّكَ لَوْ شِئْتَ اَمَرْتُ بَعْضَهُمْ يَقْرَأُ عَلَيْكَ قَالَ اَجَلْ قَالَ اقْرَأْ يَا عَلْقَمَةُ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ حُدَيْرٍ اَخُوْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ اَتَأْمُرُ عَلْقَمَةَ اَنْ يَقْرَأَ وَلَيْسَ بِاَقْرَئِنَا قَالَ اَمَا اِنَّكَ اِنْ شِئْتَ اَخْبَرْتُكَ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ قَوْمِكَ وَقَوْمِهِ فَقَرَأْتُ خَمْسِيْنَ اٰيَةً مِنْ سُوْرَةِ مَرْيَمَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ كَيْفَ تَرٰى قَالَ قَدْ اَحْسَنَ قَالَ عَبْدُ اللهِ مَا اَقْرَأُ شَيْئًا اِلَّا وَهُوَ يَقْرَؤُهُ.

অর্থ : "আলকামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট বসে ছিলাম এমতাবস্থায় খাব্বাব বিন আরাত রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে বলতে লাগল! হে আবু আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উপাধি। তারা অর্থাৎ আপনার ছাত্ররাও কি আপনার মতো কোরআন তেলাওয়াত করতে পারে? আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল: হ্যাঁ, যদি তুমি বল তাহলে আমি তাদের মধ্য থেকে একজনকে বলব যে, সে তোমাকে কোরআন শুনাবে, খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল: হ্যাঁ বল। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আলকামা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলল: পড়, আলকামা রাদিয়াল্লাহু আনহু সূরা মারইয়ামের পঞ্চাশ আয়াত তেলাওয়াত করে শুনাল, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু কে জিজ্ঞেস করল বল, পড়া কেমন? খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল: খুব সুন্দর। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল: আমি যেভাবে তেলাওয়াত করি আলকামাও ঐভাবেই তেলাওয়াত করে"। (বোখারী-৪৩৯১)

www.Quraneralo.com

মাসআলা-১২৭ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সালেম রাদিয়াল্লাহু আনহু সুন্দর কোরআন তেলাওয়াতের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললে তখন তারা উভয়ে দাঁড়িয়ে সালেম রাদিয়াল্লাহু আনহু এর তেলাওয়াত শুনলেন।

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ اَبْطَأْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَيْلَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ . ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ (اَيْنَ كُنْتِ ؟) قُلْتُ كُنْتُ اَسْتَمِعُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِكَ لَمْ اَسْمَعْ مِثْلَ قِرَاءَتِهِ وَصَوْتِهِ مِنْ اَحَدٍ . قَالَتْ فَقَامَ وَقُمْتُ مَعَهُ حَتَّى اسْتَمَعَ لَهُ . ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَيَّ فَقَالَ (هٰذَا سَالِمٌ مَوْلَى اَبِي حُذَيْفَةَ . اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِيْ اُمَّتِيْ مِثْلَ هٰذَا)

অর্থ : "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকাবস্থায় এক রাতে এশার পরে আমি দেরী করে ঘরে ফিরলাম, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন কোথায় ছিলে? আমি বললাম: আপনার সাহাবীগণের মধ্যে এক ব্যক্তির কোরআন তেলাওয়াত শুনছিলাম, আমি অনুরূপ সুমধুর কণ্ঠের কোরআন তেলাওয়াত মনোযোগ দিয়ে তেলাওয়াত শুনছিলাম। এরপর তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন: এটা আবু হুযাইফার আযাদকৃত দাস সালেম, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা যে তিনি আমার উম্মতের মাঝে এ ধরনের সুললিত কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করার মতো লোক সৃষ্টি করেছেন"। (ইবনু মাযা-১৩৩৮)

মাসআলা-১২৮ : একজন সাহাবীর তেলাওয়াত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন আর শুনতে শুনতে তিনি তাঁর ভুলে যাওয়া একটি আয়াত স্মরণ করতে পারলেন তখন তিনি তার জন্য দু'আ করলেন।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ « بِئْسَمَا لِلرَّجُلِ اَنْ يَقُوْلَ نَسِيْتُ سُوْرَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ اَوْ نَسِيْتُ اٰيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ.

অর্থ : "আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: কোন ব্যক্তির জন্য একথা বলা খুবই অন্যায় যে, আমি অমুক আয়াত ভুলে গেছি, বরং তার বলা উচিত অমুক আয়াত আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে"। (মুসলিম-১৮৭৯)

Content

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَمِعُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ. فَقَالَ «رَحِمَهُ اللهُ لَقَدْ اَذْكَرَنِيْ اٰيَةً كُنْتُ اُنْسِيْتُهَا.

অর্থ : "আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে এক ব্যক্তির কোরআন তিলাওয়াত শুনছিলেন, তিনি বললেন: আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন, সে আমাকে একটি আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছিল" । (মুসলিম-১৮৭৪)

নোট : যদি বলা হয় যে, 'আমি এই আয়াত ভুলে গেছি' তাহলে এর অর্থ হবে তার অলসতা এবং তেলাওয়াত না করার কারণে ভুলে গেছে, তাই তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

নিজের সন্তানদেরকে কোরআন শিখানোর ফযিলত

মাসআলা-১২৯ : নিজের সন্তানদেরকে কোরআন শিক্ষাদানকারী পিতা-মাতাকে কিয়ামতের দিন এমন মূল্যবান পোশাক পরিধান করানো হবে যার বিপরীতে দুনিয়া এবং তার মাঝে যা কিছু আছে তা তুচ্ছ বলে গণ্য হবে।

মাসআলা-১৩০ : কোরআন অধ্যায়নকারীকে জান্নাতে শান্তির তাজ এবং তার ডান হাতে বাদশাহী আর বাম হাতে চিরস্থায়ী জান্নাতে থাকার আদেশনামা দেয়া হবে।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَجِيءُ الْقُرْاٰنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ يَقُوْلُ صَاحِبَهُ: هَلْ تَعْرِفُنِيْ اَنَا الَّذِيْ كُنْتُ اَسْهِرُ لَيْلَكَ وَاَظْمِئُ هَوَاجِرَكَ وَاِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ وَاَنَا لَكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ فَيُعْطَى الْمُلْكُ بِيَمِيْنِهِ وَالْخُلْدُ بِشِمَالِهِ وَيُوْضَعُ عَلٰى رَاْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَانِ لَا يَقُوْمُ لَهُمَا الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا فَيَقُوْلَانِ يَا رَبُّ اَنّٰى لَنَا هٰذَا فَيُقَالُ لَهُمَا: بِتَعْلِيْمِ وَلَدِ كُمَا الْقُرْاٰنَ وَاِنَّ صَاحِبَ الْقُرْاٰنِ يُقَالُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِقْرَا وَارْقَ فِي الدَّرَجَاتِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَاِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ اٰخِرِ اٰيَةٍ مَعَكَ.

www.Quraneralo.com

Content

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কিয়ামতের দিন কোরআন মজীদ কোনো দুর্বল লোকের ন্যায় এসে তার তেলাওয়াতকারীর নিকট উপস্থিত হয়ে বলবে আমাকে কি চিন? আমিই সে যে তোমাকে রাত্র জাগিয়েছে, আর তোমাকে গরমে পিপাসিত রেখেছে, নিশ্চয় প্রত্যেক ব্যবসাকারী স্বীয় ব্যবসার ফল ভোগ করতে চায়। আর আজ আমি অন্যান্য ব্যবসায়ীদের ছেড়ে তোমার নিকট এসেছি, অতএব কোরআন তেলাওয়াতকারীকে তার ডান হাতে বাদশাহী দেয়া হবে, আর বাম হাতে চিরস্থায়ী জান্নাতে থাকার আদেশনামা। তার মাথায় পরিধান করানো হবে শান্তি এবং সম্মানের তাজ। আর তার পিতা মাতাকে দেয়া হবে দু'টি মূল্যবান পোশাক, যার বিপরীত পৃথিবী এবং পৃথিবীর সবকিছু তুচ্ছ মনে হবে। কোরআন তেলাওয়াতকারীর পিতামাতা আবেদন করবে হে আমার রব এই সম্মান কোন আমলের কারণে? তাদেরকে উত্তরে বলা হবে তোমার সন্তানকে কোরআন শিখানোর কারণে। কোরআন তেলাওয়াকারীকে কিয়ামতের দিন বলা হবে যেভাবে পৃথিবীতে কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করতে এভাবে তেলাওয়াত কর এবং জান্নাতের স্তরসমূহে আরোহণ করতে থাক তোমার সর্বশেষ স্তর ওখানে হবে যেখানে গিয়ে তুমি তেলাওয়াত করা বন্ধ করবে"। (তাবারানী)

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ تَعَلَّمُوْا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ اَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا يَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ قَالَ: ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ تَعَلَّمُوْا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَاٰلَ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا الزَّهْرَاوَانِ يُظِلَّانِ صَاحِبَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ اَوْ غَيَايَتَانِ اَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ وَاِنَّ الْقُرْاٰنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِيْنَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ فَيَقُوْلُ لَهُ هَلْ تَعْرِفُنِيْ فَيَقُوْلُ مَا اَعْرِفُكَ اَنَا صَاحِبُكَ الْقُرْاٰنُ الَّذِيْ اَظْمَاْتُكَ فِي الْهَوَاجِرِ وَاَسْهَرْتُ لَيْلَكَ وَاِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ وَاِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ فَيُعْطَى الْمُلْكُ بِيَمِيْنِهِ وَالْخُلْدُ بِشِمَالِهِ وَيُوْضَعُ عَلَى رَاْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ وَيُكْسَى

www.Quraneralo.com

وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يُقَوَّمُ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا فَيَقُوْلَانِ بِمَ كُسِيْنَا هٰذِهِ فَيُقَالُ بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْاٰنَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ اقْرَأْ وَاصْعَدْ فِيْ دَرَجَةِ الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا فَهُوَ فِيْ صُعُوْدٍ مَا دَامَ يَقْرَأُ هَذًّا كَانَ أَوْ تَرْتِيْلًا.

অর্থ : "বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বসেছিলাম, আমি তাঁকে বলতে শুনলাম তিনি বললেন: সূরা বাকারা শিখ। কেননা তা শিখার মধ্যে বরকত রয়েছে, আর তা না শিখা আফসোসের কারণ, জাদুকররা এতে কোনো প্রতিক্রিয়া করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ চুপ থেকে পরে বললেন: সূরা বাকারা এবং সূরা আলে ইমরান শিখ, কিয়ামতের দিন এই উভয় সূরা তার পাঠকারীর উপর উজ্জ্বল ছায়া হয়ে ঘিরে থাকবে, বাদল বা ছাতির ন্যায়, বা সাড়িবদ্ধ পাখির ঝাঁকের ন্যায়। কিয়ামতের দিন কোরআন তেলাওয়াতকারীর কবর বিদীর্ণ করা হবে তখন কোরআন মজীদ তার সাথে হালকা পাতলা লোকের আকৃতিতে সাক্ষাৎ করবে এবং বলবে তুমি কি আমাকে চিন? কোরআন তেলাওয়াতকারী বলবে: আমি তোমাকে চিনি না, কোরআন বলবে: আমি তোমার সাথী কোরআন, যে গরমের সময়ে তোমাকে পিপাসিত রেখেছে, রাত জাগিয়ে রেখেছে, নিশ্চয় প্রত্যেক ব্যবসায়ী লাভবান হওয়ার জন্য ব্যবসা করে আর আজ তুমি অন্য ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অমুখাপেক্ষী, তাই তার ডান হাতে বাদশাহী এবং বাম হাতে চিরস্থায়ী জান্নাতী হওয়ার নির্দেশনামা দেয়া হবে, আর তার মাথায় সম্মান এবং শান্তির তাজ পরিধান করানো হবে, আর তার পিতা-মাতাকে দুটি মূল্যবান পোশাক পরিধান করোনো হবে, যার মোকাবেলায় পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তুচ্ছ মনে হবে। কোরআন তেলাওয়াতকারীর পিতা মাতা বলবে: এই পোশাক আমাদেরকে কোন আমলের কারণে দেয়া হলো? তাদেরকে বলা হবে তোমাদের সন্তানকে কোরআন শিখানোর কারণে, এরপর কোরআন তেলাওয়াতকারীকে বলা হবে যে, কোরআন তেলাওয়াত কর এবং জান্নাতে উচ্চ মর্যাদাজনক স্থানে আরোহণ কর, যতক্ষণ কোরআন তেলাওয়াতকারী তেলাওয়াত করতে থাকবে ততক্ষণ সে উপরে উঠতে থাকবে চাই দ্রুত তেলাওয়াত করুক আর আস্তে আস্তে"। (আহমদ-২২৯৫০)

www.Quraneralo.com

Content

কোরআনের কিছু সূরার বিশেষ ফযিলত

সূরা ফাতেহার ফযিলত

মাসআলা-১৩১ : সূরা ফাতেহার ন্যায় ফযিলতপূর্ণ সূরা উম্মতে মোহাম্মদীর পূর্বে অন্য কোন উম্মতকে দেয়া হয় নাই।

মাসআলা-১৩২ : সূরা ফাতেহার অপর নাম কোরআনু আযীম।

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مَا أُنْزِلَتْ فِى التَّوْرَاةِ وَلَا فِى الْاِنْجِيْلِ وَلَا فِى الزَّبُوْرِ وَلَا فِى الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ الَّذِىْ اُعْطِيْتُهُ.

অর্থ : "উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ। সূরা ফাতেহার ন্যায় সূরা না তাওরাতে অবতীর্ণ হয়েছে না ইঞ্জিলে না যাবুরে, এহল সাত মাসানী যা বার বার তেলাওয়াত করা হয়, আর এটাই কোরআনে আযীম যা আমি প্রদত্ত হয়েছি"। (তিরমিযী-২৮৭৫)

নোট : সূরা ফাতেহার বিভিন্ন নাম রয়েছে যা কোরআন মজীদ এবং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে প্রদত্ত হলো নিম্নরূপঃ

১. উম্মুল কোরআন
২. সাবউল মাসানী (মাসানী বলা হয় এজন্য যে, তা নামাযে বারবার প্রত্যেক রাকআতে তেলাওয়াত করা হয়।)
৩. কোরআনুন আযীম
৪. সূরাতুর হামদ,
৫. সূরাতুস শুকর
৬. সুরা তুদ দু'আ
৭. সূরা আস সাফিয়া। এই সূরার নামের এই আধিক্য এই সূরার ফযিলত এবং বড়ত্বের কথা প্রমাণ করে।

www.Quraneralo.com

মাসআলা-১৩৩ : সূরা ফাতেহা সমগ্র কোরআন মজীদের সারমর্ম।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمُّ الْقُرْاٰنِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: উম্মুল কোরআন (কোরআনের সারমর্ম সূরা ফাতেহাই) সাত মাসানী (যা বারবার তেলাওয়াত করা হয়) এবং কোরআনুল আযীম"।

(বোখারী-৪৭০৪)

মাসআলা-১৩৪ : সূরা ফাতেহা তেলাওয়াত করে আল্লাহর নিকট যা কিছু চাওয়া হবে আল্লাহ তা দেন।

মাসআলা-১৩৫ : সূরা ফাতেহা প্রত্যেক নামাযের প্রত্যেক রাকআতে তেলাওয়াত করতে হবে।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ « قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِيْ مَا سَاَلَ فَاِذَا قَالَ الْعَبْدُ (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ). قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ وَاِذَا قَالَ (الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ). قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَثْنٰى عَلَيَّ عَبْدِيْ. وَاِذَا قَالَ (مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ). قَالَ مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ اِلَيَّ عَبْدِيْ فَاِذَا قَالَ (اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ). قَالَ هٰذَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَاَلَ....

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: আল্লাহ তায়ালা বলেন: আমি নামাযকে আমার এবং আমার বান্দার মাঝে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করেছি আমার বান্দা যা চায় তাকে তা দেয়া হয়, বান্দা যখন বলে: (আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন) তখন আল্লাহ বলেন: আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে, আর যখন বান্দা বলে (আর রাহমানির রাহীম) তখন আল্লাহ বলেন: বান্দা আমার গুণগান করেছে, আর বান্দা যখন বলে (মালিকি ইয়াও

www.Quraneralo.com

Content

মিদ্দীন) আল্লাহ তখন বলেন: আমার বান্দা আমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছে, তিনি এও বলেছেন: বান্দা তার সমস্ত কাজ আমার উপর সোপর্দ করেছে, আর বান্দা যখন বলে: (ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন) তখন আল্লাহ বলেন : এটা আমার এবং আমার বান্দার মাঝের বিষয়, আমার বান্দা যা চায় তাকে তাই দেয়া হবে। আর যখন বান্দা বলেন: (ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম, সিরাতাল্লাযিনা আনআমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম, ওয়ালদ্বাল্লীন) এটা আমার বান্দার জন্য আর আমার বান্দা যা চায় তাকে তা দেয়া হবে"। (মুসলিম-৯০৪)

মাসআলা-১৩৬: শরীরের সমস্ত অসুস্থতার জন্য সূরা ফাতেহা পাঠ করে ঝাড়ফুঁক করলে ইনশা আল্লাহ আরোগ্য লাভ হবে।

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ كُنَّا فِيْ مَسِيْرٍ لَنَا فَنَزَلْنَا فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ فَقَالَتْ اِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيْمٌ وَاِنَّ نَفَرَنَا غَيْبٌ فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقٍ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مَا كُنَّا نَأْبُنُهُ بِرُقْيَةٍ فَرَقَاهُ فَبَرَأَ فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِيْنَ شَاةً وَسَقَانَا لَبَنًا فَلَمَّا رَجَعَ قُلْنَا لَهُ اَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةً اَوْ كُنْتَ تَرْقِيْ قَالَ لَا مَا رَقَيْتُ اِلَّا بِاُمِّ الْكِتَابِ قُلْنَا لَا تُحْدِثُوْا شَيْئًا حَتّٰى نَأْتِيَ اَوْ نَسْاَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ ذَكَرْنَاهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ وَمَا كَانَ يُدْرِيْهِ اَنَّهَا رُقْيَةٌ اِقْسِمُوْا وَاضْرِبُوْا لِيْ بِسَهْمٍ

অর্থ : "আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: সফররত অবস্থায় আমরা এক জায়গায় অবতরণ করলাম, একটি মেয়ে এসে বলল: ঐ বংশের সর্দারকে সাপে দংশন করেছে, আমাদের ছেলেরা অনুপস্থিত, তোমাদের মাঝে কি এমন কেউ আছে যে, তাকে ঝাড়ফুঁক করবে? একজন তার সাথে চলে গেল অথচ আমরা কখনো জানতাম না যে, সে ঝাড়ফুঁক করে, কিন্তু সে ঝাড়ফুঁক করল এবং সর্দার সুস্থ হল। সর্দার ঝাড়ফুঁক কারীকে ত্রিশটি বকরি উপহার হিসেবে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিল, আমাদের দুধও পান করাল। যখন ঝাড়ফুঁককারী ফিরে আসল তখন আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি ভালো করে ঝাড়ফুঁক করতে জান? বা বলা

হলো যে, তুমি কি ঝাড়ফুঁক কর? সে বলল: না, আমি তো শুধু সূরা ফাতেহা তিলাওয়াত করেছি আর ঝাড়ফুঁক করেছি। বকরীর ব্যাপারে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে এখন আমরা কিছু করব না যতক্ষণ না আমরা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করছি, যখন আমরা মদীনায় পৌঁছলাম তখন আমরা নবী ﷺ-কে জানালাম তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তুমি কী করে জানলে যে সূরা ফাতেহা দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা যায়? ঐ বকরিগুলো নিজেদের মধ্যে বণ্টন কর এবং আমাকে একটি অংশ দাও। (বুখারী-৫০০৭)

নোট: দারাকুতনীর বর্ণনায় এসেছে যে সাহাবাগণ সাত বার সূরা ফাতেহা তিলাওয়াত করে ঝাড়ফুঁক করেছিলেন। (এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন)

মাসআলা-১৩৭ : জাদু, জ্বিনের আছর, মৃগী রোগে সকাল-সন্ধ্যা তিন বার সূরা ফাতেহা তিলাওয়াত করে ঝাড়ফুঁক করা উপকারী।

عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّهِ اَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ فَاَتَوْهُ فَقَالُوا اِنَّكَ جِئْتَ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ فَارْقِ لَنَا هَذَا الرَّجُلَ. فَاَتَوْهُ بِرَجُلٍ مَعْتُوهٍ فِي الْقُيُوْدِ فَرَقَاهُ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً كُلَّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بُزَاقَهُ ثُمَّ تَفَلَ فَكَاَنَّمَا اُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَاَعْطَوْهُ شَيْئًا فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَهُ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «كُلْ فَلَعَمْرِيْ لَمَنْ اَكَلَ بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ لَقَدْ اَكَلْتَ بِرُقْيَةٍ حَقٍّ

অর্থ : "খারেজা বিন সুলত رضي الله عنه তার চাচা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : সফররত অবস্থায় এক অঞ্চলের অধিবাসীদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তারা তার নিকট এসে বলল: তোমরা ঐ লোকের কাছ থেকে (মোহাম্মদ ﷺ-এর কাছ থেকে) কল্যাণ নিয়ে এসেছ তাই আমাদের এই ব্যক্তিকে ঝাড়ফুঁক কর। এরপর তারা এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসল যে, পাগল হয়ে গিয়েছিল এবং রশি দিয়ে বাধা অবস্থায় ছিল। সাহাবাগণ তিনদিন পর্যন্ত সকাল-সন্ধ্যা ঐ ব্যক্তিকে সূরা ফাতেহা তেলাওয়াত করে ঝাড়ফুঁক করল। সাহাবীগণ যখন সূরা ফাতেহা

www.Quraneralo.com

তেলাওয়াত করত তখন সামান্য থুথু মুখে জমা করে তার শরীরে ফেলত। তিনদিন পর ঐ ব্যক্তি স্বাভাবিক হয়ে গেল যেন সে বন্দী থেকে মুক্তি পেল। তারা সাহাবাগণকে কিছু উপহার দিল তখন তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: খেয়ে নাও, আমার হায়াত যার হাতে তাঁর কসম! কিছু লোক মিথ্যা ঝাড়ফুঁক করে পয়সা নেয়, আর তোমরা সত্য ঝাড়ফুঁক করে উপহার নিয়েছ"। (আবু দাউদ-৩৪২২)

মাসআলা-১৩৮ : সূরা ফাতেহা আল্লাহর নাযিলকৃত নূর।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ بَيْنَمَا جِبْرِيْلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعَ نَقِيْضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ أَبْشِرْ بِنُوْرَيْنِ أُوْتِيْتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيْمُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلاَّ أُعْطِيْتَهُ.

অর্থ : "ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন এমতাবস্থায় সে উপর থেকে জোরে দরজা খোলার আওয়াজ শুনতে পেল, সে উপরের দিকে মাথা উঠাল এবং নবী ﷺ-কে বলল: এটা আকাশের দরজাসমূহের মধ্যে একটি দরজা, যা ইতঃপূর্বে আর কখনো খোলা হয় নাই। আর এই দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা অবতরণ করবে, যে ইতঃপূর্বে আর কখনো পৃথিবীতে আসে নাই। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সালাম দিয়েছে এবং বলছে আপনার জন্য দু'টি বরকতময় নূরের সুসংবাদ, আপনার পূর্বে অন্য কোনো নবীকে এই নূর দেয়া হয় নাই, আর তা হলো সূরা ফাতেহা এবং সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত, যে ব্যক্তি এই দুই আয়াত পাঠ করবে দু'আ করবে তার দু'আ কবুল হবে"। (মুসলিম-১৯১৩)

www.Quraneralo.com

Content

১. সূরা বাকারার ফযিলত

মাসআলা-১৩৯: যে ঘরে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করা হয় ঐ ঘরে শয়তান প্রবেশ করে না।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ وَاِنَّ الْبَيْتَ الَّذِىْ يُقْرَاُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা তোমাদের ঘরসমূহকে কবরে পরিণত কর না, আর যে ঘরে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করা হয় সেখানে শয়তান প্রবেশ করে না"।

(তিরমিযী-২৮৭৭)

মাসআলা-১৪০ : সূরা বাকারা তেলাওয়াত করা এবং শ্রবণ করা জাদুর উত্তম চিকিৎসা।

মাসআলা-১৪১ : কোন জাদুকর সূরা বাকারার ওপর সফল হতে পারবে না।

মাসআলা-১৪২ : সূরা বাকারা তেলাওয়াত করলে ঘরে কল্যাণ এবং বরকত থাকে।

মাসআলা-১৪৩ : সূরা বাকারার তেলাওয়াত বাদ দিলে ঘর কল্যাণ এবং বরকত থেকে বঞ্চিত হয়।

মাসআলা-১৪৪ : কিয়ামতের দিন সূরা বাকারা তার তেলাওয়াত কারীকে ক্ষমা করার জন্য আল্লাহর নিকট ঝগড়া করবে।

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ « اِقْرَءُوا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهُ يَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِاَصْحَابِهِ اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ اٰلِ عِمْرَانَ فَاِنَّهُمَا تَاْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ اَوْ كَاَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ اَوْ كَاَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ اَصْحَابِهِمَا اِقْرَءُوا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فَاِنَّ اَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلاَ تَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ

www.Quraneralo.com

Content

অর্থ : "আবু উমামা আল বাহেলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন: কোরআন তেলাওয়াত কর, তা তার তেলাওয়াতকারীর জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে, দুটি আলোকময় সূরা তেলাওয়াত কর, সূরাতুল বাকারা এবং সূরা আলে ইমরান। কিয়ামতের দিন এই উভয় সুরা বাদলের ন্যায় বা ছায়ার ন্যায় আসবে, অথবা তা উড়ন্ত দুই ঝাঁক পাখির ন্যায় আসবে। সূরাদ্বয়ের তেলাওয়াতকারীদের পক্ষ নিয়ে ঝগড়া করবে, সূরা বাকারা অবশ্যই তেলাওয়াত করবে তা তেলাওয়াত করা বরকত লাভের কারণ, আর তা তেলাওয়াত না করা কষ্টের কারণ, কোনো জাদুকর তার ওপর বিজয়ী হতে পারবে না"। (মুসলিম-১৯১০)

মাসআলা-১৪৫ : সূরা বাকারা কোরআন মজীদের চূড়া।

মাসআলা-১৪৬ : যে ঘরের মধ্যে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করা হয় শয়তান ঐ ঘর থেকে পালিয়ে যায়।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا وَسَنَامَ الْقُرْاٰنِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَاِنَّ الشَّيْطَانَ اِذَا سَمِعَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ تُقْرَاُ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ يُقْرَاُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ.

অর্থ : "আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: প্রতিটি জিনিসেরই চূড়া আছে আর কোরআনের চূড়া হলো সূরা আল বাকারা। যখন শয়তান সূরা বাকারার তেলাওয়াত শুনে তখন ঐ ঘর থেকে বের হয়ে চলে যায় যেই ঘরে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করা হয়"। (হাকেম-৫৮৮)

নোট : সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াতের ফযিলত কোরআনের আয়াতের ফযিলত নামক অধ্যায় দ্রঃ।

www.Quraneralo.com

২. সূরা আলে ইমরানের ফযিলত

মাসআলা-১৪৭ : কিয়ামতের দিন সূরা বাকারা এবং সূরা আলে ইমরান কোরআন মজীদের নেতৃত্ব দিবে এবং তার তেলাওয়াতকারীদেরকে ক্ষমা করার জন্য আল্লাহ তায়ালার সাথে ঝগড়া করবে।

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيِّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ « يُؤْتَى بِالْقُرْاٰنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَهْلِهِ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَاٰلُ عِمْرَانَ ». وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةَ اَمْثَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ « كَاَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ اَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ اَوْ كَاَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا ».

অর্থ : "নাওয়াস বিন আমআন আল কিল্লাবি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: কিয়ামতের দিন কোরআন মজীদ আনা হবে, আর যারা কোরআন অনুযায়ী আমল করত তাদেরকেও আনা হবে। সূরা বাকারা এবং সূরা আলে ইমরান আগে আগে থাকবে। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুটি সূরার ৩টি উদাহরণ দিয়েছেন যা আমি আজও ভুলি নাই।

১. এই উভয় সূরা বাদলের দুটি টুকরার ন্যায় হবে।
২. দুটি কাল রং এর ছাতি থাকবে যা আলোক উজ্বল থাকবে।
৩. পাখিদের দুটি ঝাঁক হবে আর তারা তাদের সাথীর পক্ষ হয়ে ঝগড়া করবে। (মুসলিম-১৯১২)

৩. সূরা হুদের ফযিলত

মাসআলা-১৪৮ : সূরা হুদ, ওয়াকেয়া, আল মোরসালাত, নাবা, তাকবীরে বর্ণনাকৃত ঘটনাবলি পরকালের চিন্তার খোরাক জোগায়।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ شِبْتَ قَالَ شَيَّبَتْنِيْ هُوْدٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلَاتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ وَاِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

অর্থ : "আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনিতো বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, তিনি বললেন: সূরা হুদ, ওয়াকেয়া, আল মুরসালাত, আম্মাইয়া তাসাআলুন, ইযাশশামসু তাকভীর, আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে"। (তিরমিযী-৩২৯৭)

৪. সূরা বনী ইসরাঈলের ফযিলত

মাসআলা-১৪৯ : রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে শোয়ার আগে সূরা বনী ইসরাঈল এবং সূরা যুমার তেলাওয়াত করতেন।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَنَامُ عَلَى فِرَاشِهِ حَتَّى يَقْرَأَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَالزُّمَرَ.

অর্থ : "আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা বনী ইসরাঈল এবং সূরা যুমার তেলাওয়াত না করে বিছানায় শুইতেন না। (তিরমিযী-২৯২০)

৫. সূরা কাহফের ফযিলত

মাসআলা-১৫০ : সূরা কাহফের প্রথম ১০ আয়াত মুখস্থকারী ব্যক্তি দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ « مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ.

অর্থ : "আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি সূরা কাহফের ১ম দশ আয়াত মুখস্থ করবে সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে মুক্তি পাবে"। (মুসলিম-১৯১৯)

নোট : উল্লেখ্য, আসহাবে কাহফ সে সময়ের জালেম বাদশার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এক গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। সূরা কাহফের ৯নং আয়াতে আসহাবে কাহফের কথা বর্ণিত হয়েছে। আর ১০নং আয়াতে গুহায় আশ্রয় নেয়ার সময় তারা আল্লাহর নিকট যে দু'আ করেছিল তার কথা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাদের দু'আ কবুল করেছেন এবং জালেম

www.Quraneralo.com

বাদশার জুলুম থেকে তাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। দাজ্জালের ফেতনা বড় ফেতনা হবে। আসহাবে কাহ্ফের লোকদের আমলকৃত এই দু'আ যারা আমল করবে তাদেরকে দাজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা করা হবে। কোনো কোনো আলেম যে কোনো জালেম এবং অত্যাচারী বাদশার অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য এই দু'আটি উপকারী বলে উল্লেখ করেছেন। (এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন)

মাসআলা-১৫১ : সূরা কাহ্ফের শেষ দশ আয়াত তেলাওয়াতকারী দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَاَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مَقَامِهِ اِلٰى مَكَّةَ وَمَنْ قَرَاَ عَشَرَ اٰيَاتٍ مِنْ اٰخِرِهَا ثُمَّ خَرَجَ الدَّجَّالُ لَمْ يَضُرَّهُ.

অর্থ : "আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সূরা কাহফ যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে সেভাবে তেলাওয়াত করবে কিয়ামতের দিন তার জন্য তার অবস্থান স্থল থেকে মক্কা পর্যন্ত আলোকিত হবে, আর যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফের শেষ দশ আয়াত তেলাওয়াত করবে দাজ্জালের ফেতনা তার কোন ক্ষতি করবে না"।

(তাবারানী-২৬৫১)

নোট : মুসলিমের বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে প্রথম দশ আয়াতের কথা, যার অর্থ হলো প্রথম অথবা শেষ যে কোনো দশটি আয়াত পড়বে সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে ইনশা আল্লাহ (এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন)

মাসআলা-১৫২ : জুমার দিন সূরা কাহাফ তেলাওয়াতকারীর জন্য দুই জুমার মাঝে একটি আলো প্রজ্জলিত হয়:

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَاَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّوْرِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ.

অর্থ: "আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহফ তেলাওয়াত করবে তার জন্য

www.Quraneralo.com

Content

আল্লাহ কিয়ামতের দিন দুই জুমার মাঝে একটি আলো প্রজ্বলিত করবেন"। (হাকেম এবং বাইহাকী-৩৩৯২)

নোট : আলো বলতে বুঝায়, পথ প্রদর্শন, অর্থাৎ নিয়মিতভাবে সূরা কাহফ তেলাওয়াতকারী দ্বীন এবং দুনিয়ার সমস্ত বিষয়সমূহে যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে আল্লাহ তাকে সঠিক রাস্তায় পরিচালিত করবেন। (এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন)।

৬. সূরা সাজদার ফযিলত

মাসআলা-১৫৩ : রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে শোয়ার আগে সূরা সাজদা তেলাওয়াত করতেন।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اُمُّ الْقُرْاٰنِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: উম্মুল কোরআন (কোরআনের সারমর্ম সূরা ফাতেহাই) সাত মাসানী (যা বারবার তেলাওয়াত করা হয়) এবং কোরআনুল আযীম"।

(বোখারী-৪৭০৪)

মাসআলা-১৫৪ : রাসূলুল্লাহ ﷺ শুক্রবারে ফজরের নামাজের প্রথম রাকআতে সূরা সাজদা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা দাহর তেলাওয়াত করতেন।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَاُ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (الٓمّٓ تَنْزِيْلُ) السَّجْدَةِ وَ (هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِنَ الدَّهْرِ) وَاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَاُ فِيْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِيْنَ.

অর্থ : "ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ জুমার দিন ফজরের নামাযে সূরা সাজদা এবং সূরা দাহর তেলাওয়াত করতেন, আর জুমার নামাযে সূরা জুমা এবং সূরা মুনাফেকুন তেলাওয়াত করতেন"।

(মুসলিম-২০৬৮)

নোট : সূরা দাহরের অপর সূরা ইনসান বা আবরার।

www.Quraneralo.com

Content

৭. সূরা যুমারের ফযিলত

মাসআলা-১৫৫ : রাতে শোয়ার আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা যুমার তেলাওয়াত করে শুতেন।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَنَامُ عَلَى فِرَاشِهِ حَتَّى يَقْرَأَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالزُّمَرَ.

অর্থ : "আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা বনী ইসরাঈল এবং সূরা যুমার তেলাওয়াত না করে বিছানায় শুইতেন না।

(তিরমিযী-২৯২০)

৮. সূরা ফাতহ-এর ফযিলত

মাসআলা-১৫৬ : সূরা আল ফাতহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তমঃ

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا عُمَرُ نَزَرْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ قَالَ عُمَرُ فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي ثُمَّ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ الْمُسْلِمِينَ وَخَشِيتُ أَنْ يَنْزِلَ فِيَّ قُرْآنٌ فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِي قَالَ فَقُلْتُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِيَّ قُرْآنٌ وَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَرَأَ { إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا }

অর্থ : "যায়েদ বিন আসলাম রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে সফর করছিলেন, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও তাঁর সাথে ছিল। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নিকট কোনো মাসআলা জিজ্ঞেস করল, কিন্তু তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করল, তখনো তিনি কোনো উত্তর

www.Quraneralo.com

দিলেন না। তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করল তখনো তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মনে মনে বলতে লাগল তোমাকে তোমার মা হারিয়ে ফেলুক। তুমি তিন বার অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রশ্ন করেছ কিন্তু তিনবারই কোনো উত্তর তুমি পাও নাই। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমি আমার উট দ্রুত চালাতে লাগলাম এবং লোকদেরকে ছেড়ে সামনে চলে আসলাম। কিন্তু এই আশঙ্কা করছিলাম না জানি আমার এই আচরণের কারণে কোরআন অবতীর্ণ হয়ে যায়। ইতোমধ্যে এক আহ্বানকারী উচ্চকণ্ঠে আমার নাম নিয়ে ডাকতে লাগল, আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম আমার ব্যাপারে কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার আশঙ্কা হয়তো সত্য হয়ে গেল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন: আজ রাতে আমার ওপর একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, যা আমার নিকট প্রত্যেক ঐ বস্তু থেকে প্রিয় যার উপর সূর্য উদিত হয়। এরপর তিনি তেলাওয়াত করলেন: নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দিয়েছি স্পষ্ট বিজয়"।

(সূরা ফাতহ), (বোখারী-৪১৭৭)

নোট : উল্লেখ্য: ৬ষ্ঠ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি করেছেন, কোনো কোনো সাহাবী ঐ সন্ধির চুক্তিসমূহ মেনে নিতে পারেন নাই। সন্ধির পর আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন, এই সন্ধিকে আল্লাহ স্পষ্ট বিজয় হিসেবে উল্লেখ করেন এতে সমস্ত সাহাবীগণ সন্তুষ্ট হয়ে যান।

৯. সূরা ওয়াকিয়ার ফযিলত

মাসআলা-১৫৭ : সূরা ওয়াকিয়াতে বর্ণনাকৃত কিয়ামতের দিন ভয়াবহতাপূর্ণ ঘটনাবলি পরকালের চিন্তায় মগ্ন করে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ ﵁ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ شِبْتَ قَالَ شَيَّبَتْنِيْ هُوْدٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلَاتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

অর্থ : "আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনিতো বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, তিনি বললেন: সূরা হুদ, ওয়াকেয়া, আল মুরসালাত, আম্মাইয়া তাসাআলুন, ইযাশশামসু তাকভীর, আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে"। **(তিরমিযী-৩২৯৭)**

Content

১০. সূরা জুমআর ফযিলত

মাসআলা-১৫৮ : রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার নামাযে সূরা জুমআ এবং সূরা মুনাফেকুন তেলাওয়াত করতেন।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَاُ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (الٓمّٓ تَنْزِيْلُ) السَّجْدَةِ وَ (هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِنَ الدَّهْرِ) وَاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَاُ فِيْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِيْنَ.

অর্থ : "ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ জুমার দিন ফজরের নামাযে সূরা সাজদা এবং সূরা দাহর তেলাওয়াত করতেন, আর জুমার নামাযে সূরা জুমা এবং সূরা মুনাফেকুন তেলাওয়াত করতেন"।

(মুসলিম-২০৬৮)

নোট : সূরা দাহরের অপর সূরা ইনসান বা আবরার।

১১. সূরা মুনাফেকুন ফযিলত

মাসআলা-১৫৯ : রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার নামাযে সূরা জুমআ এবং সূরা মুনাফেকুন তেলাওয়াত করতেন।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَاُ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (الٓمّٓ تَنْزِيْلُ) السَّجْدَةِ وَ (هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِنَ الدَّهْرِ) وَاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَاُ فِيْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِيْنَ.

অর্থ : "ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ জুমার দিন ফজরের নামাযে সূরা সাজদা এবং সূরা দাহর তেলাওয়াত করতেন, আর জুমার নামাযে সূরা জুমা এবং সূরা মুনাফেকুন তেলাওয়াত করতেন"।

(মুসলিম-২০৬৮)

নোট : সূরা দাহরের অপর সূরা ইনসান বা আবরার।

www.Quraneralo.com

১২. সূরা মূলকের ফযিলত

মাসআলা-১৬০ : রাসূলুল্লাহ ﷺ শোয়ার আগে সূরা মূলক তেলাওয়াত করতেন।

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَنَامُ حَتّٰى يَقْرَاَ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةُ وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ

অর্থ : "জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি সূরা আলিফ, লাম, মীম, এবং মুলক তেলাওয়াত না করে শুইতেন না। (তিরমিযী-২৮৯২)

নোট : সূরা আলিফ, লাম, মীম, তানযিলের অপর নাম সূরা সাজদা।

মাসআলা-১৬১ : সূরা মূলক প্রতিদিন তেলাওয়াত করলে কবরের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه قَالَ سُوْرَةُ تَبَارَكَ هِيَ الْمَانِعَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

অর্থ : "আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : সূরা মূলক কবরের আযাব থেকে বাধা দানকারী"। (কানজুল উম্মাল-২৬৪৯)

মাসআলা-১৬২ : সূরা মুলক কিয়ামতের দিন তার তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ سُوْرَةً مِنَ الْقُرْاٰنِ ثَلَاثِيْنَ اٰيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتّٰى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট কোরআনের একটি সূরা তার তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করতে থাকবে এবং তার সুপারিশে তাকে ক্ষমা করা হবে, আর সেই সূরাটি হলো সূরা তাবারাকাল্লাযি বিয়াদিহিল মুলক" (সূরা মুলক) (আহমদ-৮২৭৬)

www.Quraneralo.com

Content

মাসআলা-১৬৩ : সূরা মূলক তার তেলাওয়াতকারীর মাগফিরাতের জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট ঝগড়া করবে এবং তাকে জান্নাত দেয়া হবে।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ اِنَّ سُوْرَةً فِي الْقُرْاٰنِ ثَلَاثِيْنَ اٰيَةً شَفَعَتْ لِصَاحِبِهَا حَتّٰى غُفِرَ لَهُ { تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ.

অর্থ: "আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা আছে, যা তার তেলাওয়াতকারীর মাগফিরাতের জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট ঝগড়া করতে থাকবে এমনকি এর ফলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, আর সেই সূরাটি হল তাবারাকাল্লাযি (সূরা মূলক)" (নাসাঈল কিবরী-১০৫৪৬)

মাসআলা-১৬৪ : সূরা মুলক নিজে তেলাওয়াত করা উচিত, এমনকি নিজের স্ত্রী-সন্তান এবং প্রতিবেশীদেরকেও তা শিখানো উচিত।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ: اَلَا اُتْحِفُكَ بِحَدِيْثٍ تَفْرَحُ بِهِ قَالَ: بَلٰى. قَالَ اِقْرَاْ: " تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ " وَعَلِّمْهَا اَهْلَكَ وَجَمِيْعَ وَلَدِكَ وَصِبْيَانَ بَيْتِكَ وَجِيْرَانَكَ، فَاِنَّهَا الْمُنْجِيَةُ وَالْمُجَادِلَةُ، تُجَادِلُ اَوْ تُخَاصِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّهَا لِقَارِئِهَا، وَتَطْلُبُ لَهُ اَنْ يُنْجِيَهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَيُنْجِيْ بِهَا صَاحِبَهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

অর্থ : "আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন: আমি কি তোমাকে এমন একটি হাদীস উপহার দিব না যার ফলে তুমি খুশি হয়ে যাবে? ঐ ব্যক্তি বলল: কে নয়? অবশ্যই। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল: সূরা তাবারাকাল্লাযি বিয়াদিহিল মুলক (সূরা মুলক) নিজে তেলাওয়াত কর, নিজের পরিবার এবং সমস্ত সন্তানদেরকে শিক্ষা দাও, নিজের প্রতিবেশীদেরকেও শিক্ষা দাও এজন্য যে, কিয়ামতের দিন আযাব থেকে মুক্তি দাতা, ঝগড়াকারী। কিয়ামতের দিন তার তেলাওয়াতকারীর ক্ষমার জন্য তার রবের নিকট ঝগড়া করবে তার জন্য জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি চাইবে, এমন কি সূরা মুলক তার তেলাওয়াতকারীকে কবরের আযাব থেকেও বাঁচাবে"।

(ইবনু কাসীর-১৭৫, ৪র্থ খণ্ড, ৩৯৬ পৃ:)

www.Quraneralo.com

Content

১৩. সূরা দাহারের ফযিলত

মাসআলা-১৬৫ : রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার দিন ফযরের নামাযে সূরা সাজদা এবং সূরা দাহর তেলাওয়াত করতেন।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِيْ صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (الٓمّٓ تَنْزِيْلُ) السَّجْدَةِ وَ (هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِنَ الدَّهْرِ) وَاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِيْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِيْنَ.

অর্থ : "ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ জুমার দিন ফজরের নামাযে সূরা সাজদা এবং সূরা দাহর তেলাওয়াত করতেন, আর জুমার নামাযে সূরা জুমা এবং সূরা মুনাফেকুন তেলাওয়াত করতেন"। (মুস:২০৬৮)

নোট : সূরা দাহরের অপর সূরা ইনসান বা আবরার।

১৪. মুসাব্বিহাতের ফযিলত

মাসআলা-১৬৬ : রাসূল (সা) মুসাব্বিহাত তেলাওয়াত করতেন।

عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ اَنْ يَرْقُدَ وَقَالَ «اِنَّ فِيهِنَّ آيَةً اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ اٰيَةٍ».

অর্থ : "ইরবায বিন সারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী ﷺ শোয়ার আগে মুসাব্বিহাত তেলাওয়াত করতেন আর বলতেন নিশ্চয় এর মধ্যে এমন একটি আয়াত আছে যা এক হাজার আয়াত থেকে উত্তম"।

(আবু দাউদ-৫০৫৭)

নোট :

১. মুসাব্বিহাত ঐ সমস্ত সূরাসমূহকে বলা হয় যা 'সুবহানা' বা সাব্বাহা, বা ইয়ুসাব্বেহু দিয়ে শুরু হয়েছে, নিম্নোক্ত সূরাসমূহ মুসাব্বেহাতের অন্তর্ভুক্ত।

ক. বনী ইসরাঈল খ. হাদীদ, গ. হাশর,
ঘ. আসসাফ, ঙ. জুময়া, চ, তাগাবুন,
ছ. আল আ'লা।

www.Quraneralo.com

Content

২. এই মুসাব্বেহাত সূরাসমূহের মধ্যে ঐ আয়াত কোনটি যা এক হাজার আয়াতের চেয়ে উত্তম? আলেমগণের মতে ঐ আয়াতটি এমনভাবে গোপন রাখা হয়েছে যেমন লাইলাতুল কদরের কোনো রাতে তা গোপন রাখা হয়েছে, যেন লোকেরা অধিক সওয়াবের আশায় বেশি বেশি আমল করে। (এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন)

১৫. সূরা মুরসালাতের ফযিলত

মাসআলা-১৬৭ : সূরা মুরসালাতে বর্ণিত ঘটনাবলি পরকালের চিন্তা জোগায়।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ ﵁ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ شِبْتَ قَالَ شَيَّبَتْنِيْ هُوْدٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلَاتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

অর্থ : "আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনিতো বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, তিনি বললেন: সূরা হুদ, ওয়াকেয়া, আল মুরসালাত, আম্মাইয়া তাসাআলুন, ইযাশশামসু তাকভীর, আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে"। (তিরমিযী-৩২৯৭)

১৬. সূরা নাবার ফযিলত

মাসআলা-১৬৮ : সূরা নাবার তেলাওয়াতের মাধ্যমে পরকালের কথা বেশি বেশি স্মরণ হবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ ﵁ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ شِبْتَ قَالَ شَيَّبَتْنِيْ هُوْدٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلَاتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

অর্থ : "আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনিতো বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, তিনি বললেন: সূরা হুদ, ওয়াকেয়া, আল মুরসালাত, আম্মাইয়া তাসাআলুন, ইযাশশামসু তাকভীর, আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে"। (তিরমিযী-৩২৯৭)

www.Quraneralo.com

১৭. সূরা তাকবীরের ফযিলত

মাসআলা-১৬৯ : সূরা তাকভীর তেলাওয়াতকারী খোলা চোখে কিয়ামতের দৃশ্যসমূহ দেখে:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ

অর্থ: " আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি চায় যে, স্বচোখে কিয়ামতের দৃশ্য দেখবে সে যেন সূরা তাকভীর, সূরা ইনফিতার এবং সূরা ইনশিকাক তেলাওয়াত করে"। (তিরমিযী-৩৩৩৩)

১৮. সূরা ইনফিতারের ফযিলত

মাসআলা-১৭০ : কিয়ামতের দিন স্মরণ জাগ্রত করার জন্য সূরা ইনফিতার তেলাওয়াত করা উচিত।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ

অর্থ: " আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি চায় যে, স্বচোখে কিয়ামতের দৃশ্য দেখবে সে যেন সূরা তাকভীর, সূরা ইনফিতার এবং সূরা ইনশিকাক তেলাওয়াত করে"। (তিরমিযী-৩৩৩৩)

www.Quraneralo.com

Content

১৯. সূরা ইনশিকাকের ফযিলত

মাসআলা-১৭১ : পরকালের চিন্তা জাগ্রত করার জন্য সূরা ইনশিকাক তেলাওয়া করা উচিত।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِيْدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى) وَ (هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ) قَالَ وَاِذَا اجْتَمَعَ الْعِيْدُ وَالْجُمُعَةُ فِيْ يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا اَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ.

অর্থ: "নোমান বিন বাশির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় ঈদের নামায এবং জুমার নামাযে সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা এবং হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়া তেলাওয়াত করতেন, বর্ণনাকারী বলেন : যখন ঈদ এবং জুমার নামায একই দিনে হতো তখনো এই উভয় নামাযে এই উভয় সূরা তেলাওয়াত করতেন"। (মুসলিম-২০৬৫)

২০. সূরা আ'লার ফযিলতসমূহ

মাসআলা-১৭২ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ঈদের নামায এবং জুমার নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা আলা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা গাসিয়া তেলাওয়াত করতেন।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِيْدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى) وَ (هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ) قَالَ وَاِذَا اجْتَمَعَ الْعِيْدُ وَالْجُمُعَةُ فِيْ يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا اَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ.

অর্থ: "নোমান বিন বাশির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় ঈদের নামায এবং জুমার নামাযে সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা এবং হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়া তেলাওয়াত করতেন, বর্ণনাকারী বলেন : যখন ঈদ এবং জুমার নামায একই দিনে হতো তখনো এই উভয় নামাযে এই উভয় সূরা তেলাওয়াত করতেন"। (মুসলিম-২০৬৫)

www.Quraneralo.com

মাসআলা-১৭৩ : বিতির নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা আলা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা কাফেরুন আর তৃতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করা সুন্নাত।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ الْجُهَنِيِّ ﷺ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَاَ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ حَتَّى يَخْتِمَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ

অর্থ : মোয়ায বিন আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যে ব্যক্তি কুল হুয়াল্লাহু আহাদ শেষ পর্যন্ত দশবার তেলাওয়াত করবে তার জন্য আল্লাহ জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবে"।

(আহমদ-১৫৬১০)

২১. সূরা গাশিয়ার ফযিলত

মাসআলা-১৭৪ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ঈদের নামায এবং জুমার নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা গাশিয়া তেলাওয়াত করতেন।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْرَاُ فِي الْعِيْدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلَى) وَ (هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ) قَالَ وَاِذَا اجْتَمَعَ الْعِيْدُ وَالْجُمُعَةُ فِيْ يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَاَ بِهِمَا اَيْضًا فِي الصَّلاتَيْنِ.

অর্থ: "নোমান বিন বাশির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় ঈদের নামায এবং জুমার নামাযে সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা এবং হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়া তেলাওয়াত করতেন, বর্ণনাকারী বলেন : যখন ঈদ এবং জুমার নামায একই দিনে হতো তখনো এই উভয় নামাযে এই উভয় সূরা তেলাওয়াত করতেন"। (মুসলিম-২০৬৫)

www.Quraneralo.com

২২. সূরা কাফেরুনের ফযিলত

মাসআলা-১৭৫ : একবার সূরা কাফেরুন তেলাওয়াত করার ফযিলত হল কোরআনের এক চতুর্থাংশ তেলাওয়াত করার ন্যায়।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ " اِذَا زُلْزِلَتْ " تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْاٰنِ، وَ"قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ" تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ، وَ " قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ " تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْاٰنِ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ইযা যুল যিলা কোরআনের অর্ধেকের সমান এবং কুল হুয়াল্লাহু আহাদ কোরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান আর কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফেরুন কোরআনের এক চতুর্থাংশের সমান"। (তিরমিযী-২৮৯৪)

নোট : উল্লিখিত হাদীসে সূরা যিলযালার ফযিলত সম্পর্কে বর্ণিত অংশটি দুর্বল, আর বাকিটুকু সহীহ (বিশুদ্ধ)।

বি:দ্র: সহীহ সুনান আত তিরমিযী লিল আলবানী। খ: ৩, হাদীস নং-২৩১৮।

মাসআলা-১৭৬ : সূরা কাফেরুন মুমেন ব্যক্তিকে শিরক থেকে মুক্ত করার সূরা।

عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ رضي الله عنه اَنَّهُ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلِّمْنِيْ شَيْئًا اَقُوْلُهُ اِذَا اَوَيْتُ اِلٰى فِرَاشِيْ قَالَ اِقْرَاْ { قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ } فَاِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ.

অর্থ: "ফারওয়া বিন নাওফাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন: আমাকে এমন কিছু শিখান যা আমি বিছানায় শোয়ার সময় পাঠ করব, তিনি বললেন: কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফেরুন পাঠ কর, কেননা তা শিরক থেকে মুক্তকারী সূরা"। (তিরমিযী-৩৪০৩)

www.Quraneralo.com

মাসআলা-১৭৭ : ফযরের দুই রাকআত সুন্নাত নামাযে সূরা ইখলাস এবং সূরা কাফেরুন তেলাওয়াত করা মোস্তাহাব।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نِعْمَتِ السُّوْرَتَانِ يُقْرَأُ بِهِمَا فِيْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ : (قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ) وَ (قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ)

অর্থ : "আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : উত্তম দুটি সূরা যা ফজরের নামাযের ফরযের পূর্বের দু'রাকআত সুন্নাত নামাযে পাঠ করা হয়। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফেরুন"। (ইবনে খুযাইমা-১৪৮০)

মাসআলা-১৭৮ : সূরা কাফেরুন এবং সূরা নাস ও ফালাক তেলাওয়াত করে ঝাড়ফুঁক করা বিষাক্ত প্রাণীর দংশনের উত্তম চিকিৎসা।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَدَغَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَقْرَبٌ وَ هُوَ يُصَلِّيْ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : لَعَنَ اللهُ الْعَقْرَبَ لَا يَدَعُ مُصَلِّيًا وَلَا غَيْرَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ وَمِلْحٍ وَجَعَلَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَقْرَأُ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ.

অর্থ : "আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নামাযরত অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বিচ্ছু দংশন করল, যখন তিনি নামায শেষ করলেন তখন বললেন: আল্লাহর লানত বিচ্ছুর উপর, কেননা সে নামাযী এবং বেনামাযী কাউকেই ছাড়ে না, এরপর তিনি পানি এবং লবণ চেয়ে নিয়ে তা একসাথে মিশিয়ে ক্ষত স্থানে মালিশ করলেন এবং সাথে সাথে সূরা কাফেরুন, সূরা নাস, সূরা ফালাক তেলাওয়াত করে ফুঁক দিলেন"। (মু'জামুল আওসাত-৫৮৮৯)

নোট : ইবনে আবু শাইবার বর্ণনায় সূরা কাফেরুন ব্যতীত সূরা ইখলাস এবং সূরা নাস ও ফালাকের বর্ণনা এসেছে, হতে পারে কোন একসময় সূরা ইখলাস পাঠ করেছেন, আবার অন্য এক সময় সূরা কাফেরুন পাঠ করেছেন, আর এটাও স্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরাসমূহ ততক্ষণ পর্যন্ত পাঠ করে ফুঁ দিতেন যতক্ষণ না তিনি সুস্থতা বোধ করতেন।

www.Quraneralo.com

Content

মাসআলা-১৭৯ : কা'বা ঘরের ত্বাওয়াফের পর দু'রাকআত নামায আদায়ের সময় প্রথম রাকআতে সূরা কাফেরুন আর দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করা সুন্নাত।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَرَاَ فِيْ رَكْعَتِي الطَّوَافِ بِسُوْرَتِي الْاِخْلَاصِ { قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ.

অর্থ : "জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফের দুই রাকআত নামাযে ইখলাসের দু'টি সূরা (কুলইয়া আয়্যুহাল কাফেরুন এবং কুল হুয়াল্লাহু আহাদ) তেলাওয়াত করেছেন"।

(তিরমিযী-৮৬৯)

মাসআলা-১৮০ : তিন রাকআত বিতির নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা আ'লা দ্বিতীয় রাকআতে সূরা কাফেরুন তৃতীয় রাকআতে ইখলাস পাঠ করা সুন্নত।

عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْرَاُ فِي الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى مِنَ الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ وَلَا يُسَلِّمُ اِلَّا فِيْ اٰخِرِهِنَّ

অর্থ : উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতির নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকআতে কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন আর তৃতীয় রাকআতে কুল হুয়াল্লাহু আহাদ পাঠ করে শেষ রাকআতে সালাম ফিরাতেন"। (নাসায়ী-১৭০০)

২৩. সূরা ইখলাসের ফযিলত

মাসআলা-১৮১ : সূরা ইখলাস তেলাওয়াতকারীদের সাথে আল্লাহ তায়ালা মোহাব্বত রাখেন।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً عَلٰى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَاُ لِاَصْحَابِهِ فِيْ صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِ (قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ) فَلَمَّا رَجَعُوْا ذُكِرَ ذٰلِكَ

www.Quraneralo.com

Content

لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ « سَلُوْهُ لِاَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ ». فَسَأَلُوْهُ فَقَالَ لِاَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمٰنِ فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَقْرَاَ بِهَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ « اَخْبِرُوْهُ اَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ.

অর্থ : "আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির পরিচালনায় একটি সেনাদল পাঠালেন, ঐ ব্যক্তি নামায পড়ানোর সময় প্রতি রাকআতে সূরা শেষ করে সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করত। যখন সেনাদল ফিরে আসল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে লোকেরা তা বলল জিজ্ঞেস কর। সে বলল: এই সূরায় আল্লাহর গুণাবলির বর্ণনা রয়েছে, তাই আমি তা তেলাওয়াত করতে ভালবাসী। এই উত্তর শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তাকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন"।

(মুসলিম-১৯২৬)

মাসআলা-১৮২: এক বার সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করার ফযিলত হল কোরআনের এক তৃতীয়াংশ তেলাওয়াত করার সমান।

মাসআলা-১৮৩ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন রাতে শোয়ার পূর্বে সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করার জন্য উৎসাহিত করেছেন।

عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَقْرَاَ فِيْ لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ ». قَالُوْا وَكَيْفَ يَقْرَاُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ قَالَ « (قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ) يَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ.

অর্থ : "আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: তোমাদের জন্য কি সম্ভব নয় যে, তোমরা প্রতিদিন রাতে কোরআনের এক তৃতীয়াংশ তেলাওয়াত করবে? সাহাবাগণ বলল: কোরআনের এক তৃতীয়াংশ আমরা কিভাবে তেলাওয়াত করব? তিনি বললেন: কুল হুয়াল্লাহু আহাদ কোরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান"। (মুসলিম-১৯২২)

মাসআলা-১৮৪ : সূরা ইখলাসের সাথে অধিক মোহাব্বত এবং তা বেশি বেশি করে তেলাওয়াত করা জান্নাতে যাওয়ার কারণ।

Content

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : اَقْبَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَبَتْ قُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ؟ قَالَ : الْجَنَّةُ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে কুলহুয়াল্লাহ আহাদ তেলাওয়াত করতে শুনলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তার জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম কি ওয়াজিব হয়ে গেছে? তিনি বললেন: জান্নাত"। (তিরমিযী-২৮৯৭)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِيْ مَسْجِدِ قُبَاءَ فَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُوْرَةً يَقْرَاُ لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ فَقَرَأَ بِهَا افْتَتَحَ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَقْرَاُ بِسُوْرَةٍ اُخْرٰى مَعَهَا وَكَانَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَكَلَّمَهُ اَصْحَابُهُ فَقَالُوْا اِنَّكَ تَقْرَاُ بِهٰذِهِ السُّوْرَةِ ثُمَّ لَا تَرٰى اَنَّهَا تَجْزِيْكَ حَتّٰى تَقْرَاَ بِسُوْرَةٍ اُخْرٰى فَاِمَّا اَنْ تَقْرَاَ بِهَا وَاِمَّا اَنْ تَدَعَهَا وَتَقْرَاَ بِسُوْرَةٍ اُخْرٰى قَالَ مَا اَنَا بِتَارِكِهَا اِنْ اَحْبَبْتُمْ اَنْ اَؤُمَّكُمْ بِهَا فَعَلْتُ وَاِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ وَكَانُوْا يَرَوْنَهُ اَفْضَلَهُمْ وَكَرِهُوْا اَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ فَلَمَّا اَتَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ اَخْبَرُوْهُ الْخَبَرَ فَقَالَ يَا فُلَانُ مَا يَمْنَعُكَ مِمَّا يَاْمُرُ بِهِ اَصْحَابُكَ وَمَا يَحْمِلُكَ اَنْ تَقْرَاَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ؟ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اُحِبُّهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ حُبَّهَا اَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ.

অর্থ : "আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি কুবা মসজিদে ইমামতি করত। সে যখনই নামাযে কোনো সূরা তেলাওয়াত করত তখনই প্রথমে সূরা ফাতেহার পর সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করে অন্য একটি সূরা তেলাওয়াত করত। প্রত্যেক রাকআতে সে এরূপ করত। তখন লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল তুমি প্রথমে সূরা ফাতেহার পরে সূরা ইখলাস তেলাওয়াত কর। এরপর মনে কর যে নামাযের জন্য শুধু এই সূরাটিই যথেষ্ট নয় তখন আরও একটি সূরা

www.Quraneralo.com

তেলাওয়াত কর। তোমার উচিত শুধু সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করা বা তা বাদ দিয়ে অন্য কোনো একটি সূরা তেলাওয়াত করা। সে বলল: আমি সূরা ইখলাস ত্যাগ করতে পারব না যদি তোমরা চাও তাহলে আমি তোমাদের ইমামতি করব। আর যদি না চাও তাহলে আমি ইমামতি ছেড়ে দিব। লোকেরা তাকে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ধর্মভিরু মনে করত, তাই তারা অন্য কাউকে ইমাম নির্ধারণ করা পছন্দ করছিল না। যখন তারা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলো তখন তাকে এ বিষয়ে অবগত করাল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি তোমার সাথীদের কথা কেন শুনলে না? আর প্রত্যেক রাকআতে কেন সূরা ইখলাস তেলাওয়াত কর? সে বলল: ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি এই সূরাটি পছন্দ করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: এর মোহাব্বত তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে"। (তিরমিযী-২৯০১)

মাসআলা-১৮৫ : দশবার সূরা ইখলাস তেলাওয়াতকারীর জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَاَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ حَتّٰى يَخْتِمَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ بَنَى اللّٰهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ

অর্থ : মোয়ায বিন আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যে ব্যক্তি কুল হুয়াল্লাহু আহাদ শেষ পর্যন্ত দশবার তেলাওয়াত করবে তার জন্য আল্লাহ জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবে"।

(আহমদ-১৫৬১০)

মাসআলা-১৮৬ : শয়তানের কু প্রবঞ্চনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইখলাস পাঠ করে ডান দিকে তিনবার থুথু ফেলতে হবে।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يُوْشِكُ النَّاسُ اَنْ يَتَسَاءَلُوْا بَيْنَهُمْ حَتّٰى يَقُوْلَ قَائِلُهُمْ هٰذَا اللّٰهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ فَاِذَا قَالُوْا ذٰلِكَ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ثُمَّ لِيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهٖ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ.

অর্থ : "আবু সালমা বিন আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: এমন একটি সময়

www.Quraneralo.com

আসবে যে লোকেরা একে অপরকে অনেক প্রশ্ন করবে। এমন কি একজন বলে উঠবে যে, আচ্ছা সৃষ্টি জীবকে তো আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? যখন মানুষ এরকম কথা বলবে তখন বল: আল্লাহ্ একক, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, তাঁর কোনো সন্তান নেই এবং তিনিও কারোর সন্তান নন, তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। এরপর তিনবার বাম দিকে থুথু ফেলে শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে"।

(নাসাঈল কিবরী-১০৪৯৭)

মাসআলা-১৮৭ : বাইতুল্লাহ তাওয়াফের পর দুই রাকআত নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা কাফেরুন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পাঠ করা সুন্নাত।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَرَاَ فِىْ رَكْعَتِى الطَّوَافِ بِسُوْرَتِى الْاِخْلَاصِ { قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ.

অর্থ : "জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফের দুই রাকআত নামাযে ইখলাসের দু'টি সূরা (কুলইয়া আয়্যুহাল কাফেরুন এবং কুল হুয়াল্লাহু আহাদ) তেলাওয়াত করেছেন"।

(তিরমিযী-৮৬৯)

মাসআলা-১৮৮ : তিন রাকআত বিতির নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা কাফেরুন, তৃতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পাঠ করা সুন্নাত।

عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْرَاُ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى مِنَ الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَفِى الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ وَلَا يُسَلِّمُ اِلَّا فِىْ اٰخِرِهِنَّ

অর্থ : উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতির নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকআতে কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন আর তৃতীয় রাকআতে কুল হুয়াল্লাহু আহাদ পাঠ করে শেষ রাকআতে সালাম ফিরাতেন"। (নাসায়ী-১৭০০)

www.Quraneralo.com

Content

মাসআলা-১৮৯ : ফজরের প্রথম রাকআতে কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, দ্বিতীয় রাকআতে কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরুন তেলাওয়াত করা সুন্নাত।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نِعْمَتِ السُّوْرَتَانِ يُقْرَاُ بِهِمَا فِيْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ : (قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ) وَ (قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ)

অর্থ : "আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : উত্তম দুটি সূরা যা ফজরের নামাযের ফরযের পূর্বের দু'রাকআত সুন্নাত নামাযে পাঠ করা হয়। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফেরুন"। (ইবনে খুযাইমা-১৪৮০)

২৪. সূরা ফালাকের ফযিলত

মাসআলা-১৯০ : সূরা ফালাক আল্লাহ্ অধিক পছন্দ।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ رَاكِبٌ فَوَضَعْتُ يَدِيْ عَلَى قَدَمِهِ فَقُلْتُ اَقْرِئْنِيْ سُوْرَةَ هُوْدٍ اَقْرِئْنِيْ سُوْرَةَ يُوْسُفَ فَقَالَ لَنْ تَقْرَاَ شَيْئًا اَبْلَغَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ.

অর্থ : "উকবা বিন আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হলাম, তখন তিনি উটের ওপর আরোহী ছিলেন। আমি আমার হাত তার পায়ের উপর রাখলাম এবং বললাম: আমাকে সূরা হুদ এবং সূরা ইউসুফ পড়ান, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এমন কোনো সূরা তুমি পড় নাই, যা আল্লাহর নিকট সূরা ফালাকের চেয়ে ব্যাপক"। (নাসায়ী-৫৪৫৪)

মোয়াভেজাতাইন (সূরা নাম এবং ফালাকের) ফযিলত

মাসআলা-১৯১ : আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়ার জন্য সূরা নাস এবং ফালাকের চেয়ে উত্তম কোনো সূরা নেই।

মাসআলা-১৯২ : সূরা নাস এবং ফালাক আসমানী মুসিবত যেমন তুফান, বন্যা দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি থেকেও হিফাযত করে।

www.Quraneralo.com

Content

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا اَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْجُحْفَةِ وَالاَبْوَاءِ اِذْ غَشِيَتْنَا رِيْحٌ وَظُلْمَةٌ شَدِيْدَةٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِ (اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) وَ (اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ) وَيَقُوْلُ « يَا عُقْبَةُ تَعَوَّذْ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا

অর্থ : "উকবা বিন আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: জুহফা এবং আবওয়া নামক স্থানের মাঝে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে রাতে পথ অতিক্রম করছিলাম। হঠাৎ করে অন্ধকার এবং প্রবল বাতাস আমাদেরকে ঢেকে দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা নাস এবং ফালাক তেলাওয়াত করে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, হে উকবা এই উভয় সূরার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। এই উভয় সূরার অনুরূপ কোনো কিছু দিয়ে কোনো আশ্রয় প্রার্থনাকারী আশ্রয় করতে পারে না"। (আবু দাউদ-১৪৬৫)

عَنْ عَابِسٍ الْجُهَنِيِّ ﷺ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ عَابِسٍ اَلَا اَدُلُّكَ اَوْ قَالَ اَلَا اُخْبِرُكَ بِاَفْضَلِ مَا يَتَعَوَّذُ بِهِ الْمُتَعَوِّذُوْنَ قَالَ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ هَاتَيْنِ السُّوْرَتَيْنِ

অর্থ : "ইবনে আবেস আল জুহানী রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাকে বলেছেন: আমি কি তোমাকে এমন একটি উত্তম বিষয় জানাব না, যা দিয়ে কোনো আশ্রয়ে প্রার্থনাকারীরা আশ্রয় প্রার্থনা করে? সে বলল: অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি বলেন: সূরা নাস এবং সূরা ফালাক এই উভয় সূরা"। (নাসায়ী-৫৪৪৭)

মাসআলা-১৯৩ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমানোর আগে এবং ঘুম থেকে উঠার পর সূরা নাস এবং ফালাক তেলাওয়াত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اَلَا اُعَلِّمُكَ سُوْرَتَيْنِ مِنْ خَيْرِ سُوَرَتَيْنِ قَرَاَ بِهِمَا النَّاسُ فَاَقْرَاَنِيْ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَاُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَ فَقَرَاَ بِهِمَا ثُمَّ مَرَّ بِيْ فَقَالَ كَيْفَ رَاَيْتَ يَا عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ اِقْرَاْ بِهِمَا كُلَّمَا نِمْتَ وَقُمْتَ

www.Quraneralo.com

অর্থ : "উকবা বিন আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমি কি তোমাকে দুটি উত্তম সূরা শিখাব না, যা ঐ সমস্ত সূরাসমূহ থেকে উত্তম, যা লোকেরা তেলাওয়াত করে? অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সূরা ফালাক এবং সূরা নাস শিখালেন, ইতোমধ্যে নামায শুরু হয়ে গেল। তিনি সামনে গিয়ে নামায পড়াতে শুরু করলেন এবং নামাযে এই উভয় সূরা তেলাওয়াত করলেন, অতঃপর তিনি আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং বললেন : হে উকবা এই সূরাদ্বয়ের গুরুত্ব বুঝেছ? অতঃপর তিনি বললেন: যখন শুবে তখনও এই উভয় সূরা তেলাওয়াত করবে"। (নাসায়ী-৫৪৫২)

মাসআলা-১৯৪ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পর সূরা নাস এবং ফালাক তেলাওয়াত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنْ اَقْرَاَ بِالْمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ.

অর্থ : "উকবা বিন আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি প্রত্যেক নামাযের পর সূরা নাস এবং ফালাক তেলাওয়াত করি। (আবু দাউদ-১৫২৫)

মাসআলা-১৯৫ : মানুষের বদ নযর, জ্বিন শয়তানের আছর, জাদু, কু প্রবঞ্চনা, হিংসা, শয়তানী খেয়াল ইত্যাদি থেকে রক্ষার ক্ষেত্রেও সূরা নাস এবং ফালাক থেকে ফলদায়ক কোন দু'আ নেই?

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْاِنْسَانِ حَتّٰى نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ فَلَمَّا نَزَلَتَا اَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا.

অর্থ : "আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্বিন এবং মানুষের কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য সূরা নাস এবং ফালাক অবতীর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত আশ্রয় চাইতেন। এরপর যখন এই উভয় সূরা অবতীর্ণ হলো তখন এই উভয় সূরা পাঠ করতেন এবং এই উভয় সূরা ব্যতীত অন্য দু'আ বাদ দিয়েছিলে"। (তিরমিযী-২০৫৮)

www.Quraneralo.com

Content

মাসআলা-১৯৬ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর জাদু করা হলো তখন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তাঁকে সূরা নাস এবং সূরা ফালাক তেলাওয়াত করার পরামর্শ দিলেন, যা তেলাওয়াত করার পর তিনি যাদুর আছর থেকে পরিপূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে গেলেন।

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَعَقَدَ لَهُ عُقَدًا فَوَضَعَهُ فِيْ بِئْرِ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَاَتَاهُ مَلَكَانِ يَعُوْدَانِهِ فَقَعَدَ اَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَالْاٰخَرُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ اَحَدُهُمَا اَتَدْرِيْ مَا وَجَعُهُ؟ قَالَ فُلَانُ الَّذِيْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ عَقَدَ لَهُ عُقَدًا فَاَلْقَاهُ فِيْ بِئْرِ فُلَانِ الْاَنْصَارِيِّ فَلَوْ اُرْسِلَ رَجُلٌ وَاَخَذَ الْعُقَدَ لَوَجَدَ الْمَاءَ قَدْ اَصْفَرَّ قَالَ فَبَعَثَ رُجُلًا فَاَخَذَ الْعُقَدَ فَحَلَّهَا فَبَرَاَ فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَنَزَلَ عَلَيْهِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَقَالَ: اِنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُوْدِ سَحَرَكَ وَالسِّحْرُ فِيْ بِئْرِ فُلَانٍ قَالَ: فَبَعَثَ رَجُلًا وَفِيْ طَرِيْقٍ اُخْرٰى فَبَعَثَ عَلِيًّا رضي الله عنه فَوَجَدَ الْمَاءَ قَدْ اَصْفَرَ فَاَخَذَ الْعُقَدَ فَجَاءَ بِهَا فَاَمَرَهُ اَنْ يَحِلَّ الْعُقَدَ وَيَقْرَاُ اٰيَةً فَجَعَلَ يَقْرَاُ وَيَحِلُّ فَجَعَلَ كُلَّمَا حَلَّ عُقْدَةً وَجَدَ ذَالِكَ خِفَّةً فَبَرَاَ وَفِي الطَّرِيْقِ الْاُخْرٰى فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَاَنَّمَا نَشِطَ مِنْ عُقَالٍ وَكَانَ الرَّجُلُ بَعْدَ ذَالِكَ يَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ شَيْئًا مِنْهُ وَلَمْ يُعَاقِبْهُ حَتّٰى مَاتَ.

অর্থ : "যায়েদ বিন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একজন ইহুদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসা যাওয়া করত, যাকে তিনি খুব বিশ্বাস করতেন। সে তাঁকে জাদু করল, এরপর তা আনসারদের এক কূপে নিক্ষেপ করল। ঐ জাদুর ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কষ্ট পাচ্ছিলেন,

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, তিনি ছয় মাস পর্যন্ত এই কষ্ট করেছেন, তাঁর চিকিৎসার জন্য দু'জন ফেরেশতা মানব আকৃতিতে তাঁর নিকট উপস্থিত হলো। তাদের মধ্যে একজন তাঁর মাথার নিকট বসল আর অপর জন তাঁর পায়ের নিকট বসল। একজন ফেরেশতা অপর

www.Quraneralo.com

ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করল যে, তুমি কি জান যে, তাঁর কি জন্য কষ্ট হচ্ছে? অপর জন উত্তরে বলল: ওমুক ব্যক্তি যে আপনার নিকট আসা যাওয়া করত সে আপনার উপর যাদু করেছে এবং অমুক আনসারীর কূপে তা নিক্ষেপ করেছে। যদি আপনি কোন বক্তিকে পাঠান, যে নিক্ষিপ্ত জিনিসগুলো উঠিয়ে নিয়ে আসতে পারবে, তাহলে দেখতে পাবেন যে জাদুর প্রভাবে ঐ কূপের পানি হলুদ হয়ে গেছে।

এরপর জিবরীল আলাইহিস সালাম আসল এবং তাঁকে সূরা নাস এবং ফালাক পাঠ করার জন্য পরামর্শ দিল আর বলল: যে ইহুদিদের মধ্যে এক ব্যক্তি আপনাকে যাদু করেছে অমুক কূপে তা আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে পাঠালেন, অন্য এক বর্ণনায় এসেছে তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে পাঠালেন, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু দেখতে পেল যে, কূপের পানি হলুদ হয়ে গেছে, সে নিক্ষিপ্ত সূতা নিয়ে আসল, জিবরীল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলল: সূতার গিরুসমূহ খুলতে এবং সূরা নাস ও ফালাক তেলাওয়াত করতে, তিনি আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করছিলেন আর গিরুসমূহ খুলছিলেন এভাবে সমস্ত গিরুসমূহ তিনি খুলে ফেললেন এবং তিনি পরিপূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে গেলেন।

অন্য এক বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে যে তাঁকে বেঁধে রাখা হয়েছিল, আর সূরা নাস এবং ফালাক পাঠ করায় তিনি বাঁধন মুক্ত হয়ে গেলেন, এই ঘটনার পরও ঐ ইহুদি লোকটি তার নিকট আসা যাওয়া করত কিন্তু এই বিষয়টি তিনি কখনো তাকে বলেননি, এমন কি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার কাছ থেকে কোন প্রতিশোধও নেন নাই"। (তাবারানী-২৭৬১)

মাসআলা-১৯৭ : সূরা নাস এবং ফালাক জাদুর আছর থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম এবং সফল ব্যবস্থাপনা।

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَعَقَدَ لَهُ عُقَدًا فَوَضَعَهُ فِيْ بِئْرِ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَاَتَاهُ مَلَكَانِ يَعُوْدَانِهِ فَقَعَدَ اَحَدُهُمَا عِنْدَ رَاْسِهِ وَالْاٰخَرُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ اَحَدُهُمَا اَتَدْرِىْ مَا وَجَعُهُ؟ قَالَ فُلَانٌ الَّذِىْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ عَقَدَ لَهُ عُقَدًا فَاَلْقَاهُ فِيْ بِئْرِ فُلَانٍ

Content

الْاَنْصَارِيِّ فَلَوْ اُرْسِلَ رَجُلٌ وَاَخَذَ الْعُقَدَ لَوَجَدَ الْمَاءَ قَدْ اَصْفَرَّ قَالَ فَبَعَثَ رُجُلًا فَاَخَذَ الْعُقَدَ فَحَلَّهَا فَبَرَاَ فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَنَزَلَ عَلَيْهِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَقَالَ: اِنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُوْدِ سَحَرَكَ وَالسَّحْرُ فِيْ بِئْرِ فُلَانٍ قَالَ: فَبَعَثَ رَجُلًا وَفِيْ طَرِيْقٍ اُخْرٰى فَبَعَثَ عَلِيًّا ﷺ فَوَجَدَ الْمَاءَ قَدْ اَصْفَرَ فَاَخَذَ الْعَقْدَ فَجَاءَ بِهَا فَاَمَرَهُ اَنْ يَحِلَّ الْعَقْدَ وَيَقْرَاُ اٰيَةً فَجَعَلَ يَقْرَاُ وَيَحِلُّ فَجَعَلَ كُلَّمَا حَلَّ عَقْدَهُ وَجَدَ ذَالِكَ خِفَّةً فَبَرَاَ وَفِي الطَّرِيْقِ الْاُخْرٰى فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَاَنَّمَا نَشِطَ مِنْ عُقَالٍ وَكَانَ الرَّجُلُ بَعْدَ ذَالِكَ يَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ شَيْئًا مِنْهُ وَلَمْ يُعَاقِبْهُ حَتّٰى مَاتَ.

অর্থ : "যায়েদ বিন আরকাম রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একজন ইহুদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসা যাওয়া করত, যাকে তিনি খুব বিশ্বাস করতেন। সে তাঁকে জাদু করল, এরপর তা আনসারদের এক কূপে নিক্ষেপ করল। ঐ জাদুর ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কষ্ট পাচ্ছিলেন,

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, তিনি ছয় মাস পর্যন্ত এই কষ্ট করেছেন, তাঁর চিকিৎসার জন্য দু'জন ফেরেশতা মানব আকৃতিতে তাঁর নিকট উপস্থিত হলো। তাদের মধ্যে একজন তাঁর মাথার নিকট বসল আর অপর জন তাঁর পায়ের নিকট বসল। একজন ফেরেশতা অপর ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করল যে, তুমি কি জান যে, তাঁর কি জন্য কষ্ট হচ্ছে? অপর জন উত্তরে বলল: ওমুক ব্যক্তি যে আপনার নিকট আসা যাওয়া করত সে আপনার উপর যাদু করেছে এবং অমুক আনসারীর কূপে তা নিক্ষেপ করেছে। যদি আপনি কোন বক্তিকে পাঠান, যে নিক্ষিপ্ত জিনিসগুলো উঠিয়ে নিয়ে আসতে পারবে, তাহলে দেখতে পাবেন যে জাদুর প্রভাবে ঐ কূপের পানি হলুদ হয়ে গেছে।

এরপর জিবরীল আলাইহিস সালাম আসল এবং তাঁকে সূরা নাস এবং ফালাক পাঠ করার জন্য পরামর্শ দিল আর বলল: যে ইহুদিদের মধ্যে এক ব্যক্তি আপনাকে যাদু করেছে অমুক কূপে তা আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক

www.Quraneralo.com

ব্যক্তিকে পাঠালেন, অন্য এক বর্ণনায় এসেছে তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে পাঠালেন, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু দেখতে পেল যে, কূপের পানি হলুদ হয়ে গেছে, সে নিক্ষিপ্ত সূতা নিয়ে আসল, জিবরীল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলল: সূতার গিরুসমূহ খুলতে এবং সূরা নাস ও ফালাক তেলাওয়াত করতে, তিনি আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করছিলেন আর গিরুসমূহ খুলছিলেন এভাবে সমস্ত গিরুসমূহ তিনি খুলে ফেললেন এবং তিনি পরিপূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে গেলেন।

অন্য এক বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে যে তাঁকে বেঁধে রাখা হয়েছিল, আর সূরা নাস এবং ফালাক পাঠ করায় তিনি বাঁধন মুক্ত হয়ে গেলেন, এই ঘটনার পরও ঐ ইহুদি লোকটি তার নিকট আসা যাওয়া করত কিন্তু এই বিষয়টি তিনি কখনো তাকে বলেননি, এমন কি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার কাছ থেকে কোন প্রতিশোধও নেন নাই"। (তাবারানী-২৭৬১)

মাসআলা-১৯৮ : মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় সূরা নাস এবং ফালাক তেলাওয়াত করে ফুঁক দিলে মৃত্যুযন্ত্রণা কম হবে ইনশা আল্লাহ।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ اَقْرَأُ عَلَيْهِ وَاَمْسَحُ عَنْهُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا

অর্থ : "আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সুস্থ হতেন তখন নিজের শরীরে সূরা নাস এবং ফালাক তেলাওয়াত করে ফুঁক দিতেন। আর যখন তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পেল তখন আমি তা তেলাওয়াত করে বরকতের আশায় তাঁর হাত দিয়ে তাঁর শরীরে মুছতাম"। (মুসলিম-৫৮৪৪)

মাসআলা-১৯৯ : সূরা নাস এবং ফালাক ফযিলত এবং সওয়াবের দিক থেকে নিজেই নিজের দৃষ্টান্ত।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ « اَلَمْ تَرَ اٰيَاتٍ اُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) وَ (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ

Content

অর্থ : "উকবা বিন আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা কি জান যে, আজ রাতে আমার উপর এমন কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যে, এমন আয়াত ইতঃপূর্বে আর কখনো আমি দেখি নাই, আর তা হলো সূরা নাস এবং ফালাক"। (মুসলিম-১৯২৭)

২৫. সূরা ইখলাস, ফালাক এবং সূরা নাসের ফযিলত

মাসআলা-২০০ : তাওরাত, যবুর ইঞ্জিল, এমন কি কোরআনেও সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাসের মতো ফযিলত পূর্ণ কোনো সূরা নেই।

মাসআলা-২০১ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কেরামগণকে প্রতিদিন শোয়ার সময় সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস তেলাওয়াত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ لَقِيتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺفَقَالَ لِيْ يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَاَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ قَالَ ثُمَّ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺفَقَالَ لِيْ يَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ اَمْلِكْ لِسَانَكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيْئَتِكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ قَالَ ثُمَّ لَقِيتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺفَقَالَ لِيْ يَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ اَلَا اُعَلِّمُكَ سُوَرًا مَا اُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الزَّبُوْرِ وَلَا فِي الْاِنْجِيْلِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهُنَّ لَا يَأْتِيَنَّ عَلَيْكَ لَيْلَةٌ اِلَّا قَرَأْتَهُنَّ فِيْهَا قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ.

অর্থ : "উকবা বিন আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম তখন তিনি বললেন: হে উকবা! যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন কর। যে ব্যক্তি তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দাও। আর যে ব্যক্তি তোমার প্রতি যুলুম করে, তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। উকবা বিন আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমি দ্বিতীয়বার তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম তখন তিনি বলেন: হে উকবা! তুমি তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখ,

www.Quraneralo.com

নিজের পাপসমূহের জন্য অশ্রু ঝরাও এবং নিজের ঘরে বসে থাক। উকবা বিন আমের বলেন: আমি আবার তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম তখন তিনি বললেন: হে উকবা! আমি কি তোমাকে এমন একটি সূরা শিখাব না, যার অনুরূপ একটি সূরা তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল, এমন কি কোরআনেও অবতীর্ণ হয় নাই। শুনে রাখ তোমার যেন এমন কোনো রাত অতিবাহিত না হয় যেখানে তুমি এই সূরাসমূহ তেলাওয়াত কর নাই, আর তা হলো: সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস"। (আহমদ-১৭৪৫২)

মাসআলা-২০২ : সকাল সন্ধ্যা তিনবার সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস তেলাওয়াত করা সমস্ত অসুস্থতা, পেরেশানী এবং কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য যথেষ্ট।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ خَرَجْنَا فِيْ لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيْدَةٍ نَطْلُبُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ لَنَا فَاَدْرَكْنَاهُ فَقَالَ « اَصَلَّيْتُمْ ». فَلَمْ اَقُلْ شَيْئًا فَقَالَ « قُلْ ». فَلَمْ اَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ « قُلْ ». فَلَمْ اَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ « قُلْ ». فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا اَقُوْلُ قَالَ « (قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ) وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِيْنَ تُمْسِيْ وَحِيْنَ تُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

অর্থ : "খোবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা মুষলধারে বৃষ্টি এবং অন্ধকার রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে খোঁজতে বের হলাম, যেন তিনি আমাদেরকে নামায পড়ান। আমরা তাঁকে পেয়ে গেলাম, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি নামায পড়ে নিয়েছ? আমি কোনো উত্তর দিলাম না। তখন তিনি বললেন: উত্তর দাও, আমি উত্তর দিলাম না। তিনি আবার বললেন: উত্তর দাও, আমি উত্তর দিলাম না। তিনি আবার বললেন: উত্তর দাও, আমি উত্তর দিলাম না, তিনি আবার বললেন: উত্তর দাও। আমি তখন বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি বলব: তিনি বললেন: সূরা ইখলাস, সূরা নাস এবং সূরা ফালাক সকাল সন্ধ্যায় তিনবার করে তেলাওয়াত করবে আর তা তোমার সবকিছু থেকে যথেষ্ট হবে"।

(আবু দাউদ-৫০৮৪)

www.Quraneralo.com

মাসআলা-২০৩ : রাতে শোয়ার সময় সূরা নাস, ফালাক এবং ইখলাস তেলাওয়াত করা এবং উভয় হাতের তালুতে ফুঁক দিয়ে তা সমস্ত শরীরে মোসা সুন্নাত:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهٖ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا فَقَرَاَ فِيْهِمَا قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهٖ يَبْدَاُ بِهِمَا عَلٰى رَاْسِهٖ وَوَجْهِهٖ وَمَا اَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهٖ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

অর্থ : "আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে যখন শোয়ার জন্য বিছানায় যেতেন তখন নিজের উভয় তালু একত্রিত করে তাতে ফুঁ দিতেন এবং সূরা ইখলাস, সূরা নাস ও সূরা ফালাক তেলাওয়াত করে শরীরের যতটুকু সম্ভব ততটুকু হাত দিয়ে মুছতেন, আর তিনি তা তিনবার করে করতেন"। (বোখারী-৫০১৭)

মাসআলা-২০৪ : সর্বপ্রকার শয়তান চক্রান্ত এবং ফেতনা, ধোঁকা অন্যান্য মুসিবত ও ব্যথা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া জন্য সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস থেকে উত্তম কোনো কিছু নেই।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا اَنَا اَقُوْدُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ (رَاحِلَتَهُ فِيْ غَزْوَةٍ اِذْ قَالَ « يَا عُقْبَةُ قُلْ ». فَاسْتَمَعْتُ ثُمَّ قَالَ « يَا عُقْبَةُ قُلْ » . فَاسْتَمَعْتُ فَقَالَهَا الثَّالِثَةَ فَقُلْتُ مَا اَقُوْلُ فَقَالَ« (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ) » . فَقَرَاَ السُّوْرَةَ حَتّٰى خَتَمَهَا ثُمَّ قَرَاَ (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ)وَقَرَاْتُ مَعَهُ حَتّٰى خَتَمَهَا ثُمَّ قَرَاَ (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ) فَقَرَاْتُ مَعَهُ حَتّٰى خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ « مَا تَعَوَّذَ بِمِثْلِهِنَّ اَحَدٌ.

অর্থ : "উকবা বিন আমের আল জুহানী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক যুদ্ধে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সওয়ারীর পিঠে আরোহী

www.Quraneralo.com

Content

ছিলাম। তিনি বললেন: হে উকবা বল: আমি তাঁর প্রতি মনোযোগ দিলাম তখন তিনি আবার বললেন: হে উকবা বল: আমি পরিপূর্ণরূপে তাঁর প্রতি মনোযোগী হলাম। তিনি তৃতীয়বারে বললেন হে উকবা বল: আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি কি বলব: তিনি বললেন : সূরা ইখলাস এবং শেষ পর্যন্ত এই সূরা তেলাওয়াত করলেন এরপর সূরা ফালাক তেলাওয়াত করলেন এবং আমিও তাঁর সাথে তেলাওয়াত করলাম, এরপর তিনি সূরা নাস তেলাওয়াত করলেন, আমিও তার সাথে তেলাওয়াত করলাম, এমনকি তা শেষ করলাম, এরপর তিনি বললেন: কোনো আশ্রয় প্রার্থনাকারীর জন্য এই তিন সূরা থেকে উত্তম কোনো সূরা নেই, যার মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করা যায়"। (নাসায়ী-৫৪৪৫)

কোরআনের কিছু আয়াতের ফযিলত

বিসমিল্লাহর ফযিলত

মাসআলা-২০৫ : যে খাবার বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া হয় তাতে বরকত হয়।

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

অর্থ : কত মহান তোমার প্রতিপালকের নাম, যিনি মহিমাময় ও মহানুভব!"। (সূরা রহমান : আয়াত-৭৮)

عَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﷺ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ. قَالَ « فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ ». قَالُوا نَعَمْ. قَالَ « فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ.

অর্থ : "ওহশী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তারা বলল: ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা খাবার খাই কিন্তু তৃপ্তি পাই না। তিনি বললেন: সম্ভবত তোমরা আলাদা আলাদা হয়ে খাবার খাও, তারা বলল: হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন: তোমরা একত্রিত হয়ে খাবার খাও এবং খাবার খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম নিয়ে খাও, তিনি তোমাদের খাবারে বরকত দিবেন"।

(ইবনে মাজাহ-৩২৮৬)

www.Quraneralo.com

Content

মাসআলা-২০৬ : যে খাবার খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলা হয় না, ঐ খাবারে শয়তান অংশ নেয় এবং তার বরকত উঠিয়ে নেয়া হয়:

عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «اِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ الَّذِى لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ.

অর্থ : "হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে, খাবারে বিসমিল্লাহ বলা হয় না ঐ খাবারে শয়তান অংশ নেয়ার সুযোগ পেয়ে যায়"। (আবু দাউদ-৩৭৬৮)

মাসআলা-২০৭ : রাতে শোয়ার আগে দরজা বন্ধ করার আগে বিসমিল্লাহ পাঠ করলে শয়তান ঐ দরজা খুলতে পারে না।

মাসআলা-২০৮ : যেখানে বিসমিল্লাহ পাঠ করা হয় শয়তান ওখানে হাত লাগাতে পারে না:

عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَاَغْلِقُوا الْاَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا.

অর্থ : "জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা দরজাসমূহ বন্ধ রাখ এবং বিসমিল্লাহ পাঠ কর, কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না"। (বোখারী-৩৩০৪)

মাসআলা-২০৯ : যে কাজ বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা হয় সে কাজ শয়তান এবং জ্বিনদের চক্রান্ত থেকে মুক্ত থাকে:

মাসআলা-২১০ : শোয়ার আগে ঘরের দরজা বন্ধ করার পূর্বে লাইট বন্ধ করার আগে এবং পাতিল ঢাকার আগে বিসমিল্লাহ বলা মোস্তাহা

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَجْنَحَ اللَّيْلُ اَوْ كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تَنْتَشِرُ حِيْنَئِذٍ فَاِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَخَلُّوهُمْ وَاَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَاَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَاَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَخَمِّرْ اِنَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا.

www.Quraneralo.com

Content

অর্থ : "জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: যখন রাতে অন্ধকার হয়ে যায় তখন নিজের বাচ্চাদেরকে ঘরে আটকিয়ে রাখ। কেননা ঐ সময়ে শয়তান এবং জ্বিনরা বিস্তার লাভ করে এশার কিছুক্ষণ পর বাচ্চাদেরকে ছেড়ে দাও, ঘরের দরজা বিসমিল্লাহ বলে বন্ধ কর, লাইট বিসমিল্লাহ বলে বন্ধ কর, পানির পাত্র বিসমিল্লাহ বলে ঢেকে রাখ, অন্যান্য পাত্রসমূহও বিসমিল্লাহ বলে ঢাক, আর পাত্র ঢাকার জন্য কোনো ঢাকনা না পেলে কোনো কিছু দিয়ে আড়াল করে রাখ"। (বোখারী-৩২৮১)

মাসআলা-২১১ : ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলে বের হলে সে সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়:

মাসআলা-২১২ : ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলে বের হলে শয়তান দূরে সরে যায় এবং মানুষ তখন শয়তানের চক্রান্ত থেকে রক্ষা পায়:

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ « اِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ». قَالَ « يُقَالُ حِينَئِذٍ هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِىَ وَكُفِىَ وَوُقِىَ.

অর্থ : "আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন কোনো ব্যক্তি তার ঘর থেকে বের হয় এবং বিসমিল্লাহ তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি লা-হাওলা ওলা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ (আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁরই উপর ভরসা করে বের হলাম। আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে কোনো শক্তি সামর্থ্য নেই।)" তখন তার ব্যাপারে বলা হয় সকল বিষয়ে তুমি সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়েছ, তোমার জন্য যথেষ্ট হয়েছ এবং তোমাকে হেফাজত করা হয়েছে। শয়তান তার কাছ থেকে দূরে সরে যায়, আর অন্য শয়তান তাকে বলে তোমরা তার উপর কিভাবে বিজয়ী হবে, যাকে পথ প্রদর্শন করা হয়েছে, যার জন্য যথেষ্ট হয়েছে, যাকে সংরক্ষণ করা হয়েছে"। (আবু দাউদ-৫০৯৭)

www.Quraneralo.com

মাসআলা-২১৩ : বিসমিল্লাহ বললেঃ জ্বিন শয়তান মানুষের লজ্জাস্থান দেখতে পাবে না।

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ سَتْرُ مَا بَيْنَ اَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِيْ اٰدَمَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُهُمُ الْخَلَاءَ اَنْ يَقُوْلَ بِسْمِ اللهِ.

অর্থ : "আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বিসমিল্লাহ বললে জ্বিনদের দৃষ্টি এবং আদম সন্তানের লজ্জাস্থানের মাঝে পর্দা পড়ে যায়, যখন তাদের কেউ পায়খানা পেসাবখানায় যায়"।

(তিরমিযী-৬০৬)

মাসআলা-২১৪ : বিসমিল্লাহ পাঠ করার কারণে মানুষ শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ «اِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَبِيْتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ. وَاِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ. وَاِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ.

অর্থ : "জাবের বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেনঃ যখন কোনো ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশ করে এবং প্রবেশের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে এবং খাবার গ্রহণের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে, তখন শয়তান বলে আজ এখানে রাত্রি যাপন করা যাবে না, খাবারও খাওয়া যাবে না। আর যদি ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহর নাম না নেয় তাহলে শয়তান বলে আজ এখানে রাত্রি যাপন করা যাবে, আর খাবারের সময় যদি আল্লাহর নাম স্মরণ না করে তখন বলে এখানে আজ রাত্রি যাপন করা যাবে এবং খাবারও খাওয়া যাবে"।

(মুসলিম-৫৩৮১)

www.Quraneralo.com

Content

মাসআলা-২১৫ : স্ত্রী সহবাসের পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠকারী স্বামী-স্ত্রীর সন্তানদেরকে আল্লাহ শয়তানের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করেন।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَأْتِيَ اَهْلَهُ فَقَالَ بِاسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَاِنَّهُ اِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِيْ ذٰلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ اَبَدًا.

অর্থ : "ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন তাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে চায় তখন যেন বলে: আল্লাহর নামে (আমরা মিলন করছি) হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নিকট থেকে শয়তানকে দূরে রাখ আর আমাদেরকে তুমি (এই মিলনের ফলে) যে সন্তান দান করবে তাকেও শয়তান থেকে দূরে রাখ। যদি তাদের উভয়ের এই মিলনের মাধ্যমে কোনো সন্তান নির্ধারণ করা হয় তাহলে ঐ সন্তানকে কখনো শয়তান কোনো ক্ষতি করতে পারবে না"।

(বুখারী-৭৩৯৬)

মাসআলা-২১৬ : বিসমিল্লাহ বললে শয়তান লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হয়।

عَنْ رَجُلٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَعَثَرَتْ دَابَّتُهُ فَقُلْتُ تَعِسَ الشَّيْطَانُ . فَقَالَ « لَا تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَاِنَّكَ اِذَا قُلْتَ ذٰلِكَ تَعَاظَمَ حَتّٰى يَكُوْنَ مِثْلَ الْبَيْتِ وَيَقُوْلَ بِقُوَّتِيْ وَلٰكِنْ قُلْ بِسْمِ اللّٰهِ فَاِنَّكَ اِذَا قُلْتَ ذٰلِكَ تَصَاغَرَ حَتّٰى يَكُوْنَ مِثْلَ الذُّبَابِ.

অর্থ : "একজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পেছনে সাওয়ারীর পেছনে আরোহণ করে ছিলেন। হঠাৎ করে গাধাটি হোঁচট খেল তখন আমি বললাম: শয়তান ধ্বংস হোক, তিনি বললেন: এমন করে বল না যে, শয়তান ধ্বংস হোক, এতে শয়তান মর্যাদা পাবে এবং আনন্দে ঘরের সমান উঁচু হবে, আর সে মনে করবে যে আমি তাকে ফেলে দেয়ার শক্তি রাখি, বরং বিসমিল্লাহ বললে তখন শয়তান লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হবে এমন কি মাছির সমান হয়ে যাবে"। (আবু দাউদ-৪৯৮৪)

www.Quraneralo.com

মাসআলা-২১৭ : হঠাৎ কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে বিসমিল্লাহ্ বললে আল্লাহ্ তখন আরাম দেন।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ وَوَلَّى النَّاسُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِىْ نَاحِيَةٍ فِىْ اثْنَىْ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ وَفِيْهِمْ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ فَاَدْرَكَهُمُ الْمُشْرِكُوْنَ فَالْتَفَتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ لِلْقَوْمِ فَقَالَ طَلْحَةُ اَنَا فَقَاتَلَ طَلْحَةُ قِتَالَ الْاَحَدَ عَشَرَ حَتّٰى ضُرِبَتْ يَدُهٗ فَقُطِعَتْ اَصَابِعُهٗ فَقَالَ حَسِّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ قُلْتَ بِسْمِ اللهِ لَرَفَعَتْكَ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ ثُمَّ رَدَّ اللهُ الْمُشْرِكِيْنَ.

অর্থ : "জাবের বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, উহুদ যুদ্ধের দিন, লোকেরা পালিয়ে গিয়েছিল আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার জন আনসারীর সাথে একাকী হয়ে গিয়েছিলেন। এদের মধ্যে তালহা বিন উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন, মুশরিকরা তাদের ঘিরে নিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন কে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারবে? তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল: আমি, তখন সে একাই এগারজনের সমমানের যুদ্ধ করল এমনকি (মোশরেকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর এমনভাবে তরবারি চালাল যে তা ফিরাতে গিয়ে) তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আঙ্গুল কেটে গেল তখন সে ব্যথায় উহ! বলল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: যদি তুমি (এর পরিবর্তে) বিসমিল্লাহ বলতে তাহলে তোমাকে ফেরেশতারা উপরে তুলে নিত আর লোকেরাও তা দেখতে পেত। এরপর আল্লাহ মুশরিকদেরকে পরাজিত করলেন"। (নাসায়ী-৩১৪৯)

Content

ইন্না লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন বলার ফযিলত

মাসআলা-২১৮ : বিপদাপদ এবং দুশ্চিন্তার সময় ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন বললে আল্লাহ স্বীয় দয়া এবং অনুগ্রহ অবতীর্ণ করেন।

وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ۔ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙقَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ۔ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ ۟ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ۔

অর্থ : "এবং ঐসব ধৈর্যশীলকে সুসংবাদ প্রদান কর যাদের ওপর কোনো বিপদ আপতিত হলে তারা বলে:

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ.

নিশ্চয় আমরা আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, এদের উপর তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে শান্তি ও করুণা হবে এবং এরাই সুপথগামী"। (সূরা বাকারা-১৫৫-১৫৭)

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ « مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ فَيَقُوْلُ مَا اَمَرَهُ اللهُ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ. اَللّٰهُمَّ اَجُرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاَخْلِفْ لِىْ خَيْرًا مِنْهَا. اِلَّا اَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا.

অর্থ : "উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: যখন কোনো মুসলমানের উপর কোনো মুসবিত আসে আর তখন সে আল্লাহর নির্দেশিত এই বাণী (আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করব)। হে আল্লাহ তুমি আমাকে আমার এই বিপদের বিনিময়ে আমাকে সওয়াব দাও এবং এর চেয়ে উত্তম কিছু তার বিনিময়ে আমাকে দাও তখন আল্লাহ তাকে এর চেয়ে উত্তম কিছু দেন)"। (মুসলিম-২১৬৫)

www.Quraneralo.com

Content

তোমাদের উপাস্যই একমাত্র উপাস্য একথা বলার ফযিলত

মাসআলা-২১৯ : وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ.

অর্থ : এবং তোমাদের উপাস্যই একমাত্র উপাস্য, তিনি ব্যতীত সত্য মহা করুণাময় দয়ালু কোনো মাবুদ নেই। এই আয়াত পাঠ করে যে দু'আ করা হবে তা কবুল করা হবে:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ « اسْمُ اللهِ الْأَعْظَمُ فِيْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ (وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ) وَفَاتِحَةُ سُوْرَةِ آلِ عِمْرَانَ (الٓمٓ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ.

অর্থ : "আসমা বিনতু ইয়াযিদ রাদিআল্লাহু আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আল্লাহর ইসমে আ'যম এই দু'টি আয়াতে রয়েছে, সূরা বাকারা ১৬৩ নং আয়াত এবং সূরা আলে ইমরানের প্রথম দু'আতে"।

(আবু দাউদ-১৪৯৮)

হে আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান করুন বলা এবং ...এই দু'আর ফযিলত:

মাসআলা-২২০ : সূরা বাকারার এই আয়াতের মাধ্যমে বেশি বেশি করে দু'আ করলে ইহকাল এবং পরকালে কল্যাণ লাভ হয়।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

অর্থ : "আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধিকাংশ দু'আ ছিল হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেকে ইহকালে কল্যাণ দান করুন ও পরকালে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন"। (সূরা বাকারা-২০১) (বোখারী-৬৩৮৯)

www.Quraneralo.com

Content

আয়াতুল কুরসীর ফযিলত

মাসআলা-২২১ : আয়াতুল কুরসী কোরআন মাজীদের সমস্ত আয়াতের চেয়ে ফযিলত পূর্ণ।

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «يَا اَبَا الْمُنْذِرِ اَتَدْرِىْ اَىُّ اٰيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ مَعَكَ اَعْظَمُ». قَالَ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ. قَالَ «يَا اَبَا الْمُنْذِرِ اَتَدْرِى اَىُّ اٰيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ مَعَكَ اَعْظَمُ». قَالَ قُلْتُ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ. قَالَ فَضَرَبَ فِىْ صَدْرِىْ وَقَالَ «وَاللّٰهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ اَبَا الْمُنْذِرِ.

অর্থ : "উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: হে আবুল মুনযের তুমি জান আল্লাহর কিতাব (কোরআনের) মধ্য থেকে তোমার নিকট কোন আয়াতটি অধিক ফযিলতপূর্ণ? বর্ণনাকারী বললেন: আমি বললাম: আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি আবার বললেন : হে আবুল মুনযের তুমি জান আল্লাহর কিতাব (কোরআনের) মধ্য থেকে তোমার নিকট কোন আয়াতটি অধিক ফযিলতপূর্ণ? বর্ণনাকারী বলেন : আমি বললাম: আয়াতুল কুরসী, তিনি আমাকে সাবাস জানিয়ে আমার বুকে হাত রাখলেন এবং বললেন: হে আবুল মুনজের তোমার জ্ঞানে বরকত হোক"। (মুসলিম-১৯২১)

عَنِ ابْنِ الْاَسْقَعِ ﷺ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ جَاءَهُمْ فِىْ صُفَّةِ الْمُهَاجِرِيْنَ فَسَاَلَهُ اِنْسَانٌ اَىُّ اٰيَةٍ فِى الْقُرْاٰنِ اَعْظَمُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ «اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ.

অর্থ : "ইবনে আসকা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছেন: যে, তিনি মুহাজিরগণের মধ্যে সুফফাবাসীদের অবস্থান স্থলে আসলে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআন মজীদের মধ্যে সবচেয়ে ফযিলতপূর্ণ আয়াত কোনটি? তিনি বললেন: আয়াতুল কুরসী। (আবু দাউদ-৪০০৫)

www.Quraneralo.com

Content

মাসআলা-২২২ : শোয়ার আগে আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা নির্ধারণ করা হয় যে চুরি, ডাকাতি এবং অন্যান্য ক্ষতিকর দিক থেকে তাকে সংরক্ষণ করতে থাকে এমন কি শয়তানের খারাপ চক্রান্ত যেমনঃ কুপ্রবঞ্চনা, জাদু ভয় ইত্যাদি থেকেও সংরক্ষণ করে।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ وَكَّلَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَاَتَانِيْ اٰتٍ فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَاَخَذْتُهٗ وَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَاَرْفَعَنَّكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنِّيْ مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ وَلِيْ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ قَالَ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَاَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيْدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهٗ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهٗ قَالَ اَمَا اِنَّهٗ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُوْدُ فَعَرَفْتُ اَنَّهٗ سَيَعُوْدُ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهٗ سَيَعُوْدُ فَرَصَدْتُهٗ فَجَاءَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَاَخَذْتُهٗ فَقُلْتُ لَاَرْفَعَنَّكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ دَعْنِيْ فَاِنِّيْ مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ لَا اَعُوْدُ فَرَحِمْتُهٗ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهٗ فَاَصْبَحْتُ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيْدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهٗ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهٗ قَالَ اَمَا اِنَّهٗ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُوْدُ فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ فَجَاءَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَاَخَذْتُهٗ فَقُلْتُ لَاَرْفَعَنَّكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ وَهٰذَا اٰخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ تَزْعُمُ لَا تَعُوْدُ ثُمَّ تَعُوْدُ قَالَ دَعْنِيْ اُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللّٰهُ بِهَا قُلْتُ مَا هُوَ قَالَ اِذَا اَوَيْتَ اِلٰى فِرَاشِكَ فَاقْرَاْ اٰيَةَ الْكُرْسِيِّ {اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ} حَتّٰى تَخْتِمَ الْاٰيَةَ فَاِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتّٰى تُصْبِحَ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهٗ فَاَصْبَحْتُ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ زَعَمَ اَنَّهٗ يُعَلِّمُنِيْ

www.Quraneralo.com

كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِيَ اللهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ قَالَ مَا هِيَ قُلْتُ قَالَ لِي إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ {اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ} وَقَالَ لِي لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ وَكَانُوْا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوْبٌ تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَا قَالَ ذَاكَ شَيْطَانٌ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রমযানের ফিতরা সংরক্ষণের জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলেন। একদা এক ব্যক্তি এসে মুষ্টিভরে ভরে ফিতরার মাল নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমি তাকে আটকিয়ে বললাম: আমি যে কোনোভাবে তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট নিয়ে যাব, সে বলল: আমি গরিব মানুষ, স্ত্রী সন্তান আছে আর আমি অভাবের মধ্যে আছি তাই আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি তাকে ছেড়ে দিলাম, সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন আবু হুরায়রা গত রাতে তোমার বন্দীর কি হল? আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে তার অভাবের কথা এবং স্ত্রী সন্তানের কথা বলেছিল তাই আমি তাকে দয়া করে ছেড়ে দিয়েছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন সতর্ক থাক সে মিথ্যা বলেছে সে আবার আসবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলাতে আমি নিশ্চিত হলাম যে সে আবার আসবে, তাই আমি তার অপেক্ষায় বসে থাকলাম, সে আসল এবং ফেতরার মাল থেকে মুষ্টি ভরে ভরে নিতে লাগল আমি আবার তাকে আটক করলাম এবং বললাম: এখন আমি তোমাকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট নিয়ে যাব, সে বলল: আমাকে ছেড়ে দাও, আমি অভাবী, আমার পরিবার পরিজন আছে, ভবিষ্যতে আর আসব না আমি দয়া করে তাকে আবার ছেড়ে দিলাম, সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আবু হুরায়রা তোমার বন্দীর কী হলো? আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে তার মারাত্মক অভাবের কথা বলল, তার পরিবার পরিজনের চাহিদার কথা বলল, আমি দয়ার বশবর্তী হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: সতর্ক থাক, সে তোমার সাথে মিথ্যা

www.Quraneralo.com

Content

বলেছে, সে আবার আসবে, তাই আমি তৃতীয়বার তার আগমনের অপেক্ষায় থাকলাম, সে আসল এবং আবার ফেতরার মাল মুষ্টিভরে নিতে লাগল, আমি তাকে আটক করলাম এবং বললাম: আমি অবশ্যই তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে যাব, ইহা তিনবারের শেষবার। প্রত্যেক বার তুমি ওয়াদা কর যে, আসবে না। কিন্তু তুমি আবার চলে আস, সে বলল: আমি তোমাকে এমন কিছু কথা শিখাব যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন, কিন্ত এর বিনিময়ে তুমি আমাকে ছেড়ে দিবে, আমি জিজ্ঞেস করলাম ঐ কথাগুলো কি? সে বলল: যখন তুমি রাতে শোয়ার জন্য বিছানায় যাবে তখন আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তাহলে একজন ফেরেশতা রাতব্যাপী তোমাকে সংরক্ষণ করবে, সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকট আসবে না। একথা শুনে আমি তাকে আবার ছেড়ে দিলাম, সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন গতরাতে তোমার বন্দী কী করলে? আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ সে বলল: যে আমি তোমাকে এমন কিছু কথা শিখাব যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন ঐ কথাগুলো কী? আমি বললাম: সে বলেছে যে, যখন তুমি রাতে বিছানায় শুতে যাবে তখন আয়াতুল কুরসী প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা রাতব্যাপী তোমাকে সংরক্ষণ করবে, আর শয়তান তোমার নিকট আসবে না। সাহাবাগণ যেহেতু ভালো এবং কল্যাণের কাজে উৎসাহী ছিলেন, তাই তিনি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কে কিছু বললেন না, বরং বললেন: সে তোমাকে সত্য কথা শিখিয়েছে কিন্তু সে নিজে মিথ্যুক। তুমি কি জান গত তিন রাত ধরে তোমার নিকট কে আসত? আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল : না, তিনি বললেন : সে হলো শয়তান"। (বোখারী-২৩১১

মাসআলা-২২৩ : আয়াতুল কুরসী শয়তানের নিকৃষ্ট ফেতনা থেকে রক্ষার মাধ্যম।

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﷺ أَنَّهُ كَانَ لَهُ جَرِينٌ تَمْرٍ فَكَانَ يَجِدُهُ يَنْقُصُ فَحَرَسَهُ لَيْلَةً فَإِذَا هُوَ بِمِثْلِ الْغُلَامِ الْمُحْتَلِمِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ

www.Quraneralo.com

اَجِنِّیٌّ اَمْ اِنْسِیٌّ فَقَالَ بَلْ جِنِّیٌّ فَقَالَ اَرِنِیْ یَدَكَ فَاَرَاهُ فَاِذَا یَدُ كَلْبٍ وَشَعْرُ
كَلْبٍ فَقَالَ هٰكَذَا خَلْقُ الْجِنِّ فَقَالَ لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنُّ اَنَّهٗ لَیْسَ فِیْهِمْ رَجُلٌ
اَشَدُّ مِنِّیْ قَالَ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ اُنْبِئْنَا اَنَّكَ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ فَجِئْنَا نُصِیْبُ
مِنْ طَعَامِكَ قَالَ مَا یُجِیْرُنَا مِنْكُمْ قَالَ تَقْرَاُ اٰیَةَ الْكُرْسِیِّ مِنْ سُوْرَةِ
الْبَقَرَةِ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ اَلْبَقَرَةُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اِذَا قَرَاْتَهَا
غَدْوَةً اُجِرْتَ مِنَّا حَتّٰی تُمْسِیَ وَاِذَا قَرَاْتَهَا حِیْنَ تُمْسِیَ اُجِرْتَ مِنَّا حَتّٰی
تُصْبِحَ قَالَ اُبَیٌّ فَغَدَوْتُ اِلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهٗ بِذٰلِكَ فَقَالَ صَدَقَ
الْخَبِیْثُ.

অর্থ : উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তার **একটি খেজুরের** গুদাম ছিল, একদা তিনি খেজুরের মধ্যে কিছুটা কমতি অনুভব করলেন, তাই রাতে তিনি তা পাহারা দিতে বসে গেলেন, হঠাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদের ন্যায় একটি ছেলে আসল এবং সালাম দিল, উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহু সালামের উত্তর দিল এবং জিজ্ঞেস করল তুমি জ্বিন না মানুষ? সে উত্তরে বলল: আমি জ্বিন। উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল: তোমার হাত দেখাও? তিনি হাতের দিকে তাকালেন তখন দেখলেন যে তার হাত কুকুরের হাতের ন্যায়, কুকুরের ন্যায় শরীরের পশমও ছিল। উবাই বিন কা'ব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল জ্বিনেরা কি এই আকৃতিরই? সে উত্তরে বলল: হ্যাঁ। আর জ্বিনেরা জানে যে, তাদের মধ্যে আমার মতো শক্তিধর আর কেউ নেই। উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করল এখানে কি জন্য এসেছ? জ্বিন উত্তরে বলল: আমরা জেনেছি যে, তুমি দান করা পছন্দ কর। তাই তোমার খাদ্য থেকে আমাদের অংশ নিতে এসেছি। উবাই বিন কা'ব জিজ্ঞেস করল আমাদেরকে অর্থাৎ মানুষকে কোনো জিনিস তোমাদের উপদ্রব থেকে রক্ষা করবে সে বলল: সূরা বাকারার আয়াতুল কুরসী তেলাওয়াত করতে পার? উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল: হ্যাঁ পড়তে পারি। জ্বিন বলল: যখন তুমি সকালে তা পাঠ করবে? তখন সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবে এবং

www.Quraneralo.com

সন্ধ্যায় পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত আমাদের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবে উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: সকাল হলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলাম এবং ঘটনাটি খুলে বললাম, তিনি তা শুনে বললেন: খবিস (শয়তান) সত্য বলেছে"। (হাকেম-২০৬৪)

মাসআলা-২২৪ : প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর আয়াতুল কুরসি পাঠ করা জান্নাত লাভের কারণ।

عَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَاَ اٰيَةَ الْكُرْسِيِّ فِیْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ اِلَّا اَنْ يَمُوْتَ.

অর্থ : "আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসি পাঠ করে তার মাঝে এবং জান্নাতের মাঝে দূরত্ব থাকে শুধু মৃত্যু"। (নাসায়ী-৯৯২৮)

সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত তেলাওয়াতের ফযিলত

মাসআলা-২২৫ : রাতে শোয়ার সময় সূরা বাকারা সর্বশেষ দুটি আয়াত তেলাওয়াতকারী সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাবে।

عَنْ اَبِیْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْاٰيَتَانِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَاَ بِهِمَا فِیْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

অর্থ : "আবু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি রাতে শোয়ার আগে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে"। (বোখারী-৫০৪০)

মাসআলা-২২৬ : সূরা বাকারা শেষ দুই আয়াত জাদুর আসরকে দূর করার ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকর।

www.Quraneralo.com

Content

মাসআলা-২২৭ : যে ঘরে একাধারে তিনরাত সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত তেলাওয়াত করা হবে শয়তান ঐ ঘরের কাছেও আসতে পারবে না।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ بِاَلْفَيْ عَامٍ فَاَنْزَلَ مِنْهُ اٰيَتَيْنِ فَخَتَمَ بِهِمَا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَلَا يُقْرَئَانِ فِيْ دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا الشَّيْطَانُ.

অর্থ : "নুমান বিন বাশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আল্লাহ্ তায়ালা আকাশ এবং যমিন সৃষ্টি করার দুই হাজার বছর আগে একটি কিতাব লিখেছেন, তার মধ্য থেকে দু'টি আয়াত অবতীর্ণ করেছেন যার মাধ্যমে সূরা বাকারা শেষ হয়েছে। যদি এই আয়াত কোনো ঘরে একাধারে তিনদিন পর্যন্ত তেলাওয়াত করা হয় তাহলে কোনো শয়তান ঐ ঘরের পাশেও আসবে না"। (মুসনাদে আহমদ-১৮৪১৪)

মাসআলা-২২৮ : সূরা বাকারা শেষ দুই আয়াত পাঠ করে আল্লাহর নিকট যে প্রয়োজনের কথা পেশ করা হয় তা তিনি পূর্ণ করেন:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ بَيْنَمَا جِبْرِيْلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعَ نَقِيْضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَاْسَهُ فَقَالَ هٰذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ اِلَّا الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ هٰذَا مَلَكٌ نَزَلَ اِلَى الْاَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ اِلَّا الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ اَبْشِرْ بِنُوْرَيْنِ اُوْتِيْتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيْمُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَاَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا اِلَّا اُعْطِيْتَهُ.

অর্থ : "ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন এমতাবস্থায় সে উপর থেকে জোরে দরজা খোলার আওয়াজ শুনতে পেল, সে উপরের দিকে মাথা উঠাল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলল: এটা আকাশের দরজাসমূহের মধ্যে একটি দরজা, যা ইতঃপূর্বে আর কখনো খোলা হয় নাই। আর এই দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা অবতরণ করবে, যে ইতঃপূর্বে আর কখনো পৃথিবীতে আসে

www.Quraneralo.com

Content

নাই। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সালাম দিয়েছে এবং বলছে আপনার জন্য দু'টি বরকতময় নূরের সুসংবাদ, আপনার পূর্বে অন্য কোনো নবীকে এই নূর দেয়া হয় নাই, আর তা হলো সূরা ফাতেহা এবং সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত, যে ব্যক্তি এই দুই আয়াত পাঠ করবে দু'আ করবে তার দু'আ কবুল হবে"। (মুসলিম-১৯১৩)

সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াতের ফযিলত

মাসআলা-২২৯ : তাহাজ্জুদের জন্য উঠার পর ওযু করার পূর্বে সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করা মোস্তাহাব।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ خَالَتُهُ فَاضْطَجَعْتُ فِيْ عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِيْ طُوْلِهَا فَنَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُوْرَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ.

অর্থ : "আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি একরাতে তার খালা এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর স্ত্রী মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর বাড়িতে ছিলেন, আবদুল্লাহ্ বলেন : আমি বিছানার প্রস্তে শুয়ে ছিলাম, আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর স্ত্রী বিছানার দৈর্ঘ্যে শুয়েছিলেন, প্রায় অর্ধরাতের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জাগ্রত হলেন এবং বসে বসে স্বীয় হাত দিয়ে চেহারায় হাত বুলাচ্ছিলেন, এরপর সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত তেলাওয়াত করলেন, এরপর দাঁড়িয়ে পানির ঝুলানো পাত্রের নিকট গেলেন, ভাল করে অজু করলেন, নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন, আবদুল্লাহ্ বলেন : আমিও উঠলাম এবং সবকিছু শেষ করলাম যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করেছিলেন"।

(বোখারী-১৮৩)

www.Quraneralo.com

Content

লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহাকা ইন্নি কুনতু মিনায যোয়ালেমীন বলার ফযিলত

মাসআলা-২৩০ : লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনায যালেমীন বলে যে দু'আ করা হবে তা কবুল হবে।

عَنْ سَعْدٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ دَعْوَةُ ذِى النُّوْنِ اِذَا دَعَا وَهُوَ فِىْ بَطْنِ الْحُوْتِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ فَاِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِىْ شَيْءٍ قَطُّ اِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ.

অর্থ : "সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মাছওয়ালা (ইউনুস আ) যখন মাছের পেটে থাকা অবস্থায় দু'আ করল যে "আপনি ব্যতীত সত্য কোনো মাবুদ নেই, আপনি পবিত্র, মহান, আমি তো সীমালঙ্ঘনকারী"। (সূরা আম্বীয়া : আয়াত-৮৭)

এই আয়াত পাঠ করে যখনই কোনো মুসলমান দু'আ করবে তখন আল্লাহ তার দু'আ কবুল করবেন"। (তিরমিযী-৩৫০৫)

সূরা হাদীদের ৩নং আয়াতের ফযিলত

মাসআলা-২৩১ : যদি শয়তান মনের মধ্যে কোন কুপ্রবঞ্চনা সৃষ্টি করে বা কোন ব্যক্তির উপর শয়তান জ্বিন আছর করে তাহলে সূরা হাদীদের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করা উচিত।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ اِذَا وَجَدْتَ فِىْ نَفْسِكَ شَيْئًا فَقُلْ (هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

অর্থ : "আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যদি তোমার মনের মধ্যে কোন খটকা লাগে তাহলে তুমি পড় "তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত"। (সূরা হাদীদ-৩) (আবু দাউদ-৫১১২)

www.Quraneralo.com

কোরআনের কিছু বাক্যের ফযিলত

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর ফযিলত।

মাসআলা-২৩২ : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার ফযিলত।

عَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

অর্থ : "ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি এই অবস্থায় মারা গেল যে, সে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মা'বুদ নেই)-এর অর্থের প্রতি মনে প্রাণে বিশ্বাস রাখে সে জান্নাতে যাবে"। (মুসলিম-১৪৫)

মাসআলা-২৩৩ : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই স্বীকৃতি কিয়ামতের দিন সুপারিশ লাভের কারণ হবে।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ اَوْ نَفْسِهِ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ পাওয়ার সর্বাধিক সৌভাগ্যবান সে যে ব্যক্তি তার মন বা প্রাণ থেকে একনিষ্ঠভাবে বলবে: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মা'বুদ নেই)"। (বোখারী-৯৯)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا قَالَ عَبْدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَطُّ مُخْلِصًا اِلَّا فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتّٰى تُفْضِيَ اِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ.

অর্থ: "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কখনো কোন বান্দা তার অন্তর থেকে একনিষ্ঠভাবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বুদ নেই) একথা বললে তার জন্য আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, আর সে কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকলে তা আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়"। (তিরমিযী-৩৫৯০)

www.Quraneralo.com

Content

মাসআলা-২৩৪ : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সর্বোত্তম যিকর।

عَنْ جَابِرٍ ﷺ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ، وَاَفْضَلُ الدُّعَاءِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ.

অর্থ : "জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সর্বোত্তম যিকর হলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বুদ নেই) এ কথা বলা এবং সর্বোত্তম দোআ হলো (আলহামদু লিল্লাহ) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য একথা বলা"। (ইবনে হিব্বান-১৪৯৭)

মাসআলা-২৩৫ : একবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললে জান্নাতে একটি বৃক্ষ রোপণ করা হয়।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَقِيْتُ اِبْرَاهِيْمَ لَيْلَةَ اُسْرِيَ بِيْ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَقْرِئْ اُمَّتَكَ مِنِّى السَّلَامَ وَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَاَنَّهَا قِيْعَانٌ وَاَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ.

অর্থ : "আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মেরাজের রাতের সফরে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি বললেন: হে মোহাম্মদ আপনার উম্মতকে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবেন এবং তাদেরকে জানিয়ে দিবেন যে, জান্নাতের মাটি উত্তম আর এর পানিয় সুমিষ্ট, তবে তার ফাঁকা ময়দান এর বৃক্ষ হলো সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি, এবং লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার"। (তিরমিযী-৩৪৬২)

মাসআলা-২৩৬ : মৃত্যুর সময় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠকারী ব্যক্তি জান্নাতী হবে।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ « مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهٖ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

www.Quraneralo.com

অর্থ : "মুয়ায বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তির সর্বশেষ কথা হবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সে জান্নাতে যাবে"। (আবু দাউদ-৩১১৮)

সুবহানাল্লাহ বলার ফযিলত

মাসআলা-২৩৭ : একশত বার সুবহানাল্লাহ বললে এক হাজার নেকী হাসিল হবে এবং এক হাজার পাপ মোচন হবে।

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ « اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ اَلْفَ حَسَنَةٍ ». فَسَاَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ يَكْسِبُ اَحَدُنَا اَلْفَ حَسَنَةٍ قَالَ « يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ اَلْفُ حَسَنَةٍ اَوْ يُحَطُّ عَنْهُ اَلْفُ خَطِيئَةٍ.

অর্থ : "মুসআব বিন সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেন আমার পিতা তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ছিলাম, তিনি বললেন: তোমাদের কেউ কি প্রতিদিন এক হাজার নেকী হাসিল করতে অপারগ? উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে কোন একজন জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কেউ কিভাবে একহাজার নেকী হাসিল করবে? তিনি বললেন: একশতবার সুবহানাল্লাহ বলবে, তখন তার জন্য এক হাজার নেকী লিখা হবে এবং একহাজার পাপ মোচন করা হবে"। (মুসলিম-৭০২৭)

মাসআলা-২৩৮ : সুবহানাল্লাহ পাঠের সামান্য একটি আমল অন্যদীর্ঘ আমলের সওয়াবের তুলনায় অনেক বেশি।

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ رضي الله عنها اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِيْ مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ اَنْ اَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ فَقَالَ « مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِيْ فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا ». قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ « لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ اَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ

www.Quraneralo.com

لَوَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ»

অর্থ : "জুয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হলেন তখন জুয়াইরিয়া তার নামাযের স্থানে বসে ছিল, এরপর তিনি চাশতের সময় যখন ফিরে আসলেন তখনো জুয়াইরিয়া নামাযের স্থানে বসে বসে তাসবিহ পাঠ করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমি তোমার এখান থেকে যাওয়ার পর চারটি কথা তিনবার বলেছি, যদি ঐ কথাগুলো তোমার আজকের সারাদিনের তাসবীর সাথে ওজন করা যায় তাহলে ঐ চারটি কথার ওজনই বেশি হবে। আর ঐ কথাগুলো হলো: সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী আদাদা খালকিহি (আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর সৃষ্টি জিনিসসমূহের সংখ্যার সমান), ওয়ারিদা নাফসিহি, (আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর নিজের সন্তুষ্টির সমান), ওয়া যিনাতা আরশিহি, (আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর আরশের ওজনের সমান), ওয়া মিদাদা কালিমাতিহি (আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর বাণীসমূহ লিখার কালি পরিমাণ)। (মুসলিম-৭০৮৮)

মাসআলা-২৩৯ : আলহামদুলিল্লাহর সাথে সুবহানাল্লাহ বলা আকাশ ও যমিনের মাঝের সবকিছুকে পরিপূর্ণ করে দেয়।

عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ « الطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ. وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَآنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا.

অর্থ : "আবু মালেক আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাঙ্গ, আর একবার আলহামদু লিল্লাহ বলা পাল্লাকে নেকি দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেয়, সুবহানাল্লাহ এবং

www.Quraneralo.com

Content

আলহামদুলিল্লাহ বলা আকাশ ও যমিনের মাঝের সমস্ত স্থানকে নেকী দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেয়। নামায নূর (আলো), সাদকা দলিল, ধৈর্য আলো, কোরআন মজীদ কিয়ামতের দিন হয় তোমার পক্ষে অন্যথায় তোমার বিপক্ষে সাক্ষী হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময় তার জান বন্ধক থেকে যায়, কেউ নেক আমলের মাধ্যমে তা মুক্ত করে, আবার কেউ পাপাচারের মাধ্যমে তা ধ্বংস করে"। (মুসলিম-৫৫৬)

আলহামদু লিল্লাহ ও সুবহানাল্লাহ বলার ফযিলত

মাসআলা-২৪০ : একবার সুবহানাল্লাহ বললে জান্নাতে একটি বৃক্ষ রোপণ করা হয় এবং একবার আলহামদু লিল্লাহ বললে নেকী দিয়ে পাল্লা পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقِيْتُ اِبْرَاهِيْمَ لَيْلَةَ اُسْرِيَ بِيْ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَقْرِئْ اُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ وَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَاَنَّهَا قِيْعَانٌ وَاَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ.

অর্থ : "আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মেরাজের রাতের সফরে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি বললেনঃ হে মোহাম্মদ আপনার উম্মতকে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবেন এবং তাদেরকে জানিয়ে দিবেন যে, জান্নাতের মাটি উত্তম আর এর পানিয় সুমিষ্ট, তবে তার ফাঁকা ময়দান এর বৃক্ষ হলো সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি, এবং লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার"। (তিরমিযী-৩৪৬২)

মাসআলা-২৪১ : সুবহানাল্লার সাথে আলহামদু লিল্লাহ বলা আকাশ ও যমিনের সমস্ত স্থান নেকী দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেয়।

عَنْ اَبِيْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم « الطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَاُ الْمِيْزَانَ. وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَآنِ اَوْ

www.Quraneralo.com

تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ وَالصَّلاَةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُوْبِقُهَا.

অর্থ : "আবু মালেক আশআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাঙ্গ, আর একবার আলহামদু লিল্লাহ বলা পাল্লাকে নেকি দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেয়, সুবহানাল্লাহ এবং আলহামদুলিল্লাহ বলা আকাশ ও যমিনের মাঝের সমস্ত স্থানকে নেকী দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেয়। নামায নূর (আলো), সাদকা দলিল, ধৈর্য আলো, কোরআন মজীদ কিয়ামতের দিন হয় তোমার পক্ষে অন্যথায় তোমার বিপক্ষে সাক্ষী হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময় তার জান বন্ধক থেকে যায়, কেউ নেক আমলের মাধ্যমে তা মুক্ত করে, আবার কেউ পাপাচারের মাধ্যমে তা ধ্বংস করে"। (মুসলিম-৫৫৬)

মাসআলা-২৪২ : আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সর্বোত্তম কথা হল আলহামদু লিল্লাহ বলা।

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ، وَاَفْضَلُ الدُّعَاءِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ.

অর্থ : "জাবের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : সর্বোত্তম যিকর হলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বুদ নেই) এ কথা বলা এবং সর্বোত্তম দোআ হলো (আলহামদু লিল্লাহ) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য একথা বলা"। (ইবনে হিব্বান-১৪৯৭)

মাসআলা-২৪৩ : নাবালেগ সন্তানের মৃত্যুতে আলহামদু লিল্লাহ বললে : জান্নাতে একটি ঘর নির্মিত হয়।

عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِيْ ! فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ قَبَضْتُمْ

www.Quraneralo.com

Content

ثَمَرَةِ فُؤَادِهِ! فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ مَاذَا قَالَ عَبْدِىْ فَيَقُوْلُوْنَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُوْلُ اللهُ اِبْنُوْا لِعَبْدِيْ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ.

অর্থ : "আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন মুমিন ব্যক্তির কোন সন্তান মারা যায় তখন আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাগণকে জিজ্ঞেস করেন তোমরা আমার বান্দার সন্তানের রূহ কবজ করেছ? তারা বলে হ্যাঁ। আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন আমার বান্দা কী বলেছে? ফেরেশতাগণ বলেন: সে আলহামদুলিল্লাহ বলেছে এবং ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়েছে। আল্লাহ তখন বলেন: আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ কর আর তার নাম রাখ বাইতুল হামদ" (প্রশংসার ঘর)। (তিরমিযী-১০২১)

যুল জালালি ওয়াল ইকরাম বলার ফযিলত:

মাসআলা-২৪৪ : দু'আর শুরুতে যুল জালালি ওয়াল ইকরাম বলা দু'আ কবুলের কারণ।

عَنْ اَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اَلِظُّوْا بِيَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ.

অর্থ : "আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, দু'আ করার সময় 'ইয়াযাল জালালি ওয়াল ইকরাম' এই বাক্যটি অবশ্যই বলবে"। (তিরমিযী-৮১৪)

হাসবুনাল্লাহ ওয়া নি'মাল ওয়াকিল বলার ফযিলত

মাসআলা-২৪৫ : দুশ্চিন্তা এবং বিপদাপদের সময় এই দু'আ পাঠ করলে আল্লাহ তা দূর করেন।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما { حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ } قَالَهَا اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَام حِيْنَ اُلْقِيَ فِى النَّارِ وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم حِيْنَ قَالُوْا { اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

www.Quraneralo.com

অর্থ : "আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয় তখন তিনি বলেছিলেন : আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম যিম্মাদার এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে যখন লোকেরা বলেছিল যে, নিশ্চয়ই তোমাদের বিরুদ্ধে সে সব লোকেরা সমবেত হয়েছে, অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় কর, এতে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তখন তিনিও এই দু'আ করেছিলেন" । (বোখারী-৪৫৬৩)

নোট : উহুদের যুদ্ধের পর আবু সুফিয়ান মুসলমানদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছিল যে, আগামী বছর তোমাদের সাথে আমাদের আবার যুদ্ধ হবে, কিন্তু ঐ বছর মক্কায় অভাব অনটন ছিল, তাই আবু সুফিয়ান যুদ্ধ থেকে বাঁচার জন্য গোপন চক্রান্ত চালাল, এক ব্যক্তিকে মদীনায় পাঠাল যে, লোকদের মধ্যে প্রচার করতে লাগল যে, কোরাইশরা মক্কায় বিরাট জনবল একত্রিত করেছে, যার মোকাবিলা করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য বের হওয়ার নির্দেশ দিল তখন পূর্বে উল্লিখিত প্রচারণার কারণে দুর্বলতা প্রকাশ করল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হওয়ার ব্যাপারে অনড় থাকলে মুসলমানরা শক্তি পেল এবং সাহাবাগণকে নিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন কিন্তু আবু সুফিয়ান মোকাবিলা করার সাহস না পেয়ে দুই হাজার সৈন্য নিয়ে পালিয়ে গেল" ।

কোরআন আরোগ্য

মাসআলা-২৪৬ : কোরআন মজীদ বেশি বেশি তেলাওয়াত করা এবং শ্রবণ করা মোনাফেকী, হিংসা, বিদ্বেষ লোভ, কৃপণতা, সন্দেহ, কুপ্রবঞ্চনা ইত্যাদি থেকে আরোগ্য ।

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ شِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ وَ هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থ : "হে মানবজাতি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতি পালকের তরফ থেকে এমন এক বস্তু সমাগত হয়েছে যা হচ্ছে নসিহত এবং অন্তরসমূহের সকল রোগের আরোগ্যকারী, আর মুমিনদের জন্য পথ প্রদর্শক ও রহমত" । (সূরা ইউনুস : আয়াত-৫৭)

www.Quraneralo.com

Content

وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَ لَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا۔

অর্থ : "আমি অবতীর্ণ করি কোরআন, যা বিশ্ববাসীদের জন্য উপশম এবং দয়া, কিন্তু তা সীমালঙ্ঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে"। (বনী ইসরাঈল-৮২)

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ

অর্থ : "বল: মুমিনদের জন্যে এটা পথ নির্দেশ এবং ব্যাধির প্রতিকার"। (সূরা সাজদা-৪৪)

মাসআলা-২৪৭ : বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করা এবং শ্রবণ করা মনের দুশ্চিন্তা, খটকা, ভয়-ভীতি পেরেশানী ইত্যাদির আরোগ্য:

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

অর্থ : "আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমেই অন্তর প্রশান্তি লাভ করে"। (সূরা রা'দ-২৮)

মাসআলা-২৪৮ : সূরা নাস এবং ফালাক পাঠ করে ঝাঁড়ফুক করলে জাদুর প্রভাব দূর হয়:

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ ؓ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَعَقَدَ لَهٗ عُقَدًا فَوَضَعَهٗ فِيْ بِئْرِ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَاَتَاهُ مَلَكَانِ يَعُوْدَانِهٖ فَقَعَدَ اَحَدُهُمَا عِنْدَ رَاْسِهٖ وَالْاٰخَرُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ اَحَدُهُمَا اَتَدْرِىْ مَا وَجَعُهٗ؟ قَالَ فُلَانٌ الَّذِىْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ عَقَدَ لَهٗ عُقَدًا فَاَلْقَاهُ فِيْ بِئْرِ فُلَانٍ الْاَنْصَارِيِّ فَلَوْ اُرْسِلَ رَجُلٌ وَاَخَذَ الْعُقَدَ لَوَجَدَ الْمَاءَ قَدْ اَصْفَرَّ قَالَ فَبَعَثَ رَجُلًا فَاَخَذَ الْعُقَدَ فَحَلَّهَا فَبَرَاَ فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَنَزَلَ عَلَيْهِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَقَالَ: اِنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُوْدِ سَحَرَكَ وَالسِّحْرُ فِىْ بِئْرِ فُلَانٍ قَالَ: فَبَعَثَ رَجُلًا وَفِىْ طَرِيْقٍ اُخْرٰى فَبَعَثَ عَلِيًّا ؓ فَوَجَدَ الْمَاءَ قَدْ اَصْفَرَ فَاَخَذَ الْعُقَدَ فَجَاءَ بِهَا فَاَمَرَهٗ اَنْ يَحِلَّ الْعُقَدَ وَيَقْرَاُ اٰيَةً فَجَعَلَ يَقْرَاُ

ফাযায়েলে কোরআন-১৮

www.Quraneralo.com

Content

وَيَحِلُّ فَجَعَلَ كُلَّمَا حَلَّ عُقْدَةً وَجَدَ ذَالِكَ خِفَّةً فَبَرَأَ وَفِي الطَّرِيْقِ الْأُخْرٰى
فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَأَنَّمَا نَشِطَ مِنْ عُقَالٍ وَكَانَ الرَّجُلُ بَعْدَ ذَالِكَ
يَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ شَيْئًا مِنْهُ وَلَمْ يُعَاقِبْهُ حَتّٰى مَاتَ.

অর্থ : "যায়েদ বিন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একজন ইহুদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসা যাওয়া করত, যাকে তিনি খুব বিশ্বাস করতেন। সে তাঁকে জাদু করল, এরপর তা আনসারদের এক কূপে নিক্ষেপ করল। ঐ জাদুর ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কষ্ট পাচ্ছিলেন,

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, তিনি ছয় মাস পর্যন্ত এই কষ্ট করেছেন, তাঁর চিকিৎসার জন্য দু'জন ফেরেশতা মানব আকৃতিতে তাঁর নিকট উপস্থিত হলো। তাদের মধ্যে একজন তাঁর মাথার নিকট বসল আর অপর জন তাঁর পায়ের নিকট বসল। একজন ফেরেশতা অপর ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করল যে, তুমি কি জান যে, তাঁর কি জন্য কষ্ট হচ্ছে? অপর জন উত্তরে বলল: ওমুক ব্যক্তি যে আপনার নিকট আসা যাওয়া করত সে আপনার উপর যাদু করেছে এবং অমুক আনসারীর কূপে তা নিক্ষেপ করেছে। যদি আপনি কোন বক্তিকে পাঠান, যে নিক্ষিপ্ত জিনিসগুলো উঠিয়ে নিয়ে আসতে পারবে, তাহলে দেখতে পাবেন যে জাদুর প্রভাবে ঐ কূপের পানি হলুদ হয়ে গেছে।

এরপর জিবরীল আলাইহিস সালাম আসল এবং তাঁকে সূরা নাস এবং ফালাক পাঠ করার জন্য পরামর্শ দিল আর বলল: যে ইহুদিদের মধ্যে এক ব্যক্তি আপনাকে যাদু করেছে অমুক কূপে তা আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে পাঠালেন, অন্য এক বর্ণনায় এসেছে তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে পাঠালেন, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু দেখতে পেল যে, কূপের পানি হলুদ হয়ে গেছে, সে নিক্ষিপ্ত সূতা নিয়ে আসল, জিবরীল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলল: সূতার গিরুসমূহ খুলতে এবং সূরা নাস ও ফালাক তেলাওয়াত করতে, তিনি আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করছিলেন আর গিরুসমূহ খুলছিলেন এভাবে সমস্ত গিরুসমূহ তিনি খুলে ফেললেন এবং তিনি পরিপূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে গেলেন।

www.Quraneralo.com

Content

অন্য এক বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে যে তাঁকে বেঁধে রাখা হয়েছিল, আর সূরা নাস এবং ফালাক পাঠ করায় তিনি বাঁধন মুক্ত হয়ে গেলেন, এই ঘটনার পরও ঐ ইহুদি লোকটি তার নিকট আসা যাওয়া করত কিন্তু এই বিষয়টি তিনি কখনো তাকে বলেননি, এমন কি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার কাছ থেকে কোন প্রতিশোধও নেন নাই"। (তাবারানী-২৭৬১)

মাসআলা-২৪৯ : খারাপ স্বপ্নের প্রতিক্রিয়া থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয় প্রার্থনামুলক আয়াত পাঠ করা উচিত।

عَنْ اَبِي قَتَادَةَ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ « الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ وَالرُّؤْيَا السَّوْءُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَمَنْ رَاٰى رُؤْيًا فَكَرِهَ مِنْهَا شَيْئًا فَلْيَنْفِثْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ لَا تَضُرُّهُ وَلَا يُخْبِرْ بِهَا اَحَدًا فَاِنْ رَاٰى رُؤْيَا حَسَنَةً فَلْيُبْشِرْ وَلَا يُخْبِرْ اِلَّا مَنْ يُحِبُّ.

অর্থ : আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে। যে ব্যক্তি এমন কোন স্বপ্ন দেখে যেটা তার নিকট খারাপ মনে হয় তখন জাগ্রত হওয়ার পর বাম দিকে থুথু ফেলবে এবং শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে, তাহলে এই স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করবে না, আর এই স্বপ্নের কথা কাউকে বলবে না। আর যদি কেউ কোন ভালো স্বপ্ন দেখে তাহলে তার খুশি হওয়া উচিত এবং নিজের কল্যাণকামী ব্যতীত অন্য কাউকে তা না বলা উচিত"। (মুসলিম-৬০৩৯)

নোট : কোরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো আশ্রয় প্রার্থনার ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে।

رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ـ وَ اَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ـ

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানের প্ররোচনা থেকে এবং হে আমার প্রতিপালক আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট শয়তানদের উপস্থিতি থেকে"। (মুমিনুন-৯৭-৯৮)

এতদ্ব্যতীত আউযু বিল্লাহি মিনাশশাইত্বানির রাজিম পড়ার কথাও বর্ণিত হয়েছে।

www.Quraneralo.com

মাসআলা-২৫০ : মৃত্যু শয্যায় শায়িত থাকাকালে সূরা নাস এবং ফালাক পাঠ করে ঝাড়ফুঁক করলে রূহ কবজের কষ্ট কম হবে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ اَقْرَأُ عَلَيْهِ وَاَمْسَحُ عَنْهُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا

অর্থ : "আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সুস্থ হতেন তখন নিজের শরীরে সূরা নাস এবং ফালাক তেলাওয়াত করে ফুঁক দিতেন। আর যখন তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পেল তখন আমি তা তেলাওয়াত করে বরকতের আশায় তাঁর হাত দিয়ে তাঁর শরীরে মুছতাম"। (মুসলিম-৫৮৪৪)

আল কোরআন এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মাসআলা-২৫১ : তাহাজ্জুদের নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআন তেলাওয়াত করতেন তখন কান্নার কারণে তাঁর বুকের ভিতর থেকে চাক্কি ঘুরানোর আওয়াজের ন্যায় আওয়াজ আসত।

عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ وَفِيْ صَدْرِهِ اَزِيْزٌ كَاَزِيْزِ الرَّحَى مِنَ الْبُكَاءِ ﷺ.

অর্থ : "মোতাররাফ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নামায আদায় করতে দেখেছি আর তখন তাঁর বুকের ভিতর থেকে চাক্কির আওয়াজের ন্যায় কান্নার আওয়াজ আসত"।
(আবু দাউদ-৯০৪)

মাসআলা-২৫২ : হিজরতের সময় সুরাকা বিন মালেক জুসুম যখন তাঁর পিছু পিছু আসছিল তখনো তিনি কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ فِيْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ حَتّٰى اَتَيْتُ فَرَسِيْ فَرَكِبْتُهَا فَرَفَعْتُهَا تُقَرِّبُ بِيْ حَتّٰى دَنَوْتُ مِنْهُمْ فَعَثَرَتْ بِيْ فَرَسِيْ فَخَرَرْتُ عَنْهَا

www.Quraneralo.com

فَقُمْتُ فَأَهْوَيْتُ يَدِيْ إِلَى كِنَانَتِيْ فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الْأَزْلَامَ فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا أَضُرُّهُمْ أَمْ لَا فَخَرَجَ الَّذِيْ أَكْرَهُ فَرَكِبْتُ فَرَسِيْ وَعَصَيْتُ الْأَزْلَامَ تُقَرِّبُ بِيْ حَتَّى إِذَا سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ وَأَبُوْ بَكْرٍ يُكْثِرُ الْاِلْتِفَاتَ.

অর্থ : "আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি লম্বা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, (হিজরতের সময় সুরাকা বিন মালেক জুসুম যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছে পিছে আসছিল। সে সময় সম্পর্কে সুরাকা বলছেন) : আমি ঘোড়া এনে তার উপর আরোহণ করলাম এবং ঘোড়া দৌড়াতে লাগল। এমনকি আমি আবু বকর এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটবর্তী হয়ে গেলাম। হঠাৎ আমার ঘোড়া হোঁচট খেল, এতে আমি পড়ে গেলাম, আমি দাঁড়িয়ে ব্যাগ থেকে ভাগ্য নিরূপণের তীর বের করে ঐ তীর দিয়ে এ মর্মে ভাগ্য পরীক্ষা করলাম যে, আমি তাদেরকে ক্ষতি করতে পারব কিনা? কিন্তু আমার যা অপছন্দ তাই প্রকাশ পেল, তবুও আমি তীরগুলোর ইঙ্গিত উপেক্ষা করে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করলাম। পরিস্থিতি আমার নিকট ভালো মনে হচ্ছিল না। তাই আমি আমার ঘোড়ায় আরোহণ করে চলতে লাগলাম এবং তাদের এত নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোরআন তেলাওয়াত করার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। তিনি তেলাওয়াতে ব্যস্ত ছিলেন, তাই এদিক সেদিক দেখছিলেন না, তবে আবু বকর অনেক বেশি এদিক সেদিক তাকাচ্ছিলেন"। (বোখারী-৩৬৯৩)

মাসআলা-২৫৩ : সফরের অবস্থায়ও রাসূলুল্লাহ ﷺ কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করতেন।

عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلٍ رضي الله عنه قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ أَوْ جَمَلِهِ وَهِيَ تَسِيْرُ بِهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفَتْحِ أَوْ مِنْ سُوْرَةِ الْفَتْحِ قِرَاءَةً لَيِّنَةً يَقْرَأُ وَهُوَ يُرَجِّعُ.

অর্থ : "আবদুল্লাহ্ বিন মুগাফ্ফাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ কে উটের উপর আরোহিত অবস্থায় সূরা ফাতহ বা সূরা

ফাতহের কিছু অংশ তেলাওয়াত করতে শুনেছি, তিনি কোমল কণ্ঠে তেলাওয়াত করেছিলেন, এবং তিনি স্পন্দন সৃষ্টি করে ছন্দময় করে তেলাওয়াত করছিলেন"। (বোখারী-৫০৪৭)

মাসআলা-২৫৪ : রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি বছর রমযান মাসে জিবরীল (আলাইহিস সালাম)-কে কোরআন তেলাওয়াত করে শোনাতেন আর যে বছর তিনি ইন্তেকাল করেন ঐ বছর রমযানে দুইবার তিনি জিবরীল (আলাইহিস সালাম)-কে কোরআন তেলাওয়াত করে শুনিয়েছেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ كَانَ يَعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْقُرْاٰنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِىْ قُبِضَ فِيْهِ وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا فَاعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ فِي الْعَامِ الَّذِىْ قُبِضَ فِيْهِ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি **বলেন: প্রতি বছর** (জিবরীল (আলাইহিস সালাম)) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একবার কোরআন তেলাওয়াত করে শুনাত আর যে বছর তিনি মারা গেলেন ঐ বছর দুইবার কোরআন তেলাওয়াত করে শুনিয়েছেন, এমনিভাবে প্রতি বছর তিনি দশ দিন এতেকাফ করতেন কিন্তু যে বছর তিনি মারা গেলেন ঐ বছর বিশ দিন এতেকাফ করেছিলেন"। (বোখারী-৪৯৯৮)

মাসআলা-২৫৫ : তাহাজ্জুদের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা মায়েদার একটি আয়াত বারবার তেলাওয়াত করতেন।

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رضي الله عنه يَقُوْلُ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى اَصْبَحَ بِاٰيَةٍ وَالْاٰيَةُ (اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

অর্থ : "আবু যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি **বলেন:** রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে একটি আয়াত তেলাওয়াত করতে করতে সকাল করে দিলেন, আর আয়াতটি ছিল "আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তাহলে তারা তো আপনার বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন তাহলে আপনি পরাক্রমশালী এবং প্রজ্ঞাময়"।

(সূরা মায়েদা-১১৮) (নাসায়ী-১০০৯)

www.Quraneralo.com

মাসআলা-২৫৬ : আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছ থেকে কোরআন শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চোখ অশ্রুসজল হলো:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ قَالَ لِى النَّبِىُّ ﷺ اِقْرَأْ عَلَىَّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ اُنْزِلَ قَالَ نَعَمْ فَقَرَأْتُ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتّٰى اَتَيْتُ اِلٰى هٰذِهِ الْاٰيَةِ { فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا } قَالَ حَسْبُكَ الْاٰنَ فَالْتَفَتُّ اِلَيْهِ فَاِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ.

অর্থ : "আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, আমাকে কোরআন তেলাওয়াত করে শুনাও, আমি বললাম: আমি আপনাকে তেলাওয়াত করে শুনাব অথচ কোরআন আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি বললেন: আমি অপরের কাছ থেকে কোরআন তেলাওয়াত শুনতে পছন্দ করি। আমি তাঁকে সূরা নিসা তেলাওয়াত করে শুনাতে লাগলাম আর যখন এই আয়াতে পৌঁছলাম "অনন্তর তখন কী দশা হবে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে সাক্ষী আনয়ন করব এবং তোমাকেই তাদের প্রতি সাক্ষী করব? (সূরা নিসা-৪১)

তখন তিনি বললেন : থাম। আমি তাকিয়ে দেখলাম তাঁর নয়ন যুগল অশ্রুসজল হয়ে গেছে"। (বোখারী-৫০৫০)

মাসআলা-২৫৭ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে সুন্দর কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করতেন।

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ قَرَأَ فِى الْعِشَاءِ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ. فَمَا سَمِعْتُ اَحَدًا اَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ.

অর্থ : "বারা বিন আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এশার নামাযে সূরা ত্বীন তেলাওয়াত করতে শুনেছি, তাঁর সুমধুর কণ্ঠের চেয়ে অধিক সুমধুর আর কারো কণ্ঠ শুনি নাই"। (মুসলিম-১০৬৭)

মাসআলা-২৫৮ : সাহাবা কেরামগণের সুমধুর কণ্ঠের তেলাওয়াত শুনে তিনি খুশি হতেন, আল্লাহর প্রশংসা করতেন এবং তাদেরকে উৎসাহিত করতেন।

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ اَبْطَأْتُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ . ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ (اَيْنَ كُنْتِ ؟) قُلْتُ كُنْتُ اَسْتَمِعُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِكَ لَمْ اَسْمَعْ مِثْلَ قِرَاءَتِهٖ وَصَوْتِهٖ مِنْ اَحَدٍ . قَالَتْ فَقَامَ وَقُمْتُ مَعَهُ حَتّٰى اسْتَمَعَ لَهُ . ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَيَّ فَقَالَ (هٰذَا سَالِمٌ مَوْلٰى اَبِيْ حُذَيْفَةَ . اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِيْ اُمَّتِيْ مِثْلَ هٰذَا)

অর্থ : "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকাবস্থায় এক রাতে এশার পরে আমি দেরী করে ঘরে ফিরলাম, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন কোথায় ছিলে? আমি বললাম: আপনার সাহাবীগণের মধ্যে এক ব্যক্তির কোরআন তেলাওয়াত শুনছিলাম, আমি অনুরূপ সুমধুর কণ্ঠের কোরআন তেলাওয়াত মনোযোগ দিয়ে তেলাওয়াত শুনছিলাম। এরপর তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন: এটা আবু হুযাইফার আযাদকৃত দাস সালেম, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা যে তিনি আমার উম্মতের মাঝে এ ধরনের সুললিত কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করার মতো লোক সৃষ্টি করেছেন"। (ইবনু মাযা-১৩৩৮)

عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَا اَبَا مُوْسٰى لَقَدْ اُعْطِيْتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ اٰلِ دَاوٗدَ.

অর্থ : "আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : হে আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু নিশ্চয়ই তুমি দাউদ আলাইহিস সালাম-এর সুমধুর স্বরসমূহের একটি স্বর পেয়েছে"। (তিরমিযী-৩৮৫৫)

মাসআলা-২৫৯ : কিয়ামতের আলোচনা সম্বলিত সূরাসমূহ রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বৃদ্ধ করে দিয়েছিল।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رضي الله عنه يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ شِبْتَ قَالَ شَيَّبَتْنِيْ هُوْدٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلَاتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

অর্থ : " আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনিতো বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, তিনি বললেন: সূরা হুদ, ওয়াকেয়া, আল মুরসালাত, আম্মাইয়া তাসাআলুন, ইযাশশামসু তাকভীর, আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে"। (তিরমিযী-৩২৯৭)

মাসআলা-২৬০ : তাহাজ্জুদ নামাযে রাসূলুল্লাহ ﷺ দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে কেরাত পাঠ করতেন এমনকি তাঁর পা ফুলে যেত।

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَهُ اَتَكَلَّفُ هٰذَا وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ فَقَالَ « اَفَلَا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا.

অর্থ : "মুগীরা বিন শো'বা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এতদীর্ঘ সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলেন ফলে তাঁর পা ফুলে গেল, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, আপনি কেন এত কষ্ট করেন, আল্লাহ তো আপনার আগের এবং পরের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন, তিনি বললেন : আমি কি আমার রবের কৃতজ্ঞ বান্দা হব না"? (মুসলিম-৭৩০২)

মাসআলা-২৬১ : তাহাজ্জুদ নামাযের এক রাকাআতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা বাকারা, সূরা নিসা এবং সূরা আল ইমরান তেলাওয়াত করেছেন।

عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ. ثُمَّ مَضَى فَقُلْتُ يُصَلِّيْ بِهَا فِيْ رَكْعَةٍ فَمَضَى فَقُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا. ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَاَهَا.

অর্থ : "হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী ﷺ-এর সাথে এক রাতে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করছিলাম, তিনি সূরা বাকারা

www.Quraneralo.com

তেলাওয়াত শুরু করলেন, আমি মনে করলাম হয়তো শততম আয়াত পূর্ণ করে রুকু করবেন, কিন্তু তিনি পড়তেই থাকলেন, আমি চিন্তা করলাম হয়তো তিনি দুই রাকাআতে সূরাটি পূর্ণ করবেন, কিন্তু তিনি পড়তেই থাকলেন, আমি ভাবলাম হয়তো তিনি সূরাটি পূর্ণ করে রুকু করবেন, কিন্তু তিনি পড়তেই থাকলেন, তিনি আলে ইমরান পড়তে লাগলেন এরপর সূরা নিসা পড়তে শুরু করলেন এবং তা শেষ করে তিনি রুকু করলেন"।

(মুসলিম-১৮৫০)

মাসআলা-২৬২ : তাহাজ্জুদ নামাযে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দীর্ঘায়িত কিরআত এবং সাহাবাগণের ক্লান্ত হয়ে যাওয়া।

عَنْ اَبِي وَائِلٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَاَطَالَ حَتّٰى هَمَمْتُ بِاَمْرِ سُوْءٍ قَالَ قِيْلَ وَمَا هَمَمْتَ بِهِ قَالَ هَمَمْتُ اَنْ اَجْلِسَ وَاَدَعَهُ.

অর্থ : "আবু ওয়ায়েল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামায আদায় করেছি, তিনি কিরআত এত লম্বা করলেন, ফলে আমি একটি খারাপ চিন্তা করে নিয়েছিলাম, আবু ওয়ায়েল জিজ্ঞেস করল, আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু কী করতে চেয়েছিলে? আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বলল: আমি চেয়েছিলাম যে আমি বসে যাব এবং তাঁর সাথে নামায আদায় করা ছেড়ে দিব"। (মুসলিম-১৮৫১)

মাসআলা-২৬৩ : রাসূলুল্লাহ ﷺ ওসমান বিন আবুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু কে কম বয়স হওয়া সত্ত্বেও শুধু এই জন্যই তায়েফের গভর্নর করে ছিলেন যে, আগত দলের লোকদের মধ্যে তাঁরই সবচেয়ে বেশি কোরআন মজীদ মুখস্থ ছিল।

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِي الْعَاصِ رضي الله عنه قَالَ : اِسْتَعْمَلَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَاَنَا اَصْغَرُ السِّتَّةِ الَّذِيْنَ وَفَدُوْا عَلَيْهِ مِنْ ثَقِيْفٍ وَذٰلِكَ كُنْتُ قَرَاْتُ السُّوْرَةَ وَالْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِنَّ الْقُرْاٰنَ يَنْفَلِتُ مِنِّيْ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلٰى صَدْرِيْ

وَقَالَ : يَا شَيْطَانُ اَخْرُجْ مِنْ صَدْرِىْ عُثْمَانَ قَالَ : فَمَا نَسِيْتُ بَعْدَهُ شَيْئًا اَرِيْدُ حِفْظَهُ.

অর্থ : "ওসমান বিন আবুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন অথচ আমি উপস্থিত লোকদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিলাম, আর তার কারণ ছিল এই যে, তখন আমার সূরা বাকারা মুখস্থ ছিল, আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি কোরআন ভুলে যাই, তিনি আমার বুকে তাঁর হাত রাখলেন এবং বললেন: হে শয়তান! ওসমানের বুক থেকে তুমি বের হয়ে যাও, এরপর থেকে আমি কোন কিছু মুখস্থ করলে আর ভুলতাম না" । (বাইহাকী)

মাসআলা-২৬৪ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়েমেনের উভয় পার্শ্বের গভর্নর এমন ব্যক্তিবর্গকে করলেন যারা কোরআন মজীদ অধিক তেলাওয়াত করতে পারত ।

عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ رضي الله عنه قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اَبَا مُوْسَى وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ اِلَى الْيَمَنِ قَالَ وَبَعَثَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مِخْلَافٍ قَالَ وَالْيَمَنُ مِخْلَافَانِ ثُمَّ قَالَ يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا فَانْطَلَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اِلَى عَمَلِهِ فَقَالَ : مُعَاذُ رضي الله عنه يَا عَبْدَ اللهِ رضي الله عنه كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ قَالَ اَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا قَالَ فَكَيْفَ تَقْرَأُ اَنْتَ يَا مُعَاذُ قَالَ اَنَامُ اَوَّلَ اللَّيْلِ فَاَقُوْمُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِىْ مِنَ النَّوْمِ فَاَقْرَأُ مَا كَتَبَ اللهُ لِىْ فَاَحْتَسِبُ نَوْمَتِىْ كَمَا اَحْتَسِبُ قَوْمَتِىْ.

অর্থ : "আবু বুরদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু মূসা আশআরী এবং মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু কে ইয়ামেনে পাঠালেন, ইয়ামেনের দু'টি অংশ, তাদের উভয়কে এক এক অংশের গভর্নর হিসেবে পাঠালেন, আর উপদেশ দিলেন যে, তোমরা উভয়ে লোকদের নিকট ইসলাম সহজভাবে পেশ করবে কঠোরভাবে নয়, লোকদেরকে সুসংবাদ দিবে, তাদেরকে

www.Quraneralo.com

ইসলাম থেকে বিতাড়িত করবে না, তাদের উভয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝে নিল। একদা সাক্ষাতে মুয়ায বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু আব্দুল্লাহ (আবু মূসা আশআরী) রাদিয়াল্লাহু আনহু কে জিজ্ঞেস করল যে, তুমি কিভাবে কোরআন তেলাওয়াত কর? সে উত্তরে বলল: দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, বসে বসে, আমার যানবাহনে আরোহণরত অবস্থায় আমি একটু একটু করে কোরআন তেলাওয়াত করি। এরপর আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু কে জিজ্ঞেস করল, যে তুমি কিভাবে কোরআন তেলাওয়াত কর? মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বলল : আমি রাতের প্রথম অংশে শুয়ে যাই এরপর কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে উঠে কোরআন ততটুকু তেলাওয়াত করি যতটুকু তেলাওয়াত করার তাওফিক আল্লাহ আমাকে দেন। আমি সওয়াবের নিয়তে শুয়ে যাই, আবার সওয়াবের নিয়তে উঠে যাই"। (বোখারী-৪৩৪১)

নোট : আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং মোয়ায বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়েমেনের দুই অংশের গভর্নর করে পাঠালেন, ঐ সময়ে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনকালে তাদের মাঝে সাক্ষাৎ হয় এবং এই আলাপ হয়।

কোরআন করীম এবং সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহু গণ

মাসআলা-২৬৫ : আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এত সুললিত কণ্ঠে কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করতেন যে মক্কার মুশরিকদের মহিলারা তার কণ্ঠে কোরআন শোনার জন্য ভিড় করে থাকত।

মাসআলা-২৬৬ : কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করতে গিয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিজের অজান্তেই নয়ন যুগল অশ্রুসজল হয়ে যেত।

মাসআলা-২৬৭ : কোরআন তেলাওয়াতের সুযোগ লাভের জন্য আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কাফিরদের দেয়া নিরাপত্তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُوْنَ خَرَجَ اَبُوْ بَكْرٍ مُهَاجِرًا نَحْوَ اَرْضِ الْحَبَشَةِ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ فَقَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ يَا اَبَا بَكْرٍ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَخْرَجَنِيْ قَوْمِيْ فَاُرِيْدُ اَنْ

www.Quraneralo.com

اَسِيْحَ فِي الْاَرْضِ وَاَعْبُدَ رَبِّيْ قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ فَاِنَّ مِثْلَكَ يَا اَبَا بَكْرٍ لَا
يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ اِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ
وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَاَنَا لَكَ جَارٌ اِرْجِعْ وَاعْبُدْ رَبَّكَ
بِبَلَدِكَ فَرَجَعَ وَارْتَحَلَ مَعَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ فَطَافَ ابْنُ الدَّغِنَةِ عَشِيَّةً فِيْ
اَشْرَافِ قُرَيْشٍ فَقَالَ لَهُمْ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلَا يُخْرَجُ
اَتُخْرِجُوْنَ رَجُلًا يَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَيَصِلُ الرَّحِمَ وَيَحْمِلُ الْكَلَّ وَيَقْرِيْ
الضَّيْفَ وَيُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَلَمْ تُكَذِّبْ قُرَيْشٌ بِجِوَارِ ابْنِ الدَّغِنَةِ
وَقَالُوْا لِابْنِ الدَّغِنَةِ مُرْ اَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِيْ دَارِهٖ فَلْيُصَلِّ فِيْهَا وَلْيَقْرَاْ
مَا شَاءَ وَلَا يُؤْذِيْنَا بِذٰلِكَ وَلَا يَسْتَعْلِنْ بِهٖ فَاِنَّا نَخْشٰى اَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا
وَاَبْنَاءَنَا فَقَالَ ذٰلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لِاَبِيْ بَكْرٍ فَلَبِثَ اَبُوْ بَكْرٍ بِذٰلِكَ يَعْبُدُ
رَبَّهُ فِيْ دَارِهٖ وَلَا يَسْتَعْلِنُ بِصَلَاتِهٖ وَلَا يَقْرَاُ فِيْ غَيْرِ دَارِهٖ ثُمَّ بَدَاَ لِاَبِيْ بَكْرٍ
فَابْتَنٰى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهٖ وَكَانَ يُصَلِّيْ فِيْهِ وَيَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ فَيَنْقَذِفُ عَلَيْهِ
نِسَاءُ الْمُشْرِكِيْنَ وَاَبْنَاؤُهُمْ وَهُمْ يَعْجَبُوْنَ مِنْهُ وَيَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ وَكَانَ اَبُوْ
بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ اِذَا قَرَاَ الْقُرْاٰنَ وَاَفْزَعَ ذٰلِكَ اَشْرَافَ
قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَاَرْسَلُوْا اِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوْا اِنَّا
كُنَّا اَجَرْنَا اَبَا بَكْرٍ بِجِوَارِكَ عَلٰى اَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِيْ دَارِهٖ فَقَدْ جَاوَزَ ذٰلِكَ
فَابْتَنٰى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهٖ فَاَعْلَنَ بِالصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ فِيْهِ وَاِنَّا قَدْ خَشِيْنَا
اَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَاَبْنَاءَنَا فَانْهَهُ فَاِنْ اَحَبَّ اَنْ يَقْتَصِرَ عَلٰى اَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ
فِيْ دَارِهٖ فَعَلَ وَاِنْ اَبٰى اِلَّا اَنْ يُعْلِنَ بِذٰلِكَ فَسَلْهُ اَنْ يَرُدَّ اِلَيْكَ ذِمَّتَكَ فَاِنَّا
قَدْ كَرِهْنَا اَنْ نُخْفِرَكَ وَلَسْنَا مُقِرِّيْنَ لِاَبِيْ بَكْرٍ الْاِسْتِعْلَانَ قَالَتْ عَائِشَةُ
فَاَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتَ الَّذِيْ عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ فَاِمَّا

www.Quraneralo.com

Content

اَنْ تَقْتَصِرَ عَلٰى ذٰلِكَ وَاِمَّا اَنْ تَرْجِعَ اِلَىَّ ذِمَّتِىْ فَاِنِّىْ لَا اُحِبُّ اَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ اَنِّىْ اُخْفِرْتُ فِىْ رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهٗ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَاِنِّىْ اَرُدُّ اِلَيْكَ جِوَارَكَ وَاَرْضٰى بِجِوَارِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

অর্থ : "আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যখন মুসলমানদেরকে মক্কার মুশরিকদের পক্ষ থেকে চরম নির্যাতন করা হচ্ছিল, তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হাবশায় হিজরত করার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হলো, যখন বরকুল গামাদ নামক স্থানে পৌঁছল তখন কাররা বংশের সরদার ইবনু দাগিনার সাথে সাক্ষাৎ হলো, তখন সে জিজ্ঞেস করল আবু বকর তুমি কোথায় যাবে? আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল: আমার জাতি আমাকে আমার জন্মস্থান থেকে বের করে দিয়েছে, তাই আমি অন্য কোন দেশে চলে যাচ্ছি, যেন আমি আমার রবের ইবাদত করতে পারি। ইবনু দাগিনা বলল: আবু বকর তোমার মতো লোককে না বের করা যায় আর না সে নিজে বের হয়ে যায়। তুমি অসহায়কে আশ্রয় দিয়ে থাক, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা কর, অপরের দুঃখ নিজের উপর চাপিয়ে নাও, মেহমানের সম্মান কর, ঝগড়া ঝাটিতে সত্যের সাহায্য কর। তাই আমি তোমাকে আমার নিরাপত্তায় নিয়ে নিলাম। ফিরে চল আর নিজের শহরে থেকে স্বীয় রবের ইবাদত কর, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনে দাগীনার কথায় মক্কায় ফিরে আসল। সন্ধ্যার সময় ইবনে দাগিনা আবু বকরকে সাথে নিয়ে কোরাইশ সরদারদের নিকট গেল এবং বলল: আবু বকরের মতো লোককে কখনো তাড়ানো যায় না এবং না সে নিজে ইচ্ছা করে বের হতে পারে।

তোমরা কি এমন এক ব্যক্তিকে বের করে দিতে চাও, যে অসহায়কে আশ্রয় দেয়, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে, অপরের দু:খকে নিজের দুঃখ মনে করে, মতবিরোধের সময় সত্যের পক্ষে থাকে? কোরাইশরা ইবনে দাগিনার দেয়া নিরাপত্তাকে তো ফিরিয়ে দিলই না বরং বলল: আবু বকরকে ভালোভাবে জানিয়ে দাও যে, সে যেন তার ঘরে থেকে যতটা পারে ততটা স্বীয় রবের ইবাদত করে, নামায আদায় করে, কোরআন তেলাওয়াত করে, আর এর মাধ্যমে আমাদেরকে যেন কষ্ট না দেয় এবং প্রকাশ্যে যেন এ সমস্ত কাজ না করে। সে এই সমস্ত কাজ প্রকাশ্যে করলে আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে যে আমাদের স্ত্রী-সন্তানরা ফেতনায় পড়ে যাবে।

www.Quraneralo.com

ইবনে দাগীনা এই সমস্ত বিষয়সমূহ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কে জানিয়ে দিল, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এই শর্তে মক্কায় থেকে গেলেন যে, তিনি তার ঘরের মধ্যে থেকেই স্বীয় রবের ইবাদত করবেন, প্রকাশ্যে নামায আদায় করবেন না, স্বীয় ঘরের বাহিরে কোরআন তেলাওয়াত করবেন না, এরপর হঠাৎ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ঘরের আঙ্গীনায় একটি মসজিদ বানালেন সেখানে তিনি নামায পড়লে এবং কোরআন তেলাওয়াত করলে মুশরিকদের স্ত্রী সন্তানরা একত্রিত হয়ে যেত, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর তেলাওয়াত শুনে পেরেশান হয়ে যেত এবং বার বার তার দিকে তাকিয়ে থাকত। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর ভয়ে অনেক কান্নাকাটি করতেন, যখন তিনি কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করতেন তখন তিনি তার নয়নাশ্রু নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না, অবস্থা দেখে কোরাইশরা ইবনে দাগিনাকে ডেকে পাঠাল। সে আসল তখন কোরাইশ সরদাররা তার নিকট অভিযোগ করল যে, আমরা আবু বকরের জন্য তোমার দেয়া নিরাপত্তা শুধু এ জন্য মেনে নিয়েছিলাম যে, সে তার ঘরে বসেই স্বীয় রবের ইবাদত করবে, কিন্তু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এই শর্ত ভঙ্গ করেছে, তার ঘরের আঙ্গীনায় মসজিদ বানিয়েছে এবং ওখানে প্রকাশ্যে নামায আদায় করছে, কোরআন তেলাওয়াত করছে, আমাদের ভয় হচ্ছে যে, আমাদের স্ত্রী সন্তানরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। তাই তুমি আবু বকরকে নিষেধ কর, যদি সে চায় তাহলে স্বীয় ঘরে থেকে স্বীয় রবের ইবাদত করুক, আর যদি সে তা না মানে এবং প্রকাশ্যে ইবাদত করতে অনড় হয়, তাহলে তাকে দেয়া নিরাপত্তা ফিরিয়ে নাও। আমরা তোমার দেয়া নিরাপত্তা ভঙ্গ করতে চাই না।

কিন্তু আবু বকরের প্রকাশ্য ইবাদত কোনোভাবেই আমাদের নিকট সহনীয় নয়। তাই ইবনে দাগীনা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট আসল এবং বলল: আবু বকর আমি তোমার ব্যাপারে কোরাইশ সরদারদের সাথে যে চুক্তি করেছিলাম, তা তুমি জান, তাই হয় তুমি ঐ শর্তের উপর অটল থাক, অন্যথায় আমার দেয়া নিরাপত্তা আমাকে ফিরিয়ে দাও, আমি চাই না যে আরবদের নিকট থেকে এই কথা শুনি যে, আমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছি সে তা ভঙ্গ করেছে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বলল: আমি তোমার দেয়া নিরাপত্তা তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি এবং আল্লাহর দেয়া নিরাপত্তায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করছি"। (বোখারী-৩৯০৫)

www.Quraneralo.com

Content

মাসআলা-২৬৮ : ওসাইদ বিন হুযাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সুললিত কণ্ঠের তেলাওয়াত শোনার জন্য ফেরেশতা আসমান থেকে পৃথিবীতে নেমে আসত।

عَنْ اَسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رضي الله عنه قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهُ مَرْبُوْطَةٌ عِنْدَهُ اِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَتَتْ فَقَرَأَ فَجَالَتْ الْفَرَسُ فَسَكَتَ وَسَكَتَتُ الْفَرَسُ ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتْ الْفَرَسُ فَانْصَرَفَ وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَى قَرِيْبًا مِنْهَا فَاَشْفَقَ اَنْ تُصِيْبَهُ فَلَمَّا اجْتَرَّهُ رَفَعَ رَأْسَهُ اِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَا يَرَاهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ قَالَ فَاَشْفَقْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَنْ تَطَأَ يَحْيَى وَكَانَ مِنْهَا قَرِيْبًا فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَانْصَرَفْتُ اِلَيْهِ فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ اِلَى السَّمَاءِ فَاِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيْهَا اَمْثَالُ الْمَصَابِيْحِ فَخَرَجَتْ حَتَّى دَارَهَا قَالَ وَتَدْرِىْ مَا ذَاكَ قَالَ لَا قَالَ تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لَاَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ اِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ.

অর্থ : "ওসাইদ বিন হুযাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাতে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করছিলেন, তার ঘোড়াও পাশেই বাধা ছিল, হঠাৎ তার ঘোড়াটি লাফাতে শুরু করল তখন ওসাইদ থেমে গেল তখন তার ঘোড়াও থেমে গেল, তখন ওসাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আবার তেলাওয়াত করতে লাগল তখন ঘোড়াও আবার লাফাতে শুরু করল। ওসাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ছেলে ইয়াহইয়া ঘোড়ার পাশেই ছিল, সে ভয় করতে লাগল যে, তার না আবার কোনো ক্ষতি হয়, তখন ছেলেকে নিজের পাশে বসাল। ওসাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু উপরের দিকে তাকাল, তখন একটি ছায়া দেখতে পেল, ওসাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সেদিকে তাকিয়ে থাকল, শেষে তা অদৃশ্য হয়ে গেল। সকালে ওসাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এই ঘটনাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে শুনাল, তিনি বললেন: হে হুযাইরের ছেলে তুমি কোরআন তেলাওয়াত করতে থাক। ওসাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল: ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে, ঘোড়া ইয়াহইয়ার কোনো

www.Quraneralo.com

Content

ক্ষতি করবে, সে ঘোড়ার একেবারে নিকটেই বসে ছিল, তাই আমি মাথা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকালাম এবং তাকে আমার নিকটে এনে উপরের দিকে তাকালাম তখন আমি এই ছায়া দেখতে পেলাম যেখানে বাতির ন্যায় কিছু আলো জ্বলছিল। আমি ঘর থেকে বের হলাম যেন ভালোভাবে তা দেখতে পারি, কিন্তু তা অদৃশ্য হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কি জান এটা কী ছিল? ওসাইদ বলল: না! তিনি বললেন: এটা ছিল ফেরেশতাদের একটি দল, যারা তোমার সুন্দর কণ্ঠ শুনে কাছে চলে এসেছিল, যদি তুমি কোরআন তেলাওয়াত করতে থাকতে তাহলে সকালে অন্যরাও তা দেখতে পেত, আর তারা তখন মানুষের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হতো না"। (বোখারী-৪৭৩০)

মাসআলা-২৬৯ : আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু সবসময়ই কিছু কিছু করে কোরআন তেলাওয়াত করতেন, আর মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু রাতের প্রথমাংশে শুয়ে পড়তেন আবার শেষ রাতে উঠে কোরআন তেলাওয়াত করতেন।

عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ رضي الله عنه قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَبَا مُوْسَى وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ اِلَى الْيَمَنِ قَالَ وَبَعَثَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مِخْلَافٍ قَالَ وَالْيَمَنُ مِخْلَافَانِ ثُمَّ قَالَ يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا فَانْطَلَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اِلَى عَمَلِهِ فَقَالَ : مُعَاذُ رضي الله عنه يَا عَبْدَ اللهِ رضي الله عنه كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ قَالَ اَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا قَالَ فَكَيْفَ تَقْرَأُ اَنْتَ يَا مُعَاذُ قَالَ اَنَامُ اَوَّلَ اللَّيْلِ فَاَقُوْمُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِيْ مِنَ النَّوْمِ فَاَقْرَأُ مَا كَتَبَ اللهُ لِيْ فَاَحْتَسِبُ نَوْمَتِيْ كَمَا اَحْتَسِبُ قَوْمَتِيْ.

অর্থ : "আবু বুরদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু মূসা আশআরী এবং মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু কে ইয়ামেনে পাঠালেন, ইয়ামেনের দু'টি অংশ, তাদের উভয়কে এক এক অংশের গভর্নর হিসেবে পাঠালেন, আর উপদেশ দিলেন যে, তোমরা উভয়ে লোকদের নিকট ইসলাম সহজভাবে পেশ করবে কঠোরভাবে নয়, লোকদেরকে সুসংবাদ দিবে, তাদেরকে ইসলাম থেকে বিতাড়িত করবে না, তাদের উভয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝে নিল। একদা সাক্ষাতে মুয়ায বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু আব্দুল্লাহ (আবু মূসা

www.Quraneralo.com

Content

আশআরী) রাদিয়াল্লাহু আনহু কে জিজ্ঞেস করল যে, তুমি কিভাবে কোরআন তেলাওয়াত কর? সে উত্তরে বলল: দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, বসে বসে, আমার যানবাহনে আরোহণরত অবস্থায় আমি একটু একটু করে কোরআন তেলাওয়াত করি। এরপর আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু কে জিজ্ঞেস করল, যে তুমি কিভাবে কোরআন তেলাওয়াত কর? মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বলল : আমি রাতের প্রথম অংশে শুয়ে যাই এরপর কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে উঠে কোরআন ততটুকু তেলাওয়াত করি যতটুকু তেলাওয়াত করার তাওফিক আল্লাহ আমাকে দেন। আমি সওয়াবের নিয়তে শুয়ে যাই, আবার সওয়াবের নিয়তে উঠে যাই"। (বোখারী-৪৩৪১)

নোট : আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং মোয়ায বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়েমেনের দুই অংশের গভর্নর করে পাঠালেন, ঐ সময়ে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনকালে তাদের মাঝে সাক্ষাৎ হয় এবং এই আলাপ হয়।

মাসআলা-২৭০ : আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু সুমধুর কণ্ঠের তেলাওয়াত শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উৎসাহিত করলেন।

عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَا اَبَا مُوْسٰى لَقَدْ اُعْطِيْتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ اٰلِ دَاوُدَ.

অর্থ : "আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : হে আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু নিশ্চয়ই তুমি দাউদ আলাইহিস সালাম-এর সুমধুর স্বরসমূহের একটি স্বর পেয়েছে"। (তিরমিযী-৩৮৫৫)

মাসআলা-২৭১ : ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মজলিশ শূরার সমস্ত সদস্যগণ কোরআন মজীদের আলেম ছিল।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ الْقُرَّاءُ اَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُوْلًا كَانُوْا اَوْ شُبَّانًا.

অর্থ : "ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে রাষ্ট্রীয় পরামর্শে অংশগ্রহণকারীরা ছিল কোরআনের ক্বারীগণ (কোরআন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ), চাই তারা বয়সে বৃদ্ধ হোক আর যুবক। (বোখারী-৭২৮৬)

www.Quraneralo.com

Content

মাসআলা-২৭২ : সাহাবাগণ একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ হলে তারা একজন অপর জনকে কোরআন শুনানোর জন্য আগ্রহ প্রকাশ করত।

عَنْ عَلْقَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فَجَاءَ خَبَّابٌ فَقَالَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَيَسْتَطِيْعُ هٰؤُلَاءِ الشَّبَابُ اَنْ يَقْرَءُوْا كَمَا تَقْرَاُ قَالَ اَمَا اِنَّكَ لَوْ شِئْتَ اَمَرْتُ بَعْضَهُمْ يَقْرَاُ عَلَيْكَ قَالَ اَجَلْ قَالَ اقْرَاْ يَا عَلْقَمَةُ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ حُدَيْرٍ اَخُوْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ اَتَاْمُرُ عَلْقَمَةَ اَنْ يَقْرَاَ وَلَيْسَ بِاَقْرَئِنَا قَالَ اَمَا اِنَّكَ اِنْ شِئْتَ اَخْبَرْتُكَ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ قَوْمِكَ وَقَوْمِهِ فَقَرَاْتُ خَمْسِيْنَ اٰيَةً مِنْ سُوْرَةِ مَرْيَمَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ كَيْفَ تَرٰى قَالَ قَدْ اَحْسَنَ قَالَ عَبْدُ اللهِ مَا اَقْرَاُ شَيْئًا اِلَّا وَهُوَ يَقْرَؤُهُ.

অর্থ : "আলকামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট বসে ছিলাম এমতাবস্থায় খাব্বাব বিন আরাত রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে বলতে লাগল! হে আবু আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উপাধি। তারা অর্থাৎ আপনার ছাত্ররাও কি আপনার মতো কোরআন তেলাওয়াত করতে পারে? আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল: হ্যাঁ, যদি তুমি বল তাহলে আমি তাদের মধ্য থেকে একজনকে বলব যে, সে তোমাকে কোরআন শুনাবে, খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল: হ্যাঁ বল। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আলকামা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলল: পড়, আলকামা রাদিয়াল্লাহু আনহু সূরা মারইয়ামের পঞ্চাশ আয়াত তেলাওয়াত করে শুনাল, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু কে জিজ্ঞেস করল বল, পড়া কেমন? খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল: খুব সুন্দর। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল: আমি যেভাবে তেলাওয়াত করি আলকামাও ঐভাবেই তেলাওয়াত করে"। (বোখারী-৪৩৯১)

মাসআলা-২৭৩ : সাহাবাগণের কোরআন তেলাওয়াত নিয়ে ব্যস্ততা:

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رِعْلًا وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِيْ لَحْيَانَ اسْتَمَدُّوْا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى عَدُوٍّ فَاَمَدَّهُمْ بِسَبْعِيْنَ مِنَ الْاَنْصَارِ كُنَّا نُسَمِّيْهِمِ الْقُرَّاءَ فِيْ زَمَانِهِمْ كَانُوْا يَحْتَطِبُوْنَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّوْنَ بِاللَّيْلِ.

Content

অর্থ : "আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রে'ল, যাকওয়ান, আসিয়া এবং লাহিয়ান বংশ তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সাহায্য চাইল, তিনি তখন সত্তরজন আনসার সাহাবীকে পাঠালেন, তাদেরকে সাহায্য করার জন্য। আমরা ঐ সত্তার জন সাহাবীকে তখনো ক্বারী (কোরআন তেলাওয়াতকারী) বলতাম, তারা দিনের বেলায় কাঠ সংগ্রহ করত (যেন তা বিক্রি করে তাদের প্রয়োজন মিটাতে পারে) আর রাতে নামায আদায় করত। (নফল নামাযে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে কোরআন তেলাওয়াত করত" । (বোখারী-৪০৯০)

মাসআলা-২৭৪ : আব্দুল্লাহ বিন কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর তেলাওয়াত শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উৎসাহিত করলেন।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَسْجِدَ فَسَمِعَ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقِيْلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ لَقَدْ اُوْتِيَ هٰذَا مِنْ مَزَامِيْرِ اٰلِ دَاوُدَ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে এক ব্যক্তির কোরআন তেলাওয়াত শুনতে পেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন যে, এটা কে? সাহাবাগণ বলল: এটা আব্দুল্লাহ বিন কায়েস, তিনি বললেন: সে এই স্বর দাউদ আলাইহিস সালাম থেকে প্রাপ্ত হয়েছে। (ইবনু মাজাহ-১৩৪১)

মাসআলা-২৭৫ : সালেম রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর তেলাওয়াত শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রশংসা এবং গুণগান করলেন:

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ اَبْطَاْتُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ . ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ (اَيْنَ كُنْتِ ؟) قُلْتُ كُنْتُ اَسْتَمِعُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِكَ لَمْ اَسْمَعْ مِثْلَ قِرَاءَتِهِ وَصَوْتِهِ مِنْ اَحَدٍ . قَالَتْ فَقَامَ وَقُمْتُ مَعَهُ حَتّٰى اسْتَمَعَ لَهُ . ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَيَّ فَقَالَ (هٰذَا سَالِمٌ مَوْلٰى اَبِيْ حُذَيْفَةَ . اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِيْ اُمَّتِيْ مِثْلَ هٰذَا)

অর্থ : "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকাবস্থায় এক রাতে এশার পরে আমি দেরী করে

www.Quraneralo.com

Content

ঘরে ফিরলাম, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন কোথায় ছিলে? আমি বললাম: আপনার সাহাবীগণের মধ্যে এক ব্যক্তির কোরআন তেলাওয়াত শুনছিলাম, আমি অনুরূপ সুমধুর কণ্ঠের কোরআন তেলাওয়াত মনোযোগ দিয়ে তেলাওয়াত শুনছিলাম। এরপর তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন: এটা আবু হুযাইফার আযাদকৃত দাস সালেম, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা যে তিনি আমার উম্মতের মাঝে এ ধরনের সুললিত কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করার মতো লোক সৃষ্টি করেছেন"। (ইবনু মাযা-১৩৩৮)

মাসআলা-২৭৬ : যুবক সাহাবাগণের মাঝে কোরআন তেলাওয়াত এবং তা মুখস্থ করার আগ্রহ।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ قَالَ جَمَعْتُ الْقُرْآنَ فَقَرَأْتُهُ فِيْ لَيْلَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنِّيْ اَخْشَى اَنْ يَطُوْلَ عَلَيْكَ الزَّمَانُ وَاَنْ تَمَلَّ اقْرَأْ بِهِ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ اَيْ رَسُوْلَ اللهِ دَعْنِيْ اَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِيْ وَمِنْ شَبَابِيْ قَالَ اقْرَأْ بِهِ فِيْ عِشْرِيْنَ قُلْتُ اَيْ رَسُوْلَ اللهِ دَعْنِيْ اَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِيْ وَمِنْ شَبَابِيْ قَالَ اقْرَأْ بِهِ فِيْ عَشْرٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ دَعْنِيْ اَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِيْ وَمِنْ شَبَابِيْ قَالَ اقْرَأْ بِهِ فِيْ كُلِّ سَبْعٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ دَعْنِيْ اَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِيْ وَمِنْ شَبَابِيْ فَاَبَى.

অর্থ : "আব্দুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি কোরআন মজীদ মুখস্থ করলাম এবং রাতভর তা খতম করতাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার ভয় হচ্ছে যে, তোমাদের বয়স বৃদ্ধি পেলে তখন তোমরা ক্লান্ত হয়ে যাবে, তাই একমাসে খতম কর, আমি বললাম: আমাকে আমার শক্তি এবং যৌবনকাল থেকে উপকৃত হওয়ার অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ঠিক আছে তাহলে দশ দিনে খতম কর, আমি আবার বললাম: আমাকে আমার শক্তি এবং যৌবন কাল থেকে উপকৃত হওয়ার অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তাহলে সাত দিনে খতম কর, আমি তৃতীয়বার বললাম: আমাকে আমার শক্তি এবং যৌবনকাল থেকে উপকৃত হওয়ার অনুমতি দিন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেয়ে কম সময়ে কোরআন খতম করতে নিষেধ করেছেন"।

(ইবনে মাজাহ-১৩৪৬)

www.Quraneralo.com

মাসআলা-২৭৭ : তায়েফের প্রতিনিধিদের মধ্যে যুবক সাহাবী ওসমান বিন আবুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু সূরা বাকারা সম্পূর্ণ মুখস্থ করেছিলেন, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে গভর্নর করলেন।

عَنْ اَوْسٍ رضي الله عنه قَالَ سَاَلْتُ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ تُحَزِّبُوْنَ الْقُرْاٰنَ قَالُوْا نُحَزِّبُهُ ثَلَاثَ سُوَرٍ وَخَمْسَ سُوَرٍ وَسَبْعَ سُوَرٍ وَتِسْعَ سُوَرٍ وَاِحْدٰى عَشْرَةَ سُوْرَةً وَثَلَاثَ عَشْرَةَ سُوْرَةً وَحِزْبَ الْمُفَصَّلِ مِنْ قَافْ حَتّٰى يُخْتَمَ.

অর্থ : "আউস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমি সাহাবাগণকে জিজ্ঞেস করলাম আপনারা কিভাবে কোরআন খতম করেন? তারা উত্তরে বলল: প্রথম দিন তিন সূরা, দ্বিতীয় দিন পাঁচ সূরা, তৃতীয় দিন সাত সূরা, চতুর্থ দিন নয় সূরা, পঞ্চম দিন এগার সূরা, ৬ষ্ঠ দিন তের সূরা, সপ্তম দিন শেষ মনযিল"। (অর্থাৎ: সাত দিনে সম্পূর্ণ কোরআন খতম করত)। (ইবনে মাজাহ-১৩৪৫)

মাসআলা-২৭৮ : আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু জিবরীল আলাইহিস সালাম-এর মতো কোরআন তেলাওয়াত করতেন।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما بَشَّرَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَقْرَاَ الْقُرْاٰنَ غَضًّا كَمَا اُنْزِلَ فَلْيَقْرَاْهُ عَلٰى قِرَاءَةِ ابْنِ اُمِّ عَبْدٍ

অর্থ : "আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আবু বকর এবং ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন যে, নবী ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি কোরআন মজীদ এভাবে সুন্দর পদ্ধতিতে যেভাবে তা অবতীর্ণ হয়েছে তেলাওয়াত করতে চায় তাহলে তার উচিত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ন্যায় তেলাওয়াত করা"। (ইবনে মাজাহ-১৩৮)

মাসআলা-২৭৯ : সূরা মুরসালাত অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ থেকে শুনে তা মুখস্থ করে নিয়েছিল।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَارٍ اِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتِ فَتَلَقَّيْنَاهَا مِنْ فِيْهِ وَاِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا اِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ اُقْتُلُوْهَا قَالَ فَابْتَدَرْنَاهَا فَسَبَقَتْنَا قَالَ فَقَالَ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيْتُمْ شَرَّهَا

অর্থ : "আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আমরা মিনার একটি গর্তে ছিলাম, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর সূরা মুরসালাত নাযিল হলো, আমরা তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখে শুনে মুখস্থ করে নিলাম, তিনি সূরা মুরসালাত তেলাওয়াত করছিলেন, এমতাবস্থায় একটি সাপ বের হলো তিনি বললেন: সাপটিকে মেরে ফেল। আমরা সাপটিকে মারতে গেলে সাপটি গর্ত ঢুকে গেল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: সাপটি তোমাদের আক্রমণ থেকে বেঁচে গেল আর তোমরাও সাপের আক্রমণ থেকে বেঁচে গেলে"। (বোখারী-৪৯৩১)

মাসআলা-২৮০ : আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, সালেম, মোয়ায বিন জাবাল এবং উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের জীবনকে কোরআন শিখা এবং শিখানোর জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَبَدَأَ بِهِ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ

অর্থ : "আব্দুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: তোমরা চার জনের কাছ থেকে কোরআন শিক্ষা কর, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, সালেম, মুয়ায বিন জাবাল এবং উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু"। (বোখারী-৩৮০৮)

মাসআলা-২৮১ : ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আযাব সম্পর্কিত আয়াতের তেলাওয়াত।

قَرَءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه سُوْرَةَ الطُّوْرِ حَتّٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى (إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ) فَبَكٰى وَاشْتَدَّ بُكَاؤُهُ حَتّٰى مَرِضَ وَعَادُوْهُ.

অর্থ : "ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু সূরা তূরের এই আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন, যে "যখন তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী"। (তূর-৭) তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন, এমনকি কাঁদতে কাঁদতে অসুস্থ হয়ে গেলেন, আর লোকেরা তখন তাকে দেখতে গেল"।

www.Quraneralo.com

মাসআলা-২৮২ : সূরা মারইয়ামের একটি আয়াত স্মরণ হলে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা বে-হুশ হয়ে গেলেন।

عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ وَاضِعًا رَاْسَهُ فِيْ حِجْرِ اِمْرَاَتِهِ، فَبَكٰى، فَبَكَتْ اِمْرَاَتُهُ قَالَ مَا يُبْكِيْكِ؟ قَالَتْ: رَاَيْتُكَ تَبْكِيْ فَبَكَيْتَ. قَالَ: اِنِّيْ ذَكَرْتُ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: { وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا } . فَلَا اَدْرِيْ اَاَنْجُوْ مِنْهَا اَمْ لَا؟

অর্থ : "কায়েস বিন আবু হাযেম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু তার স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে কাঁদছিল, তার স্ত্রীও কাঁদতে লাগল, সে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল যে, তুমি কেন কাঁদছ? সে বলল: তোমাকে কাঁদতে দেখে আমিও কাঁদতেছি। আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা বলল: আল্লাহর এই বাণী আমার মনে পড়ে গেল যে, তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই যে, তা (জাহান্নাম) অতিক্রম করবে না"।

(সূরা মারইয়াম : আয়াত-৭১)

আমি জানি না যে, আমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাব কি পাব না"।

(ইবনে কাসীর-৭৭১ তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ১৩৩)

মাসআলা-২৮৩ : নারীদের কোরআন শ্রবণের আগ্রহ:

عَنْ اُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ وَاَنَا عَلٰى عَرِيْشِيْ.

অর্থ : "উম্মু হানী বিনতু আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি রাতে আমার ঘরের ছাদে উঠে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোরআন তেলাওয়াত শুনতাম"। (ইবনু মাজাহ-১৩৪৯)

মাসআলা-২৮৪ : উম্মু হিশাম রাদিয়াল্লাহু আনহু জুমার খুতবায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ থেকে সূরা কাফ শুনে শুনে মুখস্থ করে নিয়েছিল।

عَنْ اُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ تَنُّوْرُنَا وَتَنُّوْرُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَاحِدًا سَنَتَيْنِ اَوْ سَنَةً وَبَعْضَ سَنَةٍ وَمَا اَخَذْتُ (ق

وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ) اِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَؤُهَا كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ اِذَا خَطَبَ النَّاسَ

অর্থ : "হিশাম বিনতু হারেসা বিন নুমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিন মিম্বরে উঠে মানুষের মাঝে খুতবা দেয়ার সময় তাঁর মুখ থেকে সূরা কাফ শুনে শুনে মুখস্থ তা করে নিয়েছি"। (মুসলিম-২০৫২)

মাসআলা-২৮৫ : কোরআন মুখস্থ এবং তেলাওয়াত করার প্রতি নারীদের আগ্রহ।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ اِنَّ اُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ (وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا) فَقَالَتْ يَا بُنَيَّ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِيْ بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّوْرَةَ اِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ.

অর্থ : "আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: (তার মা) উম্মু ফযল বিনতু হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে সূরা মুরসালাত তেলাওয়াত করতে শুনতে পেয়ে বলল: হে আমার সন্তান! তুমি এই সূরাটি ক্বেরাত করে তেলাওয়াত করে আমাকে আমার ভুলে যাওয়া সূরাটি স্মরণ করালে, এটি ঐ সূরা, যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মাগরিবের নামাযে সর্বশেষ তেলাওয়াত করতে শুনেছি"। (মুসলিম-১০৬১, ৪৬২)

মাসআলা-২৮৬ : উম্মু ওরাকা বিনতু নাওফাল কোরআন মজীদের হাফেয ছিল।

عَنْ اُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ نَوْفَلٍ رضي الله عنها اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا غَزَا بَدْرًا قَالَتْ قُلْتُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ائْذَنْ لِيْ فِي الْغَزْوِ مَعَكَ اُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَرْزُقَنِيْ شَهَادَةً. قَالَ « قِرِّيْ فِيْ بَيْتِكِ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَرْزُقُكِ الشَّهَادَةَ ». قَالَ فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيْدَةُ. قَالَ وَكَانَتْ قَدْ قَرَاَتِ الْقُرْآنَ فَاسْتَاْذَنَتِ النَّبِيَّ ﷺ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْ دَارِهَا مُؤَذِّنًا فَاَذِنَ لَهَا.

অর্থ : "উম্মু ওরাকা বিনতু নাওফাল রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বদরের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ

আমাকে আপনার সাথে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিন, আমি অসুস্থদের সেবা করব, হয়তো এই ওসিলায় আল্লাহ আমাকে শাহাদাতের মর্যাদা দিবেন। তিনি বললেন : তুমি তোমার ঘরে অবস্থান কর, তোমাকে আল্লাহ শাহাদাতের মর্যাদা দিবেন, বর্ণনাকারী বলেন : উম্মু ওরাকা কোরআনের হাফেয ছিল তাই তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-নিকট আবেদন করল যেন তাকে ঘরে মহিলাদের নামাযের মুয়াযিযন হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়, তখন তিনি তাকে অনুমতি দিলেন"। (আবু দাউদ-৫৯১)

মাসআলা-২৮৭ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কোরআন তেলাওয়াত এবং পরকালের চিন্তা।

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ اِذَا غَدَوْتُ اَبَدًا بَيْتِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَغَدَوْتُ يَوْمًا فَاِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تَقْرَاُ (فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوْمِ) وَتَدْعُوْ وَتَبْكِيْ وَتُرَدِّدُهَا فَقُمْتُ حَتّٰى مَلَلْتُ الْقِيَامَةِ فَذَهَبْتُ اِلَى السُّوْقِ لِحَاجَتِيْ ثُمَّ رَجَعْتُ فَاِذَا هِيَ قَائِمَةٌ كَمَا هِيَ تُصَلِّيْ وَتَبْكِيْ.

অর্থ : "ওরওয়া তার পিতা যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন : যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন সকালে ঘর থেকে বের হতো তখন প্রথমে নিজের খালা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ঘরে এসে তাকে সালাম দিত, একদা আমি ঘর থেকে বের হলাম এবং অভ্যাস মোতাবেক সালাম দেয়ার জন্য আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ঘরে গেলাম তখন তিনি নামাযরত ছিলেন এবং কোরআন মজীদের এই আয়াত "অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে অগ্নি শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন"। (সূরা তূর : আয়াত-২৭)

তেলাওয়াত করছিল, এই আয়াতটি বারবার তেলাওয়াত করছিল আর কাঁদছিল, আমি তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকলাম, এমনকি আমি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে গেলাম, তাই তখন কোন কাজে আমি বাজারে চলে গেলাম, ফিরে এসে দেখলাম তখনো আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নামাযে দাঁড়িয়ে ছিল, আর ঐ আয়াতটি বারবার তেলাওয়াত করে কাঁদছিল"।

(ইমাম ইবনু যাওযী লিখিত সাফওয়াতুস সাফওয়া)।

www.Quraneralo.com

মাসআলা-২৮৮ : একজন মহিলা সাহাবীর ঈর্ষান্বি কোরআনের জ্ঞান।

عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ. قَالَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ امْرَاَةً مِنْ بَنِيْ اَسَدٍ يُقَالُ لَهَا اُمُّ يَعْقُوْبَ وَكَانَتْ تَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ فَاَتَتْهُ فَقَالَتْ مَا حَدِيْثٌ بَلَغَنِيْ عَنْكَ اَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ وَمَا لِيَ لَا اَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَقَالَتِ الْمَرْاَةُ لَقَدْ قَرَاْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ. فَقَالَ لَئِنْ كُنْتِ قَرَاْتِيْهِ لَقَدْ وَجَدْتِيْهِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا) فَقَالَتِ الْمَرْاَةُ فَاِنِّيْ اَرٰى شَيْئًا مِنْ هٰذَا عَلَى امْرَاَتِكَ الْاٰنَ. قَالَ اذْهَبِيْ فَانْظُرِيْ. قَالَ فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَاَةِ عَبْدِ اللهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا فَجَاءَتْ اِلَيْهِ فَقَالَتْ مَا رَاَيْتُ شَيْئًا. فَقَالَ اَمَا لَوْ كَانَ ذٰلِكِ لَمْ نُجَامِعْهَا.

অর্থ : "আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহ তায়ালা শরীরে উল্কি অঙ্কনকারিণী, সুন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দাঁত ঘর্ষণকারিণী, চোখেরপাতা বা ভ্রুর চুল উৎপাটনকারিণী এবং এভাবে আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তনকারিণীদের প্রতি লা'নত করেছেন, আসাদ বংশের জনৈকা মহিলা উম্মু ইয়াকুব একথা শুনল, সেও কোরআন অধ্যয়ন করত। সে ইবনু মাসউদের নিকট আসল এবং তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : যাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেন তাকে আমি কেন লা'নত করব না? আর তা আল্লাহর কিতাবেও বিদ্যমান আছে। ঐ মহিলা বলল : আমি আমার মুখস্থকৃত সমগ্র কোরআন পাঠ করেছি, কিন্তু আমি কোথাও এ কথা পাই নাই। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল : যদি তুমি মনোযোগ দিয়ে কোরআন তেলাওয়াত করতে তাহলে তুমি তা পেতে। "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

www.Quraneralo.com

তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং মোতাদেরকে যা থেকে নিষেধ করে তা থেকে তোমরা বিরত থাক"। তখন ঐ মহিলা বলল: এই বিষয়গুলোর মধ্যে কিছু কাজ তোমার স্ত্রীও করছে, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল: যাও দেখে আস, সে গেল কিন্তু তার স্ত্রীর মাঝে কিছু পেল না, তখন সে ফিরে এসে বলল : ঐ বিষয়গুলোর কোন কিছু আমি তোমার স্ত্রীর মাঝে পাই নাই। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল : যদি সে এমন কিছু করত তাহলে আমি তার সাথে সহবাস করতাম না"। (মুসলিম-৫৬৯৫, ২১২৫)

মাসআলা-২৮৯ : বাচ্চাদের মাঝে কোরআন মুখস্থ এবং তেলাওয়াতের আগ্রহ।

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ رضي الله عنه قَالَ كُنَّا بِمَاءٍ مَمَرَّ النَّاسِ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ فَنَسْأَلُهُمْ مَا لِلنَّاسِ مَا لِلنَّاسِ مَا هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُونَ يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ أَوْحَى إِلَيْهِ أَوْ أَوْحَى اللهُ بِكَذَا فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلَامَ وَكَأَنَّمَا يُقَرُّ فِي صَدْرِي وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلَامِهِمُ الْفَتْحَ فَيَقُولُونَ اتْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ جِئْتُكُمْ وَاللهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَقًّا فَقَالَ صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ.

অর্থ : "আমর বিন সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাদের ঘর নদীর পাশে ছিল যেখান দিয়ে পথিকরা পথ অতিক্রম করত। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করতাম যে, মদীনার লোকদের কী অবস্থা? এবং ঐ ব্যক্তি অর্থাৎ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কী অবস্থা? লোকেরা বলত : ঐ ব্যক্তি দাবি করছে যে, সে আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর উপর এই অহী অবতীর্ণ হচ্ছে। আমি অহীর বাণীসমূহ মুখস্থ করে নিতাম যেন কেউ আমার বুকে

www.Quraneralo.com

তা স্থাপন করে দিয়েছে। আরবরা ঈমান আনার ব্যাপারে মক্কা বিজয়ের জন্য অপেক্ষা করছিল আর বলছিল: ঐ ব্যক্তি এবং তার জাতিকে ঐ অবস্থায় থাকতে দাও, যদি সে তাঁর স্বজাতির উপর বিজয় লাভ করে তাহলে সে সত্য নবী, অতঃপর যখন মক্কা বিজয় হলো তখন প্রত্যেক বংশ ইসলাম গ্রহণ করার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করল। আমার পিতা তার জাতির সাথে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য তাড়াহুড়া করছিল, যখন সে নবী ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করে আসল তখন বলতে লাগল আল্লাহর কসম! আমি সত্য নবীর সাথে সাক্ষাৎ করে এসেছি, তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, ওমুক নামায ওমুক সময় এবং ওমুক নামায ওমুক সময় আদায় কর। যখন নামাযের সময় হবে তখন তোমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি আযান দিবে, আর যে কোরআন সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখে সে ইমামতি করবে। আমার জাতির লোকেরা দেখল যে আমার চেয়ে অধিক আর কেউ কোরআনের জ্ঞান রাখে না, কেননা আমি মুসাফিরদের কাছ থেকে শুনে শুনে কোরআন সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে নিয়েছি। তাই তারা আমাকে ইমাম নির্ধারণ করল, তখন আমার বয়স ছিল ছয় বা সাত বছর"।

(বোখারী-৪৩০২, ৪০৫১)

মাসআলা-২৯০ : ক্রীতদাসের মধ্যে কোরআন তেলাওয়াত এবং মুখস্থের আগ্রহ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه اَنَّهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ نَزَلُوا الْعُصْبَةَ قَبْلَ مَقْدَمِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى اَبِيْ حُذَيْفَةَ وَكَانَ اَكْثَرَهُمْ قُرْاٰنًا

অর্থ : " আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদীনায় আগমনের পূর্বে মুহাজিরগণের প্রথম কাফেলা যখন ওসবা (কোবার নিকটবর্তী একটি ছোট জনবসতিতে) আসল তখন তাদের ইমামতি করত আবু হুযাইফার আযাদকৃত গোলাম সালেম। কেননা সে সবচেয়ে বেশি কোরআন মুখস্থ করেছিল"। (আবু দাউদ-৫৮৮)

www.Quraneralo.com

Content

কোরআন শিক্ষা করার পর যে কোরআন অনুযায়ী আমল করে না তার শাস্তি

মাসআলা-২৯১ : যে ব্যক্তি গৌরব করার জন্য বা নিজেকে বড় বলে জাহির করার জন্য কোরআনের জ্ঞান অর্জন করল তার জন্য জাহান্নাম।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ (لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوْا بِهِ الْعُلَمَاءَ وَلَا لِتُمَارُوْا بِهِ السُّفَهَاءَ وَلَا تَخَيَّرُوْا بِهِ الْمَجَالِسَ . فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَالنَّارُ النَّارُ.

অর্থ : "জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আলেমদের উপর গৌরব করার জন্য জ্ঞান অর্জন করবে না বা অজ্ঞদের সাথে ঝগড়া করার জন্য জ্ঞান অর্জন করবে না বা বৈঠকে বড় সাজার জন্য জ্ঞান অর্জন করবে না। আর যে তার করবে তার জন্য জাহান্নাম"।

(ইবনু মাজাহ-২৫৪)

মাসআলা-২৯২ : কোরআন শিক্ষাকারী এবং ঐ অনুযায়ী আমল না কারীর ঠোঁট জাহান্নামে আগুনের কাঁচি দিয়ে কাঁটা হবে।

عَنْ اَنَسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَتَيْتُ لَيْلَةَ اَسْرِىَ بِيْ عَلٰى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَارٍ كُلَّمَا قُرِضَتْ وَفَتْ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَنْ هٰؤُلَاءِ قَالَ : هٰؤُلَاءِ خُطَبَاءُ اُمَّتِكَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ وَيَقْرَؤُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَلَا يَعْمَلُوْنَ بِهِ.

অর্থ : "আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মি'রাজের রাতে আমি এমন এক জাতির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম যাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছিল। আবার পরক্ষণেই তা ভালো হয়ে যাচ্ছিল, এরপর আবার তা কাটা হচ্ছিল, আমি জিবরীল আলাইহিস সালাম কে জিজ্ঞেস করলাম এরা কোন লোক সে বললঃ এরা আপনার উম্মতের ঐ সমস্ত বক্তা যারা অপরকে ওয়াজ করত কিন্তু নিজেরা আমল করত না আল্লাহর কিতাব পড়ত কিন্তু সে অনুযায়ী আমল করত না"।

(কানযুল উম্মাল-৩১৮৫৬)

www.Quraneralo.com

Content

মাসআলা-২৯৩ : অপরকে কোরআন শিখানো এবং শিখার জন্য বলা আর নিজে কোরআন অনুযায়ী আমল না করার বেদনাদায়ক পরিণতি:

عَنْ أُسَامَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيَدُوْرُ كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُوْنَ أَيْ فُلَانُ مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَا آتِيْهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيْهِ.

অর্থ : "ওসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : এক ব্যক্তিকে এনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তার নাড়ীভুঁড়ি বের হয়ে আসবে। অতঃপর যেভাবে গাধা চাক্কির চতুর্পার্শ্বে ঘুরে এমনিভাবে ঐ ব্যক্তি তার নাড়িভুঁড়ির চতুর্পার্শ্বে ঘুরবে। জাহান্নামবাসী তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবে হে ওমুক তোমার কী হয়েছে? তুমি তো আমাদেরকে ভালো কাজের নির্দেশ দিতে আর খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করতে? সে উত্তরে বলবে: হ্যাঁ আমি তোমাদেরকে ভালো কাজের নির্দেশ দিতাম কিন্তু নিজে ভালো কাজ করতাম না, আর তোমাদেরকে খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করতাম কিন্তু নিজে খারাপ কাজ করতাম"। (বোখারী-৩২৬৭, ৩০৯৪)

মাসআলা-২৯৪ : পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে কোরআন তেলাওয়াত কারীদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিন্দা করেছেন।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمًا وَنَحْنُ نَقْتَرِئُ فَقَالَ « اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كِتَابُ اللهِ وَاحِدٌ وَفِيْكُمُ الْأَحْمَرُ وَفِيْكُمُ الْأَبْيَضُ وَفِيْكُمُ الْأَسْوَدُ اِقْرَءُوْهُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَهُ أَقْوَامٌ يُقِيْمُوْنَهُ كَمَا يُقَوَّمُ السَّهْمُ يُتَعَجَّلُ أَجْرُهُ وَلَا يُتَأَجَّلُهُ.

অর্থ : "সাহল বিন সা'দ সায়েদী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসলেন, আমরা তখন কোরআন মজীদ

www.Quraneralo.com

তেলাওয়াত করছিলাম। তিনি বললেন : আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা, তাঁর কিতাব এক, আর তোমাদের তেলাওয়াতকারীদের মধ্যে কাল এবং লাল বর্ণের লোক রয়েছে, তাই তা ভালো করে তেলাওয়াত কর। এমন লোকদের আগমনের পূর্বে যারা কোরান মজীদ এমনভাবে পরিপাটি করে তেলাওয়াত করবে যেমন তীরকে পরিপাটি করে রাখা হয়। কিন্তু তারা এর প্রতিদান পরকালের পরিবর্তে পৃথিবীতেই হাসিল করে নিবে"।

(আবু দাউদ-৮৩১)

মাসআলা-২৯৫ : যে ব্যক্তি আমল না করে পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে কোরআনের জ্ঞান অর্জন করবে সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ اِلَّا لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে এমন জ্ঞান অর্জন করল যার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি আশা করা যায়, সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না"। (ইবনে মাজাহ-২৫২)

মাসআলা-২৯৬ : প্রশংসা কুড়ানোর উদ্দেশ্যে কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করা, শিক্ষা দেয়া, কোরআন অনুযায়ী আমল না কারীকে কিয়ামতের দিন উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَاُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى اسْتُشْهِدْتُ. قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِاَنْ يُقَالَ جَرِيْءٌ. فَقَدْ قِيْلَ. ثُمَّ اُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهِ حَتّٰى اُلْقِيَ فِي النَّارِ

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ফায়সালা করা হবে, এমন এক ব্যক্তির যে জ্ঞান অর্জন করেছে এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছে। কোরআন

www.Quraneralo.com

শিক্ষা করেছে। তাকে উপস্থিত করা হবে, আল্লাহ তাকে দেয়া নিয়ামতসমূহের কথা তাকে স্মরণ করাবেন সে তা স্বীকার করবে, তখন আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন এই নিয়ামতসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তুমি কি করেছ? সে বলবে: আমি নিজে জ্ঞান অর্জন করেছি এবং তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য মানুষকে কোরআন তেলাওয়াত করে শুনিয়েছি। আল্লাহ বলবেন: তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি এজন্য কোরআন তেলাওয়াত করে শুনিয়েছ যেন লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলে (কোরআন সুন্দর করে তেলাওয়াতকারী) আর পৃথিবীতে তোমাকে ক্বারী বলা হয়েছে, এরপর নির্দেশ দেয়া হবে যেন তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়"। (মুসলিম-৫০৩২, ১৯০৫)

মাসআলা-২৯৭ : মুনাফেকী নিয়ে কোরআন তেলাওয়াতকারী এবং সে অনুযায়ী আমল না কারী গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে।

عَنْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هٰذَا قَوْمٌ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ رَطْبًا لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

অর্থ : "আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (কোন এক মুনাফেক সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন:) তার বংশ থেকে এমন লোক জন্ম নিবে যে, কোরআন মজীদ সুন্দর করে তেলাওয়াত করবে কিন্তু কোরআন মজীদ তার গলার অভ্যন্তরে যাবে না, সে দ্বীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়"। (বোখারী-৪৩৫১, ৪০৯৪)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَكْثَرُ مُنَافِقِيْ أُمَّتِيْ قُرَّاؤُهَا.

অর্থ : "আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মতের অধিকাংশ মুনাফেক্বারীরা (কোরআন তেলাওয়াতকারীরা)"। (আহমদ-৬৬৩৭)

www.Quraneralo.com

Content

মাসআলা-২৯৮ : কোরআন মজীদের জ্ঞান অর্জন করার পর তা প্রত্যাখ্যান করা বা সে অনুযায়ী আমল না কারীর মাথা জাহান্নামে বার বার পাথর দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করা হবে।

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعْنِيْ مِمَّا يُكْثِرُ اَنْ يَقُوْلَ لِاَصْحَابِهِ (هَلْ رَاٰى اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا) . قَالَ فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللهُ اَنْ يَقُصَّ وَاِنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ (اِنَّهُ اَتَانِي اللَّيْلَةَ اٰتِيَانِ وَاِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِيْ وَاِنَّهُمَا قَالَا لِيْ انْطَلِقْ وَاِنِّيْ انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا وَاِنَّا اَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ وَاِذَا اٰخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ وَاِذَا هُوَ يَهْوِيْ بِالصَّخْرَةِ لِرَاْسِهِ فَيَثْلَغُ رَاْسَهُ فَيَتَهَدْهَدُهُ الْحَجَرُ هَا هُنَا فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَاْخُذُهُ فَلَا يَرْجِعُ اِلَيْهِ حَتّٰى يَصِحَّ رَاْسُهُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِهِ مَرَّةَ الْاُوْلٰى قَالَ قُلْتُ لَهُمَا سُبْحَانَ اللهِ مَا هٰذَانِ قَالَ قَالَا لِيْ فَاِنَّهُ الرَّجُلُ يَاْخُذُ الْقُرْاٰنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ.

অর্থ : "সামুরা বিন জুন্দাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : (ফজরের নামাযের পর) অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণকে জিজ্ঞেস করতেন যে কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি না? এরপর আল্লাহর ইচ্ছায় কোন ব্যক্তি তার স্বপ্নের কথা বলত, তখন তিনি তার ব্যাখ্যা করতেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলেন যে, গতকাল আমার নিকট দু'জন ফেরেশতা এসেছিল তারা আমাকে উঠিয়ে বলল : চল! আমি তাদের সাথে চললাম, আমরা এমন এক লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম যে শুয়ে ছিল আর একজন ফেরেশতা তার মাথার পাশে পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ফেরেশতা তার মাথায় পাথর নিক্ষেপ করছিল এতে তার মাথা ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাচ্ছিল, পাথর তার মাথায় আঘাত করে অন্য প্রান্তে গিয়ে পড়ছে আর এভাবে ফেরেশতার হাতের পাথরগুলো শেষ হলে সে আবার গিয়ে পাথরগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আসছে, ইতোমধ্যে তার মাথা ভালো হয়ে যাচ্ছে। এরপর আবার ফেরেশতা পাথর মেরে তার মাথা যখম করে দিচ্ছে, এভাবে ধারাবাহিকভাবে চলছিল। আমি ফেরেশতাদের

www.Quraneralo.com

Content

জিজ্ঞেস করলাম, সুবহানাল্লাহ্! এরা কারা? আমার সাথের ফেরেশতারা বলল: তারা ঐ লোক যারা কোরআনের জ্ঞান অর্জন করছে, এরপর তা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ফরয নামায আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকে"।

(বোখারী-৬৬৪০)

যে ব্যক্তি নিজের অভিমত দিয়ে কোরআনের ব্যাখ্যা করে

মাসআলা-২৯৯ : কোরআন মজীদ সম্পর্কে এমন কোন কথা বলা যা ইসলামের বিপরীত তা ঐ ব্যক্তিকে জাহান্নামের হকদার বানিয়ে দেয়।

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيٓ ءَايَٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَآ ۗ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِى النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِيٓ ءَامِنًا يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ ۚ اعْمَلُوا۟ مَا شِئْتُمْ ۖ إِنَّهُۥ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ـ

অর্থ : "যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তারা আমার কাছে গোপন নয়। শ্রেষ্ঠ কে? যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে না যে, কিয়ামতের দিন নিরাপদে থাকবে! তোমাদের যা ইচ্ছা তা তোমরা কর, তোমরা যা কর তিনি তার দ্রষ্টা"। (সূরা হা-মীম সাজদা-৪০)

মাসআলা-৩০০ : কোরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা নিজের মনমত করা আল্লাহর গজবে নিপতিত করে।

الَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِيٓ ءَايَٰتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَٰنٍ أَتَىٰهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ـ

অর্থ : "যারা নিজেদের নিকট কোন দলিল প্রমাণ না থাকলেও আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয় তাদের এ কর্ম আল্লাহ এবং মুমিনদের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণার, এভাবে আল্লাহ প্রত্যেক উদ্দভূত এবং স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়ে মোহর মেরে দেন'। (সূরা মুমিন-৩৫)

মাসআলা-৩০১ : কোরআন মজীদের মূল ব্যাখ্যা পরিহার করে ভুল ব্যাখ্যা করা, সালফে সালেহীনদের তাফসীর থেকে সরে গিয়ে নতুন নতুন ভাব তৈরি করা পূর্ব এবং পরবর্তী থেকে বিচ্ছিন্ন করে আয়াতের অর্থ করা এবং নিজের মনমত আয়াতের ব্যাখ্যা করা কুফরী।

www.Quraneralo.com

Content

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْمِرَاءُ فِي الْقُرْاٰنِ كُفْرٌ».

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: কোরআন নিয়ে (কোরআনের অর্থ করতে গিয়ে) ঝগড়া করা কুফরী"।

(আবু দাউদ-৪৬০৫)

মাসআলা-৩০২ : কোরআন ও সুন্নাতের জ্ঞান ব্যতীত নিজের মনমত কোরআনের ব্যাখ্যাকারীর মুখে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পড়ানো হবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْاٰنِ بِغَيْرِ مَا يَعْلَمُ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ.

অর্থ : "ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যাকে দ্বীনের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করা হলো আর সে জেনে বুঝে তা গোপন করল কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পড়িয়ে উপস্থিত করা হবে। আর যে ব্যক্তি কোরআন সম্পর্কে বিনা জ্ঞানে বক্তব্য দিল কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পড়িয়ে উপস্থিত করা হবে"।

(আবু ইয়ালা-৪৬০৩)

কোরআনের কোন আয়াতকে অপছন্দ করার শাস্তি:

মাসআলা-৩০৩ : যে ব্যক্তি কোরআনের কোন একটি আয়াত, বিধান, নির্দেশ, বা ফায়সালাকে অপছন্দ করে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়:

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ۔ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ۔

অর্থ : "যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন, তা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করে, সুতরাং আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন"।

(সূরা মোহাম্মদ : আয়াত-৯)

www.Quraneralo.com

মাসআলা-৩০৪ : অপছন্দ, সন্দেহ এবং সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কোরআন গবেষণা করা যালেমদের কুফরী এবং পথভ্রষ্ঠতাকে আরো বৃদ্ধি করে।

وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا

অর্থ : "কিন্তু তা যালেমদের জন্য ক্ষতি বৃদ্ধি করে"।

(সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৮২)

وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى.

অর্থ : "কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কোরআন হবে তাদের জন্য অন্ধত্ব"। (সূরা হা-মীম সাজদা : আয়াত-৪৪)

কোরআনের আয়াত নিয়ে বিদ্রূপ করার পরিণতি

মাসআলা-৩০৫ : কোরআনের আয়াত নিয়ে বিদ্রূপ করার পরিণতি জাহান্নাম।

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَرُسُلِيْ هُزُوًا.

অর্থ : "জাহান্নাম ওটা, তাদের প্রতিফল, যেহেতু তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলি ও রাসূলদেরকে গ্রহণ করেছে বিদ্রূপের বিষয়রূপে"। (সূরা কাহাফ : আয়াত-১০৬)

মাসআলা-৩০৬ : কোরআনের আয়াত নিয়ে বিদ্রূপকারীদেরকে কিয়ামতের দিন লাঞ্ছিত এবং পদদলিত করার জন্য কোন ভুলে যাওয়া বিষয়ের ন্যায় করে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হবে।

وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ـ ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ـ

অর্থ : "আর বলা হবে আজ আমি তোমাদের ব্যাপারে বিস্মৃত হব যেমন তোমরা এই দিবসের সাক্ষাৎকারকে বিস্মৃত হয়েছিলে, তোমাদের

www.Quraneralo.com

আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। এটা এজন্য যে, তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে বিদ্রূপ করেছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল, সুতরাং আজ তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে না এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টার সুযোগ দেয়া হবে না"। (সূরা জাসিয়া : আয়াত-৩৪-৩৫)

মাসআলা-৩০৭ : কোরআনের আয়াত নিয়ে বিদ্রূপকারীদেরকে কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনাময় শাস্তি দেয়া হবেঃ

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ۔

অর্থ : "যখন আমার কোন আয়াত সে অবগত হয় তখন সে তা নিয়ে পরিহাস করে, তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি"। (সূরা জাসিয়া-৯)

মাসআলা-৩০৮ : কোরআনের আয়াত নিয়ে বিদ্রূপকারীদের ইহকাল এবং পরকালের বেদনাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে।

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوا السُّوْٓاٰى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ كَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ۔

অর্থ : "অতঃপর যারা মন্দ কর্ম করেছিল তাদের পরিণাম হবে মন্দ, কারণ তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করত এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত"। (সূরা রূম : আয়াত-১০)

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ** وَّ يَتَّخِذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ۔

অর্থ : "মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবসত আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করে নেয় এবং আল্লাহ প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাদেরই জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি"। (সূরা লোকমান : আয়াত-৬)

www.Quraneralo.com

মাসআলা-৩০৯ : নবী ﷺ এ যুগে কোরআন মজীদের আয়াত নিয়ে ঠাট্টাকারী মোরতাদ ব্যক্তির দৃষ্টান্তমূলক পরিণতি।

عَنْ اَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَجُلٌ نَصْرَانِيًّا فَاَسْلَمَ، وَقَرَاَ الْبَقَرَةَ، وَآلَ عِمْرَانَ فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَعَادَ نَصْرَانِيًّا فَكَانَ يَقُوْلُ: مَا يَدْرِىْ مُحَمَّدٌ اِلاَّ مَا كَتَبْتُ لَهُ فَاَمَاتَهُ اللهُ، فَدَفَنُوْهُ، فَاَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الاَرْضُ فَقَالُوْا: هٰذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَاَصْحَابِهِ لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ، نَبَشُوْا عَنْ صَاحِبِنَا فَاَلْقَوْهُ فَحَفَرُوْا لَهُ، فَاَعْمَقُوْا فَاَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الاَرْضُ فَقَالُوْا: هٰذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَاَصْحَابِهِ نَبَشُوْا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ فَاَلْقَوْهُ فَحَفَرُوا لَهُ، وَاَعْمَقُوْا لَهُ فِى الْاَرْضِ، مَا اسْتَطَاعُوْا فَاَصْبَحَ قَدْ لَفَظَتْهُ الْاَرْضُ فَعَلِمُوْا اَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ، فَاَلْقَوْهُ.

অর্থ : "আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একজন নাসারা মুসলমান হলো, এরপর সে সূরা বাকারা এবং সূরা আলে ইমরান মুখস্থ করল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশক্রমে ওহী লিখতে শুরু করল, কিন্তু পরবর্তীতে সে মোরতাদ হয়ে গিয়ে বলতে লাগল যে, মোহাম্মদ ﷺ তো কিছুই জানে না। আমি যা লিখে দেই সে শুধু তাই বলে। আল্লাহর ইচ্ছায় যখন সে মারা গেল তখন নাসারারা তাকে কবরস্ত করল। সকাল বেলা লোকেরা দেখতে পেল যে, তার লাশ বাহিরে পড়ে আছে। নাসারারা বলতে লাগল যে, এটা মোহাম্মদ এবং তাঁর সাথীদের কাজ, যেহেতু সে তাদের দ্বীন থেকে ফিরে এসেছে, তাই তারা তার লাশ মাটি খোঁড়ে বাহিরে বের করে রেখেছে। নাসারারা তার জন্য দ্বিতীয় বার কবর খনন করল আর তা প্রথমটির তুলনায় বেশি গভীর করল এবং দ্বিতীয় বার লাশ দাফন করল, যখন সকাল হলো তখন লোকেরা দেখতে পেল যে, তার লাশ আবার বাহিরে পড়ে আছে। নাসারারা আবার অপবাদ দিল যে, এটা মোহাম্মদ এবং তাঁর সাথীদের কাজ, যেহেতু সে তাদের দ্বীন ত্যাগ করেছে, তাই তারা তার লাশ মাটি খোঁড়ে বাহিরে বের করে রেখেছে। নাসারারা

www.Quraneralo.com

Content

তৃতীয়বার তার জন্য কবর খনন করল এবং এত গভীর করল যতটা গভীর করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল, এরপর ওখানে তার লাশ দাফন করল। কিন্তু সকালে দেখল যে, তার লাশ আবার বাহিরে পড়ে আছে, তখন তারা বুঝতে পারল যে, এটা মুসলমানদের কাজ নয় বরং আল্লাহর শাস্তি। তাই নাসারারা তার লাশ এভাবে পড়ে থাকতে দিল"। (বোখারী-৩৬১৭)

কোরআনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করার তার শাস্তি

মাসআলা-৩১০ : কোরআন মজীদের কোন আয়াত, কোন নির্দেশ বা কোন বিধানের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণের শাস্তি হলো জাহান্নাম।

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ؕ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ؕ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَ ظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ۔ يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَ لٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَ تَرَبَّصْتُمْ وَ ارْتَبْتُمْ وَ غَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَ غَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ ؕ هِيَ مَوْلٰىكُمْ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ۔

অর্থ : "সেদিন মুনাফিক পুরুষ এবং মুনাফিক নারী মুমিনদেরকে বলবে তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম যেন আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করতে পারি, বলা হবে তোমরা তোমাদের পেছনে ফিরে যাও এবং আলোর সন্ধান কর। অতঃপর উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যার একটি দরজা থাকবে, আর তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বহির্ভাগে থাকবে আযাব, মুনাফিকরা মুমিনদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করবে আমরা কি দুনিয়ায় তোমাদের সাথে ছিলাম না? তারা বলবে হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ। তোমরা প্রতীক্ষা করেছিলে, সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং অলীক আকাঙ্ক্ষা তোমাদেরকে

www.Quraneralo.com

Content

মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল আল্লাহর হুকুম মৃত্যু আসা পর্যন্ত। আর মহা প্রতারক (শয়তান) তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল আল্লাহ সম্পর্কে। আজ তোমাদের নিকট থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং যারা কুফরী করেছিল তাদের নিকট থেকেও নয়। জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল এটাই তোমাদের চিরসঙ্গী, কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম"।

(সূরা হাদীদ : আয়াত-১৩-১৫)

اَلْقِيَا فِىْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ـ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبٍ ـ

অর্থ : "আদেশ করা হবে তোমরা উভয়ে নিক্ষেপ কর জাহান্নামে প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে, কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধাদানকারী সীমালঙ্ঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারীদেরকে"। (সূরা কাফ : আয়াত-২৪,২৫)

মাসআলা-৩১১ : কোরআন মজীদের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ কারীদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্টতায় নিক্ষেপ করবেন।

كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ـ

অর্থ : "এভাবে আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন সীমালঙ্ঘনকারী ও সংশয়বাদীদেরকে"। (সূরা মুমিন : আয়াত-৩৪)

মাসআলা-৩১২ : কোরআন মজীদের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন ঈমান গ্রহণ করতে চাইবে কিন্তু তাদেরকে ঈমান গ্রহণের অনুমতি দেয়া হবে না।

وَ حِيْلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا فِىْ شَكٍّ مُّرِيْبٍ ـ

অর্থ : "তাদের ও তাদের বাসনার মাঝে অন্তরাল করা হয়েছে যেমন পূর্বে করা হয়েছিল তাদের সমপন্থীদের ক্ষেত্রে তারা ছিল বিভ্রান্তির সন্দেহের মধ্যে"। (সূরা সাবা : আয়াত-৫৪)

www.Quraneralo.com

Content

কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার শাস্তি

ক. পার্থিব শাস্তিঃ

মাসআলা-৩১৩ : কোরআন মজীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ব্যক্তি পৃথিবীতে কষ্টদায়ক জীবন যাপন করবে।

وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّ نَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى۔

অর্থ : "যে আমার স্মরণে বিমুখ তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়"। (সূরা তা-হা-১২৪)

মাসআলা-৩১৪ : কোরআন মজীদ থেকে অন্যমনস্ক ব্যক্তির উপর পৃথিবীতে আল্লাহ্ এমন শয়তান চাপিয়ে দেবেন যে তাকে এই কামনায় ব্যস্ত রাখবে যে সে সঠিক পথে আছে।

وَ مَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ۔ وَ اِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ۔

অর্থ : "যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান। অতঃপর সেই হয় তার সহচর। শয়তানরাই মানুষকে সৎ পথ থেকে বিরত রাখে অথচ মানুষ মনে করে যে তারা সৎ পথে পরিচালিত হচ্ছে"। (সূরা যুখরুফ-৩৬,৩৭)

মাসআলা-৩১৫ : কোরআন মজীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ব্যক্তি পৃথিবীতে লাঞ্ছিত এবং অবমানিত হবে।

عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ اَمَا اِنَّ نَبِيَّكُمْ ﷺ قَدْ قَالَ «اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهٖ اٰخَرِيْنَ.

অর্থ : "ওমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : সাবধান অবশ্যই তোমাদের নবী বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এ কিতাবের মাধ্যমে কোন কোন মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন আবার কোন কোন মানুষকে লাঞ্ছিত এবং অপমানিত করেন"। (মুসলিম-১৯৩৪)

www.Quraneralo.com

Content

খ. কবরের শাস্তি

মাসআলা-৩৩৬ : কোরআন মজীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ব্যক্তিকে কবরে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে।

عَنْ اَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعَبْدُ اِذَا وُضِعَ فِيْ قَبْرِهِ وَتُوُلِّيَ وَذَهَبَ اَصْحَابُهُ حَتّٰى اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ فَاَقْعَدَاهُ فَيَقُوْلَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ فَيُقَالُ اُنْظُرْ اِلٰى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ اَبْدَلَكَ اللّٰهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا وَاَمَّا الْكَافِرُ اَوِ الْمُنَافِقُ فَيَقُوْلُ لَا اَدْرِيْ كُنْتُ اَقُوْلُ مَا يَقُوْلُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ اُذُنَيْهِ فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ اِلَّا الثَّقَلَيْنِ.

অর্থ : আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: যখন কোনো বান্দাকে কবরে দাফন করা হয় এবং তার সাথীরা তাকে দাফন করে ফিরে আসতে থাকে তখন সে তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। তার নিকট দু'জন ফেরেশতা আসে তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করে যে, তুমি এই ব্যক্তি সম্পর্কে কী বল? (মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে। তখন ঐ বান্দা বলে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। এরপর তাকে বলা হয় দেখ জাহান্নামে তোমার এই স্থানটি ছিল যার পরিবর্তে আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে একটি স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এভাবে সে তার উভয় ঠিকানা দেখতে পায়, আর কাফির বা মুনাফিক মুনকার এবং নাকীরের উত্তরে বলে: আমার জানা নেই যে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে? আমি তাই বলি যা লোকেরা বলে। তখন তাকে বলা হবে তুমি (কোরআন এবং হাদীস) শিখও নাই, আবার বুঝও নাই। অতএব তাকে তার উভয় কানের মাঝে লোহার হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা হবে, আর সে চিৎকার করে কাঁদতে থাকবে, তার এই আওয়াজ জ্বিন এবং ইনসান ব্যতীত সবাই শুনতে পাবে"। (বোখারী-১৩৩৮)

www.Quraneralo.com

Content

গ. পরকালের শাস্তি

মাসআলা-৩১৭ : কোরআন মজীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ব্যক্তি স্বীয় কবর থেকে এমনভাবে উঠবে যে, তার চক্ষুদ্বয় ভয়ে অন্ধ হয়ে যাবে।

مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا - خٰلِدِيْنَ فِيْهِ ؕ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا - يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا -

অর্থ : "এটা থেকে যে বিমুখ হবে সে কিয়ামতের দিন মহাভার বহন করবে তাতে তারা স্থায়ী হবে এবং কিয়ামতের দিন এই বোঝা তাদের জন্য কত মন্দ সেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে সেই দিন আমি অপরাধীদেরকে দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবতে করব"। (সূরা ত্বহা- ১০০-১০২)

মাসআলা-৩১৮ : কোরআন মজীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া কিছু লোককে স্বীয় কবর থেকে অন্ধ অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে।

وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّ نَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى -

অর্থ : "যে আমার স্মরণে বিমুখ তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত কবর অন্ধ অবস্থায়"। (সূরা ত্বহা-১২৪)

وَمَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا -

অর্থ : "যে ইহকালে অন্ধ পরকালেও সে অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট"।
(সূরা বনী ইসরাঈল-৭২)

মাসআলা-৩১৯ : কোরআন মজীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ব্যক্তির বিরুদ্ধে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিযোগ পেশ করবেন।

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا -

অর্থ : "রাসূল ﷺ বলল: হে আমার প্রতিপালক আমার সম্প্রদায় তো এই কোরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করে"। (সূরা ফুরকান-৩০)

www.Quraneralo.com

মাসআলা-৩২০ : কিয়ামতের দিন কোরআন মজীদ নিজেও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে।

عَنْ اَبِي مَالِكٍ الْاَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ

অর্থ : "আবু মালেক আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোরআন কিয়ামতের দিন হয় তোমার ব্যাপারে সাক্ষী হবে অন্যথায় তোমার বিপক্ষে সাক্ষী হবে"। (মুসলিম-৫৫৬)

মাসআলা-৩২১ : কোরআন মজীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া লোকদের কোরআন মজীদ জাহান্নামে নিয়ে যাবে।

عَنْ جَابِرٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (اَلْقُرْاٰنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ مَنْ جَعَلَهُ اَمَامَهُ قَادَهُ اِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ اِلَى النَّارِ.

অর্থ : "জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন কোরআন মাজীদ সুপারিশ করবে এবং তাঁর সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। তাঁর তেলাওয়াত কারীদের ব্যাপারে ঝগড়া করবে এবং তাঁর কথা মানা হবে, আর যে ব্যক্তি কোরআন মাজীদকে নিজের আদর্শ এবং পথ প্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করবে তাকে কোরআন জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে, আর যে তা পিছনে ফেলে রাখবে অর্থাৎ তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে তাকে তা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে"।

(কানযুল উম্মাল-২৩০৬)

বিবিধ

দুর্বল এবং জাল হাদীসসমূহ

مَنْ قَرَاَ سُوْرَةَ اٰلِ عِمْرَانَ اُعْطِیَ بِكُلِّ اٰيَةٍ فِيْهَا اَمَانًا عَلٰى جَسْرِ جَهَنَّمَ

অর্থ : "যে ব্যক্তি সূরা আলে ইমরান তিলাওয়াত করল তাকে প্রত্যেক আয়াতের বিনিময়ে জাহান্নামের পুল থেকে নিরাপত্তা দেয়া হবে"।

নোট : হাদীসটি জাল, আল মা'জুআত খঃ পৃঃ ২৩৯ দ্রঃ।

مَنْ قَرَءَ اٰيَةَ الْكُرْسِيِّ لَمْ يَتَوَلَّ قَبْضَ نَفْسَهُ اِلَّا اللّٰهُ تَعَالٰى

অর্থ : "যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসী তেলাওয়াত করল তার রূহ একমাত্র আল্লাহই কবজ করবেন"।

নোট : এই হাদীসটি জাল, আলবানী লিখিত **আল আহাদীস** আযযয়ীফা ওয়াল মাউজুয়া, খঃ৫, পৃঃ ২৩৯।

اِنَّ لِكُلِّ شَيْئٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْاٰنِ يٰسٓ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِرَاءَتَهَا قِرَاءَةَ الْقُرْاٰنِ عَشْرُ مَرَّاتٍ.

অর্থ : "প্রতিটি জিনিসের অন্তর রয়েছে আর কোরআনের অন্তর হলো সূরা ইয়াসীন, যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করবে আল্লাহ তার জন্য দশবার কোরআন খতম করার সওয়াব দিবেন"।

নোট : এই হাদীসটি জাল, আলবানী লিখিত যয়ীফ সুনান তিরমিযী, হাদীস নং-৫৪৩।

مَنْ قَرَاَ يٰسٓ فِیْ صَدْرِ النَّهَارِ يُتَمُّ حَوَائِجُهُ

অর্থ : "যে ব্যক্তি দিনের প্রথম ভাগে সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করবে তার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা হবে।

নোট : এই হাদীসটি মুরসাল হওয়ার কারণে দুর্বল, আলবানী লিখিত মিশকাতুল মাসাবীহ, খঃ, হাদীস নং-২১৭৭।

مَا مِنْ مَيِّتٍ فَيُقْرَاُ عَنْهُ سُوْرَةُ يٰسٓ اِلَّا هَوَّنَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ

অর্থ : "মৃত ব্যক্তির নিকট সূরা ইয়াসীন পাঠ করলে আল্লাহ তার ওপর মৃত যন্ত্রণাকে হালকা করেন"।

নোট : আলবানী লিখিত আহাদীস যয়ীফা ওয়াল মাউজুয়া দ্রঃ। পৃঃ-৩৬৩-৩৬৪।

www.Quraneralo.com

اِقْرَءُوْا سُوْرَةَ يٰسٓ عَلٰى مَوْتَاكُمْ

অর্থ : "তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের নিকট সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত কর"।

নোট : এই হাদীসটি দুর্বল, আলবানী লিখিত যয়ীফুল জামে আসসাগীর" দ্রঃ। হাদীস নং-১১৭০)

مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَرَاَ سُوْرَةَ يٰسٓ خُفِّفَ عَنْهُمْ يَوْمَئِذٍ وَكَانَ لَهٗ بِعَدَدِ مَنْ فِيْهَا حَسَنَاتٍ.

অর্থ : "যে ব্যক্তি কবরস্থানে গিয়ে সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করে আল্লাহ ঐ দিন ঐ কবরস্থানে লোকদের আযাব হালকা করেন আর পাঠকারীর মৃতদের সংখ্যা পরিমাণ সওয়াব মিলবে"।

নোট : হাদীসটি জাল, আলবানী লিখিত আল আহাদীস যয়ীফা ওয়াল মাউযুয়া, খ:৩, হাদীস নং-১২৪৬।

مَنْ قَرَاَ سُوْرَةَ يٰسٓ فِىْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ غُفِرَ لَهٗ

অর্থ : "যে ব্যক্তি জুমার রাতে সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করে তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে"।

নোট : এই হাদীসটি জাল, আলবানী লিখিত আহাদীস যয়ীফা ওয়াল মাউজুয়া, খঃ ১১, হাদীস নং-১৯১।

يٰسٓ لِمَا قُرِاَتْ لَهَا

অর্থ : "সূরা ইয়াসীন যেই নিয়তে তেলাওয়াত করা হবে তা পূর্ণ হবে"।

নোট : এই হাদীসট জাল, আলমাকাসেদুল হাসানা দ্রঃ, পৃঃ ৪৯৩।

مَنْ قَرَاَ يٰسٓ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ تَعَالٰى غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ فَاقْرَؤُهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ.

অর্থ : "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করবে তার পূর্ববর্তী পাপসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, এই সূরা তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের নিকট তেলাওয়াত কর"।

নোট : আলবানী লিখিত যয়ীফুল জামে আসসাগীর, হাদীস নং-৫৭৯৭।

www.Quraneralo.com

Content

مَنْ قَرَءَ يٰسٓ يُرِيْدُ بِهَا اللّٰهَ لَهٗ وَاُعْطِيَ مِنَ الْاَجْرِ كَاَنَّمَا قَرَءَ الْقُرْاٰنَ اِثْنَتَيْ عَشَرَةَ وَاَيُّمَا مَرِيْضٍ قُرِءَ عِنْدَهٗ سُوْرَةُ يٰسٓ نَزَلَ عَلَيْهِ بِعَدَدِ كُلِّ حَرْفٍ عَشْرَةَ اَمْلَاكٍ يَقُوْمُوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ دَفْنُهٗ فَيُصَلُّوْنَ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ وَيَشْهَدُوْنَ قَبْضَةً وَغُسِلَهٗ وَيَتَّبِعُوْنَ جَنَازَتَهٗ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ وَيَشْهَدُوْنَ دَفْنَهٗ وَاَيُّمَا مَرِيْضٍ قُرِيَ سُوْرَةُ يٰسٓ وَهُوَ سَكَرَاتُ الْمَوْتِ لَمْ يَقْبِضْ مَلَكُ الْمَوْتِ رُوْحَهٗ حَتّٰى يُجِيْئَهٗ رِضْوَانُ خَازِنِ الْجِنَانِ بِشُرْبَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ فَيَشْرَبُهَا وَهُوَ عَلٰى فِرَاشِهٖ فَيَمُوْتُ وَهُوَ رَيَّانُ وَلَا يَحْتَاجُ اِلٰى حَوْضٍ مِنْ حِيَاضِ الْاَنْبِيَاءِ حَتّٰى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ رَيَّانُ.

অর্থ : "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন এবং তাকে ১২ বার পূর্ণ কোরআন খতম করার সমান সওয়াব দিবেন। আর যে অসুস্থ ব্যক্তির নিকট সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করা হবে তার ওপর ঐ সূরার প্রত্যেক অক্ষরের বিনিময়ে একজন করে ফেরেশতা অবতীর্ণ হবে, যারা তার সামনে কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। তার জন্য দু'আ করবে, তার জন্য মাগফিরাত কামনা করবে, তার রূহ কবজ এবং তার গোসল দেয়া অবলোকন করবে, তার মৃতদেহের পিছে পিছে চলবে, তার জানাযার নামাযে শরিক হবে, তার দাফন দেখবে, আর যে অসুস্থ ব্যক্তির নিকট তার মৃত্যু যন্ত্রণার সময় এই সূরা তেলাওয়াত করা হবে, তার রূহ মালাকুল মাওত ততক্ষণ পর্যন্ত কবজ করবে না যতক্ষণ না জান্নাতের দায়িত্বশীল ফেরেশতা 'রেজওয়ান' জান্নাত থেকে পানিয় নিয়ে আসবে, যা সে বিছানায় বসে পান করবে এবং এমন অবস্থায় মারা যাবে যে সে পরিতৃপ্ত থাকবে, নবীগণের মধ্যে কারো হাওজের সে মুখাপেক্ষী হবে না এবং পরিতৃপ্ত অবস্থায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"।

নোট : এই হাদীসটি জাল, ডঃ সায়্যেদ সায়ীদ আহসান আবেদী লিখিত মাউজু আওর মুনকার রেওয়ায়াত নামক গ্রন্থ দ্রঃ। হাদীস নং-৯৭।

www.Quraneralo.com

إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَرَأَ طٰهٰ وَيٰسٓ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ اٰدَمَ بِأَلْفَيْ عَامٍ فَلَمَّا سَمِعَتْ الْمَلَائِكَةُ الْقُرْاٰنَ قَالُوْا طُوْبٰى لِأُمَّةٍ يَنْزِلُ هٰذَا عَلَيْهِمْ وَطُوْبٰى لِأَلْسُنٍ تَتَكَلَّمُ بِهٰذَا وَطُوْبٰى لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هٰذَا.

অর্থ : "আদম আলাইহিস সালাম-কে সৃষ্টি করার দু'হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ সূরা ইয়াসীন এবং সূরা ত্ব-হা তেলাওয়াত করেছেন, যখন ফেরেশতাগণ কোরআন শুনল তখন বলল: ঐ জাতি সুভাগ্যবান যাদের ওপর কোরআন অবতীর্ণ হবে, সুভাগ্যবান ঐ যবানের যা এই কোরআন তেলাওয়াত করবে, সুভাগ্য ঐ অন্তরের যা এই কোরআন মুখস্থ করবে"।

নোট : এই হাদীসটি জাল। আলবানী লিখিত আহাদীস যয়ীফা ওয়াল মাউজুয়া দ্রঃ। খঃ৩, হাদীস নং-১২৪৮।

مَنْ قَرَأَ يٰسٓ مَرَّةً فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْاٰنَ عَشْرَ مَرَّاتٍ.

অর্থ : "যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করল সে যেন ১০ বার কোরআন তেলাওয়াত করল"।

নোট : এই হাদীসট যয়ীফ, আলবানী লিখিত যয়ীফ আল জামে আসসাগীর দ্রঃ। খঃ ৬, হাদীস নং-৫৭৯৮।

مَنْ قَرَأَ يٰسٓ مَرَّةً فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْاٰنُ مَرَّتَيْنِ.

অর্থ : "যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন একবার তেলাওয়াত করল সে যেন কোরআন দুই বার তেলাওয়াত করল।

নোট : এই হাদীসটি যয়ীফ। আলবানী লিখিত যয়ীফ আল জামে আসসাগীর দ্রঃ। খঃ ৬, হাদীস নং-৫৭৯৮।

مَنْ كَتَبَ يٰسٓ ثُمَّ شَرِبَهَا دَخَلَ جَوْفَهُ أَلْفُ نُوْرٍ وَأَلْفُ بَرَكَةٍ وَأَلْفُ دَوَاءٍ أَخْرَجَ مِنْهُ أَلْفَ دَاءٍ.

অর্থ : "যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন লিখল, অতঃপর তা পান করল তার পেটে এক হাজার নূর প্রবেশ করল, এক হাজার রহমত প্রবেশ করল, এক হাজার বরকত প্রবেশ করল, এক হাজার ওষুধ প্রবেশ করল বা এক হাজার রোগ বের হলো"।

নোট : আলবানী লিখিত আহাদীস যয়ীফা ওয়াল মাউযুয়া। খঃ৭, হাদীস নং-৩২৯৩।

www.Quraneralo.com

إِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ وَالْآيَتَيْنِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَاللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ إِلَى وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ بِالْعَرْشِ مَا بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ قُلْنَ. تَهْبَطَانِ إِلَى أَرْضِكَ وَإِلَى مَنْ يَعْصِيكَ؟ فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحْلِفَ: لَا يَقْرَءُ كُنَّ أَحَدٌ مِنْ عِبَادِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا جُعِلَتْ جَنَّةُ مَثْوَاهُ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ وَإِلَّا أَسْكَنْتُهُ حَظِيْرَةَ الْقُدُسِ وَإِلَّا نَظَرْتُ إِلَيْهِ بِعَيْنِي الْمَكْنُونَةِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ نَظْرَةً وَإِلَّا قَضَيْتُ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ حَاجَةً أَدْنَاهَا الْمَغْفِرَةِ وَلَا أُعِيذُهُ مِنْ كُلِّ عَدُوٍّ وَنَصَرْتُهُ مِنْهُ.

অর্থ : "সূরা ফাতেহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা **আলে ইমরানের** দু'টি আয়াত, شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ এবং وَاللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ থেকে وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ পর্যন্ত। আরশের সাথে ঝুলানো। আল্লাহ এবং এই আয়াতসমূহের মাঝে কোনো পর্দা নেই। এই আয়াতসমূহ বলল: হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তোমার পৃথিবীতে এমন লোকদের ওপর অবতীর্ণ করছ যারা তোমার অবাধ্য? আল্লাহ বললে: আমি কসম করছি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর এই আয়াতসমূহ পাঠ করবে আমি জান্নাতে তাদের ঠিকানা প্রস্তুত করব। জান্নাতে তাকে বাস করাব, আর আমার গোপন চাখে প্রতিদিন সত্তর বার তার দিকে তাকাব, প্রতিদিন তার সত্তরটি প্রয়োজন পূরণ করব, যার মধ্য নিম্নমানের প্রয়োজন হলো তাকে ক্ষমা করা, তাকে তার প্রত্যেক শত্রু থেকে রক্ষা করব এবং তাকে বিজয় দান করব"।

নোট : এই হাদীসটি জাল। ডঃ সায়্যেদ সায়ীদ আহসান আবেদী লিখিত মাউজু এবং মুনকার রিওয়ায়েত দ্রঃ। পৃঃ-২২৯-২৩০।

مَنْ قَرَأَ حٰمٓ وَالْمُؤْمِنُ أَلَى إِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ حِيْنَ يُصْبِحُ حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُمْسِيَ وَمَنْ قَرَأَهُمَا حِيْنَ يُمْسِيْ حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُصْبِحَ.

অর্থ : "যে ব্যক্তি হা-মীম ওয়াল মুমিন (সূরা গাফের) ইলাইহিল মাসীর পর্যন্ত তেলাওয়াত করবে এবং আয়াতুল কুরসী সকালে তেলাওয়াত করবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরাপদে থাকবে, আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তা তেলাওয়াত করবে সে সকাল পর্যন্ত নিরাপদ হয়ে যাবে"।

নোট : এই হাদীসট দুর্বল, আলবানী লিখিত আহাদীস যয়ীফ ওয়াল মাউযুয়া (৫৭৫১)।

لِكُلِّ شَيْءٍ عُرُوْسٌ وَعُرُوْسُ الْقُرْاٰنِ الرَّحْمٰنُ.

অর্থ : "প্রতিটি জিনিসের সৌন্দর্য থাকে আল কোরআনের সৌন্দর্য হলো সূরা আর রহমান"।

নোট : এই হাদীসটি জাল। আলবানী লিখিত আল আহাদীস আযযয়ীফা ওয়াল মাউযুয়া দ্রঃ, হাদীস নং-১৩৫০।

مَنْ قَرَاَ سُوْرَةَ الْوَاقِعَةِ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ اَبَدًا.

অর্থ : "যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াকেয়া তেলাওয়াত করবে সে অভাবে পতিত হবে না"।

নোট : এই হাদীসটি যয়ীফ, আলবানী লিখিত আল আহাদীস আযযয়ীফা ওয়াল মাউযুয়া দ্রঃ, হাদীস নং-১/২৮৯)।

اِقْرَؤُوْا سُوْرَةَ هُوْدٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অর্থ : "জুমার দিন তোমরা সূরা হুদ তেলাওয়াত কর"।

নোট : এই হাদীসটি যয়ীফ, আলবানী লিখিত আল জামে আসসাগীর দ্রঃ। হাদীস নং-১১৬৮

مَنْ قَرَاَ حٰمٓ اَلدُّخَانَ فِيْ لَيْلَةٍ اَصْبَحَ يَسْتَغْفِرُ لَهٗ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ

অর্থ : "যে ব্যক্তি রাতে সূরা হামীম দোখান তেলাওয়াত করবে তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা তাওবা পাঠ করবে।

নোট : এই হাদীসটি দুর্বল, আলবানী লিখিত যয়ীফ তিরমিযী। হাদীস নং-৫৪৪।

www.Quraneralo.com

مَنْ قَرَاَ حٰمٓ الدُّخَانَ فِىْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ غُفِرَلَهٗ

অর্থ : "যে ব্যক্তি জুমার দিন রাতে সূরা হা-মীম দোখান তেলাওয়াত করবে তাকে ক্ষমা করা হবে"।

নোট : এই হাদীসটি দুর্বল, আলবানী লিখিত যয়ীফ সুনান তিরমিযী, হাদীস নং-৫৪৫।

مَنْ قَرَاَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ مِائَتَىْ مَرَّةٍ غُفِرَتْ لَهٗ ذُنُوْبُ مِائَةِ سَنَةٍ.

অর্থ : "যে ব্যক্তি সূরা ইখলাস দুই শতবার তেলাওয়াত করবে তার দুই বছরের গুনাহ ক্ষমা করা হবে"।

নোট : এই হাদীসটি যয়ীফ, আলবানী লিখিত আল আহাদীস আযযয়ীফা ওয়াল মাউযুয়া, খ:১ হাদীস নং-২৯৫।

مَنْ قَرَاَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ فِى الصَّلَاةِ اَوْ غَيْرِهَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ.

অর্থ : "যে ব্যক্তি নামাযে বা নামায ব্যতীত একশতবার সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করবে আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন"।

নোট : এই হাদীসটি যয়ীফ, আলবানী লিখিত যয়ীফুল জা'মে আসসাগীর দ্রঃ, খঃ-৬, হাদীস নং-৫৭৯৩।

مَنْ قَرَاَ مِنْ اَثَرِ وُضُوْئِهٖ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَرَّةً وَاحِدًا كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ وَمَنْ قَرَاَهَا مَرَّتَيْنِ كُتِبَ فِىْ دِيْوَانِ الشُّهَدَاءِ وَمَنْ قَرَاَهَا ثَلَاثًا حَشَرَهُ اللّٰهُ مَحْشَرَ الْاَنْبِيَاءِ.

অর্থ : "যে ব্যক্তি অযু করার পর সূরা কদর একবার তেলাওয়াত করবে সে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবে, আর যে ব্যক্তি দুইবার তেলাওয়াত করবে সে শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে, আর যে ব্যক্তি তিনবার তেলাওয়াত করবে আল্লাহ তাকে নবীগণের ন্যায় কবর থেকে উঠাবে"।

নোট : এই হাদীসট জাল, ডঃ সায়্যেদ সাঈদ আহসান আবেদ লিখিত মাউজু আওর মুনকার রেওয়ায়াত দ্রঃ। হাদীস নং-১০৪

Content

مَنْ قَرَاَ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ يَمُوْتُ فِيْهِ لَمْ يُفْتَنْ فِيْ قَبْرِهِ وَاَمَنَ مِنْ ضُغْطِهِ الْقَبْرِ وَحَمَلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاَكُفِّهَا حَتّٰى تُجِيْزَهُ مِنَ الصِّرَاطِ اِلَى الْجَنَّةِ.

অর্থ : "যে ব্যক্তি মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হয়ে সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করবে সে তার কবরে ফেতনার সম্মুখীন হবে না এবং কবরের চাপ থেকে নিরাপত্তা পাবে, আর কিয়ামতের দিন ফেরেশতাগণ তাকে স্বীয় হাতের তালুতে উঠিয়ে পুলসিরাত পার করে জান্নাতে নিয়ে যাবে"।

নোট : এই হাদীসটি দুর্বল, আলবানী লিখিত আল আহাদীস আযযয়ীফা ওয়াল মাউযুয়া, খঃ-১, হাদীস নং-৩০১।

مَنْ قَرَاَ كُلَّ يَوْمٍ مِاَتَيْ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ كَتَبَ اللهُ اَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ عَلَيْهِ دَيْنٌ.

অর্থ : "যে ব্যক্তি প্রতিদিন দুই শতবার সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করবে আল্লাহ তার আমলনামায় ১৫ শত সওয়াব লিখে দিবেন, কিন্তু তার যদি ঋণ থাকে তাহলে নয়"।

নোট : এই হাদীসটি দুর্বল, আলবানী লিখিত আল আহাদীস আযযয়ীফা ওয়াল মাউযুয়া, খঃ-১, হাদীস নং-৩০০।

مَنْ قَرَاَ كُلَّ يَوْمٍ مِاَتَيْ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ مُحِيَ عَنْهُ ذُنُوْبُ خَمْسِيْنَ سَنَةً اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ عَلَيْهِ دَيْنٌ.

অর্থ : "যে ব্যক্তি প্রতিদিন দুইশত বার সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করবে তার পঞ্চাশ বছরের গুনাহ ক্ষমা করা হবে, যদি তার কোনো ঋণ না থাকে"।

নোট : এই হাদীসটি দুর্বল, আলবানী লিখিত যয়ীফ সুনান তিরমিযী দ্রঃ, হাদীস নং-৫৫১।

اُسِّسَتِ السَّمٰوَاتُ السَّبْعُ وَالْاَرَضُوْنَ السَّبْعُ عَلٰى قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ.

www.Quraneralo.com

Content

অর্থ : "সাত আকাশ এবং সাত যমীনকে সূরা ইখলাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে"।

নোট : এই হাদীসটি দুর্বল, ডঃ সায়্যেদ সাঈদ আহসান আবেদ লিখিত মাউজু আওর মুনকার রেওয়ায়াত। হাদীস নং-১০০।

مَنْ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ فَقَرَأَ فِيْهَا عَشَرَةَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ثُمَّ وَهَبَ اَجْرَهُ لِلْاَمْوَاتِ اُعْطِيَ مِنَ الْاَجْرِ بِعَدَدِ الْاَمْوَاتِ.

অর্থ : "যে ব্যক্তি কবরস্থানে পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় দশবার সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করে এবং তার সওয়াব মৃতদের জন্য উপহার দেয় সে মৃতদের সংখ্যা পরিমাণ সওয়াব পাবে।

নোট : এই হাদীসটি জাল, ডঃ সায়্যেদ সাঈদ আহসান আবেদ লিখিত মাউজু আওর মুনকার রেওয়ায়াত। হাদীস নং-৯৬।

فَضْلُ حَمَلَةِ الْقُرْاٰنِ عَلَى الَّذِىْ لَمْ يَحْمِلْهُ كَفَضْلِ الْخَالِقِ عَلَى الْمَخْلُوْقِ.

অর্থ : "কোরআনের জ্ঞান ধারণকারীর মর্যাদা যার কোরআনের জ্ঞান নেই তার ওপর ঐ ধরনের যেমন সৃষ্টির ওপর স্রষ্টার মর্যাদা"।

নোট : এই হাদীসটি যয়ীফ, আলবানী লিখিত আল আহাদীস যয়ীফা ওয়াল মাউযুয়া, খ:-১, হাদীস নং-৩৬৯।

حَامِلُ الْقُرْاٰنِ حَامِلُ رَايَةِ الْاِسْلَامِ مَنْ اَكْرَمَهُ فَقَدْ اَكْرَمَ اللّٰهُ وَمَنْ اَهَانَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَتُ اللّٰهِ.

অর্থ : "কোরআনের জ্ঞান ধারণকারী ইসলামের পতাকা ধারণকারী, যে ব্যক্তি তাকে সম্মান করবে তাকে অবশ্যই আল্লাহ সম্মান করবেন, আর যে ব্যক্তি তাকে অপমান করবে তার ওপর আল্লাহর লা'নত"।

নোট : এই হাদীসটি দুর্বল, আলবানী লিখিত যয়ীফ আল জামে আসসাগীর, খ:-৩, হাদীস নং-২৬৭৪।

مَنْ قَرَاَ السُّوْرَةَ الَّتِىْ يُذْكَرُ فِيْهَا اٰلُ عِمْرَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ حَتّٰى تَحْجُبَ.

www.Quraneralo.com

অর্থ : "যে ব্যক্তি জুমার দিন ঐ সূরা তেলাওয়াত করবে যেখানে আলে ইমরান উল্লেখ আছে তার প্রতি আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুরুদ পাঠ করতে থাকে"।

নোট : এই হাদীসটি জাল, দ্র: আলবানী লিখিত আল আহাদীস আযযয়ীফা ওয়াল মাউযুয়া, হাদীস নং-৪১৫।

مَنْ قَرَأَ رُبُعَ الْقُرْاٰنِ فَقَدْ اُتِيَ رُبُعَ النُّبُوَّةِ وَمَنْ قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ فَقَدْ اُتِيَ ثُلُثَ النُّبُوَّةِ وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَقَدْ اُتِيَ النُّبُوَّةَ.

অর্থ : "যে ব্যক্তি কোরআনের চতুর্থাংশ তেলাওয়াত করল তাকে নবুয়তের চতুর্থাংশ দেয়া হলো, আর যে কোরআনের তৃতীয়াংশ তেলাওয়াত করল তাকে নবুয়তের তৃতীয়াংশ দেয়া হলো, আর যে ব্যক্তি কোরআনের দুই তৃতীয়াংশ তেলাওয়াত করল তাকে নবুয়তের দুই তৃতীয়াংশ দেয়া হলো আর যে পূর্ণ কোরআন তেলাওয়াত করল তাকে পূর্ণ নবুয়ত দেয়া হলো"।

নোট : এই হাদীসটি জাল, আলবানী লিখিত আল আহাদীস আসসহীহ ওয়াল মাউযুয়া দ্র: । খ:-১, হাদীস নং-৪৪৭।

اِنَّ الْقَوْمَ لَيَبْعَثُ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ حَتْمًا مَقْضِيًّا فَيُقْرَأُ صَبِيٌّ مِنْ صِبْيَانِهِمْ فِي الْكِتَابِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَيَسْمَعُهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَيَرْفَعُ عَنْهُمْ بِذٰلِكَ الْعَذَابَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً.

অর্থ : "কোনো জাতির ওপর আল্লাহ অবশ্যই আযাব প্রেরণ করবেন, কিন্তু ঐ জাতির মধ্য থেকে কোনো বাচ্চা কোরআন থেকে আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন তেলাওয়াত করে তখন চল্লিশ বছরের আল্লাহ তাদের ওপর থেকে শাস্তি সরিয়ে নেন"।

নোট : এই হাদীসটি মাউজু, ড: সায়্যেদ সাঈদ আহসান আবেদী লিখিত মাউজু আওর মুনকার রেওয়ায়াত, পৃ:-২২৮।

مَنْ قَرَأَ وَاسْتَظْهَرَهُ فَاَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِيْ عَشَرَةٍ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ.

অর্থ : "যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত করল এবং তা মুখস্থ করল এবং তার হালালকৃত বিষয়সমূহকে হালাল হিসেবে গ্রহণ করল এবং হারামকৃত বিষয়সমূহকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করল, আল্লাহ তাকে জান্নাত দিবেন, তার পরিবারের মধ্য থেকে এমন দশজনের ব্যাপারে সুপারিশ করার সুযোগ দিবেন যাদের ব্যাপারে ফায়সালা হয়ে গিয়েছিল যে তারা জাহান্নামী।

নোট : এই হাদীসটি দুর্বল, আলবানী লিখিত যয়ীফ সুনান তিরমিযী, হাদীস নং-৫৫৩।

فِيْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

অর্থ : "সূরা ফাতেহার মধ্য সমস্ত রোগের ওষুধ রয়েছে"।

নোট : এই হাদীসটি দুর্বল, আলবানী লিখিত মেশকাতুল মাসাবীহ, খঃ-১, হাদীস নং ৫৪৮।

اِذَا زُلْزِلَتْ عُدِلَتْ بِنِصْفِ الْقُرْاٰنِ.

অর্থ : "সূরা যিলযালা তেলাওয়াতকারী অর্ধেক কোরআন তেলাওয়াত করার সমান সওয়াব পাবে।

নোট : এই হাদীসটি দুর্বল, আলবানী লিখিত যয়ীফ সুনান তিরমিযী, হাদীস নং-৫৪৮।

مَنْ قَرَاَ فِي الْفَجْرِ اَلَمْ نَشْرَحْ وَاَلَمْ تَرَ كَيْفَ لَمْ يَرْمَدْ.

অর্থ : "যে ব্যক্তি ফযরের নামাযে সূরা আলাম নাশরাহ এবং সূরা ফিল তেলাওয়াত করবে সে কখনো ধ্বংস হবে না"।

নোট : এই হাদীসের কোনো ভিত্তি নেই, আলবানী লিখিত আল আহাদীস যয়ীফা ওয়াল মাউযুয়া, খঃ-১, হাদীস নং-৬৭।

مَنْ قَرَاَ حٰمٓ الدُّخَانَ فِيْ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ اَوْ يَوْمَ جُمُعَةٍ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

অর্থ : "যে ব্যক্তি জুমার রাতে সূরা দোখান তেলাওয়াত করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।

নোট : এই হাদীসটি সম্পূর্ণ যয়ীফ, যয়ীফুল জামে আসসাগীর, খঃ-১, হাদীস নং-৫৭৮০।

www.Quraneralo.com

إِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوْبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيْدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ. وَمَا جِلَاءُهَا؟ قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ.

অর্থ : "নিশ্চয় এই অন্তরসমূহে জং পড়ে যেমন পানি লোহায় জং পাড়ায়। জিজ্ঞেস করা হলো ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ এথেকে রক্ষার উপায় কী? তিনি বললেন: মৃত্যুর কথা বেশি বেশি করে স্মরণ করা এবং কোরআন তেলাওয়াত করা।

নোট : এই হাদীসটি যয়ীফ, আলবানী লিখিত মেশকাতুল মাসাবীহ, খঃ১, হাদীস নং-২১৬৮।

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ عَلٰى فِرَاشِهِ فَنَامَ عَلٰى يَمِيْنِهِ ثُمَّ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ لَهُ الرَّبُّ يَا عَبْدِيْ أُدْخُلْ عَلٰى يَمِيْنِكَ الْجَنَّةَ.

অর্থ : "যে ব্যক্তি বিছানায় শয়ন করার ইচ্ছা পোষণ করল এবং নিজের ডান কাতে শয়ন করল, অতঃপর একশত বার সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে বলবে, হে আমার বান্দা! তোমার ডানে জান্নাতে প্রবেশ কর।

নোট : এই হাদীসটি যয়ীফ, আলবানী লিখিত যয়ীফ সুনান তিরমিযী, হাদীস নং-৫৫২।

يَقُوْلُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْاٰنُ عَنْ ذِكْرِيْ وَمَسْئَلَتِيْ أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِيْنَ وَفَضْلُ كَلَامِ اللهِ عَلٰى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللهِ عَلٰى خَلْقِهِ.

অর্থ : "আল্লাহ তায়ালা বলেন: যে ব্যক্তিকে আমার স্মরণ এবং আমার নিকট চাওয়া থেকে কোরআন ব্যস্ত রাখল আমি তাকে প্রার্থনাকারীদের চেয়ে উত্তম প্রতিদান দিব, আর আল্লাহর বাণীর মর্যাদা সমস্ত বাণীর ওপর ঐরকম যেমন আল্লাহর মর্যাদা সমস্ত সৃষ্টির ওপর।

নোট : এই হাদীসটি যয়ীফ, আলবানী লিখিত যয়ীফ সুনান তিরমিযী। হাদীস নং-৫৬২।

www.Quraneralo.com

إِنَّ الَّذِيْ لَيْسَ فِيْ جَوْفِهٖ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ.

অর্থ : "যার পেটে কোরআনের কোনো অংশ নেই সে বিরান ঘরের ন্যায়"।

নোট : আলবানী লিখিত যয়ীফ সুনান তিরমিযী, হাদীস নং ৫৫৭।

مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَقَرَاَ ثَلَاثَ اٰيَاتٍ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْحَشْرِ وَكَّلَ اللّٰهُ بِهٖ سَبْعِيْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ حَتّٰى يُمْسِيَ وَاِنْ مَاتَ ذَالِكَ الْيَوْمَ مَاتَ شَهِيْدًا وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِيْ كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.

অর্থ : "যে ব্যক্তি সকালে তিনবার আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজিম পাঠ করে, সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত তেলাওয়াত করবে, আল্লাহ তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিয়োগ করবেন, যারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য আল্লাহর নিকট তার জন্য দু'আ করতে থাকে, আর সে যদি ঐ দিন মারা যায়, তাহলে সে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে, আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যার সময়ও অনুরূপ দু'আ করবে সে সকাল পর্যন্ত এই মর্যাদা লাভ করবে"।

নোট : আলবানী লিখিত যয়ীফ সুনান তিরমিযী দ্রঃ, হাদীস-৫৬০।

مَنْ قَرَاَ خَوَاتِيْمَ الْحَشْرِ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ قُبِضَ فِيْ ذَالِكَ الْيَوْمِ اَوْ لَيْلَةٍ فَقَدْ اَوْجَبَ الْجَنَّةَ.

অর্থ : "যে ব্যক্তি সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত রাতে বা দিনে তেলাওয়াত করবে আর ঐ দিন বা রাতে যদি সে মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়"।

নোট : এই হাদীসটি যয়ীফ, আলবানী লিখিত যয়ীফ আল জামে আসসাগীর, খঃ ৬, হাদীস নং-৫৭৮২।

اِقْرَا الْقُرْاٰنَ بِالْحُزْنِ فَاِنَّهٗ نَزَلَ بِالْحُزْنِ.

www.Quraneralo.com

Content

অর্থ : "চিন্তান্বিত হয়ে কোরআন মজীদ তেলাওয়াত কর। কেননা তা চিন্তিতভাবে অবতীর্ণ হয়েছে"।

নোট : এই হাদীসটি যয়ীফ, আলবানী লিখিত যয়ীফ আল জামে আসসাগীর দ্রঃ। হাদীস নং-৫৭৮২।

مَنْ خَتَمَ الْقُرْاٰنَ اَوَّلَ النَّهَارِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى يُمْسِيَ وَمَنْ خَتَمَهٗ اٰخِرَ النَّهَارِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى يُصْبِحَ.

অর্থ : "যে ব্যক্তি দিনের প্রথমভাগে কোরআন মজীদ খতম করল তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত ফেরেশতাগণ দু'আ করতে থাকেন, আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যার সময় কোরআন খতম করবে ফেরেশতাগণ তার জন্য সকাল পর্যন্ত দু'আ করতে থাকবে"।

নোট : এই হাদীসটি যয়ীফ, আলবানী লিখিত সহীহ আল জামে আসসাগীর, খঃ ৫, হাদীস নং-৫৫৭৯।

مَنْ قَرَاَ مِنْكُمْ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ فَانْتَهٰى اِلٰى اٰخِرِهَا اَلَيْسَ اللهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ فَلْيَقُلْ بَلٰى وَاَنَا عَلٰى ذَالِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَمَنْ قَرَاَ لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَانْتَهٰى اِلٰى اَلَيْسَ ذٰالِكَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتٰى. فَلْيَقُلْ بَلٰى وَمَنْ قَرَاَ وَالْمُرْسَلَاتِ فَبَلَغَ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ فَلْيَقُلْ اٰمَنَّا بِاللهِ.

অর্থ : "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সূরা ত্বিন তেলাওয়াত করল এবং সূরার সর্বশেষ আয়াত "আলাইছাল্লাহু বি আহকামিল হাকিমীন" পর্যন্ত তেলাওয়াত করল সে যেন বলে "বালা ওয়া আনা আলা যালিকা মিনাশ শাহেদীন"। আর যে ব্যক্তি সূরা কিয়ামা তেলাওয়াত করল এবং এর সর্বশেষ আয়াত আলাইছা যালিকা বিকাদেরীন আলা আই ইয়াহ্ইয়াল মাউতা তেলাওয়াত করল যেন বলে "বালা"। আর যে ব্যক্তি সূরা মুরসালাত তেলাওয়াত করল এবং এর সর্বশেষ আয়াত "ফাবি আয়্যি হাদীছিম বা'দাহু ইয়ুমিনুন" পর্যন্ত পৌছল সে যেন বলে "আমান্না বিল্লাহ"।

নোট : এই হাদীসটি যয়ীফ, আলবানী লিখিত যয়ীফ সুনান আবি দাউদ দ্রঃ। হাদীস নং-১৮৮।

www.Quraneralo.com

Content

مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ فَسُبْحَانَ اللهِ. تُظْهِرُوْنَ اِلٰى كَذَالِكَ تُخْرَجُوْنَ اَدْرَكَ مَافَاتَهُ فِيْ يَوْمِهِ ذَالِكَ وَمَنْ قَالَهُنَّ حِيْنَ يُمْسِيْ اَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِيْ لَيْلَتِهِ.

অর্থ : "আর যে ব্যক্তি সকালে এই আয়াত তেলাওয়াত করবে- সুতরাং তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা এবং মহিমা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় এবং প্রভাতে। আর অপরাহ্নেও যোহরের সময় এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তো তাঁরই। (সূরা রূম : আয়াত-১৭-১৮)

সে ঐ সমস্ত কাজের সওয়াবও হাসিল করবে যা ঐ দিন কোনো কারণে ছুটে গেছে। আবার যদি সন্ধ্যার সময় তা তেলাওয়াত করে তাহলে ঐ সমস্ত কাজের সওয়াবও পাবে, যা কোনো কারণে ঐ রাতে করতে পারে নাই।

নোট : এই হাদীসটি যয়ীফ, আলবানী লিখিত যয়ীফ সুনান আবু দাউদ। হাদীস নং-১০৮১।

مَنْ قَالَ اِذَا اَصْبَحَ وَاِذَا اَمْسٰى حَسْبِيَ اللهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ كَفَاهُ اللهُ مَا اَهَمَّهُ صَادِقًا كَانَ بِهَا اَوْ كَاذِبًا.

অর্থ : "যে ব্যক্তি সকাল এবং সন্ধ্যায় এই দু'আ সাত বার পাঠ করবে: হাসবিয়াল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়াহুয়া রাব্বুল আরশিল আযীম। আল্লাহ তার সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ করবে চাই সে সত্যবাদী হোক আর মিথ্যাবাদী।

নোট : এই হাদীসটি জাল, যয়ীফ সুনান আবু দাউদ। হাদীস নং-১০৮৫।

www.Quraneralo.com

Content

পিস পাবলিকেশনের বইসমূহ

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	THE GLORIOUS QURAN (আরবি, বাংলা, ইংরেজি)	১২০০
২.	VOCABULARY OF THE HOLY QURAN- –মো : নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
৩.	মা -মুহাম্মদ আল-আমীন	২০০
৪.	আল কুরআনের অভিধান (লুগাতুল কুরআন) -আব্দুল করীম পারেখ	২২৫
৫.	আর-রাহেকুল মাখতূম -আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী (রহ.)	৭৫০
৬.	আল কুরআনে নারীদের ২৫ সূরা -মোয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	৬৫০
৭.	মুত্তাফাকুকুন আলাইহি -শায়খ মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী	১০০০
৮.	রিয়াদুস সালেহীন -মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (র)	১২০০
৯.	বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও হাদীস সংকলন-১ -মো: রফিকুল ইসলাম	৪০০
১০.	বিশ্ব নবী রহমাতুল লিল আলামীন -ইকবাল কিলানী	৬০০
১১.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাসি-কান্না ও যিকির -মোঃ নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
১২.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা -ইকবাল কিলানী	১৬০
১৩.	বুলূগুল মারাম -হাফিয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ)	৫০০
১৪.	৩৬৫ দিনের ডায়েরী- কুরআন হাদীস ও দুয়া -মো ঃ রফিকুল ইসলাম	৩০০
১৫	Enjoy your life -ড. আব্দুর রহমান বিন আরিফী	৪০০
১৬.	রাসূল ﷺ-এর প্র্যাকটিকাল নামায -মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী	২২৫
১৭.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন -মোয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	১৪০
১৮.	লা-তাহযান হতাশ হবেন না -আয়িদ আল করনী	৪০০
১৯.	রাসূল ﷺ-এর ২৪ ঘণ্টা –মো : নূরুল ইসলাম মণি	৪০০
২০.	নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায় –আল্ বাহি আল্ খাওলি	২১০
২১.	জান্নাতী ২০ (বিশ) রমণী -মোয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২০০
২২.	আয়েশা (রা) বর্ণিত ৫০০হাদীস -মোয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	৩০০
২৩.	রাসূল ﷺ সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন –সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৪০
২৪.	সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন -মোয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২২০
২৫.	রাসূল ﷺ-এর লেনদেন ও বিচার ফয়সালা –মো: নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
২৬.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা –ইকবাল কিলানী	২২৫
২৭.	মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে) –ইকবাল কিলানী	২২৫
২৮.	দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলীর ৫০টি সমাধান -আব্দুল হামীদ ফাইজী	১৩০
২৯.	রাসূল (স)-এর প্রশ্ন সাহাবীদের জবাব, সাহাবীদের প্রশ্ন রাসূল (স)-এর জবাব	৩৫০
৩০.	কুরআন পড়ি কুরআন বুঝি, আল কুরআনের সমাজ গড়ি -ইকবাল কিলানী	২০০
৩১.	লোকমান (আ.)-এর উপদেশ হে আমার সন্তান ! -মো: রফিকুল ইসলাম	১৩০

www.Quraneralo.com

Content

৩২.	ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন –ড. ফযলে ইলাহী (মক্কী)	১০০
৩৩.	জাদু টোনা, জ্বীনের আছর, ঝাঁর-ফুঁক, তাবীজ কবজ -আবুল কাসেম গাজী	২০০
৩৪.	আল্লাহর ভয়ে কাঁদা –শায়খ হুসাইন আল-আওয়াইশাহ	১২০
৩৫.	ড. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র (১-৬) খণ্ড একত্রে	---
৩৬.	আপনিও হতে পারেন বিশ্বের সবচেয়ে সুখী নারী -আয়িদ আল ক্বরনী	২০০
৩৭.	পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে মুহাম্মদ (স) -মাওঃ আঃ ছালাম মিয়া	২৫০
৩৮.	মদিনা সনদ ও বাংলাদেশের সংবিধান -মোঃ রফিকুল ইসলাম	১৪০
৩৯.	কিতাবুত তাওহীদ -মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব	১৫০
৪০.	সহীহ্ ফাযায়েলে আমল	৪৫০
৪১.	শিক্ষামূলক হাদীস সংকলন-১ -ড. মুহাম্মদ শওকত আলী	৩০০
৪২.	তাওয়াক্কুল -ডক্টর ইউসুফ কারদাবী	১৫০
৪৩.	প্রচলিত ভুল-ভ্রান্তির সংশোধন -ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক	৩০০
৪৪.	ধৈর্য ধরুন জান্নাত পাবেন - ইবনে কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাহ	১৩৫
৪৫.	ঈমানের ৭৭টি শাখাসমূহ -ইমাম বায়হাকী	১২৫
৪৬.	পীর ফকির ও মাজার -ড. মুহাম্মদ শওকত আলী	২২৫
৪৭.	Leadership (নেতৃত্ব প্রদান) -সুলাইমান বিন আওয়াদ কিয়ান	২২৫
৪৮.	নির্বাচিত ৫০টি হাদীস -ড. মুহাম্মদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ	১২০
৪৯.	ফাযায়েলে কুরআন -আব্দুল্লাহিল হাদী মু. ইউসুফ	৩০০
৫০.	মহাপ্রলয় (স্বচিত্র কিয়ামতের আলামত) -ড. আব্দুর রহমান বিন আরিফী	৩০০

www.Quraneralo.com

অচিরেই বের হতে যাচ্ছে .....

১. অর্থ বুঝে নামাজ পড়ি।
২. আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে?
৩. আল্লাহর ৯৯টি নাম এর ফজিলত।
৪. শব্দে শব্দে অজিফা, ।
৫. খোলাফায়ে রাশেদীন।
৬. ইসলামী সাধারণ জ্ঞান।
৭. তওবা ও ক্ষমা।
৮. মক্কা ও মদীনার ইতিহাস।
৯. আসহাবে কাহফ।
১০. স্বচিত্র ক্বাসাসুল আম্বিয়া।
১১. সহীহ মোকছেদুল মুমিনীন।
১২. সহীহ নিয়ামুল কুরআন।
১৩. সকাল সন্ধ্যার আমল।
১৪. আসুন কুরআনের সাথে কথা বলি।
১৫. রাসূল (সা)-এর মু'জেযা।
১৬. গোল্ডেন ইউজফুল ওয়াড।
১৭. আল কুরআনুল কারীমের বিধি-বিধানের পাঁচ'শ আয়াত।
১৮. তালাক শব্দটি অস্ত্র নয়।
১৯. গীবত ও পরনিন্দা (ভয়াবহ পাপ)।

www.Quraneralo.com